রেলপথ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১	১	০	০	০	১	১৫০%	০	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ১টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত মেয়াদকাল	প্রকৃত ব্যয়
বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি মিটারগেজ বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তরকরণ।	জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১২	৩১০৯.৩২ লক্ষ টাকা

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের নাম	ব্যয় বৃদ্ধির কারণ	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি মিটারগেজ বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তরকরণ।	প্রযোজ্য নয়	১। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক দরপত্র বাতিল হওয়া ২। চুক্তিপত্র অনুযায়ী এলসি খোলার তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে মালামাল সরবরাহ এবং ৩০ মাস সময়ের মধ্যে এয়ার ব্রেকে রূপান্তরের কাজ সমাপ্তির শর্ত থাকা।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

টেন্ডারজনিত কারণে সময় বৃদ্ধি ব্যতিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি।

‘‘বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি মিটারগেজ বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তরকরণ’’

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১। প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি মিটারগেজ বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তরকরণ।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪৩২.০০ (-)	- (-)	৩১০৯.৩২ (-)	জুলাই, ০৭ থেকে জুন, ০৯	-	জুলাই, ০৭ থেকে জুন, ১২	-	৩ বছর (১৫০%)

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (বৈঃ মুঃ)	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (বৈঃ মুঃ)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	২ বছরের বৈদেশিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল সাপোর্ট	থোক	১৬০.০০		(২১৪২.২২+১৬.২০ +৬৬.৬০)=২২২৫.০২	১০০%
২	ডিজাইন কস্ট	থোক	১০০.০০			
৩	বৈদেশিক ও স্থানীয় মেশিনারী, ইক্যুইপমেন্ট, স্পেয়ার্স, টুলস ও কনজিউম্যাবল	থোক	২২০০.০০			
৪	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (১৮ জনমাস)	থোক	৩৬.০০			
৫	পরিদর্শন	থোক	২০.০০			
৬	কন্টিনজেন্সী	থোক	২৮.০০			
৭	সিডি/ভ্যাট	থোক	৮৪০.০০		৮৪০.০০	
৮	অফিস ইক্যুইপমেন্ট ও কনজিউম্যাবল	থোক	৩০.০০		২৬.৪৫	
৯	যানবাহন (১টি পিক-আপ)	থোক	১৮.০০		১৭.৮৫	১০০%
	মোট=	-	**৩৪৩২.০০**		**৩১০৯.৩২**	

৬। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বের ধরণ	কর্মকাল
১	২	৩	৪
১	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/পূর্ব	খন্ডকালীন	০১/০৭/২০০৭ থেকে ১০/১২/২০০৮
২	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক/কারখানা বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাহাড়তলী	পূর্ণকালীন	১১/১২/২০০৮ থেকে প্রকল্প শেষ হওয়া পর্যন্ত

৭। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রয় বিবরণী	দরপত্র				কাজ সমাপ্তির তারিখ	
	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তিস্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি মিটারগেজ বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তরকরণ	২৩৫৬.০০	২২৮৪৭৩৪.৬৩ (ইউরো) ২১৪২.২২ (লক্ষ টাকা)	২৫/০১/০৯	২০/০৮/০৯ এবং ০৯/০৯/০৯	এলসি গ্রহণের পর হতে ৩০ মাস	৩১/০৫/১২

৮। **সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্তি	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট (বৈ: মু:)	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা %		মোট (বৈ: মু:)	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব অগ্রগতি %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৭-০৮	-	-	-	-	১০.০০	০.৫৭	০.৫৭	-	-
২০০৮-০৯	২৪৩৮.০০	২৪৩৮.০০	-	-	২৪৩৮.০০	০.৫২	০.৫২	-	-
২০০৯-১০	৩২৫২.০০	৩২৫২.০০	-	-	৩২৫২.০০	৩০৪৪.৩৯	৩০৪৪.৩৯	-	-
২০১০-১১	৬৩.০০	৬৩.০০	-	-	৬৩.০০	৬৩.৩৩	৬৩.৩৩	-	-
২০১১-১২	১২০.০০	১২০.০০	-	১০০%	৬.০০	০.৫১	০.৫১	-	১০০%
মোট=	**৫৮৭৩.০০**	**৫৮৭৩.০০**	**-**	**১০০%**	**৫৭৬৯.০০**	**৩১০৯.৩২**	**৩১০৯.৩২**	**-**	**১০০%**

৯। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ** অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

১০.১ **প্রকল্পের পটভূমিঃ** বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতায় ৩৯৯টি মিটারগেজ বিসি ওয়াগন আছে। এ সমস্ত ওয়াগনের বিদ্যমান ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তর করা সম্ভব হলে অপেক্ষাকৃত বেশী নিরাপত্তা ও দ্রুত গতিতে ওয়াগনসমূহকে পরিচালন করা সম্ভব হবে এবং ওয়াগনের প্রাপ্যতাও বৃদ্ধি পাবে। এ লক্ষ্যে ২৭৭টি ওয়াগনের বিদ্যমান ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তরকরণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি বিসি ওয়াগনের বিদ্যমান ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তর করে অপেক্ষাকৃত বেশী নিরাপত্তা ও দ্রুত গতিতে ওয়াগনসমূহকে পরিচালন করা।

১০.৩ **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য ৩৪৩২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৭/০৫/২০০৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০০৯ পর্যন্ত। বাস্তবায়ন পর্যায়ে দরপত্র চূড়ান্তকরণে বিলম্ব হওয়ায় পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সর্বশেষ জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

১০.৪ **সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৩১০৯.৩২ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৯০.৫৯%। উক্ত সময়ে প্রকল্পের ১০০% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে **(অনুচ্ছেদ-৫)।**

১১। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ১৯/০৬/২০১৩ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১১.১ **টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য** : অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তিনটি গুডস প্যাকেজ এবং তিনটি সার্ভিস প্যাকেজের আওতায় সম্পাদনের সংস্থান ছিল। পরিদর্শনকালে টেন্ডার সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, APP (Annual Procurement Plan)-তে তিনটি গুডস প্যাকেজের আওতায় টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতপূর্বক HOPE এর অনুমোদন নিয়ে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে গুডস প্যাকেজ GD-1 (মূল প্যাকেজ) এর আওতায় তিনটি সার্ভিস প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এজন্য ১৬/০৮/২০০৭ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় এবং ২৭/০২/২০০৮ তারিখে দরপত্র খোলা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক ২২/০৬/২০০৮ তারিখে দরপত্রটি বাতিল করে পুন:দরপত্র আহবানের সুপারিশ করা হয়। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে দরপত্রের স্পেসিফিকেশন সংশোধনসহ দরপত্র আহবান সংক্রান্ত বেশ কিছু নির্দেশনা পরিপালনান্তে ১৫/০১/২০০৯ তারিখে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হয় এবং ১২/০৩/২০০৯ তারিখে দরপত্রটি খোলা হয়। টিইসি'র সুপারিশ মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান M/S Knorr-Breamse Systeme, Germany-কে নির্বাচন করা হয়। উক্ত ঠিকাদারকে ০৬/০৭/২০০৯ তারিখে Notification of Award দেওয়া হয় এবং ২০/০৮/২০০৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিমূল্য ২২.৮৫ লক্ষ ইউরো (প্রায় ২১৪২.২২ লক্ষ টাকা)। চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে এলসি খোলার তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে মালামাল সরবরাহ এবং ৩০ মাস সময়ের মধ্যে এয়ার ব্রেকে রূপান্তরের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। এলসি খোলা হয় ০৯/০৯/২০০৯ তারিখ। এ হিসেবে প্রকল্পের কাজ ২০১২ সালের মার্চ মাসে শেষ করার জন্য নির্ধারিত ছিল এবং সে অনুযায়ী ঠিকাদার কাজ সমাপ্ত করেছেন। এছাড়া GD-2 প্যাকেজের আওতায় ১৮ লক্ষ টাকা সংস্থানের মধ্যে ১৭.৮৫ লক্ষ টাকায় একটি পিক-আপ ভ্যান এবং GD-3 প্যাকেজের আওতায় ৫ টি লটে ২৬.৪৪ লক্ষ টাকায় কম্পিউটার, অফিস ইক্যুপমেন্ট ও জ্বালানী সরবরাহ করা হয়।

১১.২ **বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রুপান্তরকরণঃ** প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি মিটারগেজ বিসি ওয়াগনের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রুপান্তরের সংস্থান ছিল। কিন্তু চুক্তিপত্রের সংস্থান অনুযায়ী ২৬৬টি বিসি ওয়াগন এবং ১১টি বিসি ব্রেক ভ্যানের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রুপান্তরের সংস্থান আছে দেখা যায়। সে মোতাবেক প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্য অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শতভাগ কাজ সম্পন্ন এবং দুই বছরের সার্ভিস পিরিয়ডের জন্য স্টোরে প্রয়োজনীয় ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স পার্টস মজুত রয়েছে। এ বিষয়ে ওয়াগন শপের স্টোর পরিদর্শনকালে দু'টি রেকে যথেষ্ট সংখ্যক ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স পার্টস মজুত রয়েছে দেখা যায়। এছাড়া স্টোরের রেজিস্টার ও জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, চট্রগ্রাম এবং ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত যৌথ জরিপ রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ২৬৬টি বিসি ওয়াগন এবং ১১টি বিসি ব্রেক ভ্যানের ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রুপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাপিটাল ও স্পেয়ার্স পার্টসের তালিকায় মিল রয়েছে দেখা যায়। ওয়াগন শপের পরিদর্শক কর্তৃক সরবরাহকৃত ডকুমেন্ট অনুযায়ীও কমিশনিংকৃত বিসি ওয়াগনগুলো ব্যবহারের উপযুক্ত হয়েছে মর্মে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে দেখা যায়। অতঃপর ২৭৭টি বিসি ওয়াগনের মধ্যে ৩টি ওয়াগনের (ওয়াগন নম্বর ১০০১৮১, ১০০৩০৫, ১০০১৮৪) পার্টস লিষ্ট যাচাইয়ে ওয়াগন শপের স্টোর এবং ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত ডকুমেন্টে মিল রয়েছে দেখা যায়। সর্বোপরি, ৩ জন লোকো মাস্টার ও সহকারী লোকো মাস্টারের সাথে বিসি ওয়াগনগুলোর পারফরমেন্স নিয়ে আলাপ করা হয়। ৩জন লোকো মাস্টারই ওয়াগনগুলো পারফরমেন্স নিয়ে সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন।

১১.৩ **বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৫ জন বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণকে জার্মানের Knorr-Breamse কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে ৩ মাসের কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং ৬ জন আন্ত:মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে ১৫ দিনের ফ্যাক্টরী পরিদর্শনের সংস্থান ছিল। চুক্তিপত্রেও অনুরূপ সংস্থান অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সে অনুযায়ী জার্মানের Knorr-Breamse কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে জার্মানীতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ফ্যাক্টরী পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি বিসি ওয়াগনের বিদ্যমান ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তর করে অপেক্ষাকৃত বেশী নিরাপত্তা ও দ্রুত গতিতে ওয়াগনসমূহকে পরিচালন করা।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭৭টি বিসি ওয়াগনের বিদ্যমান ভ্যাকুয়াম ব্রেক সিস্টেমকে এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তরের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বেশী নিরাপত্তা ও দ্রুত গতিতে ওয়াগনসমূহকে পরিচালনা করা সম্ভব হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৪। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** টেন্ডারজনিত কারণে সময় বৃদ্ধি ব্যতিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি।

১৫। **বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি :** প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ছিল ০১/০৭/২০০৭ থেকে ৩০/০৬/২০০৯ পর্যন্ত। বাস্তবায়ন পর্যায়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ২২/০৬/২০০৮ তারিখে দরপত্রটি বাতিল করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে দরপত্রের স্পেসিফিকেশন সংশোধনসহ দরপত্র আহবান সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা পরিপালনান্তে পুনরায় ১৫/০১/২০০৯ তারিখে দরপত্র আহবান করায় অতিরিক্ত সময় লেগে যায়। পরবর্তীতে ০৬/০৭/২০০৯ তারিখে Notification of Award প্রদান করা হয় এবং ২০/০৮/২০০৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্র অনুযায়ী এলসি খোলার তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে মালামাল সরবরাহ এবং ৩০ মাস সময়ের মধ্যে এয়ার ব্রেকে রূপান্তরের কাজ সমাপ্তির শর্ত থাকায় বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মালামাল সরবরাহের জন্য এলসি খোলা হয় ০৯/০৯/২০০৯ তারিখ। এ হিসেবে প্রকল্পের কাজ ২০১২ সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়ার জন্য নির্ধারিত হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে তিন দফায় ৩০/০৬/২০১২ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১৬। **রাজস্ব খাতে স্থানান্তরঃ** প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাতে (ওপেন লাইন)-এ স্থানান্তর করা হয়েছে।

১৭। **মতামত/সুপারিশঃ**

১৭.১ প্রকল্পটির মেয়াদ ৩ বছর (১৫০%) বৃদ্ধি করা হয়েছে। একবার দরপত্র আহবানের পর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক তা বাতিলের সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন করে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হয়। এর ফলে প্রায় ১ বছর ৪ মাস সময় ব্যয়িত হয়। এক্ষেত্রে কী কারণে টেন্ডার বাতিল করতে হলো, কেন প্রথম স্পেসিফিকেশন ঠিক ছিল না, কেনইবা তা ১০ মাস পর ঠিক ছিল না বলে চিহ্নিত হলো-এ সকল বিষয় মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে, যাতে ভবিষ্যত প্রকল্প বাস্তবায়নে এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়; এবং

১৭.২ প্রকল্পটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের অবশিষ্ট বিসিওয়াগনগুলো রাজস্ব খাতের আওতায় এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তর করা যেতে পারে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭	৬	০	১	৫	১	১২ মাস (৫০%) ৫ বছর (২৫০%)	–	৫৭.২৯ (৫.৮৫%) ১৩৪৮.৮১ (৭৪%)

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদকাল
১	২	৩	৪
১.	জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ (২য় পর্যায়)	২৯০৪.৭৩ ২৯০৪.৭৩ -	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১২
২.	বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ।	৩১৬০.৭৬ ৩১৬০.৭৬ -	এপ্রিল,০৬ হতে মার্চ,২০১২
৩.	অপ্রচলিত মূল্যবান নথিপত্র সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ	৩৯১.২১ - ৩৯১.২১	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১২
৪.	লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ (প্রথম পর্যায়)	১০৩৭.২৯ ১০৩৭.২৯ -	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১২
৫.	জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)	২৬৯১.১৭ ২৬৯১.১৭ -	জুলাই ২০০৫ হতে জুন,২০১২
৬.	জেলা পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের উন্নয়ন-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	৯৯০১.৫৯ ৯৯০১.৫৯ -	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২
৭.	কুমিল্লায় নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র স্থাপন	৬৮৭.৬৫ ৬৮৭.৬৫ -	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১২

০৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩
১.	জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ (২য় পর্যায়)	প্রকল্পের কতিপয় অংগ পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করার লক্ষ্যে ব্যয় ও মেয়াদকাল বাড়ানো হয়।
২.	বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ।	বাংলা একাডেমী ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, প্রকল্পের আওতায় কতিপয় অংগের কাজের পরিমান এবং কাজের ক্যাটেগরী পরিবর্তন হওয়ায় ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৩ বার সংশোধন করা হয়।
৩.	অপ্রচলিত মূল্যবান নথিপত্র সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ	প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক বাদ দিয়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও আরকাইভাল সফট্ওয়ার প্রস্তুতের জন্য স্থানীয় পরামর্শকের বিধান এবং ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১ম বার সংশোধন করা হয়।
৪.	লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ (প্রথম পর্যায়)	পিডব্লিউডির রেট শিডিউল পরিবর্তন এবং প্রকল্পের আওতায় স্টলসমূহের নকশা সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করে সংশোধন করা হয়।
৫.	জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)	পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে মামলা চলার কারণে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করে সংশোধন করা হয়।
৬.	জেলা পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের উন্নয়ন-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	জমির মূল্যবৃদ্ধি, নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, আসবাবপত্রের পরিমাণ ও ব্যায়বৃদ্ধি, ইলেকট্রিক্যাল কাজের পরিমাণ ও ব্যয়বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশোধন করা হয়।
৭.	কুমিল্লায় নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র স্থাপন	পানি সরবরাহ, স্যানিটারী, সোলার প্যানেল স্হাপন, বিদ্যুতায়নের কাজ সুচারুরূপে সমাপ্ত করার জন্য ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল ছয় মাস বাড়ানো হয় ।

০৪। সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পঃ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, জাতীয় চিত্রশালায় নির্মিত বেশ কয়েকটি গ্যালারী ব্যবহৃত হচ্ছে না। আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন এই গ্যালারীগুলোতে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক নানান প্রদর্শনী ও চিত্রকলা উৎসব আযোজন করা সম্ভব। বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে বলে মনে হয় নি। চিত্রশালার অবকাঠামো, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোকবল কম বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। ফলে এই অবকাঠামোসমূহ এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি সন্তোষজনক পর্যায়ে হচ্ছেনা। অডিটরিয়াম ও গ্যালারীর মতো অবকাঠামো এবং বৈদ্যুতিকসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের অভাব রয়েছে বলে জানানো হয়।	**৪.১। জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পঃ** যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় চিত্রশালার আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন গ্যালারীগুলোতে বেশি বেশি করে দেশি ও আন্তর্জাতিক নানান প্রদর্শনী ও চিত্রকলা উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে বিদ্যমান সুযোগসুবিধার ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব। রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। অডিটরিয়াম ও গ্যালারীর মতো অবকাঠামো এবং বৈদ্যুতিকসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪.২। বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ মূল ভবনের মাঝের কমনস্পেস-এ বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। সাধারণ টয়লেটসমূহের কমোডসহ অন্যান্য ফিটিংস নিম্নমানের হওয়ায় তা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে	৪.২। বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ মূল ভবনের সিঁড়ির সামনে এবং ৭ম ও ৮ম তলার উত্তর দিকে বৃষ্টি প্রতিরোধক টানা গ্লাস ব্যবহার করে খোলা অংশের পানি প্রবেশের বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ

সমস্যা	সুপারিশ
পড়ছে। মহাপরিচালক ও অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের কক্ষের দরজা সাধারণ পার্টেক্সে নির্মিত হওয়ায় তা নিরাপদ হয়নি। দরজাগুলি দেখতেও সুন্দর হয়নি। জানালাসমূহে গ্রীল না থাকায় নিরাপত্তার সমস্যা থেকে গেছে।	করা যেতে পারে। সাধারণ টয়লেটসমূহের ক্ষতিগ্রস্থ কমোডসহ অন্যান্য ফিটিংসসমূহ পরিবর্তন করে তা ভাল মানের স্থাপন করা যেতে পারে। পারটেক্স দিয়ে তৈরী কিছু দরজা পরিবর্তন করে ভাল কাঠের দরজা প্রতিস্থাপন করতে হবে। জানালাসমূহে গ্রীল দিয়ে নিরাপত্তার সমস্যা দূর করা যেতে পারে।
৪.৩। অপ্রচলিত মূল্যবান নথিপত্র সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ প্রকল্পঃ কারিগরী সুবিধাদি কাজে লাগিয়ে বিপুল সংখ্যক রেকর্ড সংরক্ষণের কাজে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। বর্তমানে অফিস-কাম-কম্পিউটার অপারেটরদের এই জাতীয় কাজের প্রশিক্ষণও নেই। বিভিন্ন সংস্থা/বিভাগের মূল্যবান দলিলপত্র এখনও সংগ্রহ করা যায়নি।	৪.৩। অপ্রচলিত মূল্যবান নথিপত্র সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ প্রকল্পঃ আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্যের কাংখিত সুফল লাভের নিমিত্ত কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবলের নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। অফিস-কাম-কম্পিউটার অপারেটরদের এই জাতীয় কাজের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন সংস্থা/বিভাগের মূল্যবান দলিলপত্র সংগ্রহ পূর্বক তা ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রয়োজনে পৃথক কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে।
৪.৪। লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ (প্রথম পর্যায়) প্রকল্পঃ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হলেও জাদুঘরের সম্প্রসারিত অংশের প্রদশর্নী গ্যালারীর নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়নি এবং লাইট ও ফ্যান লাগানো হয়নি। ফাউন্ডেশনের ভিতর বহুবিধি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে এখানে কোন অডিটোরিয়াম না থাকায় প্রতিকূল আবহাওয়ায় কোন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালনা করা যাচ্ছে না।	৪.৪। লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ (প্রথম পর্যায়) প্রকল্পঃ জাদুঘরের সম্প্রসারিত অংশের গ্যালারীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে জরুরী ভিত্তিতে লাইট, ফ্যান সংযোগ/স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার আলোকে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।
৪.৫। জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পঃ ৮০০ কেভিএ লাইনের সংযোগ পাওয়া যায়নি। ফলে স্ট্যাক ভবনে কেন্দ্রীয় শীততাপ ব্যবস্থা চালু করা যাচ্ছে না। ফিউমিগ্যাশন চেম্বার ও মাইক্রোফিল্ম ল্যাবের বাইরে (পূর্বদিকে) ও ভিতরের দেয়ালে এবং আনসার ব্যারাকের কয়েকটি স্থানে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ দলিল-পত্রাদি সংরক্ষণের এমন একটি জাতীয় ভবনের নিরাপত্তার জন্য নির্মিত সীমানা প্রাচীর যথেষ্ট বলে প্রতিয়মান হয়নি।	৪.৫। জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পঃ ৮০০ কেভিএ লাইনের সংযোগ পাওয়া যায়নি। দ্রুত এই সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত নির্মাণ ত্রুটি সমূহ দ্রুত সংস্কার/মেরামতের উদ্যোগ নিতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল-পত্রাদি সংরক্ষণের জন্য এই ভবনের অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণাংগ জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪.৬। জেলা পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের উন্নয়ন-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) প্রকল্পঃ খাওয়ার পানির জন্য কোন ওয়াটার ফিল্টার নেই। লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। বাউন্ডারি ওয়ালের উপর অন্ততঃ দেড় ফুট বিশিষ্ট গ্রীল না থাকায় কয়েকটি লাইব্রেরীতে (যেমনঃ কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) নিরাপত্তাজনিত সমস্যা হচ্ছে। স্থান সংকুলানের অভাবে নির্মিত লাইব্রেরীগুলোর মাল্টিপারপাস হল পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ফলে রচনা প্রতিযোগীতা সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাচ্ছে না ।	৪.৬। জেলা পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের উন্নয়ন-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) প্রকল্পঃ কনসাল্টিং ফার্মের দ্বারা নির্মিত জেলা পাবলিক লাইব্রেরীগুলোর কাঙ্খিত মান ধরে রাখা যায়নি বিধায়, ভবিষ্যতে এরুপ কনসাল্টিং ফার্মকে নিয়োগ না দিয়ে এবং সবগুলো একসাথে না করে পর্যায়ক্রমে পিডব্লিউডি'র মাধ্যমে উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ করা যেতে পারে। কেননা, জেলা পর্যায়ে পিডব্লিউডি'র নির্মাণ কাজের তদারকির সক্ষমতা বেশী এবং এ ধরণের কাজে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। খাওয়ার পানির জন্য

সমস্যা	সুপারিশ
	ওয়াটার ফিল্টারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। লাইব্রেরীতে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় লোকবলের নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।
৪.৭। কুমিল্লায় নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ ভিআইপিরুমের দেয়ালের একাংশ নষ্ট, সহকারী পরিচালকের রুমের দরোজার চৌকাঠ ও পুকুরঘাটের কয়েকটি টাইলস ভেঙ্গে গেছে। নজরুল ইন্সটিটিউটের অডিটরিয়াম কাঙ্খিত মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে না। আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন এই কেন্দ্রে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জন্মজয়ন্তী, প্রদর্শনী, পাঠচক্র ও উৎসব আয়োজন করা সম্ভব। বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে বলে মনে হয় নি।নজরুল সংগীতশিল্পী গড়ে তোলা ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজনের সংখ্যা নগন্য বলে মনে হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রের সুযোগসুবিধার বিষয়ে প্রচারণারও অভাব রয়েছে।	৪.৭। কুমিল্লায় নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ ভিআইপিরুমের দেয়াল, সহকারী পরিচালকের রুমের দরোজা ও পুকুরঘাটের টাইলস দ্রুত মেরামত করতে হবে। যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে নজরুল ইন্সটিটিউটের আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন এই কেন্দ্রে বেশি বেশি করে দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জন্মজয়ন্তী, প্রদর্শনী, পাঠচক্র ও উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে বিদ্যমান সুযোগসুবিধার ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব। সংশ্লিষ্ট সংস্থা নজরুল সংগীতশিল্পী গড়ে তোলা ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজনের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই কেন্দ্রের সুযোগসুবিধা ও কার্যক্রম উৎসাহীদের কাছে প্রচারণার কাজটি বেগবান করার ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা উদ্যোগী হতে পারে।

"জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণ" (২য় পর্যায়)

সমাপ্তঃ জুন, ২০১২ খ্রিঃ

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ আগারগাঁও , ঢাকা।

৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রামত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
২৩৫৮.৫০	২৮৭২.৫২	২৬৯১.১৭	জুলাই,২০০৫ হতে জুন, ২০০৭	জুলাই,২০০৫ হতে জুন,২০১১	জুলাই,২০০৫ হতে জুন,২০১২	৩৩২.৬৭ (১৪.১%)	৫ বছর (২৫০%)

৫.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৫.১ পটভূমিঃ

পুরাতন ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ ও নথিপত্র যেমন-শাসনতান্ত্রিক, বিচারবিভাগীয়, সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাবলী সম্বলিত মূল্যবান দলিলপত্রগুলোকে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে এগুলো দেশের ইতিহাসবিদ, গবেষক, প্রশাসক ও সাধারণ জ্ঞান পিপাসু মানুষের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টির নিমিত্তে "জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৩টি পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। সেমতে পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়। ১ম পর্যায়ের প্রকল্পটি ৮৩৫.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়।

৫.২ উদ্দেশ্যঃ

জাতীয় ইতিহাস প্রামান্য সরকারী ও বেসরকারী দলিল, দস্তাবেজ ও নথিপত্র সংগ্রহ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ এবং এ গুলোকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৬.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৩৫৮.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৩-০৫-২০০৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পে পরামর্শক সংস্থা নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হলে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। এ জটিলতা নিষ্পত্তি করে প্রকল্প কার্যক্রম পুনঃচালু করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সংশোধিত ডিপিপিটি ২৮৭২.৫২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক গত ০৬-১০-২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ প্রকল্পের সমুদয় কার্য নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন না হওয়ায় এবং বিভিন্ন অংগের ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ায় প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধন করা হয়। দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকল্পটি ২৮৭২.৫২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৫ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৬-০২-২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৭.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	মেয়াদ
১)	জনাব মোঃ শরীফ উদ্দিন পরিচালক , জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	জুলাই, ২০০৫	মার্চ, ২০০৭
২)	জনাব মোঃ লতিফুর রহমান পরিচালক , জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	এপ্রিল,২০০৭	জুন,২০০৭
৩)	জনাব ডঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	জুলাই,২০০৭	জুন,২০১২

৮.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে-জাতীয় আর্কাইভস এর প্রশাসনিক ভবনের ৩য় তলা হতে ৫ তলা নির্মাণ, স্ট্যাক ভবনের ৪র্থ তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ, আনসার ব্যারাক, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন, স্যানিটারী এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন ইত্যাদি।

৯.০ **অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলঃ

(Tk. in lakh)

	বিভিন্ন অংগের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
1	2	3	4	5	6	7
	(a) Revenue Component					
1.	Pay of officers	No	15.00	01	14.92 (99.46)	01 (100)
2.	Pay of establishment	No	3.21	02	1.69 (52.64)	01 (50)
3.	Allowances	No	16.96	03	14.69 (86.61)	02 (100)
4.	Supply and Service	L.S.	196.82	L.S.	189.70 (96.38)	100
5.	Repair & Maintenance	L.S.	1.90	L.S.	1.89 (99.47)	100
6.	Block Allocation	L.S.	1.47	L.S.	1.47 (100)	100
	(a) Sub-Total Revenue	-	235.36	-	224.36	-
	(b) Capital Component					
7.	Microfilm unit with developer, duplicator and scanner machine	No	172.00	01	171.35 (99.62)	01 (100)
8.	Computer and other equipments	No	5.40	09	5.20 (96.29)	09 (100)
9.	Office accessories	No	110.00	03	105.30 (95.72)	03 (100)
10.	Furniture & Mobile rack	No	197.77	648	190.33 (96.23)	640 (98.76)
11.	Fire protection & detection	L.S.	160.00	L.S.	159.74	100

	বিভিন্ন অংগের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
1	2	3	4	5	6	7
	system				(99.83)	
12.	Civil Construction:					
	(a) Vertical extension of stack and admin block	sqm	904.16	5595	859.86 (95.10)	5595 sqm (100)
	(b) Boundary wall & gate	sqm	41.39	388	31.18 (75.33)	388 sqm (100)
	(c) Ansar Barrack	sqm	21.35	138	16.62 (77.84)	138 sqm (100)
	(d) Sanitary & plumbing	L.S.	22.17	L.S.	15.42 (69.55)	100
	(e) General electrification	L.S.	56.55	L.S.	56.42 (99.77)	100
	(f) Acoustic work	L.S.	60.00	L.S.	55.45 (92.41)	100
13.	Electrical equipment:					
	(a) Sound system	L.S.	45.00	L.S.	41.29 (91.75)	100
	(b) Stage lighting	L.S.	45.00	L.S.	42.76 (95.02)	100
	(c) Central Air condition	L.S.	500.00	L.S.	506.63 (101.32)	100
	(d) Lift	No	35.00	01	31.88 (91.08)	01 (100)
	(e) External electrification	L.S.	40.00	L.S.	42.44 (106.10)	100
	(f) 800 KVA Sub-station	L.S.	76.37	L.S.	73.27 (95.94)	100
14.	Water resirervor				23.12 (100)	100
15.	Price contingence		105.00		-	-
	(b) Sub-total Capital	-	2637.16		2466.81	-
	Grand Total (a + b)	-	2872.52		2691.17 (93.68)	100%

উল্লেখ্য, বিধিমোতাবেক অব্যয়িত অর্থ সমর্পন করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

১০.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ

পিসিআর এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কার্য সমাপ্ত হয়েছে। তবে, ৮০০ কেভিএ লাইনের সংযোগ দেয়া হয়নি। জানা গেছে এই সংযোগ শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
(ক) জাতীয় ইতিহাস প্রামান্য সরকারী ও বেসরকারী দলিল, দস্তাবেজ ও নথিপত্র সংগ্রহ পরির্চযা ও সংরক্ষণ এবং এগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	(ক) সংগৃহিত নথিপত্র, উপকরণ সংরক্ষনের জন্য ডিপিপি অনুসারে ৫৫৯৫ বর্গ মিটার আয়তন বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
(খ) এ সমস্ত দলিলপত্র সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি তৈরী করা	(খ) প্রকল্পের আওতায় এ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
গ) দেশে ও দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা, ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের চাহিদা মোতাবেক এই সংগৃহীত দলিলপত্র ও তথ্যাদি ব্যবহারের সুযোগ তৈরী করা।	গ) শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বিশিষ্ট একটি গবেষণা কক্ষ তৈরী করা হয়েছে। অধিদপ্তর কর্তৃক এই জাতীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১২.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ

প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি তখনই অর্জিত হবে যখন প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সমাপ্তির পর অধিদপ্তর কর্তৃক এ অবকাঠামো ব্যবহার করে পুরাতন মূল্যবান দলিলপত্রাদি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ছাত্র শিক্ষক গবেষকদের প্রয়োজনীয় রেফারেন্স হিসাবে এর সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা পাবে ।

১৩.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে গত ০২-০৪-২০১৩ ও ২২-০৪-২০১৩ তারিখে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প এলাকার পরিদর্শন বিবরণী উল্লেখ করা হলঃ

৫তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট মূল ভবনের ৩য় তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে ১২তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট স্ট্যাক ভবনের ৪র্থ তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে। ফিউমিগ্যাশন চেম্বার ও মাইক্রোফিল্ম ল্যাবের বাইরে পূর্বদিকের দেয়ালে কতিপয় ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভবনের পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পশ্চিম পাশে লাইব্রেরী ভবনের দেয়াল বিদ্যমান থাকায় সেখানে সীমান প্রাচীর নির্মাণ করা হয়নি। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ভবনের উত্তর পাশে (ইসলামী ফাউন্ডেশন ভবন সংলগ্ন) সীমিত উচ্চতায় ইট দিয়ে সীমানা প্রাচীর করা হয়েছিল। এ পর্যায়ে উচ্চতা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে এর উচ্চতা ৮ ফুট। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের অংশে আড়াই ফুট আরসিসি দেয়াল করে তার উপর ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন হিসাবে গ্রীল ফেন্সিং করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ দলিল-পত্রাদি সংরক্ষণের এমন একটি জাতীয় ভবনের নিরাপত্তার জন্য এই দেয়াল যথেষ্ট বলে প্রতিয়মান হয়নি। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটির তৃতীয় পর্যায়ে সমুদয় কাজ শেষ হলে পূর্ণাংগ জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মিত হবে। সুতরাং প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে এই ভবনের নিরাপত্তা প্রাচীর সংস্কার করা যেতে পারে।

মূল ভবনের পিছনে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে সাব-স্টেশন ভবন ৮০০কেভিএ (৬০০ কিঃওয়াট) শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেন্ট্রাল এসি চালনার জন্য সাব-স্টেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরও ৮০০ কেভিএ (৬০০ কিঃওয়াট) স্থাপন কর হয়েছে। যদিও শেষোক্ত লাইনের সংযোগ পাওয়া যায়নি।

সাব-স্টেশন ভবনের দেয়াল ঘেষে দ্বিতল বিশিষ্ট ১৩৮ বর্গমিটার আয়তনের আনসার ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। আনসার ভবনটির একটি দেয়াল সাব-স্টেশন ভবনের লাগোয়া করা হয়েছে। দুটি ভবনের মাঝে একটি কমন দেয়াল বলে অনুমিত হয়েছে। এর কারণ হিসাবে দেখা যায় ৩৪ হাজার গ্যালন ধারণ ক্ষমতার ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণের স্থান সংকুলান করতে এটা করা হয়েছে। তবে সাব-স্টেশনে জেনারেটর থাকায় কাঠ দ্বারা পাইলিংকৃত দ্বিতল আনসার ভবনের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন প্রশ্নের জবাবে উপস্থিত প্রকৌশলী জানান, সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই নির্মাণ কাজ করা

হয়েছে। সুতরাং ভবন ধসে পড়ার অবকাশ নেই। তবে সাব-স্টেশন সংলগ্ন দেয়ালের বেশ কিছু জায়গায় ফাটল পরিলক্ষিত হল। এ ভবনে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সুইচ নিম্নমানের বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

প্রকল্পের **১ম** পর্বে অডিটোরিয়াম ভবন নির্মিত হয়। এ পর্বে অডিটোরিয়ামের অভ্যন্তরভাগের লাইটিং, সাউন্ড সিস্টেম, সিট, acoustic works, স্টেজ ইকুপমেন্ট এবং কার্পেটিং ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় এগুলোর বাস্তব কার্যক্রম সরেজমিনে দেখা হয়। গুণগত মান ভাল বলেই প্রতিয়মান হল। সেন্ট্রাল এসি স্থাপন করা হয়েছে। জানা গেছে এসি ইনস্টল করার পর তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে, পরিদর্শনের সময় তা চালু অবস্থায় দেখা যায়নি। কেননা, বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এখনও কাঙ্খিত মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মূল ভবনের ৩য় তলায় যা প্রদর্শনী ব্লক হিসাবে পরিচিত মাইক্রোফিল্ম, উন্নতমানের স্ক্যানার, ফিল্ম ডেভেলপার, ডুপ্লিকেটর, হিট লেমিনেশন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় দেখা গেল। এই কক্ষটি ডাষ্টফ্রি দেয়াল বিশিষ্ট। এ কক্ষের দক্ষিণের দেয়ালে ফাটল দেখা গেল।

অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পটি ৩টি পর্বে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। সে মোতাবেক ড্রইং-ডিজাইন নির্ধারণ করা হয়। পুরো মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্বে ভাগ করে ড্রইং-ডিজাইন প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'প্রকল্প উপদেষ্টা' এর সাথে চুক্তি হয় বলে প্রকল্প অফিস থেকে জানা যায়। ২য় পর্বে উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহনের জটিলতা এবং পরবর্তীতে আইনী প্রক্রিয়ায় যাওয়ায় প্রকল্প বিলম্বে শুরু হয়। একই প্রতিষ্ঠানকেই কার্যাদেশ দেয়া হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক ৩য় পর্বের জন্য প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। তবে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ের চুক্তি এবং সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা অনুসরণে সম্ভাব্য জটিলতা পরিহারের উদ্যোগ নেয়া যৌক্তিক হবে।

১৪.০ **সমস্যাঃ**

১৪.১ ৮০০ কেভিএ লাইনের সংযোগ পাওয়া যায়নি। ফলে স্ট্যাক ভবনে কেন্দ্রীয় শীতাতাপ ব্যবস্থা চালু করা যাচ্ছে না।

১৪.২ ফিউমিগ্যাশন চেম্বার ও মাইক্রোফিল্ম ল্যাবের বাইরে (পূর্বদিকে) ও ভিতরের দেয়ালে এবং আনসার ব্যারাকের কয়েকটি স্থানে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৪.৩ গুরুত্বপূর্ণ দলিল-পত্রাদি সংরক্ষণের এমন একটি জাতীয় ভবনের নিরাপত্তার জন্য নির্মিত সীমানা প্রাচীর যথেষ্ট বলে প্রতিয়মান হয়নি।

১৫.০। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৫.১ ৮০০ কেভিএ লাইনের সংযোগ পাওয়া যায়নি। দ্রুত এই সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫.২ প্রতিবেদনে উল্লিখিত নির্মাণ ত্রুটি সমূহ দ্রুত সংস্কার/মেরামতের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৫.৩ জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল-পত্রাদি সংরক্ষণের জন্য এই ভবনের অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণাংগ জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

“অপ্রচলিত মূল্যবান নথিপত্র সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ”

সমাপ্তঃ জুন,২০১২

০১। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ শের-ই বাংলা নগর ,ঢাকা।

০৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
মোট টাকা (প্রকল্প সাহায্য)	মোট টাকা (প্রকল্প সাহায্য)	মোট টাকা (প্রকল্প সাহায্য)*					
৪০০.০০ (৪০০.০০)	৪০০.০০ (৪০০.০০)	৩৯১.২১ (৩৯১.২১)	জুলাই '২০০৯ হতে জুন'২০১১	জুলাই'২০০৯ হতে জুন'২০১২	জানুয়ারী'২০০৯ হতে জুন'২০১২	-	১২ মাস (৫০%)

* জেডিসিএফ

৫.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৫.১ **উদ্দেশ্য ও পটভূমিঃ**

৫.১.১ উদ্দেশ্য

১। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান ২৫ বছরের উর্দ্ধের সরকারি দলিল-দস্তাবেজ ও নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

২। সংগৃহীত মূল্যবান দলিলপত্র মূল্যায়নের পর ন্যাশনাল আর্কাইভস এ স্থানান্তরকরণ;

৩। সংগৃহীত দলিলপত্র ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৫.১.২ পটভূমি

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান ২৫ বছরের উর্দ্ধের সরকারি দলিল-দস্তাবেজ ও নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পূর্বক সংগৃহীত মূল্যবান দলিলপত্র মূল্যায়নের পর ন্যাশনাল আরকাইভস এ স্থানান্তর এবং সংগৃহীত দলিলপত্র ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫.১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা : মূল প্রকল্পটি ৪০০.০০ লক্ষ টাকা (জেডিসিএফ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯-জুন ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক বাদ দিয়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও আরকাইভাল সফট্ওয়ার প্রস্তুতের জন্য স্থানীয় পরামর্শকের বিধান রেখে এবং ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটি জুলাই'২০০৯ হতে জুন'২০১২ মেয়াদে ১ম বার সংশোধন করা হয়। গত ১৪.০২.২০১২ তারিখে নতুন কোন অংগ অন্তর্ভুক্তি ব্যতিরেকে এবং মোট ব্যয় ও মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের অংগসমূহের মধ্যে অন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়।

৫.২ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** দেশের অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সরকারি দলিল-দস্তাবেজ ও নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সংগৃহীত দলিলপত্র ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার নিমিত্ত রাসায়নিক উপাদান, ডিজিটাল ও ভিডিও ক্যামেরা কম্পিউটার ও এ সংক্রান্ত ইক্যুপমেন্ট ,কম্পিউটার সফটওয়্যার,ফার্নিচার ও জেনারেটর ক্রয় ইত্যাদি।

৫.৩ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পূর্ণ/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল	
			শুরু	শেষ
১	প্রফেসর ড.মোঃ তাইবুল হাসান খান পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	পূর্ণ কালীন	০১/১২/২০০৯	৩০/১১/২০১১
২	ওয়াদুদুল বারী চৌধুরী পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	পূর্ণ কালীন	০৮/০৩/২০১২	৩০/০৬/২০১২

৫.৪ **প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ৪০০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৩৯১.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (৯৮%)। মূল কার্যক্রমসমূহের মধ্যে যশোর, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও রাজশাহী থেকে প্রায় ৪,০০০ অতি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান অপ্রচলিত দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। একইভাবে আরকাইভাল ওয়েবসাইট স্থাপন/প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাসায়নিক উপাদান, ডিজিটাল ও ভিডিও ক্যামেরা, কম্পিউটার ও এ সংক্রান্ত ইক্যুপমেন্ট ,কম্পিউটার সফটওয়্যার,ফার্নিচার ও জেনারেটর ক্রয় ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (পি সি আর-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)				প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
			আর্থিক					
1	2	3	4				6	7
	a)Revenue Component							
01	Training allowance	No.	1.82			15	1.82 (100)	15 (100)
02	Travel cost	No.	8.00			15	7.36 (91.25)	15 (100)
	Telephone/Telegram		-				-	
	Stationary/Seals/Stamps	L.S	2.00			L.S	2.00 (100)	100
01.	Sending representative	No.	2.04			07	2.04 (100)	07 (100)
02.	Entertainment	L.S	0.50			L.S	0.19 (38)	100
03.	Carriage	L.S	1.00			L.S	1.00 (100)	100
04.	Chemicals	L.S	5.00			L.S	5.00 (100)	100
05.	Consumable goods	L.S	10.00			L.S	10.00 (100)	100
06.	Consultancy fee		-				-	-
07.	Honorarium/Fee	L.S	3.00			L.S	2.81 (94)	100
08.	Computer goods	L.S	3.00			L.S	2.95 (98)	100
09.	Conference/Seminar		-				-	-

10	Others	L.S	37.00			L.S	30.95 (84)	100
	Sub-total		**73.36**				**65.52**	
	b)Capital component							
	Digital Camera	No.	0.60			01	0.58 (97)	01 (100)
	Video Camera	No.	0.40			01	0.40 (100)	01 (100)
	Equipment and other accessories: Copier Machine (for newspaper and map, Air Conditioner, Fax machine	No.	29.13			12	29.07 (99.98)	12 (100)
	Computer and equipment: Desktop Computer, Laptop Computer, Saver, EMC Storage, Operating system, Antivirus Server, Printer, Book Scanner, Router, UPS	No.	95.36			45	95.28 (99.99)	45 (100)
	Computer Software(Archives) with debase license (two processor)	No.	91.73			01	91.29 (99.52)	01 (100)
	Furniture	No.	14.40			83	14.21 (99)	83 (100)
	500 KVA Generator	No.	95.00			01	94.84 (99.84)	01 (100)
	Sub-total		**326.64**				**325.69**	
	Grand total (a+b)		**400.00**				**391.21** (97.80)	**100%**

৭.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ</u> প্রকল্পের আওতায় সকল অংগের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮.০ <u>পরিদর্শিত এলাকাঃ</u> গত ১৩-০২-২০১৩ তারিখে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প এলাকা ঢাকার আগারগাঁও এ জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-সচিব, সহকারি পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলঃ

৮.১ আরকাইভাল ওয়েবসাইট স্থাপন/প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাসায়নিক উপাদান, ডিজিটাল ও ভিডিও ক্যামেরা কম্পিউটার ও এ সংক্রান্ত ইক্যুপমেন্ট ,কম্পিউটার সফটওয়্যার,ফার্নিচার ও জেনারেটর ক্রয় ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছ। এছাড়া ৮টি স্প্লিট টাইপ এসি, ওয়াইড ফরমেট প্রিন্টার, স্ক্যানার, ফটোকপিয়ার (ডিজিটাল ম্যাপ কপিয়ার), সার্ভার, ১৩ টেরাবাইট সম্পন্ন ইএমসি (Electromagnetic Compatibility) স্টোরেজ ইত্যাদিও ক্রয় করা হয়েছে ।

৮.২ অধিদপ্তরের একটি রুমে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত একটি ল্যাব পরিদর্শন করা হয়। উক্ত ল্যাবে সংগৃহিত পুরাতন দলিলপত্রাদির স্ক্যান ও সেগুলো ইএমসি স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে দেখা যায়। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে পুরাতন দলিল পত্র যা ব্যবহার অনুপযোগী তা ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণের সুবিধা হচ্ছে বলে কর্মরত কর্মকর্তারা জানান। ক্রয়কৃত সকল উপাদান ভাল অবস্থায় আছে বলে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান। পরিদর্শনের সময় যন্ত্রপাতিসমূহ ভাল মানের এবং কর্মক্ষম অবস্থায় দেখা যায়। তারা আরো জানান ডিজিটাল ফর্মে কনভার্ট করার পর তা পর্যায়ক্রমে ইতোমধ্যে স্থাপিত আরকাইভাল ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হবে। তবে প্রকল্প অফিস থেকে জানা গেছে, দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। সীমিত সংখ্যক অফিস-কাম কম্পিউটার অপারেটর দ্বারা ডিজিটাইজেশনের বিশাল কাজ সম্ভব নয়। সম্প্রতি একজন প্রোগ্রামার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

৯.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) দেশের সকল জেলা থেকে অতি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান অপ্রচলিত দলিলপত্র দ্রুত সংগ্রহ করা।	ক) যশোর, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও রাজশাহী থেকে প্রায় ৪০০০ অতি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান অপ্রচলিত দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
খ) সংগৃহীত মূল্যবান দলিলপত্র মূল্যায়নের পর ন্যাশনাল আরকাইভস এ স্থানান্তর।	খ) সংগৃহীত মূল্যবান দলিলপত্র মূল্যায়নের পর ন্যাশনাল আরকাইভস এ স্থানান্তর করা হয়েছে।
গ) সংগৃহীত দলিলপত্র ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।	গ) ইতোমধ্যে আরকাইভাল ওয়েবসাইট স্থাপন/প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংগৃহীত দলিলপত্র ওয়েবসাইটে পর্যায়ক্রমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

১০.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ শেষ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কারিগরী সুবিধাদি ব্যবহার করে রেফারেন্স সার্ভিস, গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি ও বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশনার কাজটি জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে প্রকল্পের পুরোপুরি উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলে প্রতিয়মান হয়।

১১.০ **সমস্যাঃ**

১১.১ কারিগরী সুবিধাদি কাজে লাগিয়ে বিপুল সংখ্যক রেকর্ড সংরক্ষণের কাজে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে।

১১.২ বর্তমানে অফিস-কাম-কম্পিউটার অপারেটরদের এই জাতীয় কাজের প্রশিক্ষণও নেই।

১১.৩ বিভিন্ন সংস্থা/বিভাগের মূল্যবান দলিলপত্র এখনও সংগ্রহ করা যায়নি।

১২.০ **সুপারিশঃ**

১২.১ আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্যের কাংখিত সুফল লাভের নিমিত্ত কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবলের নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।

১২.২ অফিস-কাম-কম্পিউটার অপারেটরদের এই জাতীয় কাজের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ।

১২.৩ বিভিন্ন সংস্থা/বিভাগের মূল্যবান দলিলপত্র সংগ্রহ পূর্বক তা ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রয়োজনে পৃথক কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে।

“জেলা পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের উন্নয়ন-৩য় পর্যায়” (২য় সংশোধিত)
সমাপ্তঃ জুন, ২০১২ খ্রিঃ

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগঃ **সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।**

৩.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ সমগ্র দেশের ৪৫ টি জেলায়।

৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল				প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রামত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রামত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বর্ধিত			
৮০৫৪.২০	৮৭৫৮.৫৬	১২২৮৩.৩৬	৯৯০১.৫৯	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৮	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২	১৮৪৭.৩৯ (২৩)	৫ বছর (১৬৭)

৫.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৫.১ পটভূমিঃ

সারা দেশে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতায় ৬৮ টি পাবলিক লাইব্রেরী পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ৬ টি বিভাগীয় শহর ও ১৩ টি জেলা শহরে (নরসিংদী, রাজবাড়ি, রংপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, বগুড়া, মাগুড়া, লক্ষীপুর, শরীয়তপুর, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও কক্সবাজার) নিজস্ব ভবন আছে। এছাড়া ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ শহরে ৪ টি শাখা লাইব্রেরী পরিচালিত হচ্ছে। একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এসব অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ২টি পর্যায়ে যথাক্রমে ১৯৮৭-৯১ ও ১৯৯৫-২০০০ মেয়াদে ১৯ টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরীর ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। বিবেচ্য ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পে বাকী ৪৫ টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরী ভবন নির্মাণের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫.২ উদ্দেশ্যঃ

মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জেলা পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষক/জনগণের উন্নত গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য বাস্তব সুবিধাদি সৃষ্টি করাই বিবেচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৬.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

“জেলা পাবলিক লাইব্রেরী সমূহের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ৮০৫৪.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৯/১২/২০০৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা

হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি গত ১৮/৫/২০০৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক ৮৭৫৮.৫৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। তাছাড়া জমির মূল্য বৃদ্ধি, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, আসবাবপত্রের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি, ইলেকট্রিক্যাল কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের মেয়াদ ২য় বার বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি পুনরায় সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ১২২৮৩.৩৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৮/০৯/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ প্রকল্পের আওতায় যে সকল জেলায় কাজ শুর হয়নি কিন্তু জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে সে সমস্ত জেলায় ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার স্বার্থে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ০১ বছর অর্থাৎ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৭.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	মেয়াদ
১)	জনাব চৌধুরী বাবুল হাসান, যুগ্ম-সচিব	১৩-০৭-২০০৬	১৭-১০-২০০৭
২)	জনাব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী, উপ-সচিব	১০-১২-২০০৭	৩০-০৬-২০১২

৮.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে-বই ক্রয়, পরামর্শক ফি, অফিস বিল্ডিং মেরামত, কম্পিউটার ক্রয়, অফিস ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র ক্রয়, জমি অধিগ্রহণ, অফিস বিল্ডিং ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ ইত্যাদি। নির্মিত একতলা ভবনে মাল্টিপারপাস হল, শিশু পাঠকক্ষ, লাইব্রেরিয়ানের কক্ষ, স্ট্যাক রুম, কমন বাথরুম ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুন্সীগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলাসমূহের গ্রন্থাগার টাইপ প্ল্যানে এবং চুয়াডাংগা গ্রন্থাগার মডিফাইড প্ল্যানে নির্মাণ করা হয়েছে বলে গণ-গ্রন্থগারের প্রকৌশলী জানান। টাইপ প্ল্যানের ভবনগুলো আয়তাকার এবং এগুলোর মাল্টিপারপাস হলের আয়তন ৭০’ X ৫১.৮’। অন্যদিকে মডিফাইড প্ল্যানের ভবনগুলো বর্গাকৃতির এবং মাল্টিপারপাস হলের আয়তন ৪১’X৭২.৪’। এছাড়া, কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাদে অন্য পরিদর্শিত গ্রন্থাগারগুলো মডিফাইড ওয়ার্কের আওতায় সেন্ট্রিবক্সসহ প্রধান ফটক নির্মাণ (অলংকারিক), আরসিসি ফ্লোর নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়ালের উপর গ্রীল, ফ্লোরে টাইলস স্থাপন,ভবিষ্যতে ভবনের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন করা হবে বিবেচনায় ওভারহেড ট্যাংক আরসিসি’র পরিবর্তে প্লাস্টিক ট্যাংক, আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার ব্রিক ওয়ালের পরিবর্তে আরসিসি ঢালাই, লাইব্রেরীয়ানের কক্ষে এটাচড বাথরুম নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কতিপয় ইলেকট্রিক ফিটিংস পরিবর্তন করা হয়। তবে প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের সার্বিক আয়তন ৫০৫০ বর্গফুট বহাল থাকে। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের ১ম তলায় শিশুদের জন্য পাঠকক্ষ, ২য় তলায় সাধারণ পাঠকক্ষ, ৩য় তলায় বিজ্ঞান পাঠককক্ষ এবং ৪র্থ তলায় রেফারেন্স ও জার্ণাল সেকশন নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে নির্মিত একতলা ভবনের শিশু পাঠকক্ষটি অধিকাংশ লাইব্রেরীতে স্টোর রুম হিসাবে এবং মাল্টিপারপাস হলটি আয়তনে বড় হওয়ায় সাধারণ ও শিশুদের পাঠকক্ষ হিসাবে যৌথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৯.০ **অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :** মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলঃ

Item of works	unit	Target(as per pp)		Actual Progress	
		Financail	Physical	Financail	Physical (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Pay of Officers	1 Nos	14.50	-	13.52	- (93)
Pay of Estab.	5 Nos.	12.00	-	11.20	- (93)
Allowances	6 Nos.	24.00	-	21.59	- (90)
Traveling	L.S	3.00	-	3.00	- (100)
Hire charge of transport	L.S	28.00	-	27.28	- (97)
Land Tax	L.S	1.00	-	-	-
Telephone	L.S	2.00	-	1.30	- (65)
Electricity	L.S	1.00	-	-	-
Gas & Fuel	L.S	3.50	-	2.40	- (68)
Stationary	L.S	5.00	-	4.30	-

					(86)
Books and periodicals	L.S	433.00	-	430.14	- (99)
Audio Video film making	L.S	0.50	-	-	-
Advertisement	L.S	6.00	-	6.00	-
Training	5 batch	5.00	-	5.00	- (100)
Seminar	6 Nos	3.00	-	3.00	- (100)
S.Delegates	10 persons	14.25	-	14.25	- (100)
Entertainment	L.S	1.00	-	0.83	- (83)
Transportation	L.S	5.00	-	5.00	- (100)
I.Labour	L.S	4.08	-	4.08	- (100)
Materials	L.S	1.00	-	0.75	- (75)
Consultancy	L.S	193.98	-	183.60	- (94)
Honorarium/Fee	L.S	11.00	-	9.49	- (86)
Computer materials	L.S	3.50	-	3.48	- (99)
Function	L.S	1.98	-	1.98	- (100)
Committee meeting	L.S	0.50	-	0.50	- (100)
Other expenditure	L.S	8.95	-	8.15	- (91)
Computer and Office equipment	L.S	1.00	-	0.50	- (50)
Office Building	13 Dist.	22.30	13 Dist.	22.29	13 Dist. (100)
Camera	1 No	0.26	1 No	0.26	1No (100)
Computer	57 No	42.80	57 No	42.80	57 No (100)
Office equipment	62 No	106.10	62 No	76.34	62 No (72)
Furniture	6300 pcs	494.13	6300 pcs	336.92	5460 pcs (68)
Telecomunication	L.S	0.40	-	0.40	- (100)
Acquisiton of land	14.68 Acr	3070.34	14.68 Acr	2204.70	13.37 Acr (72)
Land Development	21112.2 sqm	7759.29	21112.2 sqm	6456.54	18297.24 sqm (83)
Total		**12283.36**		**9901.59***	(83.61)

১১২৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়। অব্যয়িত থাকে (১১২৯৫.৪৮-৯৯০১.৫৯) = ১৩৯৩.৮৯ লক্ষ টাকা,

যা নিয়মানুযায়ী সমর্পন করা হয়েছে।

১০.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ

৪৫ টি জেলার মধ্যে ৩৯টি জেলায় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের বিলম্বতা ও জটিলতার কারণে ০৬টি জেলায় ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। তবে এই ৬টি জেলার মধ্যে ২টি জেলায় লাইব্রেরী ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জেলা পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষক/জনগণের উন্নত গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য বাস্তব সুবিধাদি সৃষ্টি করাই বিবেচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	৪৫টি জেলার মধ্যে ৩৯টি জেলায় গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয়েছে এবং নির্মিত গ্রন্থাগার ভবন সমুহে আসবাবপত্র, পুস্তকসহ ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার,প্রিন্টার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এসবের ফলে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলো গ্রন্থাগার সেবার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সরাসরি উপকার পাচ্ছে।

১২.০ **উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ**

৪৫টি জেলার মধ্যে ৩৯টি জেলায় গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৫টি জেলায় প্রকল্পের আওতায় গ্রন্থাগার নির্মাণ করা যায়নি ফলে উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি ।

১৩.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

এ বিভাগের উপ-পরিচালক কর্তৃক প্রকল্পের মুন্সীগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, চুয়াডাংগা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলাসমূহের গ্রন্থাগার ভবন এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর পরিদর্শন করা হয়। নিম্নে প্রকল্প এলাকার পরিদর্শন বিবরণী উল্লেখ করা হলঃ

১৩.১ <u>পাবলিক লাইব্রেরী, মুন্সীগঞ্জঃ</u>

গত ২৩/০৭/২০১৩ তারিখে মুন্সীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শকালে গণগ্রন্থাগারের প্রকৌশলী, জুনিয়র লাইব্রেরীয়ান, সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত লাইব্রেরী সহকারী উপস্থিত ছিলেন। জুনিয়র লাইব্রেরীয়ান জেলা পর্যায়ে পাবলিক লাইব্রেরীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে একজন ক্লিনার নিয়মিত লাইব্রেরী চত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করেন।

পরিদর্শনকালে ভবন নির্মাণের সাথে আনুষঙ্গিক কাজ যেমন- সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, সেন্ট্রিবক্স, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ, স্যানিটারী, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পানির রিজার্ভার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে দেখা যায়। মূল ভবনে একটি পাঠ কক্ষ, একটি মালটি পারপাস হল, স্ট্র্যাক রুম, এটাচ্‌ড বাথরুমসহ লাইব্রেরীয়ান রুম, কমন বাথরুম ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। ২৬ শতক জমির উপর চারতলা ভিত্তিবিশিষ্ট ৫০৫০ বর্গফুট আয়তনের (আয়তাকার) একতলা ভবনটি নির্মাণে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ১৯/১০/২০১০ তারিখে। জুন, ২০১২ এর পূর্বেই এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ভবনের বারান্দা ও তার সামনের খোলা অংশ বেশ প্রশস্ত। প্রতিটি জানালায় ভাল মানের গ্রীল ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রীলগুলো ছোট ছোট গোলাকৃতির হওয়ায় তা একদিকে যেমন মজবুত হয়েছে অন্যদিকে লাইব্রেরীর কোন পুস্তক বা পত্র-পত্রিকা এর ভিতর দিয়ে বাইরে ফেলা সম্ভব হবে না। ছাদে উঠার সিঁড়ি বেশ প্রশস্ত করে তৈরী করা হয়েছে। চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট এই ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। কেননা, স্থানাভাবে অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের মাল্টিপারপাস হল সাধারণ পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্ট্যাক রুম এবং নির্ধারিত পাঠ কক্ষে (শিশু পাঠকক্ষ) স্তুপাকারে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা রাখা হয়েছে। এখানে আরও ৩০টির মত বুক সেলফস প্রয়োজন বলে লাইব্রেরীয়ান জানান। সরবরাহকৃত টেবিল চেয়ারের কাঠ ভাল মানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে। দরজার চৌকাঠ, তার পাল্লা, বৈদ্যুতিক ফিটিংস (গ্যাং সুইচবোর্ড) ভাল মানের হয়েছে। ৫ ফুট উচ্চতার বাউন্ডারি ওয়ালের উপর দেড় ফুট উচ্চতার গ্রীল লাগানো হয়েছে। লাইব্রেরীয়ান জানান, সরবরাহকৃত ফটোকপিয়ার (তোশিবা ব্রান্ডের) এবং কম্পিউটার (এইচপি ব্রান্ডের) ভাল অবস্থায় রয়েছে। কম্পিউটার চালনার জন্য ডাটা এন্ট্রি অপারেটর প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। অবশ্য তিনি নিজে গণগ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত কম্পিউটার প্রশিক্ষন কোর্স গ্রহণ করেছেন। পরিদর্শনের সময় প্রায় ৪০-৪৫ জন নানা বয়সের পাঠক পাঠিকাকে দেখা গেল। এখানে প্রতিদিন প্রায় গড়ে ২০০ জনের মত পাঠক-পাঠিকা আসেন।

নির্মাণ ত্রুটিঃ

পাঠকক্ষের প্রবেশ মুখের সামনে কয়েকটি দেওয়ালে লোনা ধরেছে এবং হেয়ার ক্র্যাক হয়েছে। এগুলো দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন।

অন্যান্য সমস্যাসমুহঃ

মাল্টিপারপাস হলটি পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে কোন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা যাচ্ছে না। ছাদে চুন সুরকি দ্বারা জল ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করা হলে এই চুন সুরকির আস্তরণ উঠিয়ে ফেলতে হবে। এর পরিবর্তে প্যাটেনস্টন ঢালাই করলে উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণে এটা মেঝে হিসাবে রাখা যেত। এখানে ভবনের পিছনে টিন শেডের ঘর নির্মাণ করে এমএলএসএস-কাম নাইটগার্ড তার পরিবারসহ বসবাস করছেন মর্মে দেখা গেল। তারা লাইব্রেরীর বিদ্যুৎ, পানি এবং টয়লেট ব্যবহার করছেন। লাইব্রেরী চত্বরে এরুপ অস্থায়ী ঘর তৈরী করে থাকাটা বিধিসম্মত নয়। লাইব্রেরীর প্রবেশ মুখে একটি বিশালাকৃতির গাছ রয়েছে। ফলে পুরাতন কাচারী এলাকায় নির্মিত এই লাইব্রেরী ভবনে গাড়ী নিয়ে প্রবেশ করা যায় না। এছাড়া মূল ফটকের সামনে নীচু থাকায় বৃষ্টির পানিতে লাইব্রেরী চত্বরে প্রবেশ করাও কষ্টসাধ্য। জেলা প্রশাসনের আওতাধীন গাছটি অপসারণ পূর্বক ফটকের সামনের অংশ ভরাট করে লাইব্রেরীতে আগত পাঠক-পাঠিকাদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করা প্রয়োজন।

চিত্র ১। *মুন্সীগঞ্জ শহরের কাছারী পাড়ার মূল রাস্তা থেকে পাবলিক লাইব্রেরীর প্রবেশমুখে গাছ ও উঁচু-নিচু স্থান।*

১৩.২ পাবলিক লাইব্রেরী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এ কেন্দ্রটি গত ২২/০৬/২০১৩ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় সহকারী লাইব্রেরিয়ান উপস্থিত ছিলেন। ভবনটি নির্মাণের জন্য ০৯/০৫/২০০৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। তবে নির্মাণের অনেকদিন পর প্রাশাসনিক জটিলতার কারণে ৮/১০/২০১১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ভবন নির্মাণের সাথে আনুষঙ্গিক কাজ যেমন - সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ, স্যানিটারী, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পানির রিজার্ভার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে দেখা যায়। ভবনটি আয়তাকার। সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ভাল অবস্থায় দেখা গেছে। এখানে মাল্টিপারপাস হলটি মূলতঃ স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নির্মাণ ত্রুটিঃ

এখানে বেশ কয়েকটি নির্মাণ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। লাইব্রেরীয়ান বর্তমানে যে কক্ষে বসেন (স্ট্যাক রুম) সে কক্ষের দক্ষিণ দিকের দেয়ালে ফাটল (দেয়ালের উভয় পার্শ্বে) রয়েছে। টয়লেট ছাড়া কোন কক্ষেই টাইলস লাগানো হয়নি। গণ-গ্রন্থাগারের প্রকৌশলী জানান, ১ম পর্যায়ের টেন্ডারের আওতাভুক্ত লাইব্রেরীগুলোর ফ্লোরে টাইলস বা বাউন্ডারী ওয়ালের উপর গ্রীল দেওয়ার প্রবিশন ছিল না। মূল ভবনের সামনের স্পেস এবং ভবনে ঠিক বাইরের রাস্তার উচ্চতা একই হওয়ায় বৃষ্টির পানি জমে থাকে বলে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান। পাঠকক্ষের দুটি ফ্যান নষ্ট রয়েছে। ইলেকট্রিক বোর্ড ও সুইচ

নিম্নমানের। এছাড়াও বাউন্ডারী দেয়ালের উপর বার্বেড ওয়্যার/গ্রীল না থাকায় লাইব্রেরী বন্ধ থাকা অবস্থায় নিরাপত্তার সমস্যা হয় মর্মে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান।

অন্যান্য সমস্যাঃ

লাইব্রেরীতে কর্মরত কর্মকর্তারা লোকবল কম বলে অভিহিত করেন। কম্পিউটার থাকলেও তা ব্যবহার করার জন্য ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নেই।

চিত্র ২। *মূল রাস্তার সমতলে লাইব্রেরী চত্বর এবং গ্রীল বিহীন বাউন্ডারী ওয়াল।*

১৩.৩ পাবলিক লাইব্রেরী, চুয়াডাংগা

এই কেন্দ্রটি পরিদর্শন করা হয় গত ১৫/০৪/২০১৩ তারিখে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, লাইব্রেরী সহকারী। লাইব্রেরীর অপর স্টাফ 'পিয়ন কাম নাইট গার্ড' ও ছিলেন । পরিদর্শনের সময় কনসালটিং ফার্মের পক্ষে একজন প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় ১৭৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৪ তলা ভিতসহ ৫০৫০ বঃফুঃ আয়তন বিশিষ্ট লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে গত ১৮/১০/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী জুন, ২০১২ তারিখের মধ্যে ভবনটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। পরিদর্শনকালে ভবন নির্মাণের সাথে আনুষঙ্গিক কাজ যেমন - সীমানা প্রাচীর, সেন্ট্রিবক্স, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ, স্যানিটারী, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পানির রিজার্ভার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে দেখা যায়। পরিদর্শনকালে প্রায় ৩০ জনের মত পাঠক পাঠকক্ষে দেখা গেল। কোন পাঠিকা দেখা যায়নি। কর্মকর্তারা জানান, এখানে প্রতিদিন গড়ে ১৫০-২০০ জন পাঠক আসেন। এখানে মাল্টিপারপাস হল রিডিং রুম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মূলতঃ নীচতলার পাঠকক্ষটি মূল ডিজাইন অনুসারে শিশুদের জন্য তৈরী এবং ভবনের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন হলে জেনারেল রিডিংরুম দ্বিতীয় তলায় থাকবে। বর্তমানে হলরুমটি অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনে হওয়ায় তা সাধারণ ও শিশুদের পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান। শিশু পাঠকক্ষটি স্টোর রুম হিসাবে বই-পত্র স্তুপাকারে রাখা হয়েছে। ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার ইত্যাদি সরবরাহ পাওয়া গেছে। এগুলো ভাল অবস্থায় দেখা গেল। মডিফাইড ওয়ার্কসহ চতুর্থ পর্যায়ের টেন্ডারের আওতায় এই লাইব্রেরীর কাজ শুরু হয় ফলে এখানে আরসিসি ফ্লোর এবং টাইলস দেয়া হয়েছে।

নির্মাণ ত্রুটিঃ

পরিদর্শনকালে বেশ নির্মাণ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ফ্যান ও লাইট ঠিক মত কাজ করছে না। সুইচ ও ফ্যানের রেগুলেটর নিম্ন মানের। হলরুমের পেছনের দরজার দুটি পাল্লার মাঝে অনেকটা ফাঁকা। বৃষ্টি হলে পানি ঢুকে। এতে বই পত্র নষ্ট হয়। এই দরজার উপর কোন সানসেড নাই। লাইব্রেরীটা মূল রাস্তার সাথে অবস্থিত। তবে তা রাস্তার লেভেল থেকে অনেক নীচে । বৃষ্টি হলে লাইব্রেরীর সামনের অংশে পানি জমে চলাচলে অসুবিধা হয় বলে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান। প্রধান ফটকের সামনে ৬-৮ ইঞ্চি উচ্চতায় একটি ব্যারিকেড তৈরী করা হয়েছে। উপস্থিত প্রকৌশলী জানান এর মাধ্যমে বাইরের পানি ভিতরে প্রবেশ করবে না। তবে বাস্তবে তা কার্যকরী নয় বলে লাইব্রেরী সহকারী জানান। বরং এটা পাঠকের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়া প্রধান ফটকের উপরে নির্মাণ ত্রুটির কারণে সেখান থেকে পানি গড়ে পড়ে পিলার ড্যাম হয়ে গেছে। গেইট বন্ধ করলেও তার নিচ দিয়ে অনেকটা ফাঁকা থাকে। এতে করে সহজেই বাইরে থেকে অনাকাংখিত মানুষ ঢুকে পড়তে পারে। এছাড়া সারফেস ড্রেনের বাইরের অংশের সংযোগস্থলে ফাঁকা রয়েছে যেখান দিয়েও যে কেউ লাইব্রেরী চত্বরে প্রবেশ করতে পারবে। এখানে রড দিয়ে নির্গমন পথ বন্ধ করা প্রয়োজন। সরবরাহকৃত চেয়ার টিবিলের কাঠ অনেকগুলো ফেটে গেছে । কারন এসব আসবাবপত্র নিম্নমানের কাঠ দিয়ে নির্মিত।

অন্যান্য সমস্যাঃ

ওয়াটার রিজার্ভার অপরিস্কার থাকায় সেটা ব্যবহার না করে সরাসরি পানি ওভার হেড ট্যাংকিতে নেয়া হচ্ছে।

চিত্র ৩(ক): *ফাটল ধরা চেয়ার*

চিত্র ৩(খ): *মাঝে ফাঁকা এবং সানসেড বিহীন ভবনের পেছনের দরজা।*

১৩.৪ পাবলিক লাইব্রেরী, কিশোরগঞ্জ

এ কেন্দ্রটি ১৮/০৪/২০১৩ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শকালে উপস্থিত ছিলেন, লাইব্রেরী সহকারী । পরিদর্শনকালে কনসালটিং ফার্মের কোন প্রকৌশলী থাকতে পারবেন না বলে পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়। এই লাইব্রেরীর নির্মাণ কাজের

জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ০৩/০৫/২০০৭ তারিখে। ১৫/০৪/২০০৮ তারিখে নির্মাণ শেষে লাইব্রেরীয়ানের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরিদর্শনের দিন লাইব্রেরী সাধারণ পাঠকের জন্য সাপ্তাহিক বন্ধ ছিল। তবে লাইব্রেরী সহকারী জানান এখানে প্রতিদিন প্রায় ১৫০ জন পাঠক আসেন। পরিদর্শনকালে ভবন নির্মাণের সাথে আনুষঙ্গিক কাজ যেমন- সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ, স্যানিটারী, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পানির রিজার্ভার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে দেখা যায়। প্রকল্প অফিস থেকে প্রদত্ত প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ পাওয়া গেছে মর্মে লাইব্রেরীয়ান জানান। সরবরাহকৃত টেবিল চেয়ারের কাঠ ভাল মানের বলে প্রতীয়মান হল। অন্যান্য পরিদর্শিত লাইব্রেরীর ন্যায় এখানেও বর্তমানে হল রুম সাধারণ পাঠ কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং নির্ধারিত পাঠকক্ষটি স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নির্মাণ ত্রুটিঃ

অন্যান্য পরিদর্শিত লাইব্রেরীর ন্যায় এখানে লাইব্রেরী সহকারীর কক্ষে এটাচ টয়লেট নেই। তার কক্ষসহ বাইরের অনেক দেয়াল ড্যাম হয়ে গেছে। কিছু প্লাস্টার খসে পড়েছে। মূল ভবনের পূর্ব দিকের বাইরের দেয়াল এবং দক্ষিণ দিকের বাইরের দেয়ালের বেশ কিছু অংশ জুড়ে ফাটল দেখা গেছে তবে তা ভিতর থেকে নয়। ফ্যান ও লাইট ঠিক মত কাজ করছে না। টয়লেটের দরজা ও চৌকাঠ ভাল অবস্থায় নেই। মেইন গেইটের বাইরে মূল রাস্তা পর্যন্ত শুধু হেরিংবোন করা রয়েছে যার অনেক স্থানের ইট খোয়া গেছে। রাস্তাটি মেরামত করা প্রয়োজন। মেইন গেইটি অত্যন্ত নিম্নমানের। বন্ধ থাকলেও এটা টপকে ভেতরে লোক ঢুকতে পারে। বাউন্ডারী দেয়াল পাঁচ'ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। এ দেয়াল টপকেও সন্ধ্যার পর বখাটে লোকজন লাইব্রেরী চত্বরে প্রবেশ করে থাকে বলে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেন। এ দেয়ালের উপর ২ থেকে আড়াই ফুট উচ্চতায় বারবেড ওয়ার স্থাপন করা প্রয়োজন।

অন্যান্য সমস্যাসমূহঃ

লাইব্রেরী সহকারী জানান, ফটোকপিয়ারের ট্রনার ক্রয় করার পরও কাজ করছে না। তিনি আরও জানান, প্রতিদিন এত পাঠক হয় অথচ তাদের খাওয়ার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। অন্ততঃ একটি ফিল্টার থাকলে ভাল হয়। কারণ সাপ্লাইয়ের পানি গন্ধযুক্ত। স্থান সংকুলানের অভাবে পত্রিকার পুরাতন কপি ছাদে উঠার সিঁড়িতে স্তুপাকারে রাখা হয়েছে। তিনি জানান, প্রাপ্ত নতুন পুস্তক র‍্যাকের অভাবে রাখা যাচ্ছে না। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত পুস্তক বস্তা বন্দী অবস্থায় ফ্লোরে পড়ে আছে। কোন ফ্লোরে টাইলস নাই। জানা যায়, প্রথম পর্যায়ের টেন্ডারের আওতায় এই লাইব্রেরীতে ফ্লোরে টাইলস লাগানোর প্রবিশন ছিল না। একই কারণে ফ্লোর আরসিসি করাও হয়নি।

১৩.৫ পাবলিক লাইব্রেরী, ময়মনসিংহঃ

এ কেন্দ্রটি ০৯/০৩/২০১৩ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, বুক সর্টার এবং কনসালটিং ফার্মের একজন প্রকৌশলী। লাইব্রেরীর অপর স্টাফ 'পিয়ন কাম নাইট গার্ড' ও ছিলেন। এই লাইব্রেরী নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ১৬/০২/২০১০ তারিখে। নির্ধারিত ০৯ মাসের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শেষ হয় মর্মে গণগ্রন্থাগারের প্রকৌশলী জানান। পরিদর্শনকালে ভবন নির্মাণের সাথে আনুষঙ্গিক কাজ যেমন - সীমানা প্রাচীর, সেন্ট্রিবক্স, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ, স্যানিটারী, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পানির রিজার্ভার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে দেখা যায়। ভবনটি বর্গাকৃতির। এ ভবনটি ৩৩ শতক জায়গার উপর নির্মাণ করা হয়েছে। লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত পুস্তক রয়েছে এবং উপস্থিত প্রায় ৫০ জনের মত পাঠক দেখা গেল। উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান, দৈনিক প্রায় ১৫০-২০০ পাঠক আসেন। তারা আরও জানান, টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটারসহ বেশ কিছু মালামাল বুঝে পেয়েছেন।

নির্মাণ ত্রুটিঃ

পরিদর্শনে বেশ কয়েকটি নির্মাণ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন দেয়ালে স্যাঁতস্যাঁতে হয়েছে। এছাড়া মাল্টিপারপাস হল যা বর্তমানে পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রবেশ দরজার উপরে উভয়দিকে বেশ বড় পরিসরে ফাটল সহ বেশ কয়েকটি দেয়ালে ফাটল দেখা গেল। নির্ধারিত পাঠকক্ষটি আয়তনে ছোট হওয়ায় তা স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কমন বাথরুমের সামনের দেয়ালে লোনা ধরা দেখা গেল। ২০১১-২০১২ সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়া একটি ভবনের উল্লিখিত নির্মাণ ত্রুটি অনভিপ্রেত। মোটের উপর নির্মাণ কাজের গুনগত মান ভাল বলে মনে হয়নি। খুব দ্রুত মেরামত/সংস্কার করা প্রয়োজন। নির্মাণ কাজের অবহেলার বিষয়টি মন্ত্রণালয় ক্ষতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে।

চিত্র ৪(ক)। *বর্তমান পাঠকক্ষের প্রবেশমুখে দেয়ালের উভয়পার্শ্বের ফাটল।*

-৯-

চিত্র ৪(খ): *বর্তমান পাঠকক্ষের ভিতরের দেয়ালে ফাটল।*

১৩.৬ <u>পাবলিক লাইব্রেরী, নেত্রকোনাঃ</u>

এটি ০৯/০৩/২০১৩ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সংশ্লিষ্ট জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান এবং এবং কনসাল্টেন্সি ফার্মের পক্ষে একজন প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে ভবন নির্মাণের সাথে আনুষঙ্গিক কাজ যেমন- সীমানা প্রাচীর, সেন্ট্রিবক্স, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ, স্যানিটারী, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পানির রিজার্ভার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে দেখা যায়। লাইব্রেরী ভবন নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ৩০/১১/২০১১ তারিখে । ২৬ শতাংশ জমির উপর লাইব্রেরী ভবনটি নির্মান করা হয়েছে। ভবনটি আয়তাকার। লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত পুস্তক রয়েছে। ২০ জনের মত পাঠক উপস্থিতি লক্ষ করা গেল। উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান, দৈনিক প্রায় ১৫০-২০০ পাঠক আসেন। এখানেও মাল্টিপারপাস হল পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে দেখা গেল। লাইব্রেরীয়ান জানান, এর ফলে কোন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে নির্ধারিত পাঠকক্ষটি অতিরিক্ত স্টোররুম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

<u>নির্মাণ ত্রুটিঃ</u>

পরিদর্শনের সময় ভবনের র‍্যাম্পে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবনটির বারান্দা এবং তার সামনের খোলা অংশ অপ্রশস্ত। গণগ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান, এখানে জমির পরিমান বাস্তবে কিছু কম পাওয়া গেছে। ফলে বারান্দার সামনের অংশ

অপ্রশস্ত হয়েছে। ফ্লোরে টাইল্‌স ব্যবহার করা হলেও তা নিম্নমানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বেশ কয়েকটি স্থানে টাইল্‌স খুলে বা উঠে গেছে। সিঁড়ি অংশের সিলিং ভেজা অবস্থায় দেখা গেল। বারান্দার দেওয়ালেও ফাটল দেখা গেল। বাইরের দেওয়ালে স্যাঁতস্যাঁতে/লোনা ধরেছে। কয়েকটি টেবিলের পাদানী (ফুটরেস্ট) ভাংগা এবং এ কক্ষসহ লাইব্রেরিয়ানের রুমেও ফাটল দেখা গেছে। লাইব্রেরী ভবনের বেশ ক'টি দরজা ঠিকমত লাগে না। এগুলো বাঁকা হয়ে গেছে। লাইব্রেরিয়ান জানান, কতকগুলো ইলেকট্রিক সুইচ কাজ করে না। নিম্নমানের ইলেকট্রিক সুইচ লাগানো হয়েছে। নির্মাণ কাজের সময় সংশ্লিষ্ট সংস্থার তদারকি যথাযথ হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

অন্যান্য সমস্যাসমূহঃ

লাইব্রেরিয়ান আরো জানান, পাঠিকার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সংগ্রহের তুলনায় তা সংরক্ষনের জায়গার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মাল্টিপারপাস হল ঘরটি ব্যবহার হওয়ার কথা থাকলেও তা বর্তমানে পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহারের ফলে তা কার্যকর করা যাচ্ছে না। নির্ধারিত পাঠকক্ষটি স্টোররুম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট এই ভবনের উর্ধ্বমূখি সম্প্রসারণ করা একান্ত প্রয়োজন বলে লাইব্রেরীয়ান জানান। আগত পাঠক-পাঠিকাদের পানি পান করার জন্য কোন ওয়াটার ফিল্টার নেই।

চিত্র ৫। *বারান্দা সংলগ্ন দেয়ালের ফাটল।*

অন্যান্য সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

ক) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র থেকে দেখা যায়, নির্মিত ৩৯টি লাইব্রেরীর জন্য জমির প্রাপ্যতা এবং পিডাব্লিউডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তনের ভিত্তিতে ৪টি পর্যায়ে টেন্ডার আহবান করা হয়। এগুলো যথাক্রমে ২০/১২/২০০৬ তারিখে ১৯ (এর মধ্যে ৩টি পরবর্তী লটের সাথে রি-টেন্ডার করা হয়) টি, ০৮/০৯/২০০৯ তারিখে ১৫টি, ২৩/০৪/২০১০ তারিখে ৫টি এবং ২৭/০৬/২০১১ তারিখে ৩টি লাইব্রেরী ভবনের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়। পরিদর্শিত লাইব্রেরী ভবন গুলোর মধ্যে কিশোরগঞ্জ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা লাইব্রেরী দুটির জন্য প্রথম পর্যায়ে টেন্ডার আহবান করা হয় যা নন-মডিফাইড ওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি, টেন্ডারের আবশ্যিক শর্তাদি, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি বিধি মোতাবেক হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

খ) পরিদর্শিত পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের নির্মাণ ত্রুটি পর্যবেক্ষনে এটা বলা যায যে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বা অধিদপ্তরের প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তদারকি করার সক্ষমতার তুলনায় দেশের ৪৫টি জেলায় একই সাথে নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া যুক্তিযুক্ত হয়নি। তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয় কনসালটিং ফার্মের উপর। তারাও এই গুরু দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.০ সমস্যাঃ

১৪.১ প্রতিবেদনে উল্লিখিত নির্মাণ ত্রুটির কারণে পরিদর্শিত লাইব্রেরীসমূহের সাধারণ কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। দ্রুত মেরামত/সংস্কার না করলে এ সমস্ত ভবনের লাইফ টাইমও দ্রুত হ্রাস পাবে। নির্মাণ ত্রুটির বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখা যেতে পারে।

১৪.২ ভবনের বাইরের মূল রাস্তার তুলনায় চুয়াডাংগা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ লাইব্রেরী দুটির চত্বর নীচে হওয়ায় ফলে বর্ষার সময় বা বৃষ্টির পানি জমে আগত পাঠক-পাঠিকাদের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে।

১৪.৩ খাওয়ার পানির জন্য কোন ওয়াটার ফিল্টার নেই।

১৪.৪ লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে।

১৪.৫ বাউন্ডারি ওয়ালের উপর অন্ততঃ দেড় ফুট বিশিষ্ট গ্রীল না থাকায় কয়েকটি লাইব্রেরীতে(যেমনঃকিশোরগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ) নিরাপত্তাজনিত সমস্যা হচ্ছে।

১৪.৬ স্থান সংকুলানের অভাবে নির্মিত লাইব্রেরীগুলোর মাল্টিপারপাস হল পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ফলে রচনা প্রতিযোগীতা সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাচ্ছে না ।

১৫.০। সুপারিশঃ

১৫.১ প্রতিবেদনে উল্লিখিত পরিদর্শিত লাইব্রেরীগুলোর নির্মাণ ত্রুটিসমূহ দ্রুত সংস্কার/মেরামতের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৫.২ স্থান সংকুলানের জন্য ভবনগুলোর উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারন করা প্রয়োজন।

১৫.৩ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক অর্থ বরাদ্দের বাস্তবতায় এবং মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের প্রকল্প তদারকির সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে নির্মিত জেলা গ্রন্থাগারসমূহ ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫.৩ কনসাল্টিং ফার্মের দ্বারা নির্মিত জেলা পাবলিক লাইব্রেরীগুলোর কাঙ্খিত মান ধরে রাখা যায়নি বিধায়, ভবিষ্যতে এরুপ কনসাল্টিং ফার্মকে নিয়োগ না দিয়ে এবং সবগুলো একসাথে না করে পর্যায়ক্রমে পিডব্লিউডি'র মাধ্যমে উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ করা যেতে পারে। কেননা, জেলা পর্যায়ে পিডব্লিউডি'র নির্মাণ কাজের তদারকির সক্ষমতা বেশী এবং এ ধরণের কাজে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

১৫.৪ খাওয়ার পানির জন্য ওয়াটার ফিল্টারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫.৫ লাইব্রেরীতে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় লোকবলের নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।

“বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ”

(সমাপ্তঃ মার্চ, ২০১২ খ্রিঃ)

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলা একাডেমী ও গণপূর্ত বিভাগ।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ রমনা , ঢাকা।

৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়				প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল				প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	৩য় সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	৩য় সংশোধিত			
১৮২৫.৯৫	১৯৮৫.৯০	২৮৫৯.০৭	৩১৮৬.৩৩	৩১৬০.৭৬	এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন,২০০৮	এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন,২০০৯	এপ্রিল,০৬ হতে জুন,২০১১	এপ্রিল, ০৬ হতে মার্চ, ২০১২	এপ্রিল, ০৬ হতে মার্চ, ২০১২	১৩৪৮.৮১ (৭৪%)	৪৫ মাস (১৬৭%)

৫.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৫.১ পটভূমিঃ

বাংলা একাডেমী বিগত ৫০ বছর ধরে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য কাজ করে আসছে। দিন দিন বাংলা একাডেমীর কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি ৮ তলা ভিতের উপর ৫ তলা পর্যন্ত নির্মাণের লক্ষ্যে মোট ১৮২৫.৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল,২০০৬ হতে জুন ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ০৩.০৪.২০০৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাংলা একাডেমীর কার্যক্রমের গুরুত্ব, জায়গার চাহিদা বিবেচনা করে পৃথক প্রকল্প গ্রহণ না করে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় আরো ৩ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৮ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২৮৫৯.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২য় সংশোধন ২৪/১১/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৫.২ উদ্দেশ্যঃ

বাংলা একাডেমীর বহুবিধ কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য একটি আধুনিক কারিগরী সুবিধাসম্বলিত বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ করাই বিবেচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৬.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

‘বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮ তলা ভিতের উপর ৫ তলা ভবন নির্মাণ বাবদ মোট ১৮২৫.৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন,২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০৩.০৪.২০০৬ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী ১ম বার সংশোধনপূর্বক প্রকল্প মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প ব্যয় ১৯৮৫.৯০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। এরপর বাংলা একাডেমীর কার্যক্রমের গুরুত্ব, জায়গার চাহিদা বিবেচনা করে পৃথক প্রকল্প গ্রহণ না করে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় আরো ৩ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৮ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২৮৫৯.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২য় সংশোধন ২৪/১১/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ প্রকল্পের আওতায় কতিপয় অংগের কাজের পরিমান এবং কাজের ক্যাটেগরী পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্পটি এপ্রিল,২০০৬ হতে মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ০২/০২/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩১৮৬.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়।

৭.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুর	মেয়াদ
১)	প্রফেসর আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ,মহাপরিচালক।	০৩-০৪-২০০৬	২৬-০৬-২০০৭
২)	জনাব আব্দুস সালাম, উপ-সচিব।	২৭-০৬-২০০৭	১৮-০৬-২০১২

৮.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে-অফিস ভবন, অডিটোরিয়াম, সাব-স্টেশন ভবন, বাউন্ডারি ওয়াল, অভ্যন্তরীণ রাস্তা,বিদ্যমান পুকুরের ঘাট ও তার চারপাশে ফুটপাত নির্মাণ এবং ১০০ কেভিএ ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন ইকুপমেন্ট, অটো ডিজেল জেনারেটর, অডিটোরিয়ামের জন্য সেন্ট্রাল এসিসহ অন্যান্য split টাইপ এসি ও লিফট স্থাপন ও ফার্ণিচারসহ অফিস ইকুপমেন্ট ক্রয় ইত্যাদি।

০৯.০ অঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গাভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলঃ

০৯.১ Component-wise Progress (As per latest approved DPP) :

(In lakh Taka)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Qnt)	Financial	Physical (Qnt)	
1	2	3	4	5	6	7
a)Revenue component						
Pay of PD	nos.	24.48	1 no.	24.48	1 no.	--
Pay of PD's Staff	nos.	5.70	3 nos.	5.48	2 nos.	(+) 0.22
PD and PD's Staff allowance	nos.	3.60	4 nos.	3.60	3 nos.	--
Stationary, Seals & Stamp	L.S	6.68	L.S	6.61	L.S	(+) 0.07
Research Cost :						
Testing of materials and soil test	L.S	2.16	L.S	2.16	L.S	--
Carring Cost :						
Hire Charge for Vehicle (Microbus)	no	27.79	1 no	27.79	1 no	--
Consultant fee	L.S	24.00	L.S	24.00	L.S	--
Honorarium/Fees :						
a) For Bangla Academy Preparation of DPP, Telephone, Fax bill	L.S	3.49	L.S	3.41	L.S	(+) 0.08
b) Honorarium for TEC	L.S	1.05	L.S	1.05	L.S	--
c) Honorarium for PIC	L.S	4.25	L.S	4.25	L.S	--
d) Honorarium for steering committee	L.S	2.47	L.S	2.47	L.S	--
Contingencies expenses	L.S	7.50	L.S	7.49	L.S	(+) 0.01
Foundation stone laying and opening ceremony	L.S	3.00	L.S	2.99	L.S	(+) 0.01
Sub Total : Revenue component		**116.17**	**--**	**115.78**	**--**	**(+) 0.39**

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Qnt)	Financial	Physical (Qnt)	
1	2	3	4	5	6	7
b) Capital component						
Land improvement	L.S	4.00	L.S	4.00	L.S	--
Office Building : (Vertical Extension of Administration Building)		1436.47	8052.19 sqm	1436.47	8052.19 sqm	--
Other Building & Infra-structure:						
1. Auditorium	sqm	718.26	1740.50 sqm	715.04	1740.50 sqm	(+) 3.22
2. Sub-Station Building	sqm	20.78	204.38 sqm	20.78	204.38 sqm	--
3. Boundary wall	rm	7.26	143 rm	7.26	143 rm	--
4. Internal road	sqm	13.20	822 sqm	13.20	822 sqm	--
5. Arboriculture	L.S	1.00	L.S	1.00	L.S	--
6. Ghatla and foot path around the pond	L.S	31.12	L.S	31.12	L.S	--
7. Compound drain	rm	21.50	617 rm	21.50	617 rm	--
8. External water supply	L.S	23.53	L.S	23.53	L.S	--
9. Retaining Wall	rm	47.24	97rm	47.24	97rm	--
Electrical equipment :						
1. Installation of floor MDB with Rising cable, Protection and Lighting Conductor.	L.S	26.00	L.S	24.94	L.S	(+) 1.06
2. Installation of 1000 KVA Electric Sub Station equipment (1000 KVA Transformer, HT& LT switch gear, PFI, HT & LT cables and all other accessories)	KVA	96.00	1000 KVA	88.76	1000 KVA	(+) 7.24
3. Installation of 300 KVA Auto Diesel Generator set with ATS & Sound attenuated Canopy and different size of cables and all other accessories 1 No	KVA	47.74	300 KVA	46.96	300 KVA	(+) 0.78
4. Installation of 150-Ton Central Air-Conditioning System for Auditorium (Ins of (25×4) Single large	unit	95.00	(25×4) unit	93.93	(25×4) unit	(+) 1.07

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Qnt)	Financial	Physical (Qnt)	
1	2	3	4	5	6	7
Split package type AC).						
5. Installation of Split type A.C AND Dehumidifier for Building area (Conference room , offices and library)	nos.	60.00	16 nos +10 nos.	59.06	16 nos +10 nos.	(+) 0.94
6. Installation of 1000/800 kg 8 stop 2 lift	nos.	57.13	2 nos.	55.10	2 nos.	(+) 2.03
7. Installation of Stage lighting system, Sound system, Cyclorama Curtain, Rigging system & Miscellaneous items for auditorium.	L.S	140.00	L.S	140.00	L.S	--
8. Installation of PABX (8+48).	nos	11.84	(8+48) nos	9.74	(8+48) nos	(+) 2.10
9. Installation of PA/Conference System with Chairman unit & 30 Tabletop units	nos	5.99	30 nos	5.99	30 nos	--
10.Cable TV wiring and accessories.	L.S	1.50	L.S	1.50	L.S	--
11. LAN wiring (without Switch & Server).	L.S	2.00	L.S	1.54	L.S	(+) 0.46
12.Installation of 15 HP Submersible Pump motor set with all accessories.	HP	5.50	15 HP	5.50	15 HP	--
13. Metal detector	nos	5.98	6 nos	5.98	6 nos	--
14 Installation of Compound and Security lighting system.	nos	4.50	11 nos	4.49	11 nos	(+) 0.01
15.Installation of Centrifugal pump Motor Set & accessories	set	6.00	1 set	5.82	1 set	(+) 0.18
Computer equipments	nos.	26.00	61 nos.	26.00	63 nos.	--
Fire Protection & detection :						
Installation of Fire detection & Protection	set	52.00	1 set	46.13	1 set	(+) 5.87

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Qnt)	Financial	Physical (Qnt)	
1	2	3	4	5	6	7
System with Fire Extinguisher, Fire hydrant and Alarm etc.						
Office equipment	L.S	16.47	L.S	16.47	L.S	--
Camera :						
Installation of CCTV with 25 Cameras, Monitor	nos.	14.75	25 nos.	14.75	25 nos.	--
Telephone equipment	L.S	0.75	2 set	0.75	2 set	--
Furniture	nos.	70.65	838 nos.	70.43	796 nos.	(+) 0.22
Sub Total Capital component		**3070.16**	--	**3044.98**	--	**(+) 25.18**
Grand Total		**3186.33**	**--**	**3160.76**	**--**	**(+) 25.57**

০৯.২ Revised ADP allocation and progress :

(In lakh Taka)

Financial Year	**Revised Allocation & target**				**Taka release**	**Expenditure & physical progress**			
	Total	**Taka**	**P.A.**	**Physical %**		**Total**	**Taka**	**P.A.**	**Physical %**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	
2005-06	10.00	10.00	--	0.29%	10.00	7.00	7.00	--	0.22%
2006-07	75.00	75.00	--	2.17%	75.00	5.00	5.00	--	0.16%
2007-08	240.00	240.00	--	6.97%	240.00	236.87	236.87	--	7.44%
2008-09	1737.00	1737.00	--	50.48%	1737.00	1569.36	1569.36	--	49.26%
2009-10	218.00	218.00	--	6.34%	218.00	216.56	216.56	--	6.79%
2010-11	822.90	822.90	--	23.92%	822.90	813.57	813.57	--	25.53%
2011-12	337.97	337.97	--	9.8%	337.97	312.40	312.40	--	9.80%
Total	**3440.87**	**3440.87**	**--**	**100%**	**3446.87**	**3160.76**	**3160.76**	**--**	**99.20%**

** অব্যয়িত ২৮৬.১১ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।*

১০.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ

পিসিআর অনুযায়ী সকল অংগের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	**অর্জন**
বাংলা একাডেমির বহুবিধ কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য একটি আধুনিক কারিগরী সুবিধাসম্বলিত একাডেমি ভবন নির্মাণ করাই বিবেচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর অফিস ভবন, অডিটোরিয়াম,সাব-স্টেশন ভবন, বাউন্ডারি ওয়াল, অভ্যন্তরিণ রাস্তা নির্মাণ এবং ১০০ কেভিএ ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন ইকুপমেন্ট, অটো ডিজেল জেনারেটর, অডিটোরিয়ামের জন্য সেন্ট্রাল এসিসহ অন্যান্য স্প্লিট টাইপ এসি ও লিফট স্থাপনের মাধ্যমে এই কাঙ্খিত অর্জন সম্ভব হয়েছে।

১২.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ

প্রযোজ্য নয়।

১৩.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

এ বিভাগের উপ-পরিচালক কর্তৃক বিগত ১০/০২/২০১৪ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় বাংলা একাডেমী ও গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প এলাকার পরিদর্শন বিবরণী উল্লেখ করা হলঃ

১৩.১ মূল ভবন নির্মাণঃ প্রাথমিকভাবে ১০ তলা বিশিষ্ট বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও অন্যান্য জাতীয় স্থাপনার **কারণে** তা ৮ তলার বেশী করা যায়নি। ৮তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ভবনটি পুরো ৮ তলা নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবনের ২য় ও ৩য় তলার পূর্ব অংশে লাইব্রেরীর জন্য স্থান তৈরী করা হয়েছে। লাইব্রেরীর পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে একটি ইমার্জেন্সি সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া লাইব্রেরীর ২য় ও ৩য় তলার মধ্যে একটি ডুপলেক্স সিড়ি রয়েছে। লাইব্রেরীতে ফ্লোর টাইলস দেয়া হয়েছে। লাইব্রেরী অংশে ফল্স সিলিং দেয়া হয়েছে। এখানে আর্দ্রতারোধক মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। লাইব্রেরী শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৫টি স্প্লীট এসি সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে লাইব্রেরীতে ৯টি স্থাপন করা হয়েছে। লাইব্রেরীর সামনে ৬টি টেবিল রাখার মত স্পেশ রয়েছে। এ স্থানে ২৫ জনের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লাইব্রেরীর প্রবেশ পথে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে থাকে বিধায় থাই গ্লাসের পার্টিশানের গোড়ায় বালি-সিমেন্ট দিয়ে একটি বিট দেয়া হয়েছে। পরিদর্শনের সময় এই বিট ভাংগা অবস্থায় দেখা গেল। মূল ভবনের ২য় তলা থেকে ৮ম তলা পর্যন্ত প্রতিটি ফ্লোরের মাঝখানে ১২৫০ বর্গ ফুটের স্থানটি দক্ষিণ দিকে খোলা রয়েছে। এ খোলা অংশের বিশেষ করে সিঁড়ির দিকে গ্লাস দিয়ে প্রটেকশান দেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে। অন্যদিকে ৭ম ও ৮ম তলার উত্তর দিকেও উন্মুক্ত রয়েছে যার প্রটেকশন প্রয়োজন।

ভবনের চতুর্থ তলায় পূর্ব দিকে মহাপরিচালক ও পশ্চিম দিকে সচিবের কক্ষ। মহাপরিচালক মহোদয়ের কক্ষের সাথে ৩০ আসন বিশিষ্ট একটি সভাকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। সভাকক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণও সরবরাহ করা হয়েছে। সচিব মহোদয়ের কক্ষের আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরের বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাঁর কক্ষে বেলকনি অংশে থাই গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এখানে বীমের **কারণে** মূল কক্ষের ফ্লোর স্পেস কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

১৩.২ বাংলা একাডেমী চত্বরের পুকুর সংলগ্ন অংশে আধুনিক স্থাপত্য শৈলী এবং ওভাল আকৃতির একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। এটির নামকরণ করা হয়েছে ‘আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ অডিটোরিয়াম’ । এর বাইরের অংশ স্যান্ড স্টোন ব্লক দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। যেহেতু পুকুর সংলগ্ন তাই পুকুরের অংশ বিশেষ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। অডিটোরিয়ামের ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি পাইপের মাধ্যমে পুকুরে সেই পানি ড্রেনেজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অডিটোরিয়ামে আধুনিক লাইটিং সিস্টেম ও সাউন্ড একুইস্টিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মূল স্টেজটি শক্ত কাঠের পাটাতন দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। হল ঘরটির নিচতলা ও উপরের অংশ মিলে প্রায় ৫০০ জন দর্শক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন। অডিটোরিয়ামের বাইরের অংশ স্যান্ড স্টোন ব্লকের তৈরী। অডিটোরিয়ামে লার্জ প্যাকেজ ইউনিট সিস্টেম এর মাধ্যমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়েছে। অডিটোরিয়ামের পিছনের অংশে ২টি গ্রীণ রুম নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে জিপসাম ফলস সিলিং ও এসি স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় সাউন্ড সিস্টেম চালু করে দেখানো হয়। এটি ভাল অবস্থায় দেখা গেল। তবে বাংলা একাডেমিতে অডিটোরিয়ামের সাউন্ড সিস্টেম বা লাইটিং সিস্টেম চালনার জন্য কোন টেকনিশিয়ানের পদ নাই। এই অডিটোরিয়ামটি বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদান করা হচ্ছে। ফলে টেকনিশিয়ানের অভাবে বাংলা একাডেমির অডিটোরিয়ামের আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। এছাড়া কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন অভিজ্ঞ লোক না থাকায় তা সংরক্ষণেরও অসুবিধা হচ্ছে বলে উপস্থিত কর্মকর্তারা মত প্রকাশ করেছেন।

১৩.৩ সাধারণ কক্ষের দরজাগুলি পার্টেক্স দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। টয়লেটের দরজাগুলি কাঠের তৈরী। তবে টয়লেটের দরজায় পানি প্রতিরোধক কোন ব্যবস্থা দেখা যায়নি। সকল ফ্লোরের টয়লেটগুলিতে হাই কমোড ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু প্যান থাকলে ভাল হতো বলে অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জানান। ৫ম তলা থেকে উপরের ফ্লোরসমূহের কক্ষে থাই পার্টিশান ব্যবহার করা হয়েছে। ৫ম তলায় টয়লেটের পশ্চিম পাশের বাইরের দেওয়াল ভিজে ড্যাম হয়েছে। কমোড ও ইউরিনালের ফিটিংস হালকা ও নিম্নমানের হয়েছে বলে উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অভিযোগ করেন। পরিদর্শনের সময় এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। লাইব্রেরীর অংশ বাদে অন্যান্য সকল ফ্লোরের জানালায় গ্রীল ব্যবহার করা হয়নি। শুধু থাই গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি লিফট স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ০৮ জনের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন। লিফট চালু অবস্থায় দেখা গেছে। এ

ছাড়া, বাউন্ডারি ওয়াল (ব্রিক ওয়াল ৬ ফুট উচু এবং এর উপর ২ ফুট উচ্চতায় কাঁটাতার), ইন্টারনাল রোড, কম্পাউন্ড ড্রেন, পুকুরের দুই পার্শ্বে দুটি ঘাটলা, পুকুর সংলগ্ন অংশে অডিটোরিয়ামের নিরাপত্তার জন্য রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, মূল ভবনের পূর্ব দিকে বাংলা একাডেমী চত্বরে ১০০০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনের ভিতরে ৩০০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো ভাল অবস্থায় আছে বলে তড়িৎ প্রকৌশলী জানান। নীচতলায় পার্কিং এবং 'কবি শামসুর রহমান 'সেমিনার কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩.৪ প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে প্রকল্প অফিসে রক্ষিত তথ্যাদি দেখা হয়েছে। বিধি মোতাবেক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে। নিম্নে কয়েকটির বিবরণ প্রদত্ত হলঃ

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং ও অর্থ বছর	দরপত্রের অনুমোদিত তথ্যাদি	টেক মেম্বার
১	বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ(৮ তলা ভিতের উপর ৫ তলাসহ সাব-স্টেশন ভবন সহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ)	এজি; ২৯৩/ভি ২০০৭-২০০৮	দরপত্র প্রাপ্তি-৫ রেসপন্সিভ টেন্ডার-৩ সর্বনিম্ন দরদাতার নাম-ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জি.	টেক মেম্বার-৭ (তিন জন বাইরের সংস্থার)
২	বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ (ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন (৬,৭ এবং ৮ তলা)	এজি; ২৬৫/ভি ২০০৯-২০১০	দরপত্র প্রাপ্তি-৩ রেসপন্সিভ টেন্ডার-২ সর্বনিম্ন দরদাতার নাম-ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জি.	টেক মেম্বার-৬ (দুই জন বাইরের সংস্থার)
৩	বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ (সাব হেড; Supplying, fitting & fixing of Acoustic works with wall paneling, false ceiling,canpet stage & wing in Auditorium including in Stallation, Testing & commissioning of stage lighting and sound system etc.	এজি; ৯১/ভি ২০১০-২০১১	দরপত্র প্রাপ্তি-৩ রেসপন্সিভ টেন্ডার-১ সর্বনিম্ন দরদাতার নাম-ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জি-রুটস জয়েন্ট ভেঞ্চার.	টেক মেম্বার-৬ (তিন জন বাইরের সংস্থার)

১৪.০ **সমস্যাঃ**

১৪.১ মূল ভবনের মাঝের কমনস্পেস-এ বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

১৪.২ সাধারণ টয়লেটসমূহের কমোডসহ অন্যান্য ফিটিংস নিম্নমানের হওয়ায় তা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

১৪.৩ মহাপরিচালক ও অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের কক্ষের দরজা সাধারণ পার্টেক্সে নির্মিত হওয়ায় তা নিরাপদ হয়নি। দরজাগুলি দেখতেও সুন্দর হয়নি।

১৪.৪ জানালাসমূহে গ্রীল না থাকায় নিরাপত্তার সমস্যা থেকে গেছে।

১৪.৫ অডিটোরিয়ামের লাইট এন্ড সাউন্ড সিস্টেম টেকনিশিয়ান না থাকায় এর ব্যবহার নিয়মিত করা যাচ্ছে না।

১৪.৬ সকল টয়লেট এ হাই কমোড ব্যবহার করা হয়েছে। কোন প্যান ব্যবহার করা হয়নি। এতে সর্ব সাধারণের টয়লেট ব্যবহারের অসুবিধা হচ্ছে।

১৪.৭ সাধারণ টয়লেট এর বাহিরের কয়েকটি দেওয়াল ড্যাম হয়েছে।

১৫.০। **সুপারিশঃ**

১৫.১ মূল ভবনের সিঁড়ির সামনে এবং ৭ম ও ৮ম তলার উত্তর দিকে বৃষ্টি প্রতিরোধক টানা গ্লাস ব্যবহার করে খোলা অংশের পানি প্রবেশের বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫.২ সাধারণ টয়লেটসমূহের ক্ষতিগ্রস্থ কমোডসহ অন্যান্য ফিটিংসসমূহ পরিবর্তন করে তা ভাল মানের স্থাপন করা যেতে পারে।

১৫.৩ পারটেক্স দিয়ে তৈরী কিছু দরজা পরিবর্তন করে ভাল কাঠের দরজা প্রতিস্থাপন করতে হবে।

১৫.৪ জানালাসমূহে গ্রীল দিয়ে নিরাপত্তার সমস্যা দূর করা যেতে পারে।

১৫.৫ অডিটোরিয়ামের লাইট এন্ড সাউন্ড সিস্টেম চালনার জন্য টেকনিশিয়ান পদ সৃষ্টি এবং উক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৫.৬ সাধারণের ব্যবহারের জন্য ২/৩টি টয়লেটে প্যান স্থাপন করা যেতে পারে।

১৫.৭ সাধারণ টয়লেট এর দেওয়ালের ড্যাম দ্রুত সংস্কার করতে হবে।

“লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ” (প্রথম পর্যায়)

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২ খ্রিঃ)

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।

৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল			প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বর্ধিত			
৯৮০.০০	১০৬৫.০০	১০৩৭.২৯	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	৫৭.২৯ (৫.৮৫%)	১ বছর (৪০%)

৫.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৫.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশে একমাত্র লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁয়ে অবস্থিত। দেশের লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের লক্ষ্যে জাদুঘর ১৯৭৫ সাল হতে কাজ করে যাচ্ছে। এ জাদুঘরটি ৫৫.৫০ একর জমির উপর স্থাপিত। ইতোপূর্বে দু'টি প্রকল্পের আওতায় কিছু উন্নয়ন করা হয়েছে। দর্শক সমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় নিরাপত্তা বিধান কল্পে অবশিষ্ট ৭০০ রাঃ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, দর্শনার্থীদের গাড়ী রাখার পার্কিং জোন নির্মাণ, বিদ্যমান জাদুঘর ও প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত ‘লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌতঅবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ‘ শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫.২ উদ্দেশ্যঃ

১। অতিরিক্ত লোক ও কারুশিল্প পণ্য প্রদর্শনের জন্য আরো সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা।
২। লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। এবং
৩। লোক ঐতিহ্যের প্রসার ঘটানো।

৬.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

“লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌতঅবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ (প্রথম পর্যায়) '' শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ৯৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১২/০৫/২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়। পিডাব্লিউডি রেট শিডিউল পরিবর্তন এবং প্রকল্পের আওতায় স্টলসমূহের নকশা সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তৈরী করার তাগিদে প্রকল্পটি গত ০৫/০৯/২০১১ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক ১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত হয়। পরবর্তীতে পিছিয়ে পড়া কাজ শেষ করার নিমিত্ত প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০৬ মাস অর্থাৎ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৭.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	মেয়াদ
১)	জনাব রবীন্দ্র গোপ, পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	০৪-০৬-২০০৯	৩০-০৬-২০১২

৯.০ <u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে-মিউজিয়াম ভবন ও প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, কারুপল্লীতে সেমিপাকা স্টল নির্মাণ, স্টাফ কোয়ার্টার, লোকজ মঞ্চ, বাউন্ডারী ওয়াল, মেইনগেট, তিনটি আরসিসি কারু ব্রিজ, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, গাড়ি পার্কিং জোনের উন্নয়ন, আসবাবপত্র ও প্রদর্শনের জন্য নিদর্শন সামগ্রী ক্রয় ইত্যাদি।

১০.০ <u>অঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি</u> : মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গাভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলঃ

১০.১ *Component-wise Progress (As per latest approved DPP) :*

(In lakh Taka)

Items of work (as per PP)		*Unit*	*Target (as per DPP)*		*Actual Progress*		*Financial deviation (±)*
			Financial	*Physical (Quantity)*	*Financial*	*Physical (Quantity)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	রাজস্ব ব্যয়						
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	থোক	--
৪৮৪২	সেমিনার, কনফারেন্স	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	--
৪৮৭৪	কনসালটেন্সী	থোক	১৬.০০	থোক	১৫.২১	থোক	(+)০.৭৯
৪৮৯৫	কমিটি মিটিং/কমিশন	থোক	২.৭০	থোক	২.৭০	থোক	--
৪৮৯৯	বিবিধ(আপ্যায়ন, ষ্টেশনারী ইত্যাদি)	থোক	২.৮০	থোক	২.৮০	থোক	--
	উপমোট =		**২৫.০০**		**২৪.২১**	**--**	**(+)০.৭৯**
	মূলধন ব্যয়						
৬৮০৯	জলযান (ফাইভার *গ্লাস* দিয়ে তৈরি প্যাডেল বোট)	সংখ্যা	৫.৪১	৫	৫.৪০	৫	(+)০.০১
৬৮১৩	**যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (**১টি ইমারজেন্সী জেনারেটর, ১টি ভিডিও এবং ১টি স্টিল ক্যামেরা)	সংখ্যা	১৭.৪৯	৩	১৭.৪৭	৩	(+)০.০২
৬৮২১	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৯.৫০	৩৬	৯.৫০	৩৭	--
৬৮৪৯	জাদুঘর সামগ্রী, পেইন্টিং ও আর্কাইভস্ ফিল্মস	সংখ্যা/ থোক	২.০০	৬৩ *টি*	২.০০	৬৩*টি*	--
৭০০০	**নির্মাণ ও পূর্ত**						
৭০০১	ভূমি উন্নয়ন						
	ক) কারুপল্লীর ভূমি উন্নয়ন	ঘ: মি	৬০.০০	২০৫১০	৫৬.৭৫	২৩০৯৭.১৬	(+) ৩.২৫
	খ) গাড়ি পার্কিং জোনের উন্নয়ন	ঘ:মি:	১০০.০০	৩০৪০০	৯৯.৬৪	৩৪৩৩৮.৫২	(+) ০.৩৬
৭০১১	**বাসভবন (**তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের স্টাফ কোয়াটার)	বর্গ মি:	৮৩.০০	৬৩৫.৪০	৮৩.০০	৬৫৫	--
৭০১৬	**অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো**						
	ক) বাউন্ডারী ওয়াল	রা:মি:	১৭৫.০০	৭০০	১৬৫.৯০	৭৬২	(+) ৯.১০
	খ) মিউজিয়াম ভবন ও প্রশাসনিক ভবন সম্প্রসারণ	ব:মি:	১৩৫.০০	৭২০	১২৮.৮৮	৭৬৯	(+) ৬.১২
	গ) পাবলিক টয়লেট	বর্গ মি:	৫০.০০	১৬৫	৫০.০০	১৮১.১১	--
	ঘ) টিকেট কাউন্টার কাম	বর্গ মি:	১৫.০০	৩৭.৫০	১৪.২৮	৩৪.৮৮	(+)০.৭২

	গার্ড হাউস						
	ঙ) মেইন গেইট নির্মাণ ও সৌন্দর্য বর্ধন	বর্গ মি	২৫.০০	৫৪	২৪.৮০	৪৮.৮৮	(+) ০.২০
	চ) কারুপল্লীতে সেমিপাকা স্থায়ী স্টল	সংখ্যা/ ব:মি	১৪৫.০০	৪৮ /১১৬২	১৪৫.০০	৪৮/১২৪৬	--
	ছ) লোকজ মঞ্চ	ব:মি	৩৯.০০	১৪৬	৩৯.০০	১৪৯	--
৭০২৬	**সেতু** (৩টি আর সি সি কারু ব্রীজ)	বর্গ মি:	৮৭.৬০	১৬৮	৮০.৪৬	১৭৬	(+) ৭.১৪
৭০৩১	**গ্রাম্য সড়ক ও অবকাঠামো** (অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ)	বর্গ মি:/ রা:মি:	৫৭.০০	২৩২০/৭৩১	৫৭.০০	২২০১.৫৬/৮৯০	--
৭০৫৬	**বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম** (বাহিরে আন্ডারগ্রাউন্ড বৈদ্যুতিক কাজ)	রা: মি:	৩৪.০০	১১০০	৩৪.০০	৯১৪	--
	উপমোট মূলধন ব্যয় =		১০৪০.০০		১০১৩.০৮	--	(+) ২৬.৯২
	সর্বমোট ব্যয় =		১০৬৫.০০		১০৩৭.২৯	--	(+) ২৭.৭১

১০.২ <u>Revised ADP allocation and progress</u> :

(In lakh Taka)

Financial Year	Revised Allocation & target				Taka release	Expenditure & physical progress			
	Total	Taka	P.A.	Physical %		Total	Taka	P.A.	Physical %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009-2010	300.00	300.00	---	28%	294.00	270.01	270.01	---	30%
2010-2011	500.00	500.00	---	47%	500.00	455.39	455.39	---	50%
2011-2012	335.00	335.00	---	25%	335.00	311.89	311.89	---	20%
Total=	**1135.00**	**1135.00**	**---**	**100%**	**1129.00***	**1037.29**	**1037.29**	**---**	**100%**

** অব্যয়িত ৯১.৭১ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।*

১১.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ

পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রকল্পের সমুদয় অংগের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	**অর্জন**
১। অতিরিক্ত লোক ও কারুশিল্প পণ্য প্রদর্শনের জন্য আরো সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা। ২। লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। এবং ৩। লোক ঐতিহ্যের প্রসার ঘটানো।	১। অতিরিক্ত লোক ও কারুশিল্প পণ্য প্রদর্শনের জন্য জাদুঘরের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন,আসবাবপত্র ক্রয় ও অতিরিক্ত নিদর্শন দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ২। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করায় বিনা টিকেটে দর্শনার্থীদের অনুপ্রবেশ ঘটছে না ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং ৩। লোকজ মঞ্চ, জাদুঘর সম্প্রসারণ, কারুপল্লীর স্টল নির্মাণসহ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু অবকাঠামো নির্মাণের প্রেক্ষিতে দর্শনার্থীদেরকে লোক ঐতিহ্য পরিদর্শনের সুব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। এতে লোক ঐতিহ্যের প্রসার হয়েছে।

১৩.০ **উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প গত ০৯/০২/২০১৪ তারিখে প্রকল্প এলাকা সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এবং প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে পরিদর্শন বিবরণী উল্লেখ করা হলঃ

১৪.১ **সীমানা প্রাচীরঃ**

প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত থেকে প্রধান ফটক পর্যন্ত ৭০০ রাঃমিঃ দৈর্ঘ্য ও ৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রাচীরের জন্য আরসিসি পিলার এবং যে সমস্ত স্থানে পানি রয়েছে সে সমস্ত স্থানে ঠ্যাস কলাম ব্যবহার করা হয়েছে।

১৪.২ **মেইন গেট ও গাড়ী পার্কিং জোনঃ**

প্রধান ফটক সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে প্রায় ৩০০ গাড়ী পার্কিং করার জন্য একটি পার্কিং জোন তৈরী করা হয়েছে। এ অংশে মাটি ভরাট করে তার তিন পার্শ্বে নেটওয়্যার ফেন্সিং নির্মাণ করা হয়েছে। ফেন্সিং এর জন্য আরসিসি পিলার নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এটি বেসরকারী একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে লীজ দেয়া রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রধান ফটক, গার্ড রুম এবং টিকেটকাউন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ফাউন্ডেশনের সম্মুখভাগের সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান ফটক হতে পুরাতন জাদুঘর পর্যন্ত এজিংসহ একটি ব্লক রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

১৪.৩ **পাবলিক টয়লেট ও অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়নঃ**

পার্কিং এলাকা, লাইব্রেরীর বিপরীত দিকে এবং কারু পল্লী এলাকায় তিনটি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি লীজ দেয়া হয়েছে। সেগুলো চালু অবস্থায় দেখা গেল। টয়লেট নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। তৃতীয়টির নির্মাণ কাজ শেষ হলেও তা এখনও লীজ দেয়া হয়নি। এটির ছাদ থেকে সরাসরি পানি পড়ে সংলগ্ন দেয়াল ভিজে যেতে দেখা গেল। ছাদ থেকে পানি নিষ্কাশনের পাইপ লাগানো হয়নি। এছাড়া, ছাদের উপর পানির টাংকিতে পানি উঠানোর পাইপ ভবনের বাইরে দায়সারা গোছের করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। উপস্থিত কমকর্তারা জানান, কারু পল্লী চালু না হওয়ায় এ পাবলিক টয়লেটটি চালু/লীজ দেয়া হয়নি। পার্কিং জোন এবং প্রধান ফটক থেকে প্রশাসনিক ভবন হয়ে রাসেল স্কয়ার পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৪.৪ **প্যাডল বোটঃ**

৫টি প্যাডল বোট ক্রয় করা হয়েছে। প্রতিটিতে ৪ জন করে বসতে পারে। ফাউন্ডেশনের লেকে সাধারণ দর্শকদের জন্য এটি টিকেটের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়। এটিও লীজ দেওয়া হয়েছে। এই প্যাডল বোটগুলি খুবই সাধারন ডিজাইনের হয়েছে।

১৪.৫ **লোকজ মঞ্চঃ**

ময়ুরাকৃতির ১টি মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। মঞ্চটির নির্মানের গুণগত মান ভাল হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বৈদ্যুতিক ওয়ারিং এবং বোর্ডের সুইচগুলিও নিম্নমানের ব্যবহার করা হয়েছে। মঞ্চের পাটাতন সাধারণ মানের কাঠ দিয়ে তৈরী করা হলেও সেই কাঠ বা তার কাঠামো মজবুত হয়নি। মঞ্চের ভিতরের দেওয়ালে নির্মাণ ত্রুটি দৃশ্যমান হয়েছে।

১৪.৬ **অভ্যন্তরিণ রাস্তাঃ-**

ফাউন্ডেশনের ২ নং গেইট হতে আবাসিক ও কারু পল্লী এলাকা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এই রাস্তায় এজিং নেই। উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পে এজিং এর সংস্থান রাখা নেই।

১৪.৭ **কারু ব্রীজঃ**

বিদ্যমান লেকের উপর পাইলিংসহ ৩২, ২২ ও ১০ মিটার বিশিষ্ট তিনটি আরসিসি কারু ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে পূর্বে কাঠ/বাঁশের সাঁকো ছিল। ব্রীজগুলোর ডিজাইন ফাউন্ডেশনের আবহের সাথে বেশ মানানসই হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪.৮ কারুপল্লীঃ

প্রকল্পের আওতায় কারুপল্লী নির্মাণ করা হয়েছে। এটি ফাউন্ডেশনের উত্তর দিকের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। একতলা বিশিষ্ট ১২টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি ঘরে ৪টি করে স্টলের সুবিধা রয়েছে। ঘরগুলির উপরে টালির ছাদ, স্টীলের সাটার এবং ট্রাস এংগেল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি স্টলে জিপসাম বোর্ডের ফলস সিলিং দেওয়া হয়েছে। এই ১২টি ঘরের সামনের অংশে মাটি ভরাট করা হয়েছে। হাইকোর্টের স্টে অর্ডার থাকায় নির্মাণের পর প্রায় বছরখানেক যাবত এই কারুপল্লী অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বর্তমানে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভিতরে অস্থায়ী ঘরে কারুপল্লীর প্রদর্শনী বিক্রয় কেন্দ্র চালু রয়েছে।

১৪.৯ স্টাফ কোয়ার্টার ভবনঃ

প্রকল্পের আওতায় তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য একটি স্টাফ কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৬-তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ভবনটিতে বর্তমানে ৩-তলার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে ২টি করে ইউনিট রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটের আয়তন প্রায় ৮২৫ বর্গ ফুটের মত। প্রতিটি ফ্লোরে টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। ভবনের বাইরের দেওয়ালের কতিপয় স্থানে ড্যাম হয়েছে মর্মে দেখা যায়। ছাদে প্যারাফেট ওয়াল নির্মাণ এবং ১.৫ ইঞ্চির পুরুত্বের প্যাডস্টোন করা হয়েছে। গামারী কাঠের দরজা ব্যবহার করা হয়েছে। একজন নিবাসী জানান, কাঠগুলো ঠিকমত সিজনিং না করায় ঠিকমত দরজা লাগে না।

১৪.১০ প্রশাসনিক ভবন ও জাদুঘরের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণঃ

প্রশাসনিক ভবন ও জাদুঘরের প্রতিটিতে একতলার ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন করা হয়েছে। তবে সম্প্রসারিত এ অংশের প্রদর্শনী গ্যালারির নির্মাণ কাজ চলমান দেখা গেল। এছাড়া লাইট ও ফ্যান সংযোগ/স্থাপন করা হয়নি। এ বিষয়ে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান, জাদুঘরটির সম্প্রসারিত অংশ চালু হলেই লাইট ও ফ্যান স্থাপন করা হবে। জাদুঘরের গ্রীল নিম্নমানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

এছাড়া, ৮০ কিঃ ওয়াটের একটি জেনারেটর, একটি ভিডিও ক্যামেরা, একটি স্টিল ক্যামেরা এবং জাদুঘরের জন্য ফার্ণিচার ক্রয় করা হয়েছে। এগুলো ভাল অবস্থায় দেখা গেল।

১৪.১১ নির্মাণ ত্রুটিঃ

লোকজ মঞ্চের পাটাতন, দেয়াল এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ ইত্যাদি মান সম্মত হয়নি। নির্মাণের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। স্টাফ কোয়ার্টার ভবনের বাইরের দেয়াল নির্মাণের পর এত স্বল্প সময়ে কতিপয় স্থানে ড্যাম হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বোধগোম্য নয়।

১৪.১২ প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে প্রকল্প অফিসে রক্ষিত তথ্যাদি দেখা হয়েছে। বিধি মোতাবেক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে। লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ ডাইরেক্ট পারচেজ এবং বাঁকিগুলো ওটিএম পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটির বিবরণ প্রদত্ত হলঃ

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ	কাজ সম্পাদন প্যাকেজ	কাজেরনাম	দরপত্রে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ পেয়েছে
		সম্পদ সংগ্রহ		
GD 1	গ্রুপ (ক)	ফাইবার গ্লাসের পাঁচটি প্যাডেল বোর্ড ক্রয়।	৩ টি	প্রিমিয়ার টেড্রিং ইন্টারন্যাশনাল
GD 2	গ্রুপ (ক)	জেনারেটর ক্রয়	২টি	মেসার্স বিপুলএন্টারপ্রাইজ
	গ্রুপ (খ)	একটি ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা ও একটি ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা ক্রয়।	২টি	মেসার্স আল-আমিন কনস্টাশন

GD 3	Work-1	আসবাবপত্র তৈরি/ক্রয়	৩টি	জালকুঁড়ি ফার্ণিচার
GD4		লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ	প্রযোজ্য নয়	এন্ট্রিক বিধায় সরাসরি ক্রয় করাহয়।
		নির্মাণকাজ		
WD1	প্যাকেজ- ৫	ভূমি উন্নয়ন (কারুপল্লী)	৮টি	মেসার্স মিনিম্যাক ইন্টারন্যাশনাল
WD2	প্যাকেজ- ৪	ভূমি উন্নয়ন (গাড়িপাকিং)	৮টি	মেসার্স মিনিম্যাক ইন্টারন্যাশনাল
WD3	প্যাকেজ- ২	তৃতীয় শ্রেণীর কোয়াটার নির্মাণ।	৬ টি	মেসার্স পারভীন এন্টারপ্রাইজ
WD 4	প্যাকেজ- ১	সীমানা প্রচীর নির্মাণ।	৭ টি	জ্যাকো কনস্ট্রাকশন লি:
WD 5	প্যাকেজ- WD 5	জাদুঘর ভবন ও প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।	৩টি	মেসার্স নাদিম এন্টারপ্রাইজ
WD 6	প্যাকেজ- ৩	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (লাইব্রেরী)।	৭ টি	মেসার্স পারভীন এন্টারপ্রাইজ
	প্যাকেজ- Work (a)	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ(কারুপল্লীর)	৩ টি	মেসার্স নাদিম এন্টারপ্রাইজ
	প্যাকেজ- Work (b)	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ(গাড়ি পাকিং)	৩টি	মেসার্স প্রতিক এন্টারপ্রাইজ
	প্যাকেজ- Work (d)	লোকজ মঞ্চ নির্মাণ।	৩টি	মেসার্স নাদিম এন্টারপ্রাইজ
	প্যাকেজ- WD 6 (c)	টিকেট কাউন্টার-কাম গার্ড হাউজ নির্মাণ।	৩ টি	মেসার্স প্রতীক এন্টারপ্রাইজ
	প্যাকেজ- WD 6 (a)	প্রধান গেইট নির্মাণ।	৩ টি	মেসার্স নাদিম এন্টারপ্রাইজ
	প্যাকেজ- WD 6 (b)	Semiparmanent স্টল নির্মাণ।	৩টি	মেসার্স ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস
WD 6	প্যাকেজ- WD 6	Remodeling & Reconstraction of Semiparmanent stall.	৩ টি	মেসার্স ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস
WD 7	প্যাকেজ- WD 7 (a)	আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ।	১২ টি	জ্যাকো কনস্ট্রাকশন লি:
	প্যাকেজ- Work (c)	ব্লক রাস্তা নির্মাণ।	৩ টি	মের্সাস হায়দারএন্টারপ্রাইজ
	প্যাকেজ- WD 7 (b)	আর, সি, সি সেত নির্মাণ (২২মিটার)	১০ টি	প্রকৌশলী -ও -নির্মাতা লিঃ
	প্যাকেজ- WD 7 (c)	আর, সি, সি সেতু নির্মাণ (১০মিটার)	১১ টি	প্রকল্প বাস্তবায়ন লিঃ
	প্যাকেজ- WD 7 (d)	আর, সি, সি সেতু নির্মাণ (৩২মিটার)	১১ টি	প্রকল্প বাস্তবায়ন লিঃ
WD 8	প্যাকেজ- Work (e)	Supply, Installation & Testing of External Electrification Work.	৩ টি	পাওয়ারকন

১৪.১২ অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

এছাড়া, পুরো ফাউন্ডেশন এলাকায় ৬৬০০ বর্গ মিটার আয়তনের বিশাল একটি লেক রয়েছে। লেকটি অপরিস্কার, নোংরা এবং কালো পানিতে পরিপূর্ণ। লেকটিতে প্যাডল বোট চালানোর মত স্বাভাবিক পরিবেশ নেই। এখানে নিয়মিত পিকনিক পার্টির আয়োজন হয়ে থাকে। প্রচুর লোক সমাগম হয়। পুরো চত্বর নোংরা হয়ে যায়। এ সব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব রয়েছে বলে জানা যায়। দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করার জন্য ফাউন্ডেশনের ভিতরের সার্বিক পরিস্কার পরিচ্ছনতার পাশাপাশি লেকটির পানি পরিস্কারসহ তার নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির বিষয় অবহেলিত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের নিজস্ব কোন অডিটোরিয়াম নেই। প্রতিকূল আবহাওয়ায় উন্মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুযায়ী এখানে অন্ততঃ ৫০০ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম নিমাণ করা প্রয়োজন।

১৫.০ সমস্যাঃ

১৫.১ কারুপল্লী এ ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম শাখা। হাইকোর্টের স্টে অর্ডারের কারণে কারুপল্লীর স্টলগুলি চালু করা যাচ্ছে না । পূর্ব থেকে এই ফাউন্ডেশনে কর্মরত কারুশিল্পীদের অগ্রাধিকার দিয়ে স্টল ভাড়া না দেয়ায় এই জটিলতা তৈরী হয়েছে বলে জানা যায়। দ্রুত এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে কারূপল্লী চালু না করলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যহত হবে প্রতীয়মান হয়।

১৫.২ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হলেও জাদুঘরের সম্প্রসারিত অংশের প্রদশর্নী গ্যালারীর নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়নি এবং লাইট ও ফ্যান লাগানো হয়নি।

১৫.৩ লেকের পানি অপরিস্কার থাকায় তা ফাউন্ডেশনের সৌন্দর্যহানির পাশাপাশি মশা-মাছির বংশ বিস্তার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৫.৪ স্টাফ কোয়ার্টারের দেওয়ালের ড্যাম সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিদর্শিত ফ্ল্যাটের সদর দরজা ঠিকমত লাগে না মর্মে দেখা গেছে।

১৫.৫ লোকজ মঞ্চের পাটাতন, দেওয়াল ও বৈদ্যুতিক সংযোগ মান সম্মত হয়নি।

১৫.৬ ফাউন্ডেশনের ভিতর বহুবিধি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে এখানে কোন অডিটোরিয়াম না থাকায় প্রতিকূল আবহাওয়ায় কোন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালনা করা যাচ্ছে না।

১৬.০। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৬.১ কারুপল্লীর স্টল দ্রুত চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে বাদীপক্ষের সাথে আালোচনা এবং হাইকোর্টের স্টে অর্ডারের নিষ্পত্তির বিষয়ে জরুরী কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৬.২ জাদুঘরের সম্প্রসারিত অংশের গ্যালারীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে জরুরী ভিত্তিতে লাইট, ফ্যান সংযোগ/স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৬.৩ স্টাফ কোয়ার্টারের দেওয়ালের ড্যামসহ অন্যান্য নির্মাণ ত্রুটির সংস্কার করতে হবে।

১৬.৪ ফাউন্ডেশনের ভিতরের চত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির জন্য জনবলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি নিবিড়ভাবে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে।

১৬.৫ লোকজ মঞ্চের পাটাতন, দেওয়াল ও বৈদ্যুতিক সংযোগের ত্রুটি দ্রুত সংস্কার করতে হবে।

১৬.৬ ফাউন্ডেশনের ভিতরের লেকের দ্রুত সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে এসব সংস্কার কাজের জন্য পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৬.৭ প্রতিকূল আবহাওয়ায় অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার আলোকে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

“জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ” (২য় পর্যায়)

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

৩.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।

৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা প্রঃসাঃ	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ		মূল	সংশোধিত			
২৪৬৯.০৩ ২৪৬৯.০৩ -	২৯৩৫.৯২ ২৯৩৫.৯২ -	২৯০৪.৭৩ ২৯০৪.৭৩ -	জানুয়ারী,২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১০	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১২	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১২	৪৩৫.৭০ (১৭.৬৫%)	১৮ মাস (৭৫%)

৫.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৫.১ পটভূমিঃ

ললিত কলা বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। বাঙালি জাতির দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাঙালী চিত্রকর ও শিল্পীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর শিল্পসাধনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। যদিও বিভিন্নভাবে শিল্পীদের কাজ ও সাধনাকে ফ্যাসিলিটেট করা হয়েছে, তবুও বাংলাদেশের শিল্পীসমাজ ও শিল্পোৎসাহী মহল একটি জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে। দেশের সমৃদ্ধ চিত্রকলা সঠিকভাবে প্রদর্শন, সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য “জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ১৯৯৭ হতে ডিসেম্বর ২০০৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.২ উদ্দেশ্যঃ

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল –

(ক) দেশের সমৃদ্ধ সৃজনশীল চিত্রকলা(চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, গ্রাফিক্স, প্রাচ্যধারার শিল্পকর্ম ইত্যাদি) সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা।

(খ) চিত্রকর্মগুলোকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করার জন্য অতিরিক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা।

(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রদর্শনী আয়োজন করার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা। ।

(ঘ) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজনের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি করা।

(ঙ) নবীন চিত্রশিল্পীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ললিত কলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং ললিত কলাকে ক্রমান্বয়ে একটি ভাল প্রফেশনে উন্নীত করা।

৬.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

(ক) প্রকল্পটির মূল ডিপিপি মোট ২৪৬৯.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২১/১২/২০০৮ তারিখে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(খ) ০৪/০১/২০১১ তারিখে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৩৫.৯২ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জানুয়ারী, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১১ নির্ধারণ করে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়।

(গ) ১৩/১২/২০১১ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এর মেয়াদকাল বাড়িয়ে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৭.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	মেয়াদ
১	জনাব কামাল লোহানী মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	০৬/০৪/২০০৯	০৫/০৪/২০১১
২	জনাব লিয়াকত আলি লাকী মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	১০/০৪/২০১১	৩০/০৬/২০১২

৮.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে- নির্মাণ কাজ এবং আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিকসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জামাদি ইত্যাদি সংগ্রহ ও স্থাপণ করা।

৯.০ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ এবং অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		অবমুক্ত	ব্যয় (%)
	মোট	টাকা		
২০০৮-২০০৯	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৩৯.১৫ (৩৯.১৫%)
২০০৯-২০১০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৯৮.৭০ (৯৯.৫৬%)
২০১০-২০১১	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৬৮৩.০০ (৮৫.৩৬%)
২০১১-২০১২	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৮৮৩.৮৮ (৯৯.১৫%)
মোট	৩১০০.০০	৩১০০.০০	৩১০০.০০*	২৯০৪.৭৩ (৯৩.৭০%)

*** প্রতি অর্থবছরে অব্যয়িত অর্থ নিয়মমানুযায়ী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাকারে জমা দেয়া হয়েছে।**

৯.১. অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

Economic code	Item of Works (As per RDPP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress	
			Financial	Physical	Financial	Physical
1	2	3	4	5	6	7
A. Revenue						
4801	Local Conveyance	LS	0.10	-	0.10 (100%)	-
4815	Postage	LS	0.05	-	0.05(100%)	-
4823	Fuel of Vehicle	LS	5.00	-	4.95(99%)	-
4827	Preparation & Printing of DPP	LS	0.25	-	0.25(100%)	-
4828	Stationery, seal	LS	1.00	-	0.95(95%)	-
4833	Advertisements	LS	2.00	-	1.80(90%)	-
4845	Entertainment	LS	1.00	-	1.00(100%)	-

4854	Purchase of the office materials	LS	3.00	-	3.00(100%)	-
4874	Consultancy Fees for design, drawing & supervision	LS	161.83	-	161.83(100%)	-
4883	Honorarium for SC, PIC, TEC & EC Member	LS	5.50	-	5.50(100%)	-
4887	Photo copy	LS	0.50	-	0.45(90%)	-
4888	Computer Accessories	LS	1.50	-	1.45(96%)	-
4899	Others	LS	1.00	-	1.00(100%)	-
4901	Maintenance of Vehicle	LS	2.00	-	2.00(100%)	-
Sub Total (Revenue)		**LS**	**184.73**	-	**184.33** (99%)	-
B. Capital						
6800 B.1 Acquisition of Assets						
6813	Machinery & others equipments	rm	107.72	700 rm	107.45(99%)	700 rm (100%)
6821	Furniture and Fixtures	LS	29.68	300 nos Auditorium Chair and 100 nos other furnitures	29.68(100%)	400 nos (100%)
6827	Electrical equipments (AC, Fire fighting equipments, CCTV, Lift, Gallery lights, Stage light and sound system)	LS	1115.40	1 Lot	1115.40(100%)	1 Lot
6851	Others construction (Partition wall and Acoustic work with floor carpet	sqm	92.58	3158 sqm	92.58(100%)	3208 sqm (100%)
7000	**Construction work**					
7006	Office building (Construction of 2nd and 3rd floor & part of 4th floor, Sanitary & plumbing and General electrification)	sqm	1351.87	7336 sqm	1351.87(100%)	7336 sqm (100%)
Subtotal (Capital)			**2697.25**		**2696.98**(99%)	
Total (Capital + Revenue)			**2881.98**		**2881.31**(99%)	
C. Price and Physical Contingency			**53.94**		**23.42***	
Grand Total (A+B+C)			**2935.92**		**2904.73**(98%)	

* নির্মাণকালীন বাস্তবতার আলোকে নির্মাণ খাতে উপরিউক্ত কোড নম্বর ৬৮২১, ৬৮২৭, ৬৮৫১ এবং ৭০০৬ আইটেমের কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিরিক্ত মূল্য ২৩.৪২ লক্ষ টাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে প্রাইজ ও ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি খাতে বরাদ্দকৃত ৫৩.৯৪ লক্ষ টাকা হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

৯.১ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার বিবরণঃ পিসিআর হতে এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কার্য সমাপ্ত হয়েছে।

৯. ২ অব্যয়িত অর্থঃ প্রতি অর্থবছরে অব্যায়িত অর্থ সরকারী কোষাকারে জমা দেয়া হয়েছে। পরিদর্শনকালে অব্যয়িত অর্থ জমা দেবার নথিপত্র চেক করে দেখা হয় এবং নিময়মানুযায়ী চালানের মাধ্যমে তা জমা দেয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। পিসিআরে অর্থ জমা দেয়ার চালানের অনুলিপি সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ

১০.১ ডিজাইন, ড্রয়িং এবং সুপারভিশনের জন্য পরামর্শকের ফিঃ প্রকল্পটির আওতায় পরামর্শকের ফি বাবদ বরাদ্দ ছিল ১৬১.৮৩ লক্ষ টাকা। ডিজাইন, ড্রয়িং এবং সুপারভিশনের জন্য প্রকল্প উপদেষ্টা লিমিটেড নামক একটি দেশিয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পরামর্শসেবা নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ সংস্থান অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে।

১০.২ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণঃ প্রকল্পের আওতায় ৭০০ টি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় বাবদ ১০৭.৭২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১০৭.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে মূলত আর্টওয়ার্কের হ্যাংগিং সিস্টেমসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে।

১০.৩ আসবাবপত্র ক্রয় ও স্থাপনঃ প্রকল্পের আওতায় ৪০০টি আসবাবপত্র ক্রয় ও স্থাপন বাবদ ২৯.৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ৩.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাইস কন্টিনজেন্সি হতে ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রাপ্ত পিসিআর হতে জানা যায়। এই অর্থে ৩০০টি অডিটোরিয়ামে ব্যবহারের জন্য চেয়ার এবং ১০০টি অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে অডিটরিয়ামের চেয়ারসহ অন্যান্য আসবাবপত্রগুলো ভাল অবস্থায় রয়েছে।

১০.৪ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের আওতায় এসি, অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতি, সিসিটিভি, লিফট, গ্যালারী লাইট, স্টেজ লাইট এবং সাউন্ড সিস্টেম প্রভৃতি বাবদ ১১১৫.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখাতে সংস্থানকৃত অর্থের অতিরিক্ত ১২.১৩ লক্ষ টাকা প্রাইস কন্টিনজেন্সি হতে ব্যয় করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এসি, সিসিটিভি, লিফট এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি- বিশেষ করে সাউন্ড ও লাইটিং সিস্টেমগুলো সচল আছে এবং নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে। পরিদর্শনকালে এগুলো চালু করে দেখানো হয় এবং নিয়মিতভাবে ব্যবহার হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে নানান ধরণের জাতীয় অনুষ্ঠান নিয়মিতই আয়োজিত হচ্ছে।

১০.৫ অফিস ভবন নির্মাণঃ ডিপিপিতে মোট ৭৩৩৬ বর্গমিটার আয়তনের ৩য় ও ৪র্থ তলা এবং ৫ম তলার আংশিক নির্মাণ কাজ বাবদ ১৩৫১.৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ভবন নির্মাণকালীন ভৌত নির্মাণ খাতে কতিপয় আইটেমের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে অতিরিক্ত ৫.২৭ লক্ষ টাকা প্রাইস কন্টিনজেন্সি খাত হতে ব্যয়িত হয়েছে। এক্ষেত্রে অফিসরুম, চিত্রকর্ম সংরক্ষণ ও ঝুলানোর ব্যবস্থাসহ গ্যালারী, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটরিয়াম-কাম সেমিনার হল, পেইন্টিং ওয়ার্কশপ, সংরক্ষণ ও রেস্টোরেশন রুম, ল্যাবরেটরি, ট্রেনিং হল প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে।

১০.৬ অন্যান্য নির্মাণকাজঃ প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য নির্মাণকাজ বাবদ ৯২.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান ছিল। ভৌত নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির কারণে ৩.৭০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় প্রাইস কন্টিনজেন্সি থেকে ব্যয় করা হয়েছে। চিত্রশালায় বিভিন্ন গ্যালারি ও অন্যান্য রুমে মুভেবল ও ফিক্সড পার্টিশন দেয়াল, একুস্টিক কাজ এবং ফ্লোর কার্পেটের কাজ এই টাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০.৭ প্রাইস ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সীঃ প্রকল্পের আওতায় কন্টিনজেন্সী বাবদ ৫৩.৯৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে আসবাবপত্র ক্রয় ও স্থাপন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অফিস ভবন নির্মাণ এবং অন্যান্য নির্মাণকাজ খাতে ২৩.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে নির্মাণ সামগ্রির দাম বাড়ায় অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এখাত হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

১০.৮ এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় যাতায়াত, ডাক, জ্বালানী, ডিপিপি তৈরী, মুদ্রণ, স্টেশনারী, সীল, বিজ্ঞাপন, এন্টারটেইনমেন্ট, অফিস উপকরণ ক্রয়, ভাতা ও সম্মানী, ফটোকপি, কম্পিউটার এক্সেসরিজ ইত্যাদি এবং যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি রাজস্বখাত সমূহে বরাদ্দকৃত অর্থ সংস্থান অনুযায়ী ব্যয়িত হয়েছে।

১১.০ ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যঃ

পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আইনানুযায়ী নির্মাণ কাজ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য উন্মুক্ত পদ্ধতিতে (ওটিএম পদ্ধতি) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরদাতাদের তুলনামূলক দর বিবরণীতে সদস্যগণের স্বাক্ষর ও সর্বনিম্ন দরদাতা কার্যাদেশ পেয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে চারটি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রজেক্ট বিল্ডার্স লিমিটেড, লিফ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে চারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রিয়েটিভ ইঞ্জিনিয়ারস্ লিমিটেড, এসির ক্ষেত্রে ছয়টি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অগ্রগামী লিমিটেড এবং অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে তিনটি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আইসিএল প্রাইভেট লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন

দরদাতা হিসেবে কার্যাদেশ ও সরবরাহের আদেশ পেয়েছে। যথাযথ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ক্রয়সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধি সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
দেশের সমৃদ্ধ সৃজনশীল চিত্রকলা(চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, গ্রাফিক্স, প্রাচ্যধারার শিল্পকর্ম ইত্যাদি) সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজনের জন্য অতিরিক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপন করা।	ডিপিপি অনুযায়ী ৭৩৩৬ বর্গমিটার আয়তনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে। চিত্রকর্ম সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজনের জন্য চিত্রশালা আরো সক্ষম হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সুবিধাদি বাড়ানো ও সংযোজন করা হয়েছে।

১৩.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ

প্রাপ্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৪.০ পরিদর্শিত এলাকাঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে যাচাই করার লক্ষ্যে গত ২২-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী জনাব সুখদেব চন্দ্র দাস উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় একটি আন্তর্জাতিক চিত্রকলা উৎসবের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছিল। ফলে বিভিন্ন কাঠের কাজ ও অঙ্গসজ্জার কাজ চলছিল। তবে এসব কাজ ফ্লোরে টাইলসের ক্ষতি করতে পারে বলে মনে হয়। এবিষয়ে রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীর কাছে জানতে চাইলে এ আশংকা অমূলক নয় বলে জানান; আরো বলেন যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা নিতে গিয়ে নিজেদের মতো করে বেশকিছু অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মান করে এবং এতে করে ভবনের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তবে এবিষয়টি তিনি নিয়মিত মনিটর করেন বলে জানান। বিভিন্ন গ্যালারীগুলো ভাল অবস্থায় রয়েছে এবং মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়। তবে এর ব্যবহার আরো বাড়ানো যায় বলে মনে হয়। অডিটরিয়াম, সেমিনার রুমের ব্যবহার নিয়মিতভাবেই হচ্ছে বলে জানানো হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় চিত্রপরিচালক আলমগীর কবিরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি জাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে এবং সেদিন বিকেলে তা শুরু হবে বলে জানা যায়। চিত্রশালার অডিটরিয়াম, গ্যালারীসহ অন্যান্য স্থাপনার নির্মাণ কাজের ধরণ আলাদা এবং জটিল, ফলে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব ঘটেছে।এছাড়া নির্মাণকাজগুলো দেশীয় পরিকল্পনানুযায়ী করা হয়েছে এবং তা ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানানো হয়।

১৫. সমস্যাঃ

১৫.১ অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে নাঃ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, জাতীয় চিত্রশালায় নির্মিত বেশ কয়েকটি গ্যালারী ব্যবহৃত হচ্ছে না। আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন এই গ্যালারীগুলোতে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক নানান প্রদর্শনী ও চিত্রকলা উৎসব আয়োজন করা সম্ভব। বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে বলে মনে হয় নি।

১৫.২ অতিরিক্ত কাঠামো স্থাপনঃ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, চিত্রশালায় আয়োজিত একটি প্রদর্শনীর জন্য কয়েকটি গ্যালারীতে দেয়ালের উপর অতিরিক্ত কাঠের কাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে করে গ্যালারীর দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়াও এসব কাঠের কাজ ও সাজসজ্জা করতে গিয়ে ফ্লোর টাইলসের ক্ষতি হচ্ছে।

১৫.৩ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোকবল স্বল্পতাঃ চিত্রশালার অবকাঠামো, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোকবল কম বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। ফলে এই অবকাঠামোসমূহ এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি সন্তোষজনক পর্যায়ে হচ্ছেনা। অডিটরিয়াম ও গ্যালারীর মতো অবকাঠামো এবং বৈদ্যুতিকসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের অভাব রয়েছে বলে জানানো হয়।

১৫.৪ কম সংখ্যক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ চিত্রশিল্পী গড়ে তোলা ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজনের সংখ্যা বিদ্যমান অবকাঠামোর তুলনায় কম বলে মনে হয়েছে।

১৫.৫ প্রচারণা স্বল্পতাঃ দেশবরেণ্য চিত্রকর ও শিল্পীদের বিখ্যাত চিত্রশালা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং এই বিষয়গুলো উৎসাহীদের কাছে প্রচারণার কাজটি বেগবান নয়।

১৫.৬ প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য হিসেবে থাকলেও ব্যয়খাত হিসেবে না থাকাঃ ডিপিপিতে প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে নবীন চিত্রশিল্পীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ললিত কলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং ললিত কলাকে ক্রমান্বয়ে একটি ভাল প্রফেশনে উন্নীত করার কথা থাকলেও এসংক্রান্ত কোন ব্যয়খাত বা অঙ্গ প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

১৬.০ সুপারিশঃ

১৬.১ যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় চিত্রশালার আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন গ্যালারীগুলোতে বেশি বেশি করে দেশি ও আন্তর্জাতিক নানান প্রদর্শনী ও চিত্রকলা উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে বিদ্যমান সুযোগসুবিধার ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব।

১৬.২ গ্যালারীতে অতিরিক্ত কাঠের দেয়াল বা কাঠামো নির্মাণ নিরুৎসাহিত করতে হবে; এতে স্থায়ী অবকাঠামোর যাতে কোনরুপ ক্ষতি না হয় তা সার্বক্ষণিক মনিটর করতে হবে। এ বিষয়ে সংস্থা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে।

১৬.৩ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। অডিটরিয়াম ও গ্যালারীর মতো অবকাঠামো এবং বৈদ্যুতিকসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬.৪ সংশ্লিষ্ট সংস্থা চিত্রশিল্পী গড়ে তোলা ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজনের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৬.৫ দেশবরেণ্য চিত্রকর ও শিল্পীদের বিখ্যাত চিত্রশালা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং এ বিষয়টি উৎসাহীদের কাছে প্রচারণার কাজটি বেগবান করার ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা উদ্যোগী হতে পারে।

১৬.৬ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ভবিষ্যতে ডিপিপি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

"কুমিল্লায় নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র স্থাপন"

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : নজরুল ইন্সটিটিউট।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

৩.০ প্রকল্পের অবস্থান : ধর্মসাগরপাড়, কুমিল্লা।

৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা প্রঃসাঃ	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ		মূল	সংশোধিত			
৭৪৭.৭৫ ৭৪৭.৭৫ -	৭৪৭.৭৫ ৭৪৭.৭৫ -	৬৮৭.৬৫ ৬৮৭.৬৫ -	জানুয়ারী,২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারী,২০১০ হতে জুন,২০১২	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১২	-	০৬ মাস (২৫%)

৫.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৫.১ পটভূমিঃ

কুমিল্লা জেলা নানভাবে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিধন্য। বৈবাহিক ও অন্যান্য সূত্রে কুমিল্লার সাথে কবির যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। কুমিল্লায় কবির অবস্থান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা তাঁর গান ও কবিতায় ভিন্নমাত্রা এবং অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছে। কুমিল্লাবাসীও এখানে কবির অবস্থান ও সম্পৃক্ততা নিয়ে অত্যন্ত গৌরববোধ করেন। কুমিল্লার জনগণ এখানে নজরুলের স্মৃতি সংরক্ষণ ও চর্চার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। তবে নজরুল বিষয়ক সকল চর্চা, অনুশীলন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, পঠন ও গবেষণাকর্ম প্রভৃতিকে পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.২ উদ্দেশ্যঃ

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল –

(ক) কুমিল্লায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা।

(খ) কবির স্মৃতি ও ধারণা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌছে দেয়া।

(গ) জাতীয় কবি সম্পর্কিত পাঠ ও গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি নির্মাণ করা। ।

(ঘ) আমাদের জাতীয় কবি যেখানে অবস্থান করে অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন সেস্থানগুলোর পরিদর্শনের জন্য দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষন করা।

৬.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

(ক) প্রকল্পটির মূল ডিপিপি মোট ৭৪৭.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৫/০১/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(খ) পরবর্তীতে ভূমি অধিগ্রহণসহ কয়েকটি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির অন্তঃখাত সমন্বয় করা হয় এবং ০১/০৩/২০১১ তারিখে এর প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

(গ) ০২/০১/২০১২ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এর মেয়াদকাল বাড়িয়ে জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৭.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	সমাপ্ত
১	জনাব রশীদ হায়দার নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট।	০১/০১/২০১০	৩০/০৬/২০১২

৮.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে- নির্মাণ কাজ এবং আসবাবপত্র, বই, জাদুঘরের বিভিন্ন উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ ও স্থাপন করা।

৯.০ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ এবং অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		অবমুক্ত	ব্যয় (%)
	মোট	টাকা		
২০০৯-২০১০	১৫১.৬৫	১৫১.৬৫	১৫১.৬৫	১৫০.৮৮ (৯৯.৪৯%)
২০১০-২০১১	২০৮.০০	২০৮.০০	২০৮.০০	২০৭.৯৩ (৯৯.৯৬%)
২০১১-২০১২	৩৪৪.০০	৩৪৪.০০	৩৪৪.০০	৩২৮.৮৪ (৯৫.৫৯%)
মোট	৭০৩.৬৫	৭০৩.৬৫	৭০৩.৬৫*	৬৮৭.৬৫ (৯৭.৭১২)

*** প্রতি অর্থবছরে অব্যয়িত অর্থ নিময়মানুযায়ী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।**

৯.১ অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিয়ে বর্ণনা করা হলঃ

Items of work (As per PP)	Unit	Target (As per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial (%)	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6
1. Stationary	L.S	1.00	--	0.99 (100%)	--
2. Books.	L.S	5.00	---	5.00 (100%)	---
3. Committee meeting	L.S	2.30	--	2.20 (95.65%)	--
4. Other Expenditure	L.S	3.00	--	2.28 (76%)	--
5. Machinery & equipments	46	15.92	46 nos.	15.33 (96.29%)	100%
6. Furniture	245	16.04	245 nos.	16.04 (100%)	100%
7. Gardening	L.S	1.00	-	1.00 (100%)	-
8. Museum materials	L.S	6.00	-	5.82 (97%)	-
9. Land	0.2725 acrs	167.40	0.2725 Acrs	167.39 (99.99%)	100%
10. Construction Work (P.C.R of Comilla P.W.D. Division attached Appendix - 1).	1428 sq.m.	479.81	1428 sq.m.	471.60 (98.28%)	100%
11. Price Contingency	-	6.18	--	---	---
Total =		**703.65**	--	**687.65 (97.72%)**	---

৯.২ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার বিবরণঃ পিসিআর হতে এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কার্য সমাপ্ত হয়েছে।

১০. ০ অব্যয়িত অর্থঃ প্রতি অর্থবছরে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। পরিদর্শনকালে অব্যয়িত অর্থ জমা দেবার নথিপত্র চেক করে দেখা হয় এবং নিময়মানুযায়ী চালানের মাধ্যমে তা জমা দেয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। পিসিআরে অর্থ জমা দেয়ার চালানের অনুলিপি সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

১১.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ

১১.১ বইঃ প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন ধরণের বই কেনার জন্য বরাদ্দ ছিল ৫.০০ লক্ষ । এক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ সংস্থান অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে। কেন্দ্রের লাইব্রেরীর জন্য বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরণের বই কেনা হয়েছে।

১১.২ যন্ত্রপাতি ও উপকরণঃ প্রকল্পের আওতায় ৪৬ টি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় বাবদ ১৫.৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১৫.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে মূলতঃ ফটোকপিয়ার মেশিন, কম্পিউটার, ডি-হিউ-মিডিফায়ার, গ্রাস কাটিং মেশিন, ২১'' টেলিভিশন, উন্নতমানের ডিভিডি প্লেয়ার, ১০.৫ সিএফটি রেফ্রিজারেটর ,ডিজিটাল স্টীল ক্যামেরা, ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা, উন্নত মানের স্কেলচেঞ্জার হারমোনিয়াম, উন্নত মানের তবলা ও বায়া, তানপুরা, থ্রী-ইন-ওয়ান অডিও সিস্টেম, উন্নতমানের মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারকম, ফোন, ফ্যাক্স সহ আনুসঙ্গিক অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে।

১১.৩ আসবাবপত্রঃ প্রকল্পের আওতায় ২৪৫টি আসবাবপত্র ক্রয় ও স্থাপন বাবদ ১৬.০৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এই অর্থে ফুল ও হাফ-সচিবালয় টেবিল, কম্পিউটার টেবিল,হাতলযুক্ত কুশন চেয়ার, কম্পিউটার চেয়ার, হাতলছাড়া লাইলন সিট ও কাঠের চেয়ার, স্টীল আলমিরা, আয়রণ সেফ, ফাইল কেবিনেট, উন্নত মানের সোফাসেট, ড্রেসিং টেবিল ,কাঠের আলমারী, পড়ার টেবিল, পাঠকদের চেয়ার, ফাইবার গ্লাস আর্ম চেয়ার ইত্যাদি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে অডিটরিয়ামের চেয়ারসহ অন্যান্য আসবাবপত্রগুলো ভাল অবস্থায় রয়েছে।

১১.৪ জাদুঘরের উপকরণঃ প্রকল্পের আওতায় জাদুঘরের উপকরণ বাবদ ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। জাদুঘরের উপকরণের ক্ষেত্রে ৫.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে স্মারক মুদ্রা, ডাকবিভাগ হতে স্মারক ডাকটিকেট, আসবাবপত্র, বিভিন্ন ছবি ইত্যাদি প্রদর্শনীর জন্য ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে।

১১.৫ নির্মাণকাজঃ ডিপিপিতে মোট ১৪২৮ বর্গমিটার আয়তনের ৩লা বিশিষ্ট নজরুল ইন্সটিটিউট ভবন নির্মাণ কাজ বাবদ ৪৭৯.৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এক্ষেত্রে অফিসরুম, জাদুঘর, লাইব্রেরী, অডিটোরিয়াম,ভিআই পি ও সাধারণ রুম,প্রশিক্ষণ রুম, ট্রেনিং হল প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। এই ব্যয় খাতে অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বিদ্যুতায়ন, সাব-স্টেশন ও জেনারেটর সাউন্ড ও কার্টেন সিস্টেম এবং সোলার সিস্টেম স্থাপন অন্তর্ভূক্ত ছিল যা পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছে।

১১.৬ ভূমিঃ প্রকল্পের আওতায় ভূমিক্রয় বাবদ ১৬৭.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান ছিল। ১৬৭.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূমি কেনা হয়েছে যেখানে নজরুল ইন্সটিটিউট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১১.৭ এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় স্টেশনারী, কমিটি মিটিং, অন্যান্য ব্যয়, গার্ডেনিং প্রভৃতি ব্যয়খাত সমূহে বরাদ্দকৃত অর্থ সংস্থান অনুযায়ী ব্যয়িত হয়েছে এবং প্রাইস কন্টিনজেন্সি খাত এর অর্থ অব্যয়িত রয়েছে।

১২.০ ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যঃ

পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আইনানুযায়ী নির্মাণ কাজ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য উন্মুক্ত পদ্ধতিতে (ওটিএম পদ্ধতি) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরদাতাদের তুলনামূলক দর বিবরণীতে সদস্যগণের স্বাক্ষর ও সর্বনিম্ন দরদাতা কার্যাদেশ পেয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। নির্মাণকাজ এবং অভ্যন্তরীনও বাহ্যিক ইলেকট্রিফিকেশনের ক্ষেত্রে সাতটি (রেসপন্সিভ) অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এইচটিসিএনএসজেবি, সাউন্ড সিস্টেম ও কার্টেন সিস্টেম সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রউফ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, সোলার সিস্টেম সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনটি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিজনেস এসোসিয়েটস ইন্টারন্যাশনাল নামক প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে কার্যাদেশ ও সরবরাহের আদেশ পেয়েছে। মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে ওটিএম পদ্ধতিতে চারটি ক্যাটাগরীতে যথাক্রমে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবাকাস আইসিটি, রাহবার এন্টারপ্রাইজ ও ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিকেশনস, তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাহবার এন্টারপ্রাইজ ও ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিকেশনস, দুইটি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিউসুরশ্রী এবং ছয়টি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টেলিওয়েজ নামক প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে সরবরাহের আদেশ পেয়েছে। জাদুঘরের উপকরণের ক্ষেত্রে স্মারক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে, স্মারক ডাকটিকেট

ডাকবিভাগ হতে, আসবাবপত্র বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে কেনা হয়েছে। প্রকল্পের বই কেনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠান হতে কেনা হয়েছে। যথাযথ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ক্রয়সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধি সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
কুমিল্লায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজরিত স্থানগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা এবং সেস্থানগুলোর পরিদর্শনের জন্য দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষন করা। কবির স্মৃতি ও ধারণা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌছে দেয়া। জাতীয় কবি সম্পর্কিত পাঠ ও গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি নির্মাণ করা।	ডিপিপি অনুযায়ী নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে। স্মৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সেমিনার, ও কর্মশালা আয়োজনের জন্য কেন্দ্র সক্ষম হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি নির্মিত হয়েছে।

১৪.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ

প্রাপ্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৫.০ পরিদর্শিত এলাকাঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে যাচাই করার লক্ষ্যে গত ০৮-০৩-২০১৪ তারিখে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নজরুল ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জনাব রশিদ হায়দার, সচিব জনাব মাহবুবুল হক, উপপরিচালক জনাব রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন, গনপূর্ত বিভাগ কুমিল্লার উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব সকাল চন্দ্র দাশ এবং উপ সহ. প্রকৌশলী জনাব হারুনুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন। নজরুল ইন্সটিটিউট ভবনটি দৃষ্টিনন্দন হয়েছে এবং এটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থানের ফলে এটি কুমিল্লার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিশেষত নজরুল চর্চা ও গবেষণা বেগবান করতে পারে। তবে বিদ্যমান অবকাঠামোর তুলনায় এর ব্যবহার কম। এবিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় জানান যে এবিষয়ে একটি নীতিমালা প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং তা চুড়ান্ত হলে প্রশিক্ষণ কর্মশালা, অনুষ্ঠান আয়োজন, অডিটোরিয়াম ভাড়া প্রদানসহ সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সুচারুরূপে সম্পাদন করা যাবে। পরিদর্শনকালে দেখাযায় ভিআইপি রুমের দেয়ালের প্লাস্টারের একাংশ নষ্ট। এছাড়া সহকারী পরিচালকের কক্ষের দরোজার চৌকাঠ নষ্ট হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রের পুকুরঘাটটি দর্শনীয়, তবে পুকুরঘাটের কয়েকটি টাইলস ভেঙ্গে গেছে। এবিষয়ে প্রকৌশলী জানান দেয়ালের প্লাস্টার, দরোজার চৌকাঠ ও টাইলস শীঘ্রই মেরামত করা হবে। এছাড়া পরিদর্শনকালে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক আসবাবপত্র, চেয়ার টেবিলে ধুলো জমেছে। এবিষয়ে জানতে চাইলে কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক জানান এখানে লোকবলের অভাব প্রকট, মাত্র গুটিকয় ব্যাক্তির সাহায্যে পুরো কেন্দ্র চলছে। অতিশিঘ্রই লোকবলের অভাব পুরণ করা আবশ্যক, নয়তো রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো করা সম্ভব হবেনা। নজরুল ইন্সটিটিউটের সচিব জানান জনবল কাঠামো চুড়ান্তকরণের কাজ প্রায় শেষের পর্যায়ে এবং অনুমোদন পাওয়া গেলে লোকবল নিয়োগ দেয়া হবে। বিভিন্ন কক্ষ, জাদুঘর, লাইব্রেরী, অডিটোরিয়াম ভাল অবস্থায় রয়েছে এবং মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়। তবে এর ব্যবহার আরো বাড়ানো যায় বলে মনে হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শিশুকিশোরদের সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার সনদপত্র বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবেই সমাপ্ত হয়। অডিটরিয়ামের শব্দযন্ত্র, ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্টসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি, এসি ইত্যাদি ঠিকমতো চলছিল।

১৬.০ সমস্যাঃ

১৬.১ অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে নাঃ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নজরুল ইন্সটিটিউটের অডিটোরিয়াম কাঙ্খিত মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে না। আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন এই কেন্দ্রে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জন্মজয়ন্তী, প্রদর্শনী, পাঠচক্র ও উৎসব আয়োজন করা সম্ভব। বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে বলে মনে হয় নি।

১৬.২ রক্ষণাবেক্ষণসহ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য লোকবল স্বল্পতাঃ ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরী, জাদুঘর, অডিটোরিয়ামসহ অন্যান্য অবকাঠামো, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোকবল কম বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। ফলে এই অবকাঠামোসমূহ এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি সন্তোষজনক পর্যায়ে হচ্ছেনা। অডিটোরিয়ামসহ অন্যান্য

অবকাঠামো এবং বৈদ্যুতিকসহ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের অভাব রয়েছে বলে জানানো হয়।

১৬.৩ **কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং প্রচারণা স্বল্পতাঃ** নজরুল সংগীতশিল্পী গড়ে তোলা ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজনের সংখ্যা নগন্য বলে মনে হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রের সুযোগসুবিধার বিষয়ে প্রচারণারও অভাব রয়েছে।

১৬.৪ **গবেষনার উদ্যোগের অভাবঃ** জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সুবিশাল সৃষ্টিকর্ম ও জীবনীর উপর গবেষণা কার্যক্রমের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৬.৫ **নির্মাণ ত্রুটিঃ** ভিআইপি রুমের দেয়ালের প্লাস্টারের একাংশ নষ্ট, সহকারী পরিচালকের রুমের দরোজার চৌকাঠ ও পুকুরঘাটের কয়েকটি টাইলস ভেঙ্গে গেছে।

১৭.০ সুপারিশঃ

১৭.১ যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে নজরুল ইন্সটিটিউটের আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন এই কেন্দ্রে বেশি বেশি করে দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জন্মজয়ন্তী, প্রদর্শনী, পাঠচক্র ও উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে বিদ্যমান সুযোগসুবিধার ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব।

১৭.২ ইন্সটিটিউট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। অডিটোরিয়ামসহ অন্যান্য অবকাঠামো এবং বৈদ্যুতিকসহ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭.৩ সংশ্লিষ্ট সংস্থা নজরুল সংগীতশিল্পী গড়ে তোলা ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজনের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই কেন্দ্রের সুযোগসুবিধা ও কার্যক্রম উৎসাহীদের কাছে প্রচারণার কাজটি বেগবান করার ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা উদ্যোগী হতে পারে।

১৭.৪ সংশ্লিষ্ট সংস্থা উৎসাহী গবেষকদের জন্য প্রণোদনা, বিশিষ্ট গবেষক ও লেখকদের নিয়ে কর্মশালা, পাঠচক্র ও গ্রন্থমেলার আয়োজনের ব্যবস্থা করতে পারে।

১৭.৫ ভিআইপি রুমের দেয়াল, সহকারী পরিচালকের রুমের দরোজা ও পুকুরঘাটের টাইলস দ্রুত মেরামত করতে হবে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের

এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মুল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	**স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**	৩৯	৩২	৬	১	১৭	১৮	৫.২৭%-২০০%	৬	৭%-২০০%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ **৩৯টি**

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	স্থানীয় সরকার বিভাগ **এলজিইডি**		
১।	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প; অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ ঃ	২৫৯৫২.৯৯৯,	(২০০৩-০৪ হতে ২০০৯-১০)
২।	আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (সাবেক ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, ৩য় পর্যায়)	৯৯০৬.৫৭	(২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১১)
৩।	ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলা)	১৫১৮১.৫২	(২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)
৪।	ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা	১৬০১৬.২৯	(২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)
৫।	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্যোগসহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (Enhancing Resilience Under Bangladesh Country Programme)	১৯৫২১.০০ (১০০২৮.৬৭)	(২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)
৬।	সুজানগর, উললাপাড়া এবং পাংশা পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২১৭০.১১৫	০১.০১.২০০৯ হতে ৩০.১২.২০১১
৭।	গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৫১৬৪৪৫.	০১.০৭.২০০৯ হতে ৩০.০৬.২০১১
৮।	**``Feasibility study in term of Hydrological & Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment Study, Preparation of Bidding Documents for onstruction of 3 (Three) nos of bridges over 3 (Three) different rivers under LGED``**	১৪১০০.	০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৮/২০১২

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৯।	ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক হতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১২৫৩২৩৭.	০১/০৮/২০১০ হতে জুন,২০১২
১০।	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন আন্ধারমানিক নদীর উপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ এবং টাঙ্গাইল জেলার নগরপুর উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫০০ মিটার ব্রীজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৬৬৮৭.	০১/০৯/২০১০ হতে জুন,২০১১
১১।	জামানপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি সংলগ্ন চাঁদপুর খালের উপর ব্রীজ নির্মাণের জন্য জরীপ/সম্ভাব্যতা শীর্ষক সমীড়্গা প্রকল্প।	২২.৮৬	০১/০৭/১১ হতে ৩১/১২/২০১২
১২।	TA-Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone Project শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	৫১৬.০০	অক্টোবর, ২০১১- ফেব্রুয়ারী. ২০১২
১৩।	Study Sirvey Proposal for Construction of 500m Long Pre-Stressed Girder Bridge over Undermanik river under Kalapara Upazila of Patuakhali Didtrict& 500m Bridge over Dhaleswari River under Nagorpur Upazila of Tangail District শীর্ষক সমীড়্গা প্রকল্প।	৬৬.৮৭	সেপ্টেম্বর,২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১
১৪।	‘‘Strengthening of Activities in Rural Development Center (RDEC) Projectশীর্ষক ’’ কারিগরী সহায়তা	১৭৪৭২৩. (৮০.১৫৩৩)	১৫হতে ২০০৭-০৯- ১৪২০১১-০৯-
	এলজির নিজস্ব		
১৫।	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এসেটস (রিওপা) প্রকল্প	১৭৩৬৬.৭০	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১
১৬।	লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি) (১ম পর্যায়)	১৪২১৪৬.৯০	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১
১৭।	হাইজিন, স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প (হাইসাওয়া)	২৭২৪৮.৩০	জানুঃ ২০০৬ ,হতে ডিসেম্বর২০১১ ,
১৮।	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধীকরণ (২য় পর্যায় প্রকল্প)	৩৯৬৪.৮৫	জানুয়ারী২০০ ,৭ হতে জুন, ২০১২
১৯।	এনজিও এন্ড সিভিল সোসাইটি নেটওয়ার্কিং প্রজেক্ট	৫০৬০.১৫	জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর, ২০১১
২০।	সেক্টর পলিসি সাপোর্ট অফ ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন সেক্টর প্রজেক্ট	২৯০৭.০০	জানুঃহতে ডিসে২০০৬,:,২০১১
২১।	নলেজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রেইনিং নেটওয়ার্কিং (কেডিটিএন) প্রজেক্ট	১১৩০.১১	জানুয়ারীহতে ডিসেম্বর ২০০৬ ,, ২০১১
২২।	সেক্টর প্রোগ্রাম সাপোর্ট ম্যানেজমেন্ট (এনপিডি অফিস) অফ WSSPS-II For GOB-DANIDA.	১৮০৮.৩০	জানু, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১
২৩।	লোকাল গভর্ণমেন্ট ইনিষ্টিটিউশনস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট ফর ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন সেক্টর	৫০৫৮০.	জানুয়ারীডিসেম্বর হতে ২০০৬,,২০১১
২৪।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স এ্যাট ন্যাশনাল লেভেল ফর গুড আরবান গভন্যান্স প্রকল্প	৫০৬.৬৮	অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১২
২৫।	২য় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার (২য় পর্যায়)	৫৩১০০.০০	জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২
	ডিপিএইচই		
২৬।	চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা সমূহে পানীয় জল সরবরাহ ও এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা জরীপ ও প্রকল্প প্রণয়নের জন্য স্টাডি প্রকল্প	৪৭৯.৫০	জুলাই ২০০৮২০১২ জুন-
২৭।	বাংলাদেশে পানির গুণগতমান বিশ্লেষণ এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্হার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (স্ট্রেনদেনিং) প্রকল্প	২১৪২.৭৯	জুলাই ২০১০-মার্চ ২০১২

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৮।	ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রকল্প	৭৪২.০০	জুলাই, ২০০৮-জুন, ২০১২
	খুলনা সিসি		
২৯।	স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল্ড নির্মাণ (কেসিসি) প্রকল্প	৫১৫.৮২	মার্চ, ২০০৯ হতে জুন২০১২ ,
	রাজশাহী সিটি কঃ		
৩০।	রাজশাহী মহানগরীর ফায়ার বিগ্রেড ক্রসিং থেকে উত্তর নওদাপাড়াসহ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নাটোর মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	৫১৭৩.৩৩২৭৭	জুলাই২০০ ,৩ হতে জুন, ২০১২
৩১।	রাজশাহী মহানগরীর সড়কসমূহের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	২১৬৪.৪৫৯০৭	জানু২০০ ,৯ হতে জুন২০১ ,২
	ডিসিসি		
৩২।	এয়ারপোর্ট রোড (জিয়া কলোনী) মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট রাস্তা নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১৩৬০০.০০	জুলাই ,২০০৫ থেকে জুন ,২০১২
৩৩।	ইমপ্রুভমেন্ট অব সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন ঢাকা সিটি টুওয়ার্ডস দ্যা লো-কার্বন সোসাইটি থ্রু এনহেনসিং ওয়েস্ট ট্রান্সপোর্ট ক্যাপাসিটি প্রকল্প	১০২১৬.৭৯	জানুয়ারী ২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১১
৩৪।	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম এবং মিরপুর শেরেবাংলানগর জাতীয় স্টেডিয়াম সংলগ্ন সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন কাজ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	৬২২০.০০	ডিসেম্বর ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১১
৩৫।	তেজগাঁও আড়ং গুলশান শুটিং ক্লাব সংলগ্ন লিংক ব্রীজ নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	৬৮১.৫৫	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন,২০১২
৩৬।	সলিউওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট আমিন বাজার ল্যান্ডফিল্ড প্রকল্প	৬২২৫৮২.	জুলাই২০১২ ,জুন - ২০০৮ ,
	চট্টগ্রাম ওয়াসা		
৩৭।	মোহরা ও কালুঘাট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	৮৬৭৬.৩২	জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১২
	বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ		
৩৮।	সেচের গভীর নলকুপ থেকে খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	৯০৮৮০১.	০১২০১২/০৬/৩০ হতে ২০০৮/০৮/
	ঢাকা ওয়াসা		
৩৯।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স প্রজেক্ট ফর ম্যানেজমেন্ট সার্পোট টু ঢাকা ওয়াসা	১৮০৫.৫৫	জানুয়ারী, ২০০৮ হতে জানুয়ারী, ২০১২

০৩। **ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

মূলত: নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:

***প্রকল্পের ভূমি নির্ধারিত সময়ে না পাওয়া;**
***প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক সময়মত প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়া;**
***ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন;**
*** এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে অপ্রতুল বরাদ্দ প্রাপ্তি;**
***রেট সিডিউলের দ্রুত পরিবর্তন।**

স্থানীয় সরকার সাব-সেক্টরের যে সব প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ নিম্নে তুলে ধরা হল:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
(১)	(২)	(৪)
১।	২৬ জেলা, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরদিংদী, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা, জয়পুরহাট, বি-বাড়িয়া, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী জেলা।	ডলারের সাথে টাকায় বিনিময়কাজের পরিবর্ , অসম্পন্ন কাজ সমাপন , কাজের Scope পরিবর্তন, Unallocated Physical & Price contingency utilization ইত্যাদি কারণে আরো ২ বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ২৬০২ কোটি টাকায় ৫৯ সংশোধন পর্যন্ত প্রকল্পেটির ২০১২-২০১১ ECNEC কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পটি ৫ বৎসর মেয়াদে ২১ জেলায় বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে ডিজাইন করা হলেও পরবর্তীতে আরও ৫টি জেলা অন্তর্ভূক্ত করা হয়টি জেলায় বিশ্বব্যাংক ৫ কিন্তু ঐ , সালে বন্যা পূনর্বাসনের জন্য ২০০৭ ও ২০০৪ অর্থায়ন করেনি। তাছাড়া কাজ এবংঅতিরিক্ত অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি পায় যা নির্ধারিত সময়ে বৎসর ৫)) সম্পন্ন করা যায়নি। এজন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরো ২ বার বৃদ্ধি করা হয় ফলে টাইম ওভাররান হয় ৮০%, কষ্ট ওভাররান হয় ৪০।%
২।	আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (সাবেক ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, ৩য় পর্যায়)	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৬ বছর ব্যয় হয়েছে যা মূল ৫. বছর বেশী ৫.৪ বাস্তবায়নকাল হতে অনুমোদিত (১৬০।(%কিন্তু এই সময়ে মোট ০৪ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মাত্র (চার) ৬.৫ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পে চারজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথা সার্বিক প্রকল্প বাস্তবায়ন মন্থরতার অন্যতম প্রধান কারণ।
৩।	ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রকল্প	প্রকল্পটি অনুমোদনের পর উৎপাদক নলকূপ (২০০৮/১০/০৮) শোধনাগার, স্থাপন ও পানি পরিশোধনের ডিজাইন করা রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি, স্কীম পরিচালনা, নির্মাণ ডিজাইন ক্রম বিলম্বে শুরু করা হয় এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্য সমাপ্ত (২০১১, ডিসেম্বর) ফলে প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদে করা সম্ভব হয়নি এবং পরবর্তীতে আইএমইডি এর সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পের মেয়াদ অতিরিক্ত (২০১২, জুন ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪।	"Construction & Improvement of Road from Airport Road (Zia Colony) to Mirpur Cantonment Link road" শীর্ষক প্রকল্প	প্রকল্পের ভুমি অধিগ্রহণ জটিলতার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালের একটি এল এ মামলার বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট এর আদেশের ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয় ও প্রকল্পটির সিডিউল রেট পরিবর্তনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এই প্রকল্পের টাইম ওভার রান ১৩৩ %ও কস্ট ওভার রান ৯৪%।

০৪. **প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	**সুপারিশ**
প্রকল্প বাস্বায়নে বিলম্ব (Time Over-run)	ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে এ প্রবণতা নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং সেজন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত রিভিউ করবে এবং যথাসময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা জোরদার করবে
ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন	ভবিষ্যতে সুষ্ঠু প্রকল্প ব্যবস্থাপনা/বাস্তবায়নের স্বার্থে উপযুক্ত কারণ ব্যতিত ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করার বিষয়টি নিরুৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক

	পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রীর আহবায়কত্বে যে কমিটি রয়েছে তার সম্মতিতে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে
অংগ সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/সম্মতি ছাড়া অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ কাজ বাস্বায়ন ও অর্থ ব্যয় আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী। এ শৃংখলা পরিপন্থী কাজের বিষয়ে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
প্রকল্প বাস্বায়নে মূল্য বৃদ্ধি (Cost Over-run)	ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে এ প্রবণতা নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং সেজন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রকল্পের বাস্ত্মবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত রিভিউ করবে এবং যথাসময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে যৌক্তিক বরাদ্দ প্রদানে সচেষ্ট থাকবে
বরাদ্দের অপ্রতুলতা	প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় এডিপি বরাদ্দ নিশ্চিত করার জন্য MTBF মন্ত্রণালয় হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

“রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এসেস্টস (রিওপা)”
সমাপ্ত : ডিসেম্বর’ ১১

১। প্রকল্পের অবস্থান : ৬টি বিভাগের ৬টি জেলার (সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষিরা, বরগুনা, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও ফেনী) ৪১টি উপজেলার ৩৮৮টি ইউনিয়ন।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

মূল প্রাক্কলিত ব্যয়	**সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়**	**প্রকৃত ব্যয়**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়নকাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)**	**অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)**
মোট (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)	**মূল**	**সর্বশেষ সংশোধিত**			
১৭৩৬৬.৭০ (১৬৯৪১.৭০)	২৮৫২২.৩৩ (২৭৬৮২.৩৩)	২৫৮৪২.৪৪ (২৫৭৯০.২৪)	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	৮৪৭৫.৭৪ (৪৮%)	**৬ মাস (১০%)**

৫। অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	**ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম**	**পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
		বাস্তব **পরিমাণ**	**আর্থিক**	বাস্তব **পরিমাণ**	**আর্থিক (%)**
১।	সরকারী সেকেন্ডেট স্টাফ	-	৪৯৩.০০	-	৪৬.১৬
২।	লোকাল সার্পোট স্টাফ	-	২৫০.০০	-	৯৭.০৭
৩।	পিটিএফ অপরেশনাল এক্সপেন্ডিচার	-	২৫০.০০	-	১২৮.৫০
৪।	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন (ইসি, এক্সটারনাল)	০৮টি	২০০.০০	-	-
৫।	অডিট (ইসি, এক্সটারনাল)	০৮টি	২০০.০০	-	-
৬।	ক্যাপাসিটি স্ট্রেনদেনিং	০১টি	৪৭২০.৪৬	-	৩৫৭৩.৮২
৭।	এনজিও অনুদান	০৬টি	৯১২.৭১	০৬টি	৯৩৭.৯২
৮।	যন্ত্রপাতি ক্রয় (মাঠ ও অফিস যন্ত্রপাতি)	-	২৬০.০০	-	১৯০.৯২
৯।	যানবাহন সংগ্রহ	১টি জীপ, ১টি মাইক্রোবাস ও ১৫৩টি বাইসাইকেল	৩০.০০	১টি জীপ, ১টি মাইক্রোবাস ও ১৫৩টি বাইসাইকেল	২৮.৬৫
১০।	মহিলা কর্মীদের মজুরী	২৪,৪৪৪ জন	১৮৫৯৩.৭৮	২৪,৪৪৪ জন	১৮৪৩৭.৭৮
১১।	থোক বরাদ্দ (খন্ডকালীন শ্রমিকের মজুরী)	৩৮৮টি ইউনিয়ন পরিষদ	২৩২৪.৯০	৩৮৮টি ইউনিয়ন পরিষদ	২০৫১.০৯
১২।	থোক বরাদ্দ (মৌলিক সেবা)	৩৮৮টি ইউনিয়ন পরিষদ	২৩০.৪৮	৩৮৮টি ইউনিয়ন পরিষদ	৩১৩.৫০
১৩।	ভিজিবিলিটি এন্ড ডিসিমিনেশন	৫ প্যাকেজ	৫০.০০	৫ প্যাকেজ	৩০.৯৮
১৪।	ট্যাক্স এন্ড ভ্যাট	থোক	৭.০০	থোক	৬.০৬
	মোট :		**২৮৫২২.৩৩**	১০০%	**২৫৮৪২.৪৪ (৯০.৬০%)**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ**: প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন:**

৭.১। **প্রকল্পের পটভূমি:**

Rural Emplyment Opportunities for Public Assests (REOPA) প্রকল্পটি প্রধানত: স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক CIDA, EC ও GoB অর্থায়নে বাস্তবায়িত Rural Maintenance Proram (RMP) প্রকল্প এবং UNCDF, UNDP এবং GoB'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত "Sirajganj Local Govt. Development Fund (SLGDF)" প্রকল্পদ্বয়ের সফল বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। RMP প্রকল্পটি গ্রামীণ দু:স্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা রাস্তা বৎসর ব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রেখেছে। নিয়োজিত দু:স্থ মহিলারা যাতে আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারে প্রকল্পের আওতায় তাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। SLGDF প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদকে থোক আকারে অর্থ প্রদান করেছে। যা দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্বাধীনভাবে স্কীম নির্বাচন ও বাস্তবায়ন করে। ফলে স্থানীয় জনসাধারণ উপকৃত হতো। এ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। REOPA প্রকল্পটিতে উপরিউক্ত সমাপ্ত ২টি প্রকল্পের মূল কার্যাবলী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখাই REOPA প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (PRSP) এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি অনুসারে REOPA গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র দূরীকরণে এবং মহিলাদেরকে উন্নয়ন কর্মসূচীর মূল ধারায় আনয়নে অবদান রাখবে।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থায়ন অবস্থা:**

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত Rural Emplyment Opportunities for Public Assests (REOPA) শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭/০৫/২০০৭ তারিখে একনেক কর্তৃক মোট ১৭৩৬৬.৭০ লক্ষ টাকা (যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ৪২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬৯৪১.৭০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ বাস্তবায়ন মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্প সাহায্যের মধ্যে ইউএনডিপি এবং ইসি'র অনুদান বাবদ ১৬৯৪১.৭০ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত প্রকল্পের আর্থিক চুক্তি ২৭-১২-২০০৫ তারিখে দাতা সংস্থা ইসি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। আর্থিক চুক্তি অনুসারে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সময়মত সম্পন্ন না হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপিয়ান কমিশনের সংগে স্বাক্ষরিত মূল আর্থিক চুক্তি ১৮-১২-২০০৭ তারিখের এ্যাডেনডাম নাম্বার- ১ এর মাধ্যমে প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পের কতিপয় অংগের সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর,২০১১ মেয়াদে ২৮৫২২.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত (যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ৮৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ২৭৬৮২.৩৩ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে অনুমোদিত হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ**

REOPA প্রকল্পটির ডিপিপি ১৭৩৬৬.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে। মূল অনুমোদিত ডিপিপি'তে পন্য ক্রয় কার্যক্রমের পদ্ধতি হিসেবে পিপিআর-২০০৩ এর উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি উল্লেখ ছিল (মূল ডিপিপি'র পৃষ্ঠা-৩৩)। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির ১১ মাস পূর্বে সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'তে প্রকিউরমেন্ট গাইড লাইন হিসেবে EC Procurement Guideline উল্লেখ আছে।

এ প্রকল্পের আওতায় পিপিআর-২০০৩ অনুসরন না করে পন্য ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ডিপিপি'তে উল্লিখিত ০৬টি প্যাকেজকে ভেংগে ৩০টি প্যাকেজে (প্রতিটি প্যাকেজের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত রেখে) ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে, যা পিপিআর, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও শৃংখলার পরিপন্থী। ক্রয়কৃত মালামালের গুনগত মানও যথেষ্ট ভাল নয় মর্মে প্রকল্প পরিদর্শনে পাওয়া যায়। এ সকল বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, সময়ের স্বল্পতার কারণে EC হতে চিঠির মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

এছাড়া ডিপিপি অনুসারে ১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাস ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা থাকলেও তা অনুসরণ না করে একক প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জানা গেছে যে, এ সকল অনিয়মের জন্য ক্রয়কারী প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে একটি তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে।

৭.৫। **প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজঃ**

গ্রামীণ দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক গ্রামীণ গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া একই সাথে গ্রামীণ দুস্থ মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে যেসব ঋতুতে কোন কাজ থাকে না সে সময় ভূমিহীন দরিদ্র শ্রমিকদের খন্ডকালীন হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে সরকারি সম্পদ বিশেষ করে কাঁচা রাস্তা সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদকে এ সকল কাজের জন্য থোক বরাদ্দ আকারে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। থোক বরাদ্দ সরাসরি UNDP'র মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৬টি জেলায় ৬টি Partner NGO নিয়োগের মাধ্যমে মহিলা কর্মী নিয়োগ, খন্ডকালীন শ্রমিক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং রাস্তা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য কর্মীদেরকে কোদাল, ঝুড়ি, দুর্মুজসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আলোচ্য প্রকল্প থেকে প্রদান করা হয়েছে।

মৌলিক সেবার থোক বরাদ্দ খাত হতে কর্মী মহিলা ও খন্ডকালীন শ্রমিকের কাজের সফলতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

Visibility & Dissemination খাতের মাধ্যমে প্রচার প্রচারনার কাজ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। এ খাতের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় মহিলা কর্মীদের ইউনিফরম তৈরী, জাতীয় ওয়ার্কসপ ও মিডিয়া ডায়ালগ, প্রবন্ধ প্রকাশনা, বিভিন্ন ডকুমেন্ট তৈরী, ক্যালেন্ডার ও ডাইরী তৈরীর কাজ করা হয়েছে।

৭.৬। **পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:**

প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার হাটিকুমরল ও সায়েদাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত ইউনিয়নদ্বয়ে ০৩ ধরনের বরাদ্দের মাধ্যমে এ প্রকল্পের কাজ করা হয়েছে। বরাদ্দগুলো হল- কর্মী মহিলাদের মজুরী, খন্ডকালীন শ্রমিকের মজুরী ও ভাল কাজের পুরস্কার স্বরুপ মৌলিক সেবা খাত। এ খাত সমূহ হতে গরিব মহিলা ও পুরুষদের নিয়োগ করে মাটির রাস্তা মেরামত, স্কুল, কলেজসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের যাতায়াত পথ মেরামত ও উচুঁকরনের কাজ করা হয়েছে। উপকারভোগী মহিলাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, তাঁরা এ প্রকল্পের কাজ করে উপকৃত হয়েছেন। কারণ হিসেবে তারা বলেন যে, এককালীন সঞ্চয় ও প্রশিক্ষণ জ্ঞান দিয়ে তারা পরবর্তীতে ছোট ধরনের কাজের ব্যবস্থা করতে পারছেন। অনেকেই পিঠা তৈরী, কেচোঁর সার তৈরী, সেলাই মেশিন কিনে কাজ করছেন মর্মে জানা যায়।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব বলেন মহিলা ও পুরুষদের দ্বারা কাজ করানোর জন্য কোঁদাল, ঝুড়ি, কলস সহ আনুসংগিক যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে। সচিব বলেন যে, যন্ত্রপাতিগুলোর মান ভাল হলেও প্রদানকৃত বাইসাইকেলের মান খুবই নিম্নমানের ছিল যা ব্যবহারের অনুপযোগী।

আরও জানা যায় যে, ০১ জন জেলা ফ্যাসিলিটেটর ও ০৩ ইউনিয়নের জন্য ১ জন পার্টনার এনজিও কর্মী মনিটরিং কাজ করেছেন।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ পর্যবেক্ষনের জন্য পরিদর্শনের সাক্ষাৎ অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালকের সাথে গত ০৭/০৭/১৩ তারিখের তার অফিসে সাক্ষ্যাৎ করা হয়। তিনি জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১১ তে শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের নথিপত্র স্থানীয় সরকার বিভাগে হস্তান্তর করে প্রকল্প অফিস গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন অফিসে বদলি হয়েছেন। ফলে নথিপত্র পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে মহোদয়ের সাথে আলোচনা, পিসিআর ও ডিপিপি পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, উল্লিখিত প্রকল্পটির মাধ্যমে দৈনিক ১০০ টাকা মজুরীতে প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩০ জন ও পরবর্তীতে ৩৩ জন মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। গ্রামীণ গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা রাস্তা বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন করত: গরীব মহিলাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভশীল করে দারিদ্র বিমোচন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান বিষয়ে মহিলা কর্মীদের প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মহিলা কর্মীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তাদের প্রতিদিনের উপার্জিত ১০০ টাকার মধ্য ৩০ টাকা বাধ্যতামূলক ভাবে সঞ্চয়ী হিসেবে জমা করা হত যা পরবর্তীতে এককালীন পরিশোধ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞানের সাহায্যে তারা তাদের এককালীন প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

৭.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর,২০১২) ০২ জন প্রকল্প পরিচালক বাস্তবকালীন দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেওয়া হলt

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব আকমল হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)	পূর্ণকলীন	০১-০৭-২০০৬ হতে ১৯-১২-২০১০
২।	জনাব প্রনব কুমার নিরোগী	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	পূর্ণকলীন	১৯-১২-২০১০ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখাই REOPA এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (PRSP) এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি অনুসারে রিওপা গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র দূরীকরণে এবং মহিলাদেরকে উন্নয়ন কর্মসূচীর মূল ধারায় আনয়নে অবদান রাখবে।	যেহেতু **গ্রামীণ** দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি পূর্বক সঞ্চিত অর্থ এককালীন প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের অনেকেই উক্ত অর্থ দিয়ে ছোট ব্যবসা পরিচালনা করছেন তাই বলা যায় এ দিক দিয়ে প্রকল্পটি সফল। তা ছাড়া গ্রামে যে সব ঋতুতে কাজ থাকে না; সেসব ঋতুতে খন্ডকালীন কাজের সুযোগ সৃষ্টি দারিদ্র দূরীকরনে অবদান রেখেছে। তাই বলা যায় যে, প্রকল্পটি দারিদ্র দূরীকরনে এবং মহিলাদের উন্নয়ন কর্মসূচীর মূলধারায় আনয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

৯। **বাস্তবায়ন সমস্যা:**

৯.১। প্রকল্পের আ্ওতায় পন্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি'তে উলিস্নখিত ৬টি প্যাকেজ ভেংগে ৩০ টি প্যাকেজে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ- ৭.৪)। প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তাতে ৬টি প্যাকেজ ভেংগে ৩০টি প্যাকেজে করার প্রয়োজন ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়।

৯.২। প্রকল্পে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন খাতে ২.০০ কোটি টাকার সংস্থান ছিল। অথচ এ খাতে কোন ব্যয় করা হয়নি। এ ধরনের প্রকল্পে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদেয় অর্থের সঠিক ব্যবহার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অন্তবর্তীকালীন বিভিন্ন মেয়াদে মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা আবশ্যক ছিল।

৯.৩। একইভাবে অডিট খাতে ২.০০ কোটি টাকার সংস্থান ছিল। অথচ এ খাতে কোন ব্যয় করা হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদের প্রদেয় অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়েছে কি না তার জন্য External Audit করার প্রয়োজন ছিল।

৯.৪। প্রকল্পের আওতায় মহিলা কর্মী ও খন্ডকালীন শ্রমিকের কাজের সফলতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদকে মৌলিক সেবার থোক বরাদ্দ খাতে অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ২৩০.৪৮ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৩১৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা আর্থিক শৃংঙ্খলার পরিপন্থী।

৯.৫। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী বদলী হয়ে যাওয়ায় নথিপত্র প্রাপ্তি ও পর্যালোচনাসহ বিভিন্ন তথ্য উদঘাটনে সমস্যা হয়েছে, যা অনভিপ্রেত ।

৯.৬। সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর এ ডিপিপি অনুসারে অংগভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য দেওয়া হয়নি। যার ফলে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়নি।

৯.৭। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বাইসাইকেল এর মান খুবই নিমণমানের এবং সেগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী।

১০। **সুপারিশ:**

১০.১। প্রকল্পের আওতায় পন্য ক্রয় কার্যক্রম ডিপিপি'তে উল্লিখিত ৬টি প্যাকেজ ভেংগে ৩০টি প্যাকেজে ক্রয় করা হয়েছে। কি কারণে এ ৬টি প্যাকেজকে ভেংগে ৩০টি প্যাকেজ করা হলো সে বিষয়টি প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নিরীক্ষা করবে এবং প্রয়োজনীয় যৌক্তিকতা না থাকলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে।

১০.২। মনিটরিং এবং মূল্যায়ন খাতে অর্থ ব্যয় না হওয়ার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগে খতিয়ে দেখবে। প্রকৃত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন এড়িয়ে যাবার অভিপ্রায়ে এ কার্যক্রমটি বাদ দেওয়া হয়েছে কি না তা সূক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে কার্যক্রমটি গ্রহণ না করার প্রকৃত কারণ আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১০.৩। একইভাবে অডিট খাতে ব্যয় না করার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখবে। আর্থিক অনিয়ম এড়িয়ে যাবার অভিপ্রায়ে এ কার্যক্রমটি বাদ দেওয়া হয়েছে কি না তা সূক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে কার্যক্রমটি গ্রহণ না করার প্রকৃত কারণ আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১০.৪। মৌলিক সেবার থোক বরাদ্দ খাতে ডিপিপি বহির্ভূত ৩১৩.৫০ - ২৩০.৪৮ = ৮৩.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কারণ স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখবে।

১০.৫। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের পূর্বেই যথাযথ তথ্যসহ নথিপত্র প্রদানে অসামর্থতা অভিপ্রেত নয়। তাছাড়া সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করার পরই প্রকল্প/প্রকল্প ব্যয় সংক্রান্ত নথিপত্রের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় না। বিভিন্ন প্রয়োজন/অভিযোগের জবাব প্রদানের প্রামানিক দলিল হিসেবে প্রকল্পের সকল নথি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা আবশ্যক । বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

১০.৬। স্থানীয় সরকার বিভাগকে আলোচ্য প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে এবং ভবিষ্যতে পিসিআর প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রদান নিশ্চিত করবে।

১০.৭। নিম্নমানের বাইসাইকেল ক্রয়ের বিষয়টি তদন্ত পূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক আইএমইডি'কে অবহিত করবে।

“হাইজিন স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই (হাইসাওয়া)” প্রকল্প
সমাপ্ত ঃ জুন’ ২০১১

১। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ) ও উপকূলী অঞ্চল (বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর, ফেনী, নোয়াখালী এবং লক্ষীপুর)।

২। **নির্বাহী সংস্থা** ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।**

৪। **প্রকল্পের** বাস্তবায়ন **সময় ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয়**	**পরিকল্পিত** বাস্তবায়নকাল		**প্রকৃত** বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত **ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)**	অতিক্রান্ত **সময় (মূল** বাস্তবায়ন **কালের %)**
মূল মোট টাকা ডিপিএ কমিউনিটি	**সর্বশেষ সংশোধিত** মোট টাকা ডিপিএ কমিউনিটি	মোট টাকা ডিপিএ কমিউনিটি	**মূল**	**সর্বশেষ সংশোধিত**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩০৬০.০০ ১৪০৬০.০০ ৯৪৩০.০০	৩৭০৭.২৮ ১৮৭৭১.৯৬ ৯১৫২.২২	২৭২৪৮.৩০ ৩২৮০.৪০ ৯৫৫২৪.৩০	জানুঃ, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০	জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জানুঃ, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	২.৬%	**২০%**

৫। **অংগভিত্তিক অগ্রগতি** ঃ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	**ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম**	**একক**	**পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**		**মন্তব্য**
			আর্থিক	**বাস্তব পরিমাণ**	**আর্থিক (%)**	**বাস্তব পরিমাণ (%)**	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	প্রকল্প পরিচালক, (এলজিএসইউ) (অফিসার) জিওবি	সংখ্যা	**৫৩.০৩**	**১০**	**২১.৬২**	**১০**	লোকাল গর্ভমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট(এলজিএসইউ)
২	প্রকল্প পরিচালক, (এলজিএসইউ) (সমর্থন কর্মীরা) জিওবি	”	**৪.৬৫**	**৪**	**-**	**৩**	
৩	প্রকল্প পরিচালক, এলজি সাপোর্ট ইউনিট (এ্যালাউন্স অফিস এ্যান্ড স্টাফ) জিওবি	”	**৩৮.৯৭**	**১৪**	**২.৪৫**	**১৪**	
৪	লজিস্টিক-(এলজিএসইউ) যানবাহন এবং আবর্তক ব্যয়) ডিপিএ	”	**৩০.০০**	**৭**	**৩১.৫৯**	**৭**	তেলের দাম বৃদ্ধি
৫	সার্পোট অর্গানাইজেশন এ্যাট ডিসট্রিক লেভেল (উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল)	”	**২৯১.৮৯**	**৩**	**২২৫.৩৯**	**৩**	

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ডিপিএ						
৬	সাপোর্ট অর্গানাইজেশন এ্যাট উপজেলা লেভেল (উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল), ডিপিএ	”	**১১০৮.৫০**	**২৫**	**১০২৬.৭৭**	**২৫**	
৭	ইউপি পর্যায়ে Facilitator (উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল) DPA	”	**২৭৫.৪০**	**১৭০**	**৮৬.৮৭**	**১৭০**	
৮	জেলা পর্যায়ে সাপোর্ট অর্গানাইজেশন (উপকূলীয় অঞ্চল) ডিপিএ	”	**২৬০.৮০**	**২**	**১৬৪.৭১**	**২**	
৯	সাপোর্ট অর্গানাইজেশন এ্যাট উপজেলা লেভেল (উপকূলীয় অঞ্চল) ডিপিএ	”	**৭৪৭.৩৭**	**১৯**	**৬৬২.৭৭**	**১৯**	
১০	উপজেলা পর্যায়ে Facilitator (উপকূলীয় অঞ্চল) DPA	”	**১৯৪.৪০**	**১২০**	**৭১.৩৩**	**১২০**	
১১	Tech.Mgt. ট্রেনিং সার্পোট বাই গভ: এজেন্সি, জিওবি	থোক	**২১.০০**	LS	**১৩.১২**	LS	তথ্য পাওয়া যায়নি।
১২	Contingencies এবং support to UPs (জিওবি)	সংখ্যা	**১৯৯.৯৭**	**৩৪৬**	**১৪৩.৬৯**	**১৪৬**	
১৩	Traning মডিউল ডেভেলপমেন্ট, ডিপিএ	”	**৩৯.৫৩**	**১৪**	**৩৪.৪৬**	**১০**	
১৪	সেন্ট্রাল সাপোর্ট ইউনিট (Consultancey) NA, ডিপিএ	থোক	**১৩২.৬১**	**২**	**১১৪.০৭**	**২**	National Adviser (NA)
১৫	সেন্ট্রাল সাপোর্ট ইউনিট (Consultancey (শর্ট টাইম) এনসি, ডিপিএ	থোক	**৪৪.০১**	থোক	**৪৩.১৫**	থোক	National Consultant (NC) তথ্য পাওয়া যায়নি।
১৬	সেন্ট্রাল সাপোর্ট ইউনিট (সাপোর্ট স্টাফ) ডিপিএ	সংখ্যা	**৮৫.০৭**	**৫**	**৮৩.৬৮**	**৫**	
১৭	সেন্ট্রাল সাপোর্ট ইউনিট (বিসিসি মেটেরিয়াল উন্নয়ন) ডিপিএ	থোক	**৪০.৫০**	থোক	**২২.৭৫**	থোক	Behavioral Change Communication (BCC) তথ্য পাওয়া যায়নি।
১৮	জেলা সাপোর্ট ইউনিট (উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল), অফিসার ডিপিএ	সংখ্যা	**৯৬.১২**	**৩**	**৮৪.২৪**	**৩**	
১৯	জেলা সাপোর্ট ইউনিট	”	**৫১.১৩**	**৬**	**৩৬.৫৯**	**৬**	

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল), সাপোর্ট স্টাফ ডিপিএ						
২০	জেলা সাপোর্ট ইউনিট (উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল), (ওয়ার্ক শপ, সেমিনার, কনফারেন্স) ডিপিএ	”	৯.০৫	২	৮.৬০	১	
২১	জেলা সাপোর্ট ইউনিট (উপকূলীয় অঞ্চল) অফিসার ডিপিএ	”	৪৯.৭৪	২	৪৮.০৭	২	
২২	জেলা সাপোর্ট ইউনিট (উপকূলীয় অঞ্চল) সাপোর্ট স্টাফ ডিপিএ	”	২৯.০৪	৪	১৯.১৬	৪	
২৩	জেলা সাপোর্ট ইউনিট-(উপকূলীয় অঞ্চল) জেলা (ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স) ডিপিএ	”	৮.৫০	১	৫.৮৮	১	
২৪	এ্যাকশন রির্সাচ নলেজ ম্যানেজমেন্ট ডিপিএ	”	৪১.০৩	২	৪০.৮০	২	
২৫	এ্যাকশন রির্সাচ নলেজ ম্যানেজমেন্ট, জিওবি	”	৪০.০০	২	৩২.০০	১	
২৬	ওভারহেড কস্ট ফর পিডি, এলজিএসইউ অফিস, জিওবি	থোক	২৪.৮৭	থোক	২.৫২	থোক	
২৭	সেন্ট্রাল সাপোর্ট ইউনিট ডিপিএ	থোক	৭৯.১৭	থোক	৬৩.৩০	থোক	
২৮	জেলা সাপোর্ট ইউনিট (উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল) ওভারহেড কস্ট, ডিপিএ	থোক	৪২.৪৬	থোক	৪০.৭৬	থোক	
২৯	জেলা সাপোর্ট ইউনিট (উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল), অন্যান্য ডিপিএ	**Jeep**	৩০.৭৮	৩	১৭.৫০	৩	
৩০	জেলা সাপোর্ট ইউনিট (উপকূলীয় অঞ্চল) ওভারহেড কস্ট, ডিপিএ	থোক	২৯.৩৭	থোক	১৭.৮৭	থোক	
৩১	জেলা সাপোর্ট ইউনিট (উপকূলীয় অঞ্চল) অন্যান্য, ডিপিএ	Jeep	১৯.২২	২	১৪.০৮	১	
৩২	লজিস্টিক-এলজিএসইউ (২ জিপ) ডিপিএ	থোক	৪৭.৬৪	২	৪৭.৬৩	২	
৩৩	লজিস্টিক-এলজিএসইউ (অফিস ইকুইপমেন্ট & আসবাবপত্র) ডিপিএ	থোক	১০.০৯	থোক	১০.০৫	থোক	

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪	সার্পোট টু প্রাইভেট সেক্টর অন WSS (এইচ / ওয়ার) ডিপিএ	থোক	**১২৮.৪০**	থোক	**১০২.৩৭**	থোক	
৩৫	সিডি ভ্যাট-এলজিএসইউ, জিওবি	থোক	**৯৯.৮৫**	থোক	**৯৭.১৩**	থোক	
৩৬	পেট্রোল লুবরিকেন্ট কস্ট ফর উপজেলা, এসএই, জিওবি	সংখ্যা	**২৩.১০**	**৪৪**	**৪.৭১**	**-**	
	উপ - মোট (এলজিএসইউ)		**৪৪২৭.৩৬**	**১০০%**	**৩৪৪১.৬৮**	**৯৮%**	
ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অফিস (এফএমও)							
৩৭	উপকূলবর্তি আরবান এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	থোক	**৩০.০০**	থোক	-	থোক	
৩৮	লোকাল এনজিও স্যানিটেশন প্রমোশন সাপোর্ট	থোক	**১৪৫১.১৫**	থোক	**১১৭২.১৮**	১০১২৫ ষ্টাপ জনমাস এবং ৬০০০০ জনমাস কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর	
৩৯	ইনভাইরনমেন্ট স্যানিটেশন	থোক	৬৯৫৯.৬০	থোক	৬৯০০.০০	৬৪৪১৪২ টি ল্যাট্রিন	
৪০	কমিউনিটি/ স্কুল স্যানিটেশন (রিকারিং কস্ট)	থোক	১৯৮.০০	থোক	১১০.০০	৩৬	
৪১	ইনভাইরনমেন্ট স্যানিটেশন প্যাকেজেজ ইন পেরি-আরবান এরিয়াস	থোক	**১২৪.২০**	থোক	**৬৯.০০**	২৩	
৪২	লোকাল এনজিও ওয়াটার ইউজ প্রমোশন সার্পোট	থোক	**৯৬৭.৪৩**	থোক	**৭৮১.৪৭**	৬০৭৫ ষ্টাপ জনমাস এবং ৩৬০০০ জনমাস কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর	
৪৩	লজিস্টিক (হাইসাওয়া-এফএমও) (ভেইকল এন্ড রিকারিং কষ্ট)	থোক	**৪৭.২১**	থোক	**২২.৭৬**	থোক	
৪৪	ট্রেনিং বাই এনআইএলজি/অন্যান্য	থোক	**৯০৩.০০**	থোক	**৪০৪.৬৮**	৬৩৯৪	
৪৫	ম্যানেজমেন্ট কস্ট টু ইউপি	থোক	**২০৯.৭০**	থোক	**২০৯.০২**	থোক	
৪৬	এফএমও ম্যানপাওয়ার	থোক	**৪৭১.৪৮**	থোক	**৪৮৩.৬৯**	৬৭ জনমাস	
৪৭	ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অফিস (এফএমও) (সার্পোট স্টাফ)	থোক	৬৮.৪৬	থোক	৪৬.২৫	থোক	

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৮	কন্সালটেন্সি	থোক	২৫০.৭৭	থোক	১৭৪.৬২	থোক	
৪৯	লোকাল এনজিও হাইজিন প্রমোশন সার্পোট	থোক	২৪১৮.৫৯	থোক	১৯৫৩.৬৫	ষ্টাপ জনমাস এবং ১৪০০ জনমাস কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর	
৫০	আরএন্ডডি, টেষ্ট ওয়েলস, স্ট্যাডিস অন্যান্য বাই ডিপিএইচই এন্ড আদারস	থোক	২৪২.২০	থোক	১৫.৬৮	থোক	
৫১	কন্টিজেন্সি	থোক	৬৫৭.৮০	থোক	৩৬০.৫১	থোক	
৫২.	অন্যান্য	থোক	১৭৭.২৬	থোক	১৬৩.৮৭	থোক	
৫৩	লজিস্টিক (হাইসাওয়া-এফএমও) (জিপ)	সংখ্যা	৫১.২৮	২	৫১.২৭	২	
৫৪	লজিস্টিক (হাইসাওয়া-এফএমও) (অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাব)	সংখ্যা	৩২.৪০	৪৪	২৭.৫৬	৪১	
৫৫	কমিউনিটি /স্কুল স্যানিটেশন	সংখ্যা	৮৫১.৪৭	৬০০	৬৮১.৩৫	৫৭০	
৫৬	এনভাইরনমেন্ট স্যানিটেশন প্যাকেজস ইন পেরি-আরবান এরিয়াস	সংখ্যা	১৮৫.১৯	৬০	৫৭.২২	৫০ টি পাবলিক টয়লেট	
৫৭	টিউবওয়েলস	সংখ্যা	৯৬৮১.৭৪	২৩৪২৮	৯১৯২.৬৪	২৪৫৬৬	
৫৮	অলটারনেটিভ ওয়াটার সাপ্লাই অপশন (ডিডব্লিউ, পিএসএফ)	সংখ্যা	২০৭.০৭	২৬০	৩৬.৮১	১৮১ ডাগ ওয়েল	
৫৯	মিনি-পাইপ-ওয়াটার সাপ্লাই	সংখ্যা	৩০.০০	৩	-	-	চাহিদা পাওয়া যায়নি।
৬০	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	সংখ্যা	১২৯.১০	১৮৪	৪৭.৬৭	১১৭	
৬১	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার	সংখ্যা	২০.১৫	৪০	০.৩০	১	
৬২	ইনসেনটিভ ফান্ড টু ইউপি-(উত্তর–পশ্চিম+উপকূলীয় অঞ্চল)-ডানিডা	সংখ্যা	৬৭১.১০	-	৬৭৪.৬৬	ওয়াটার পয়েন্ট-২৫৬৮ স্যানিটেশনে-৫৫	
৬৩	ইইনসেনটিভ ফান্ড টু ইউপি-ইউপি-(উত্তর–পশ্চিম+উপকূলীয় অঞ্চল)-জিওবি	সংখ্যা	১৬৭.৭০	-	১৬৯.৬৭		
	উপ - মোট (এফএমও)		২৭২০৪.০৫	১০০	২৩৮০৬.৬২	৯৯%	
	সমগ্র		৩১৬৩১.৪১	১০০%	২৭২৪৮.৩০	৯৮%	

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** ঃ মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর ও সরেজমিনে পাপ্ত তথ্য উপাত্ত মোতাবেক প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** ঃ আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে ঃ

- আরডিপিপি পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্বায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- PEC/DPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্ব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা;
- প্রাপ্ত পিসিআর পর্যবেক্ষণ।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৮.১। প্রকল্পের প্রেক্ষাপট ঃ

৮.১.১। ডেনমার্ক সরকার ডানিডার মাধ্যমে ১৯৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারকে ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন সেক্টর প্রোগ্রাম সার্পোট (ডব্লিউএসএসপিএস) খাতে সহায়তা করে আসছে। ডব্লিউএসএসপিএস-১ এর কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০০৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। পুনরায় দ্বিতীয় পর্যায় ডব্লিউএসএসপিএস-২ এর কাজ জানুয়ারী, ২০০৬ এ শুরু করার জন্য ডানিডা ও জিওবি এর মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৮-১২-২০০৫ তারিখে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী ডব্লিউএসএসপিএস-২ এর চারটি অংগ যথা- (ক) সেক্টর পলিসি সার্পোট কম্পোনেন্ট (খ) ডব্লিউএসএস কম্পোনেন্ট (গ) সেক্টর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কম্পোনেন্ট এবং (ঘ) চিটাগং হিল ট্রাক্টস হাইসাওয়া ফান্ড প্রজেক্ট।

এই প্রকল্পটি ডব্লিউএসএস কম্পোনেন্ট এর আওতাভূক্ত। আলোচ্য প্রকল্পের দুটি অংশ রয়েছে- (ক) হাইসাওয়া ফান্ড এবং (খ) লোকাল গভমেন্ট সার্পোট ইউনিট (এলজিএসইউ) (ক) হাইসাওয়া ফান্ড : ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি স্বাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফান্ড ম্যানেজম্যান্ট অফিস (এফএমও) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাইসাওয়া ফান্ড, হাইসাওয়া বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হাইসাওয়া বোর্ড এর সভাপতি । হাইসাওয়া বোর্ড এর প্রধান কাজ হাইসাওয়া চাহিদা ভিত্তিক কমিউনিটি প্রকল্প ভিত্তিক অর্থায়ন করা। (খ) লোকাল গর্ভমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের প্রধান কাজ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পর্যায়) দক্ষতা বৃদ্ধি করা, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে সহায়তা করা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ। একজন সার্বক্ষণিক প্রকল্প পরিচালক, লোকাল গভর্ণমেন্ট সার্পোট ইউনিটের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নতর ও টেকসই জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পানি সরবারহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত MDGs লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করে দারিদ্র্ হ্রাসে সরকারী নীতি বাস্তবায়নের ভূমিকা পালন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

- স্বাস্থ্য অভ্যাস/আচার উন্নয়ন;
- জনগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত সার্বিক স্যানিটেশন (CLTS) কর্মসূচী এগিয়ে নেয়া;
- নিরাপদ পানি সরবরাহ সেবার আওতা বাড়ানো।
- উল্লিখিত ৩টি উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ভূমিকা রাখার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি অংশীদারদের সক্ষমতা বাড়ানো; ও
- হাইজিন, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ সেবা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে অধিকতর প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান;

৮.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন ঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হাইজিন স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই (হাইসাওয়া) প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক মোট ২৬৫৫০.০০ লক্ষ টাকা পাক্কলিত ব্যয়ে জানু'০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ৩১৬৩১.৪১ টাকা ব্যয়ে জানু'০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদ ১ম সংশোধন করা হয়।

৮.৪। মাঠ পর্যায়ে হাইসাওয়া বাস্ত্মবায়ন কৌশল:

হাইসাওয়া প্রকল্প একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড ব্যবহার করে পূর্ব নির্বাচিত উপজেলা ও জেলা হতে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ বাছাই করেছে। ইউনিয়ন পরিষদের এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। হাইসাওয়া প্রকল্পে লোকাল গর্ভমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (এলজিএসইউ) এর প্রাথমিক দায়িত্ব ছিলো জেলা বা অঞ্চলে সাপোর্ট অর্গানাইজেশন (এসও) নিয়োগের মাধ্যম ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করা, যাতে তারা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হাইজিন উন্নয়ন, স্যানিটেশন ও পানি

সরবরাহ কার্যক্রমে হাইসাওয়া এফএমও হতে অর্থ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও এনআইএলজি, বার্ড ও আরডিএ হতে ইউনিয়ন পরিষদগুলি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়নীতি, পানি ও স্যানিটেশন পরিকল্পনা এবং ক্রস-কাটিং বিষয়সমূহে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ সাপোর্ট অর্গানাইজেশন (এসও) থেকে সাব-প্রকল্পের পরিকল্পনা,বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন বিষয়ে হাতে কলমে সহায়তা পেয়েছে।

এই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পটি চাহিদা-নির্ভর এবং কমিউনিটির জনগণ যারা নিজেরাই এই চাহিদা তৈরি করেছে। কমিউনিটির জনগণ একত্রিত হয়ে দল গঠন করে যাকে সিডিএফ/গ্রাম সংগঠন বলে। তারা একত্রে বসে পিআরএ টুলস এর মাধ্যমে সামাজিক মানচিত্র ব্যবহার করে তাদের পানি ও স্যানিটেশন এর অবস্থা ও চাহিদা নির্ধারণ করে ও স্বচ্ছলতার স্তর বিন্যাস (wellbeing ranking) টুলস ব্যবহার করে হত-দরিদ্র ও দরিদ্র খানাগুলিকে চিহ্নিত করে, যারা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য অগ্রাধিকার পাবে । ইউনিয়ন পরিষদ পিপিআর প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পার্টনার এনজিও (পিএনজিও) নির্বাচন করে এবং পিএনজিওর কর্মীগণ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে কমিউনিটিকে সহায়তা করে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন পুরুষ ও একজন নারী কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর থাকে, যারা পিএনজিওর কর্মীদেরকে কমিউনিটি মিটিং ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। একপর্যায়ে এই কমিউনিটি মিটিং হাইজিন উন্নয়ন ও বাড়িভিত্তিক ল্যাট্রিন তৈরিতে শিক্ষা প্রদান ও অনুপ্রেরণা যোগায়। হাইসাওয়া ফান্ড ম্যানেজম্যান্ট অফিস হতে ইউনিয়ন পরিষদগুলি সরাসরি অর্থ গ্রহণ করে পিএনজিও কে প্রদান করে থাকে।

কমিউনিটিগুলি তাদের চাহিদা নিরূপণ করে এগুলোকে ইউনিয়ন পরিষদে জমা করে, যাতে করে একটি ইউনিয়নের সামগ্রিক চাহিদা নিরূপন করা যায়। পরবর্তিতে পানি সরবরাহ ও কমিউনিটি ল্যাট্রিনের এই চাহিদা তহবিল প্রাপ্তির জন্য হাইসাওয়া এফএমও তে পাঠায়। এরই মধ্যে এই চাহিদাগুলি উপজেলা ওয়াটসন কমিটির কাছেও পাঠানো হয় তাদের স্বীকৃতির (validation) জন্য। মূলতঃ সাব-এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডিপিএইচই যিনি উপজেলা ওয়াটসন কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে এ কাজ করেন।

পানি সরবরাহ প্রযুক্তি র্নিভর করে এলাকার ভূগর্ভস্থ নিরাপদ পানির অবস্থা এবং ব্যবহারকারীদেও আর্থিক সামর্থ্যের উপর। জেলা ও উপজেলার ডিপিএইচই অফিস উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্ধারণ, প্রযুক্তিগত তত্ত্বাবধান, সমন্বয়সাধন, সহায়তা ও প্রতিবেদন তৈরীতে সহায়তা করে থাকে। ইউপির চাহিদাগুলি অংশগ্রহণমূলক উর্ধ্বমুখী (Bottom-up) পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে হাইসাওয়া প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি যাচাই-বাছাই ,অনুমোদন ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। হাইসাওয়া মোট খরচের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ খরচ বহন করে এবং শতকরা ১০-২০ ভাগ অর্থ কমিউনিটির জনগণ দিয়ে থাকে, তবে এটা নির্ভর করে কমিউনিটির জনগণের আর্থিক সামর্থ্যের উপর। কারা কোন সুবিধা পাবে তা নির্ধারনের জন্য এলজিডি কর্তক তৈরিকৃত গরিব জনগণের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনি গাইড লাইন হাইসাওয়া অনুসরণ করে থাকে। অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে এবং পিপিআর অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদ টেন্ডার আহবান ও ঠিকাদার নিয়োগ করে । ডিপিএইচ এর নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে জেলা কারিগরি কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের ঠিকাদার র্নিবাচন প্রক্রিয়া যাচাই করেন। এলজিএসইউ কর্তৃক নিয়োগকৃত সাপোর্ট অর্গানাইজেশন (এসও) ও হাইসাওয়া এফএমও টেন্ডার প্রক্রিয়া, প্রযুক্তিগত তত্ত্বাবধান, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিল প্রদানের বিষয়ে ইউপিকে সহায়তা করে । প্রাক-যোগ্যতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের মধ্যে হতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে হাইসাওয়া ক্রাউন এজেন্ট নামক প্রতিষ্ঠানকে প্রাক-যোগ্যতা সম্পন্ন ঠিকাদার তালিকা প্রণয়ন করার জন্য নিয়োগ করে। নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হলে তখন তা একজন টেকনিক্যাল ব্যক্তি ও উপকারভোগীরা নিজেরাই প্রত্যায়ণ করে থাকেন। নির্দিষ্ট মাইলফলক অর্জনের উপর ভিত্তি করে ঠিকাদার ও পিএনজিও এর পাওনা ইউনিয়ন পরিষদ প্রদান করেছে|

৮.৫। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন** ঃ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৬৩১.৪১ লক্ষ টাকার মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি ২৭২৪৮.৩০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি নাম ৯৮% হয়েছে। মর্মে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর, পরিদর্শন ও নথিপত্র থেকে জানা যায়।

৮.৬। **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রম** ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় বিদ্যমান সরকারি নিয়মনীতি/বিধি-বিধান, পিপিআর-২০০৩/পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি মালা ২০০৮ (পিপিআর ২০০৮) যথাযথভাবে অনুসরণ করে ও ডানিডার সাথে চুক্তি মোতাবেক ক্রাউন এজেন্ট ডানিডার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

৮.৭। **পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থা ঃ**

৮.৭.১ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত গত ২৭/০১/২০১৩ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষনের জন্য বরিশাল জেলার বরিশাল সদর উপজেলার দবদবিয়া ইউনিয়ন গত ২৭/০১/২০১৩ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। উক্ত ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়্যারমান, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ,

উপকারভোগী, ও ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের সাথে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা ও বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা ও নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, উক্ত ইউনিয়নে ৫২টি গভীর নলকূপ ও ০৭টি গভীর নলকূপ নলকূপসহ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ করা হয়েছে। নলকূপ স্থাপনের ফলে ৪০০৭ জন এলাকাবাসী উপকৃত হয়েছে মর্মে ইউপি পরিষদ থেকে জানা যায়। এ ছাড়া পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিষয়ে **জনগণের** মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উঠান বৈঠক, বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন, ওয়ার্ড ওয়াটসন কমিটি, ও ইউনিয়ন ওয়াটসন কমিটি মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ সভার আয়োজন করে পরামর্শ সেবা দেওয়া হয়েছে। আলোচনায় আরও জানা যায় যে, উক্ত ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ছিল ৪৬৭৩ এবং বর্তমানে বাড়ী ভিত্তিক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সংখ্যা ৪৫৭৫ টাকা (৯৭.৮২%) কিন্তু পর্বের তুলনায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার বর্তমানের চিত্রটি তা সঠিক করে ঐ ইউপি থেকে জানা যায়নি।

উক্ত ইউনিয়নের তিমিরকাটি গ্রামের জনৈক কবিরাজ বাড়ীতে স্থাপিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, গভীর নলকূপটি বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। উপকারভোগীরা জানান যে, নলকূপটি স্থাপিত হওয়ায় তারা খুবই উপকৃত হয়েছেন। এ ছাড়া ঐ এলাকার লোকজনের আলোজনায় জানা যায় যে, তারা হাইসাওয়া প্রকল্পের মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বিষয়ে পরামর্শক সেবা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। তবে ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ ও তার দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় টিউবওলে ও ল্যাট্রিন স্থাপনের কাজটি ভালমত তদারকি করলেও হাইজিন সম্পর্কিত কাজ সার্পোট অর্গানাইজেশনের সহায়তায় পিএনজিওদের মাধ্যমে করিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সচেতন ও দায়িত্ববান নন।

পরিদর্শনের অংশ হিসেবে একই ইউনিয়নের তিমিরকাঠি মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসায় স্থাপিত গভীর নলকূপসহ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাটি পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ২ কক্ষ বিশিষ্ট একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু পায়খানার দরজা, সিটকানি নিম্নমানের হওয়ায় সিটকানি নষ্ট হয়ে গেছে এবং দরজার অবস্থাও খুবই নাজুক। এ ছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সামনের অংশের ফ্লোরে ফাটল ধরেছে যা পায়খানার স্থায়িত্বের জন্য হুমকি স্বারুপ।

৮.৭.২ গত ২০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার হরিপুর ও পারিলা ইউনিয়ন পরিষদে বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় । সরেজমিনে পরিদর্শনকালে রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিপুর ও পারিলা ইউনিয়নের বাস্তবায়ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও উপকারভোগিদের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনা ও নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, হরিপুর ইউনিয়নে ১৪৮টি টিউবওয়েল, ২টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও পারিলা ইউনিয়নে ২২০টি টিউবওয়েল ও ৫টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন ও হাইজিন বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পার্টনার এনজিও নিয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কাছ থেকে জানা যায় যে, পার্টনার এনজিও নিয়োগ ও এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণ, হাইসাওয়া বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা, টিউবওয়েল ক্রয় ও স্থাপন, কমিউনিটি লেট্রিন স্থাপনের জন্য ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প থেকে নিয়োগকৃত সার্পোট অর্গানাইজেশন সকল প্রকার পরামর্শক সেবা প্রদান করেছেন।

হরিপুর ইউনিয়নের হাটগড়া গ্রামের সেলিম ড্রাইভার নামক একজন গ্রামবাসীর বাড়ীর আঙিনায় স্থাপিত টিউবওয়েলটি থেকে অত্র এলাকার ৭টি পরিবার বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করছেন মর্মে অত্র পরিবারের মহিলাদের সাথে পরিদর্শনকালে আলোচনায় জানা যায়। পরিবারগুলো জানান যে, টিউবওয়েলের সাথে তাদেরকে একসেট টুল বক্স ও দুজনকে টিউবওয়েল মেরামত বিষয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসী জানান যে, টিউবওয়েলটি স্থাপনের ফলে তাদের অনেকদিনের খাবার পানির সমস্যার সমাধান হয়েছে।

পরিদর্শনের অংশ হিসেবে হরিপুর ইউনিয়নের কাশিয়াডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে ও পারিলা ইউনিয়নে বশিরাবাদ দাওয়াতুল ইসলাম উলুম মাদ্রাসায়ে ২ কক্ষ বিশিষ্ট সাব-মার্জিবল পাম্পসহ ও ওভারহেড ট্যাংকসহ স্থাপিত কমিউনিটি ল্যাট্রিন ২টি পরিদর্শন এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান ও উপকার ভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠন প্রধানেরা জানান যে, নতুন লেট্রিন স্থাপনে তারা খুবই উপকৃত হয়েছিল। আলোচনায় আরও জানা যায় যে, পুরাতন লেট্রিনগুলো সংস্কারের অভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে।

হাইজিন বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম সর্ম্পকে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও উপকারভোগিদের সাথে আলোচনা ও জৈনক খলিলুর রহমান বাড়ীর আঙিনার ল্যাট্রিনটি পরিদর্শন ও পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ল্যাট্রিনটি অপরিস্কার ও সেখানে কোন সাবান নেই। ঐ বাড়ীর মহিলাদে সংগে আলোচনায় জানা যায় যে, এনজিও কর্মিদের থেকে পরিস্কার পরিচ্ছনতা, খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যহার বিষয়ে পরমর্শক সেবা পেয়েছেন। কিন্তু পরামর্শক সেবার মান কাংক্ষিতমানের হয়নি মর্মে তাদের

সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়। এছাড়া প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, সার্পোট অর্গানাইজেশন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের হাইজিন বিষয়ে বাস্তবায়িত কাজের মনিটরিং-এ দূর্বলতা ফুটে উঠে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, সার্পোট অর্গানাইজেশন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ মূলত হার্ডওয়ার অর্থাৎ নতুন টিউবওয়েল ও পায়খানা স্থাপনে বেশী আগ্রহী মর্মে প্রতীয়মান হয়। পুরাতন টিউবওয়েল ও পায়খানা সংস্কার এবং হাইজিন বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড খুব বেশী সচেতন না।

নির্দেশক	বেজলাইন	অক্টোবর, ২০১০	অর্জন
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে (খানা)	৮২৩	৩৯১৮	
স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে (খানা)	৮০৩	৩৮১৩	
১৫০ ফুটের মধ্যে সারা বছর যথেষ্ট পরিমানে পানি সংগ্রহের সুযোগ আছে (খানা)	২৯০৮	৫১৭১	
খাবার আগে ও পায়খানার পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া	১৮৮৫	৪৭৯৯	

নির্দেশক	বেজলাইন	অক্টোবর, ২০১০	অর্জন
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে (খানা)	৩২৫৭	৪৩৮৩	৪৯%
স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে (খানা)	৩২৫৭	৪৩৮৩	৪৯%
১৫০ ফুটের মধ্যে সারা বছর যথেষ্ট পরিমানে পানি সংগ্রহের সুযোগ আছে (খানা)	২২২৪	৪১২৪	৪৬%
খাবার আগে ও পায়খানার পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া (জন)	৩৪৭৬৭ (ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা)	২২১০১ (শেখানো হয়েছে)	৬৪%

৮.৮। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য</u> ঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (২০০৬ থেকে ২০১১) সময় পর্যন্ত লোকাল গর্ভমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট অংশে পূর্ণকালীন দায়িত্বে ০২ জন প্রকল্প পরিচালক ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অফিস (এফএমও) অংশ -০১ জন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য দেয়া হ'ল ঃ

ক্রঃ নং	**কর্মকর্তার নাম**	**পদবী**	**পূর্ণকালীন/** খন্ডকালীন	**সময়কাল**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	ওয়ালীউল ইসলাম	**প্রকল্প পরিচালক (**উপ-সচিব)	পূর্ণকালীন	অক্টোবর, ২০০৬ হতে জানুয়ারী, ২০১১	**লোকাল গর্ভমেন্ট** সাপোর্ট ইউনিট(এলজিএসইউ) অংশ
২।	কাজী আব্দুল নূর	প্রকল্প পরিচালক(_উপ-সচিব)	পূর্ণকালীন	জানুয়ারী, ২০১১ ডিসেম্বর, ২০১১	**লোকাল গর্ভমেন্ট** সাপোর্ট ইউনিট(এলজিএসইউ) অংশ
৩।	ডা: এনামুল কবির	ম্যানেজিং ডাইরেক্টর	পূর্ণকালীন	-ডিসেম্বর, ২০১১	ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অফিস (এফএমও) অংশ

৯ ।**প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন** ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	সূচক	প্রকল্প শেষের লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
উন্নত স্বাস্থ্যাভ্যাস (হাইজিন)	হাইজিন শিক্ষা গ্রহণকারী জনগণ সংখ্যা	১৭,০০,০০০	৩৩৪১৬১২	হাত ধোয়া, ফুড হাইজিন, ঋতুকালীন স্বাস্থ্যাভ্যাস এবং পানি নিরাপত্তার সমন্বয়ে মিলিত তথ্যসমূহই হাইজিন তথ্য
স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনে উন্নত অভিগম্যতা (Access)	জনগণের নিজ খরচে খানাভিত্তিক ল্যাট্রিন সংস্কারের সংখ্যা কমিউনিটি/স্কুল প্রতি পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপনের সংখ্যা	৩৫০,০০০ ৬৬০	৬৪৪,১৪২ ৬৩১	সকল ল্যাট্রিনেই পানি স্থাপনা আছে যার বেশীরভাগই চলমান পানি প্রবাহ
নিরাপদ পানির উৎসে অভিগম্যতা (Access)	বাস্তবায়নকৃত পানি সরবরাহ স্কীমের সংখ্যা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টিউবওয়েল কেয়ারটেকারের সংখ্যা	২৬,৯১৫ ৫০,০০০	২৭,৩৯৫ ৪৪,১১৯	স্কুল/পাবলিক টয়লেটে পানি স্থাপনার অন্তর্ভূক্ত নয়। পানি সরবরাহ সুবিধাভোগ করে ১৭.৭ লক্ষ জনগণ যার মধ্যে ৪৪% হতদরিদ্র
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা	হাইসাওয়া ফান্ড কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থার সংখ্যা	৯,০০০	৬,৩৯৪	প্রয়োজনের অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

১০। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ ঃ

মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন বা পিসিআর এবং মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১১। **বাস্তবায়ন সমস্যা** ঃ

১১.১ প্রাপ্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন/পিসিআরের অংগভিত্তিক অগ্রগতি অংশে (পিসিআর পৃষ্ঠা ৫-৯) ইউনিট ও প্রকৃত বাস্তবায়নের অংশ খালি অবস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করা কষ্টকর হয়েছে।

১১.২ এ প্রকল্পটি হাইসোয়া চাহিদা ভিত্তিক কমিউনিটি প্রকল্প হওয়ায় অর্থাৎ চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দের কারণে বিভিন্ন খাতে থোক বরাদ্দের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হলেও প্রকল্প সমাপ্ত শেষে পিসিআর এ বাস্তব পরিমাণ উল্লেখে সুযোগ ছিল।কিন্তু তা করা হয়নি। ফলে প্রকৃত বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ উদঘাটন করা কষ্ট কর হয়েছে।

১২। সুপারিশ/মতামত ঃ

১২.১। পিসিআর প্রণয়নকালে আরও যত্নবান হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে হবে।

১২.২। ভবিষ্যতে কমিউনিটি চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পিসিআর প্রণয়নকালে অংগভিত্তিক প্রকৃত বাস্তবায়নের সংখ্যা অবশ্যই পিসিআর-এ উল্লেখ করতে হবে।

"২য় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট (সংশোধিত)"

(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : সমগ্র বাংলাদেশ
২। **নির্বাহী সংস্থা** : স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রকল্প সাহায্য)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫৩১০০.০০ (৪২৪৮০.০০)	৬২০০৯.০০ (৪৯৭৬৯.২০)	৪৮৮১১.০১ (৩৮৯৪১.৯৫)	জুলাই,২০০৫ থেকে ডিসে: ২০১১	জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২	প্রযোজ্য নয়	৬ মাস (৭.৭০%)

৫। **অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ** মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)
(a)Revenue Component						
১।	Manpower	সংখ্যা	১৩২	১৫৭৫.৩৬	১২৩	১,৩০১.৩৫ (৮২.৬১%)
২।	Cost for PIUs& PMU	থোক	-	৭৮৪.৫০	-	৭৪৮.৩৮ (৯৫.৪০%)
	Sub-total (Revenue Component)			২৩৫৯.৮৬	-	২,০৪৯.৭৩ (৮৬.৮৬%)
(b)Capital Component						
৩।	Civil works	সংখ্যা	৮০	৮,৯০২	৬৩	৫,৭৫৪.৬৩ (৬৪.৬৪%)
৪।	Vehicles	সংখ্যা	৫৬	৭২৯.৮৯	৩০	২৬৬.৯৭ (৩৬.৫৮%)
৫।	(a) Furniture	Sets	২৬০	৪৮৫.৭৫	২৫০	৫৪৭.৬৫ (১১২.৭৪%)
৬।	(b) computer, Peripheral & software	সংখ্যা	২৩৬	১৬৯.০১	৯৫	৬৭.৪৯ (৩৯.৯৩%)
৭।	Land registration	থোক	-	৫০.০০	-	০০.০০ (০০.০০%)
৮।	International consultant	মি: মি:	৬৮	৪২০.৯২	৫০	২৮০.০০ (৬৬.৫২%)
৯।	Local consultant	মি: মি:	১৯৮	৫২২.৩৩	১৬০	৪০৯.৫৯ (৭৮.৪২%)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)
(a)Revenue Component						
১০।	Partnership agreement	সংখ্যা	২৭	৩৬,১৮৮.৬১	২৭	৩১০৮৮.৬০ (৮৫.৯১%)
১১।	Promotion Pilot and BCC activities	মি: মি:	৫৪.৫	১,৩৭৪.৭০	৫৪	১৩৭০.২১ (৯৯.৬৭%)
১২।	Local training & workshop	থোক	-	১,৪৩৫.২০	-	৬৪০.৪০ (৪৪.৬২%)
১৩।	Overseas training	থোক	-	৪৮০.৭৬	-	৩৯০.৭৩ (৮১.২৭%)
১৪।	Studies	সংখ্যা	৮	৫৪৪.০০	৩	১১৯.৪৩ (২০.৩১%)
১৫।	Monitoring evaluation and audit	মি: মি:	১২১	১,১৭৮.৮০	৬০	৫২৪.৬৯ (৪৪.৫১%)
১৬।	Medical equipment	Sets	২৮৪	৩৯৯.৬৮	১২২	১৭১.০১ (৪২.৭৯%)
১৭।	Physical Contingencies	থোক	-	২,৩৯৪.৮৯	-	০০.০০ (০০.০০%)
১৮।	Tax and duties	থোক	-	৩,৬১৩.১৪	-	৪,৭০৯.৮৮ (১৩০.৩৫%)
১৯।	Services changes	থোক	-	৭৫৯.০০	-	৪২০.০০ (৫৫.৩৪%)
	Sub-total (Capital Component)	-	-	**৫৯,৬৪৯.৩৪**	-	৪৬,৭৬১.২৮ (৭৮.৪০%)
	Grand-Total (a+b)			**৬২,০০৯.২০**		৪৮,৮১১.০১ (৭৮.৭২%)

 অবশিষ্ট ১৩১৯৮.১৯ লক্ষ টাকা প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে নেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৬। **প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
২০০৫-০৬	২৬৭৭.৩৪	৩৬৭.২১	২৩১০.১৩	৪০৯০.১০	২৫৯২.০০	৩৬৭.২১	২২২৪.৭৯
২০০৬-০৭	৪২৬৫.২৩	৪৮৫.০৫	৩৭৮০.১৮	৪২৫৭.০০	১৯৭৭.০৭	৫২৪.৯০	১৪৫২.১৭
২০০৭-০৮	৫১৬৮.৮৪	১১৬০.৮৮	৪০০৭.৯৬	৫৮২৬.৫০	৫৫২৮.৭১	১০৩৮.২৬	৪৪৯০.৪৫
২০০৮-০৯	৬১৪৫.৫১	১২৬৮.২৪	৪৮৭৭.২৭	৫৮৮০.৯৭	৬৮৯১.১৭	১৩১৭.৪৬	৫৫৭৩.৭১
২০০৯-১০	৮৮০০.০০	২১০০.০০	৬৭০০.০০	৮২৭৪.৬৫	৬৪৯৮.৬০	১৮২০.২৫	৪৬৭৮.৩৫
২০১০-১১	২৩২২১.৩১	৪২১০.৫৬	১৯০১০.৭৫	৮৪৪৩.০০	৮৫২৮.০৭	১৭০৬.৮৪	৬৮২১.২৩
২০১১-১২	১১৭৩০.৯৭	২৬৪৮.০৬	৯০৮২.৯০	১০৬২৬.৬৫	১৬৭৯৫.৩৯	৩০৯৪.১৪	১৩৭০১.২৫
মোট	**৬২০০৯.২০**	**১২২৪০.০০**	৪৯৭৬৯.২০	**৪৭৩৯৮.৮৭**	**৪৮,৮১১.০১**	**৯৮৬৯.০৬**	**৩৮৯৪১.৯৫**

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

৮.১। প্রকল্পের প্রেক্ষাপট :

শহর অঞ্চলের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এ প্রকল্পটি ১ম পর্যায় ১৯৯৮ সালে শুরু হয় এবং এর সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ২০০৫ সালের ২য় পর্যায়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের ৬টি সিটি কর্পোরেশন ও ৮টি পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের মান উন্নত করা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রদত্ত সেবাসমূহের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সেবার অন্তত ৩০% বিনামূল্যে দরিদ্রদের (প্রতি মাসে ৭০০ টাকার নিম্ন আয় সম্পন্ন লোকদের) প্রদান করা;

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

(ক) অতি দরিদ্র জনগণের জন্য সম্প্রসারিত নীতিমালা অনুসারে প্রকল্প এলাকার নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবহার এবং অতি দরিদ্রদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা;

(খ) নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত করা এবং;

(গ) নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে এবং কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দক্ষতা এবং আর্থিক ও প্রতিষ্ঠানিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

৮.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :

“২য় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট (সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ০২-০৬-২০০৯ তারিখে মোট ৫৩১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ বাস্তবায়ন মেয়াদে একনেক কর্তৃক কতিপয় শর্তে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ২১-০১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসমূহ সংশোধন করে মোট ৬২০০৯.২০ (জিওবি- ১২২৪০.০০ ও প্রকল্প সাহায্য- ৪৯৭৬৯.০০) লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে সংশোধন করা হয়।

প্রকল্পের অর্থায়নঃ দাতা সংস্থার নামঃ Asian Development Bank (ADB)-40 Million USD, United Kingdom Department for International Development(DFID)-25 Million USD, Swedish International Development Agency (SIDA)-05 Million USD, United Nations Population Fund (UNFPA)-3.19 Million USD, Government of Bangladesh-18 Million USD, ORBIS International-01 Million USD.

৮.৪। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি : প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৬২০০৯.২০ (জিওবি- ১২২৪০.০০ ও প্রকল্প সাহায্য- ৪৯৭৬৯.০০) লক্ষ টাকা মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৪৮৬০৫.০৯ (প্রকল্প সাহায্য- ৩৮৩৪৬.৭২) লক্ষ (৭৮.৭২%) টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৮০%। মূলতঃ জমি প্রাপ্যতার অভাবে ০৫টি নগর মাতৃসদন, ১৫টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১১টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই।

৮.৫। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ

৮টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৭টি পৌরসভা এলাকাকে মোট ২৭টি পার্টনারশীপ এলাকায় বিভক্ত করে Public Private Partnership প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এর মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন পৌরসভায় তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম প্রদান করা হয়।

(ক) Partnership Agreement:- ৮টি সিটি করপোরেশন ও ৭টি পৌরসভা এলাকাকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ২৭টি পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট বিভক্ত করা হয়েছেঃ- ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন-১০টি, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন-৩টি, খুলনা সিটি-২টি, রাজশাহী সিটি করপোরেশন-২টি, সিলেট সিটি করপোরেশন-১টি, বরিশাল সিটি করপোরেশন-১টি, কুমিল্লা সিটি করপোরেশন-১টি, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, সাভার, মাধবদী, কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও গোপালগঞ্জ এলাকায় প্রত্যেকটির জন্য ১টি করে ২৭টি পার্টনারশীপ এলাকার মধ্যে ২৫টি পার্টনারশীপ এলাকা পার্টনার এনজিও দ্বারা এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকায় অংশীদারিত্ব চুক্তি-১ ও ৩ এলাকার কার্যক্রম চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।

(খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানঃ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত ৭টি Consulting Firm নিয়োগ করা হয়েছেঃ

(1) Behavior Change Communication (BCCM) Firm
(2) Management Support for PMU (M & TS) Firm
(3) Quality Assurance & Supportive Supervision (QASS) Firm
(4) Health Management Information System (HMISS) Firm
(5) Project Performance Monitoring & Evaluation (PPME) Firm
(6) Design and Supervisory Engineering services of Construction (DSESC) Firm
(7) Financial Management & Performance Audit Contract FM & PAC) Firm

তন্মধ্যে ৪ টি ফার্ম যথা BCCM,M&TS,PPME **ও** DSESC Firm **এর নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়।** FM&PAC, QASS **ও** HMIS Firm **নিয়োগ করা হয়নি।**

(গ) **পূর্ত কাজঃ**

(১) Urban Primary Health Care Infrastructure:

(১) ২য় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি করপোরেশন এবং বগুড়া, কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ, সাভার, মাধবদী পৌরসভায় এলাকায় ২৪টি পার্টনারশীপ এলাকায় ১৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৮টি মাতৃসদন নির্মাণ, ১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে মাতৃসদনে রূপান্তর করা হয়েছে এবং ৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ১টি মাতৃসদন নির্মাণ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর জন্য ১২টি এপার্টমেন্ট ক্রয়ের প্রভিশন ছিল যা বাতিল করা হয়েছিল।

(২) Community Toilet: প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকায় ৩৬টি Community Toilet নির্মাণ করা হয়েছে। Community Toilet গুলো নির্মাণ করার পর প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী ঢাকা সিটি করপোরেশন এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ঢাকা সিটি করপোরেশন কর্তৃক উক্ত Community Toilet গুলো ইজারাদার নিয়োগের মাধ্যমে বর্তমানে পরিচালনা করা হচ্ছে। ২য় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের আওতায় ২৭টি Public Toilet নির্মাণ করা হয়েছে।

(ঘ) স্থানীয় প্রশিক্ষণ,ওয়ার্কশপ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, Management & Training support Firm এর সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ এবং পার্টনার এনজিওদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

পলিসি সাপোর্টঃ Management & Training support Firm এর সহযোগিতায় আলোচ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

(ঙ) Manitoring, Evaluation and Audit:

Operational Research: ২য় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত ৮টি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার বিধান ছিলঃ

(১) Effective pro poor health service.
(২) Reducing gender inequalities in utilization of urban PHC Service.
(৩) Needs of adolescent girls.
(৪) Determining effective STI & HIV/AIDS prevention strategies among slum dwellers and squatters
(৫) Enhancing cost effectiveness of the PA NGO PHC services and improving quality of care.
(৬) Improved coordination between the LGD and the MOHFW and other relevant ministries and linkage with HNPSP.
(৭) Review of health certificate and user free exemption system to identify effective and transparent mechanism to provide free services to the poor.

(৮) Fiscal model for sustaining Urban PHC and effective mechanisms for sustainability of Urban PHC.

উপরোল্লেখিত গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে এডিবির সুপারিশ মোতাবেক নিম্নোক্ত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ঃ

Package S-13: Enhancing cost effectiverness and improving quality of UPHC

Package S-15-16: Assessing the impact of user fees on UPHC-Reviewing health voucher and user fees exemptions.

(চ) <u>Health Services Provided by UPHCP-II:</u>

<u>Service Summary:</u>

1) Reproductive Health Care: Maternal Care, Antenatal Care, Delivery Care, Postnatal Care, Neonatal Care, MR & Post Abortion.
   Family Planning: Maternal Nutrition, Violence Against Women, Adolescent Health Care, Prevention of RTI, STI & HIV/AIDS, RTI/STI Care, HIV/AIDS Program, Other Reproductive Health Care.
2) Child Health Care: Immunization Program, Control of Diarrhea & Other Childhood Diseases, Diarrhea, Measles, Control of Acute Respiratory Infections, Control of Micronutrient Deficiency, Child Nutrition, Vitamin A Deficiency, Iodin Deficiency.
3) Communicable Diseases Control: Tuberculosis Control, Leprosy Elimination, Other Communicable Disease Control.
4) Limited Curative Care: First Aid for Injuries, Emergency Care, Treatment of Minor Infection, Primary Eye Care.
5) Behavior Change Communication: Health Education (Session), Counseling, Iodized Salt Promotion & monitoring.
6) Miscellaneous: Adolescent Development Program, Diagnostic Service, Emergency Transportation Service.

৮.৬। <u>পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থাঃ</u>

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত গত ১৮-০২-২০১৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের অংশ বিশেষ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন, স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত কিছু কার্যক্রমের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

৮.৬.১: নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও নগর মাতৃসদন কেন্দ্র, মগবাজার, ঢাকা : আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ মগবাজার এ প্রতিষ্ঠিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও নগর মাতৃসদন কেন্দ্র গত ১৮-০২-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, এ প্রতিষ্ঠানটি ‘‘নারী মৈত্রী’’ নামক একটি এনজিও কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। মূলতঃ এ এনজিওটি ঢাকায় মোট ০৬টি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৩ সালে নিম্নরূপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছেঃ

Serial No.	Service Name	Served Patient Number in 2013
1.	Antenatal care	25386
2.	Normal Delivery	1265
3.	Caesarian Section	609
4.	Postnatal care	8234
5.	Neonatal care	6752
6.	MR	1753
7.	Family Planning	26635
8.	EPI	13168

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান যে, প্রতিষ্ঠান তাদেরকে প্রদত্ত Target পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য নির্মিত ভবনটি ৬ তলা ভিতের উপর ৫ তলা বিশিষ্ট। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে এ ভবন নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ এবং ভবন নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কিত সম্পাদিত টেষ্ট রিপোর্টগুলো দেখানোর জন্য অনুরোধ জানানো হলে তিনি এ সকল বিষয়ে কোন তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হননি।

এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবার জন্য আসা বেশ কয়েকজন রোগীর সাথে আলাপ করে জানা গেছে, তারা এখানে ভাল সেবা পাচ্ছেন এবং তাদের কাছ থেকে কোনো চিকিৎসা ফি নেয়া হয় না। মূলতঃ এ সকল রোগীরা লাল কার্ড বহন করে যেখানে প্রাপ্ত সকল চিকিৎসার বিবরণ থাকে। এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিচালনাকারী সংস্থা ''নারী মৈত্রী'' কর্তৃক একটি জরীপ করে এ সকল হত দরিদ্র রোগীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এ জরীপ কাজে প্রকল্পের দাতা সংস্থা ''এডিবি'' এর গাইডলাইন তারা অনুসরণ করেছে। এ ভবনে সর্বমোট ০৭টি ওয়ার্ড এবং ০২টি কেবিন আছে। এ সকল ওয়ার্ড পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, রোগীদের বেডগুলো পরিচ্ছন্ন রয়েছে তবে যথেষ্ট সংখ্যক লিটার বিন নেই, বাথরূমগুলো অপরিচ্ছন্ন এবং বাথরূম কমোডগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। ওয়ার্ডে অবস্থানকৃত কয়েকজন রোগীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, তারা এ প্রতিষ্ঠানের সেবার মানে মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট। এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি ল্যাবরেটরি কক্ষ রয়েছে। এখানে একজন ডাক্তার কর্মরত রয়েছেন। তার সাথে আলাপ করে জানা গেছে সাধারণ পরীক্ষাসমূহ এখানে করা হয়, জটিল কোনো টেষ্টের প্রয়োজন হলে তারা ঢাকা মেডিক্যালে রেফার করেন। ল্যাব কক্ষটি অত্যন্ত ছোট। অপারেশন থিয়েটার পরিদর্শনকালে এ বিভাগের সার্জন একটি ভাল অপারেশন টেবিলের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। এ প্রতিষ্ঠানে একটি আলট্রাসনোগ্রাম কক্ষ রয়েছে। এখানে কর্মরত সনোলজিষ্ট জানান, তিনি আল্ট্রাসনোগ্রামের জন্য ৪০০/= টাকা নিয়ে থাকেন। এ ফি এর পরিমান বেশী বলে মনে হয়েছে। এ ব্যাপারে ''নারী মৈত্রী''র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জানান, তিনি খুব শীঘ্রই এ ফি এর পরিমান কমিয়ে ৩০০/= টাকায় নির্ধারণ করবেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিশু বিভাগ পরিদর্শনকালে কর্মরত শিশু বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপকালে জানান, এ বিভাগে জটিল কোনো শিশু রোগী আসলে তারা ঢাকা শিশু হাসপাতালে রেফার করে থাকেন। তবে সাধারণ রোগীদের তারা সেবা প্রদান করে থাকেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী চর্ম রোগের রোগীর সংখ্যা বেশী, তবে ডায়েরিয়া রোগীর পরিমান পূর্বের তুলনায় অনেক কম।

৮.৬.২: নগর মাতৃসদন কেন্দ্র, বাঁশবাড়ি, মোহাম্মদপুর, ঢাকাঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর এ প্রতিষ্ঠিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র গত ২৩-০২-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, একই প্রতিষ্ঠান ''নারী মৈত্রী'' নামক এনজিও কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১৩ সালে নিম্নরূপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছেঃ

Serial No.	Service Name	Served Patient Number in 2013	Comments
1.	Normal Delivery	655	Yearly target not fulfilled
2.	Caesarian Section	528	Yearly target not fulfilled
3.	ARI	12032	Yearly target fulfilled
4.	MR	1816	Yearly target fulfilled
5.	Family Planning	80000	Yearly target Exceed
6.	EPI	20880	Yearly target fulfilled

এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য নির্মিত ভবনটি ৫ তলা ভিতের উপর ৫ তলা বিশিষ্ট। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে এ ভবন নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ এবং ভবন নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত হওয়া সংক্রান্ত টেষ্ট রিপোর্টগুলো দেখানোর জন্য অনুরোধ জানানো হলে তিনি এ সকল বিষয়ে কোন তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হননি।

এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়া বেশ কয়েকজন রোগীর সাথে আলাপ করে জানা গেছে, তারা এখানে ভাল সেবা পাচ্ছেন এবং তাদের কাছ থেকে কোনো চিকিৎসা ফি নেয়া হয় না। মূলতঃ এ সকল রোগীরা লাল কার্ড বহন করে যেখানে প্রাপ্ত সকল চিকিৎসার বিবরণ থাকে। এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিচালনাকারী সংস্থা ''নারী মৈত্রী'' কর্তৃক একটি জরীপ করে এ সকল হত দরিদ্র রোগীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এ জরীপ কাজে প্রকল্পের দাতা সংস্থা ''এডিবি'' এর গাইডলাইন তারা অনুসরণ করেছে।

এ ভবনে সর্বমোট ১১টি ওয়ার্ড এবং ০১টি কেবিন আছে। এ সকল ওয়ার্ড পরিদর্শনকারে দেখা গেছে, রোগীদের বেডগুলো পরিচ্ছন্ন রয়েছে এবং বাথরূমগুলোও ভাল রয়েছে। ওয়ার্ডে অবস্থানকৃত কয়েকজন রোগীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, তারা এ প্রতিষ্ঠানের সেবার মানে সন্তুষ্ট। এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি ল্যাবরেটরি কক্ষ রয়েছে। সাধারন পরীক্ষাসমূহ (যেমনঃ রক্তের গ্রুপ, টিসি/ডিসি, ডব্লিউবিসি, ডায়াবেটিক ইত্যাদি) এখানে করা হয়, জটিল কোনো টেষ্টের প্রয়োজন হলে তারা সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে রেফার করেন। অপারেশন থিয়েটার পরিদর্শন কালে এ বিভাগের সার্জন জানান, এখানে কোন সমস্যা নেই এবং তার সুষ্ঠুভাবে কাজ করছেন। এ প্রতিষ্ঠানে একটি আলট্রাসনোগ্রাম কক্ষ রয়েছে। এখানে কর্মরত সনোলজিষ্ট জানান, তিনি আল্ট্রাসনোগ্রামের জন্য ৪৫০/= টাকা নিয়ে থাকেন। এ ফি এর পরিমান বেশী বলে মনে হয়েছে। এ ব্যাপারে ''নারী মৈত্রী''র প্রজেক্ট ম্যানেজার জানান, তিনি খুব শীঘ্রই এ ফি এর পরিমান কমিয়ে ৩০০/= টাকায় নির্ধারণ করবেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিশু বিভাগ পরিদর্শনকালে কর্মরত শিশু বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপকালে জানান, এ বিভাগে জটিল কোনো শিশু রোগী আসলে তার ঢাকা শিশু হাসপাতালে রেফার করে থাকেন। তবে সাধারণ রোগীদের তিনি সেবা প্রদান করে থাকেন।

৮.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জুলাই, ২০০৩ থেকে জুন, ২০১২) ০৪ জন প্রকল্প পরিচালক পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য দেওয়া হল :

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১	২	৩	৫	৫
১।	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০০৫ হতে ২৩/০৭/২০০৫
২।	জনাব মুহাম্মদ ইকবাল	উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গ্রেড-৪	পূর্ণকালীন	২৩/০৭/২০০৫ হতে ০৫/০৯/২০০৬
৩।	জনাব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী	উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গ্রেড-৪	পূর্ণকালীন	০৬/০৯/২০০৬ হতে ২১/১০/২০০৯
৪।	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গ্রেড-৪	পূর্ণকালীন	০১/১২/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১২

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বাংলাদেশের ৬টি সিটি কর্পোরেশন ও ৮টি পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের মান উন্নত করা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যঃ (ক) বিশেষ করে অতি দরিদ্রের জন্য সম্প্রসারিত নীতিমালা অনুসারে প্রকল্প এলাকার নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবহার এবং অতি দরিদ্রদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা; (খ) নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত করা এবং; (গ) নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে এবং কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দক্ষতা এবং আর্থিক ও প্রতিষ্ঠানিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।	বাংলাদেশের ৬টি সিটি কর্পোরেশন ও ৮টি পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নে প্রকল্পটি সহায়তা করেছে তবে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহের নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় নাই। এছাড়া প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫টি নগর মাতৃসদন এবং ১১ টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ১১ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয় নাই। এর ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জন হয় নাই বলে প্রতীয়মান হয়।

১০। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ :**

স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত পিসিআর এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে। তবে ভবনসমূহের নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

১১। **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১১.১। আলোচ্য প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫টি নগর মাতৃসদন এবং ১১ টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ১১ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়নি (অনুচ্ছেদ-৮.৪) যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

১১.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল পূর্ত কাজের কার্যাদেশ, টেষ্ট রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকল্প অফিস কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়নি। এর ফলে এ সকল পূর্ত কাজের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি (অনুচ্ছেদ-৮.৭.১ এবং ৮.৭.২)।

১১.৩। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ মগবাজারে স্থাপিত নগর মাতৃসদনের ওয়ার্ডে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৮.৭.১)।

১১.৪। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ মগবাজার ও মোহাম্মদপুরে স্থাপিত নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে আলট্রাসনোগ্রাম ৪০০-৫০০/- টাকা করে নেয়া হচ্ছে, যা গরীব রোগীদের জন্য ব্যয়বহুল বলে মনে হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৮.৭.১ এবং ৮.৭.২)।

১১.৫। ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে ২০১৩ সালে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন Normal Delivery এবং Caesarian রোগীর পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি (অনুচ্ছেদ-৮.৭.২)। ।

১১.৬। প্রকল্প মেয়াদে ৪ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্নতার সৃষ্টি করে (অনুচ্ছেদ-৮.৭)। ।

১২। **সুপারিশ/মতামত :**

১২.১। আলোচ্য প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫টি নগর মাতৃসদন এবং ১১ টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ১১ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ না করার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১১.১)।

১২.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল পূর্ত কাজের কার্যাদেশ টেষ্ট রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকল্প অফিস কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়নি। এর ফলে এ সকল পূর্ত কাজের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে গেলেও প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল পূর্ত কাজের তথ্যাদি সংরক্ষণের বিষয়ে তৎপর হতে হবে।

১২.৩। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ মগবাজারে স্থাপিত নগর মাতৃসদনের ওয়ার্ডের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

১২.৪। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ মগবাজার ও মোহাম্মদপুরে স্থাপিত নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের আলট্রাসনোগ্রাম ফি কমানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

১২.৫। ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে ২০১৩ সালে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন- Normal Delivery এবং Caesarian রোগীর পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হওয়ার কারণসমূহ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

“Sector Programme Support Management (NPD Office) for WSSPS-II of GoB-DANIDA”

সমাপ্ত ঃ ডিসেম্বর, ২০১১

১। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনী, কাকরাইল, ডিপিএইচই ভবন, ঢাকা-১০০০।

২। **নির্বাহী সংস্থা** ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের বাস্বায়ন সময় ও ব্যয় ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্বায়নকাল		প্রকৃত বাস্বায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্বায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা পিএ	**সর্বশেষ সংশোধিত** মোট টাকা পিএ	মোট টাকা পিএ	**মূল**	**সর্বশেষ সংশোধিত**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮০৮.৩০ ৩০.০০ ১৭৭৮.৩	১২৬২.২০ - ১২৬২.২০	৮৯৬.৪২ - ৮৯৬.৪২	জানু, ২০০৬ হতে ডিসে, ২০১০	জানু, ২০০৬ হতে ডিসে, ২০১১	জানু, ২০০৬ হতে ডিসে, ২০১১	-	২০%

৫। **অংগভিত্তিক অগ্রগতি ঃ** মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্বায়ন	
			বাস্তব **পরিমাণ**	**আর্থিক**	বাস্তব **পরিমাণ**	**আর্থিক**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
Supply and Service						
১।	Travel Expenses	থোক	থোক	৪.৭৫	-	৪.৪৫
২।	Telephone/Fax/ Mobile and Internet	সংখ্যা	৬টি	১০.২৪	৬টি	৯.১২
৩।	Fuel and Lubricant	সংখ্যা	২টি গাড়ী	১৫.১৯	২টি গাড়ী	১৪.৪৯
৪।	Stationary	থোক	থোক	১৭.২৩	-	১১.০৬
৫।	Training/Study Tour	সংখ্যা	১৩টি	১১১.৪২	৭০ জন	৯১.১৭
৬।	Fellowship	সংখ্যা	৪৮ জন	৯৬.১৬	৪০ জন	৬৯.৬৯
৭।	Meeting, Seminar, Conference, Workshop	থোক	থোক	৩০.২০	-	৩৩.৮০
৮।	Entertainment/Protocol	থোক	থোক	২.৩৬	-	২.০৩
৯।	Management Cost	থোক	থোক	৯.৬৬	-	১১.০২
১০।	Medical Expenses	থোক	থোক	৪.১১	-	৩.৯০
১১।	Short term Consultancy (Local)	থোক	৬টি	৬৩.০৪	১টি	৪.৯২

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২।	Project Staff Salary	সংখ্যা	৮ জন	২৫৪.০০	৮জন	২৫০.৭১
১৩।	Preparation of GoB-LS Danida-2nd & 3rd	থোক	থোক	২৩০.০১	-	৭২.৬০
১৪।	GoB Danida Sector review	থোক	থোক	২৫৫.৮৩	- (DANIDA কতৃক Sector review করা হয়েছে)	১৯৬.১৭
১৫।	Computer & Accessories	থোক	থোক	১.৩৮	-	০.৬৬
১৬।	Audit Fee (Local & International)	সংখ্যা	৩২টি	৬৮.৮৫	৩২টি	৪৫.২৫
Maintanance						
১৭।	Vehicle (Microbus)	থোক	২টি	৭.৯২	২টি	৮.৯২
১৮।	Furniture	থোক	থোক	০.৪০	-	০.২০
১৯।	Computer and accessories, automation	থোক	থোক	২.৬০	-	৩.৫১
Assistance & Grant						
২০।	Festival Bonus, Allowance & grauity	সংখ্যা	৮ জন	৫৯.৯৬	৮ জন	৪৬.৬২
২১।	Group Insurance	থোক	৬ জন	১.৪১	৬ জন	০.৮৮
Equpment purchase & Procurement						
২২।	Equipment & other materials	থোক	থোক	৭.০৬	-	৭.১০
২৩।	Computer, Laptop and accessories	সংখ্যা	৯টি	৫.৪০	৭টি	৫.৪০
২৪।	Computer software	থোক	থোক	১.৬৮	-	১.৬৮
২৫।	Furniture	থোক	থোক	০.৪৮	-	০.৪৯
২৬।	Telephone	সংখ্যা	৯টি	০.৮৭	৯টি	০.৫৮
	Total :	-	-	১২৬২.২০	-	৮৯৬.৪২

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** ঃ প্রাপ্ত পিসিআর ও সরেজমিনে পরিদর্শন প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** ঃ আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে ঃ

- আরডিপিপি পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্বায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- PEC/DPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্ব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- পাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ;
- প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৮.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

ক) GoB-Danida সমর্থিত WSSPS-II এর অধীনে ৭ টি প্রকল্পের সমন্বয় ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন।

খ) প্রোগ্রামটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল "একটি উন্নত, টেকসই পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রাখা"।

৮.২। **সংক্ষিপ্ত পটভূমি :** ডেনমার্ক সরকার ড্যানিডার মাধ্যমে ১৯৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারকে Water and Sanitation Sector Program Support (WSSPS), Phase-1 খাতে সহায়তা করে আসছে। উক্ত WSSPS-I এর কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০০৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। পুণরায় দ্বিতীয় পর্যায় WSSPS-II এর কাজ জানুয়ারী, ২০০৬ এ শুরু করার জন্য ডানিডা ও জিওবি এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৮-১২-২০০৫ তারিখে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী WSSPS-II এর চারটি অংগ যথা) (ক) Sector Policy Support Component (খ) WSS Component (গ) Sector Capacity Building Component (ঘ) Chittagong Hill Tracts HYSAWAF Fund Project। এ ৪টি অংগের আওতায় ০৭টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। **"Sector Programme Support Management (NPD Office) of WSSPS-II for GoB-DANIDA" প্রকল্পটি এই ০৭টি প্রকল্পের একটি | প্রকল্পটি বাকী ৬টি প্রকল্পের co-ordinating body** হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।

৮.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন ঃ** স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত **"Sector Programme Support Management (NPD Office) of WSSPS-II for GoB -DANIDA"** শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ০২/০৪/২০০৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ১৮০৮.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে, জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে আন্ত:খাত সমন্বয় করে প্রথম সংশোধনী এবং পরবর্তীতে, গত ০২/১১/২০১০ তারিখে ১২৬২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে প্রকল্পটির দ্বিতীয় সংশোধনী অনুমোদন লাভ করে।

৮.৪। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন ঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০০৬ থেকে ২০১১ মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৬২.২০ লক্ষ টাকার মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি ৮৯৬.৪২ এবং বাস্ব অগ্রগতি প্রায় ১০০% ।

৮.৫। **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রম** ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় যে, ২৫০০০ dk (ডেনিশ ক্রোনার) পর্যন্ত কোটেশনের মাধ্যমে এবং ২৫০০০ dk এর উপরে Crown Agent, DANIDA এর মাধ্যমে DANIDA এর সাথে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে ।

৮.৬। পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থা ঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে গত ২০/০৩/২০১৩ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার জন্য ডিপিএইচই ভবনে অবস্থিত প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটি মূলত: WSSPS-II প্রোগ্রামের ৭টি প্রকল্পের Co-ordinating body হিসেবে কাজ করেছে। এটি একটি কারিগরি প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি প্রকল্প যথাক্রমে ১। সেক্টর পলিসি সাপোর্ট ২। ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন কোস্টাল বেল্ট প্রজেক্ট ৩। হাইজিন স্যানিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট ৪। Local Government Institutions Capacity Building Project; ৫। NGO and Civil Society Networking Project; ৬। Knowledge Development and Training Networking Project; ৭। Chittagong Hill Tract HYSAWA Fund Project | পদাধিকার বলে স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়াটার সাপ্লাই উইং এর 'Joint Secretary' National Programme Director হিসেবে দায়িত্ব পালন

করেন। এ লক্ষ্যে DANIDA এর অর্থ সহযোগিতায় ০৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে DPHE ভবনে একটি অফিস পরিচালনার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয় মর্মে জানা যায়। প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ায় অফিস গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে, পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ) প্রকল্পটির অফিস সেখানে স্থাপন করা হয়েছে এবং আলোচ্য প্রকল্পের ফিন্যান্স ও এ্যাডমিন অফিসার বর্তমানে পিএসইউ প্রকল্পটিতে একই পদে কর্মরত আছেন। তাকেই আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নের সহযোগিতার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, NPD অফিস এর সাথে সকল আর্থিক লেনদেন একটি ব্যাংক একাউন্ট এর মাধ্যমে সম্পাদন করে এবং পরবর্তীতে ৬ প্রকল্পে চাহিদা ও পরিকল্পনা অনুসারে অর্থ বন্টন, সমন্বয় ও মনিটরিং করা হয়।

সমন্বয় ও মনিটরিং এর কাজ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ৬টি প্রকল্পের WSSPS-II কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট **১৩** জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফরের সংস্থান ছিল। তবে প্রাপ্ত পিসিআরে কম্পোনেন্ট ওয়াইজ প্রগ্রেস (পিসিআর পৃষ্ঠা-৫) এ ইউনিট ও প্রকৃত ভৌত কাজের বাস্বায়নের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, ১৩টি ব্যাচে মোট ৭০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ডিপিপিতে এ খাতে শুধু ইউনিট সংখ্যার বিপরীতে **১৩** উল্লেখ আছে। অন্য কোথাও নির্দিষ্ট করে বলা নেই।

এ প্রকল্পের আওতায় ৪৮ জনের Fellowship এর সংস্থানের বিপরীতে ৪০ জনকে Fellowship এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪৮ জনের পরিবর্তে কেন ৪০ জনের Fellowship এর ব্যবস্থা করা হয়েছে জানতে চাইলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান যে, Fellowship এর সকল কার্যক্রম DANIDA কর্তৃপক্ষ সম্পন্ন করেছে। তাই যাচাই-বাছাই এর পর DANIDA ৪০ জনকে Fellowship এর জন্য মনোয়ন দেন এবং তার আর্থিক ব্যয় প্রকল্প থেকে নির্বাহ করা হয়। প্রাপ্ত পিসিআরের এখাতেও ইউনিট ও প্রকৃত বাস্বায়নের অংশ ফাকা অবস্থায় পাওয়া যায়।

যৌথ সেক্টর রিভিউ অংগের আওতায় DANIDA এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে চলমান সেক্টর সাপোর্ট প্রোগ্রামটি (WSSPS-II) GoB & DANIDA কর্তৃক রিভিউ করা হয়েছে। এ রিভিউ এর মাধ্যমে অর্থ নিয়ন্ত্রণসহ এ প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়িত ৭টি প্রকল্পের সকল কাজ মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামে কি কি পরিবর্তন দরকার সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, Short-Term Consultancy অংগের আওতায় ২ জনমাসের চুক্তিতে ০১ জন পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে ০৭ টি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্সের ম্যানুয়ালের মধ্যকার অসামঞ্জস্যতা দূর করে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

সেক্টর প্রোগ্রাম সার্পোট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায় DANIDA কর্তৃক Audit করার জন্য Local & International ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে প্রোগ্রাম সার্পোট এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের উপর ৩২টি অডিট সম্পন্ন করেছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে জানা গেছে, DANIDA কর্তৃপক্ষ অডিট ফার্ম নিয়োগ করে অডিট সংক্রান্ত সকল কাজ সম্পন্নপূর্বক অডিটের ব্যয় প্রকল্প থেকে নির্বাহ করা হয়েছে।

৮.৭। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য</u> ঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জানু, ২০০৬ থেকে ডিসে, ২০১১) ৭২ মাস সময় পর্যন্ত ০৫ জন খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য দেয়া হ'ল ঃ

ক্রঃ নং	**কর্মকর্তার নাম**	**পদবী**	**পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন**	**সময়কাল**	**মন্তব্য**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
১।	বেগম রওশন আরা	এনপিডি ও পিএসইউ	০৫ মে, ২০০৬	আগষ্ট, ২০০৬	খন্ডকালীন
২।	জনাব মো: ময়াজউদ্দিন আহমেদ	এনপিডি ও পিএসইউ	১০ আগষ্ট, ২০০৬	০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮	খন্ডকালীন
৩।	জনাব মো: লোকমান হাকিম তালুকদার	এনপিডি ও পিএসইউ	১০ফেব্রুয়ারী, ২০০৮	১১ নভেম্বর, ২০০৮	খন্ডকালীন
৪।	জনাব মো: শাহজাহান আলী মোল্লা	এনপিডি অফিস	১৯ফেব্রুয়ারী, ২০০৯	২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯	খন্ডকালীন
৫।	জনাব মো: জুয়েনা আজিজি	এনপিডি অফিস	১৫ অক্টোবর, ২০০৯	৩১ ডিসেম্বর, ২০১১	খন্ডকালীন

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
GoB-Danida সমর্থিত WSSPS-II এর অধীনে ৭ টি প্রকল্পের সমন্বয় ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন।	-৭টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং WSSPS-III এর আওতায় PSU-II শুরু হয়েছে। ইতোপূর্বে Water and Sanitation Sector Programme Support-II (WSSPS-II) DANIDA সাপোর্টেড প্রকল্পের ক্ষেত্রে DANIDA নিজেরাই বাংলাদেশী প্রকল্প বাস্তবায়ন করত এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরামর্শকই Signatory হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারই প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়েছে এবং PD Signatory এর দায়িত্ব পালন করেছে।
প্রোগ্রাম সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল "একটি উন্নত, টেকসই পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রাখা।	এ প্রোগ্রামের আওতায় গৃহীত ৭টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে যা দরিদ্র হ্রাসে অবদান রেখেছে মর্মে মনে হয়।

১০। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ** ঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত পিসিআর এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১১। **বাস্তবায়ন সমস্যা** ঃ

১১.১। এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ খাতে কতজনকে এবং কোন কোন সংস্থার প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে তা ডিপিপিতে সুনির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ ছিলনা। প্রশিক্ষণটি বাস্বায়িত হবার পরও PCR এর মধ্যে এ তথ্য দেয়া হয়নি যা দেয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

১১.২। প্রাপ্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন/পিসিআরের কম্পোনেন্ট ওয়াইজ প্রগ্রেস অংশে (পিসিআর পৃষ্ঠা-৫) ইউনিট ও প্রকৃত বাস্বায়নের অংশ খালি অবস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করা কষ্টকর হয়েছে।

১১.৩। ০৫ বৎসর মেয়াদকালের প্রকল্পে ৫ জন খন্ডকালীন পরিচালক পরিবর্তন কাংখিত নয়। এর ফলে কারিগরী এ প্রকল্পের সঠিক বাস্বায়নে ও অপর ৬টি প্রকল্প পরিবীক্ষণে ও সমন্বয়ে কিছুটা সমস্যা হয়েছে।

১২। **সুপারিশ/মতামত ঃ**

১২.১। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ণের ক্ষেত্রে কোন কোন সংস্থার প্রতিনিধি ও কতজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে ডিপিপি’তে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর তা PCR এ প্রতিফলিত করতে হবে।

১২.২। পিসিআর প্রণয়নকালে আরও যত্নবান হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে হবে।

১২.৩। সঠিকভাবে প্রকল্প বাস্বায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতে ঘনঘন প্রকল্পের পরিচালক পরিবর্তন করা সমীচীন নয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

“Knowledge Development and Training Networking (KDTN)” Project (১ম সংশোধিত)

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : International Training Network(ITN) BUET, ঢাকা।
২। **নির্বাহী সংস্থা** : স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : জিওবি অনুদান ১৩৯.৩০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য (অনুদান) ৯৯০.৮১ লক্ষ টাকা
৪.১। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা পিএ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা পিএ	মোট টাকা পিএ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৭৭.৫০ ১৩৯.৩০ ৬৩৮.২০	**১১৩০.১১** ১৩৯.৩০ ৯৯০.৮১	১০৭৯.৫০ ১৩৯.৩০ ৯৪০.২০	জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০	জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	-	২০%

৫। **অংগভিত্তিক অগ্রগতি:** মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব **পরিমাণ**	**আর্থিক**	বাস্তব **পরিমাণ (%)**	**আর্থিক (%)**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	জনবল	সংখ্যা	১২	২৮৭.৫৭ ২৩.৭০*	১২	২৫৯.৬২ ২৩.৭০*
২।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী উন্নয়ন	সংখ্যা	৮৫	১১৯.৩১	১০৭	১২১.০২
৩।	গবেষণা ও উন্নয়ন	সংখ্যা	১০	৬১.৪০	১২	৫৮.৩৫
৪।	কারিকুলাম উন্নয়ন	সংখ্যা	২	৬.৪৫	২	৪.১৩
৫।	ডকুমেন্টেশন এবং পাবলিকেশন	সংখ্যা	৮	৪৮.৩২	২০	৪৩.০৫
৬।	ওয়ার্কশপ সেমিনার	সংখ্যা	৫	১৫.০০	৬	৭.৬১
৭।	সেক্টর সাপোর্ট সার্ভিসেস ও ইনফরমেশন ডিসিমেনেশন	থোক	থোক	৩৮.৪০	থোক	৩২.০৮
৮।	নেটওয়ার্কিং এবং এল্যায়েন্স বিল্ডিং	থোক	থোক	২৮.৮৮	থোক	২৩.২৯
৯।	অফিস ভাড়া, ইউটিলিটিজ,	থোক	থোক	৮১.৮০*	থোক	৮১.৮০
১০।	a অফিস ওএন্ডএম	থোক	থোক	২১.৭০	থোক	১৮.৬১
১১।	লজিস্টিক এবং আনুষংগিক	থোক	থোক	২৩.৯৭	থোক	২৬.৬৫
১২।	মিসসিলিনিয়াস	থোক	থোক	৯.২৯	থোক	৮.৭৮
১৩।	আইটিএন এর অফিস ভবন নির্মাণ	তলা	2 floor for permanent structure on an	২১৮.১০ ৩৩.৮০ *	2 floor for permanent structure on an	২১৭.৯৯ ৩৩.৮০

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব **পরিমাণ**	আর্থিক	বাস্তব **পরিমাণ (%)**	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			existing building		existing building	
১৪।	ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, লেজার প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রকল্প	সংখ্যা	৮টি পিসি, ৪ টি ল্যাপটপ, ৩টি প্রিন্টার এবং ৪ টি প্রজেক্টর	২৮.২১	৮টি পিসি, ৪ টি ল্যাপটপ, ৩টি প্রিন্টার এবং ৪ টি প্রজেক্টর	২২.৯৪
১৫।	অফিস ইকুইপমেন্ট	থোক	থোক	২৮.৮১	থোক	৩১.৭৬
১৬।	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৫৫.৪০	থোক	৬৪.৩২
	সর্বোমোট :			**১,১৩০.১১**		**১০৭৯.৫০**

* ITN, BUET এর নিজস্ব সম্পদ।

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- আরডিপিপি পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- PEC/DPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ;
- পিসিআর পর্যালোচনা।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১। **প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপটঃ**

পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে(বুয়েটে) নভেম্বর, ১৯৯৬ সালে ডানিডার সহায়তায় The International Training Network (ITN) Center প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে ITN তার কার্যক্রম শুরু করে। ITN প্রকল্পটি জুন, ২০০০ সালে সমাপ্ত হয়। ২০০২ সাল থেকে ITN কে ডানিডার সহায়তা পুষ্ট Sector Programme Support (SPS-1) প্রকল্পের একটি অঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । SPS-1 প্রকল্পের এ অঙ্গটিকে Capacity Building অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। SPS-1 প্রকল্পটি ২০০৫ সালে সমাপ্ত হয়। Knowledge Development and Training Networking (KDTN) প্রকল্পটি SPS-1 প্রকল্পের ITN অঙ্গের Follow up প্রকল্প। ITN কে সয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ডানিডার সহায়তায় বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। হাইজিন, স্যানিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই এর টেকসই উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ও টেকসই পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল ।

৮.২। **কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) Strengthen the capacity of government, local government institutions and non-government stakeholders at all levels to play the roles required to achieve the development objective; and

(খ) Enhance the capacity of ITN to promote operational management and sector support.

৮.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :**
ITN, BUET কর্তৃক বাস্তবায়িত Knowledge Development and Training Networking (KDTN)-শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পটি বিগত ২৮-০৩-২০০৬ তারিখে মোট ৭৭৭.৪৯ লক্ষ টাকা (I TN, BUET- ১৩৯.৩০ লক্ষ এবং ডেনিশ অনুদান ৬৩৮.১৯ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয় জানুয়ারী, ২০০৬-ডিসেম্বর, ২০১০ বাস্তবায়ন মেয়াদে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে, গত ০১-১২-২০১০ তারিখে জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে ১১৩০.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.৪। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত। অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৩০.১১ লক্ষ টাকার মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১০৭৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%।

৮.৫। **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ** স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে প্রাপ্ত ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় সামগ্রিক কাজটি ৪৮টি প্যাকেজের আওতায় সম্পাদন করা হয়েছে। বিদ্যমান সরকারি ক্রয়নীতি-২০০৬/বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করেই ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক জানা যায়।

৮.৬। **পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থাঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত গত ১৭.১.২০১৩ তারিখে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন, স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির অংগভিত্তিক অগ্রগতির বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

৮.৬.১। **দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ :** প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, climate change, আর্সেনিক, বর্জ ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২-৪ দিন ব্যাপী ১০৭টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে NILG, বিভিন্ন NGO, ITN এর ৮টি Sub-sector (দেশের ০৮টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), LGED, DPHE, সকল WASA, সকল পৌরসভা, সকল সিটি কর্পোরেশন, WHO, WB, UNICEF থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিদেরকে উল্লিখিত বিষয়গুলোর উন্নয়নে ITN, BUET এর গবেষনামূলক জ্ঞান disseminate করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় ১১৯.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স (প্রতিটি কোর্সে গড়ে ৩০ জন করে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে মর্মে জানা গেছে) আয়োজনের সংস্থানের বিপরীতে ১২১.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৭টি কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প পরিচালকের তথ্যমতে জানা যায় যে, নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভব ও প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা থাকায় প্রকল্পের নির্ধারিত বরাদ্দের মধ্যেই অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

৮.৬.২। **গবেষণা ও উন্নয়ন** : জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূর্ষণ নিয়ন্ত্রণ, আবহাওয়া পরিবর্তন ও আর্সেনিক সম্পর্কিত বিষয়ে এ প্রকল্পে ১০টি গবেষণা পরিচালনা ও গবেষণালব্দ তথ্য উপাত্ত প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তকরণ এ অংশের লক্ষ্য ছিল। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান যে, অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট criteria এর ভিত্তিতে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের জন্য আহবান জানানো হয়। পরবর্তীতে, উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। ডিপিপি অনুসারে ১০টি গবেষণা কার্য করার কথা থাকলেও ১২টি গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে নির্ধারিত আর্থিক বরাদ্দের মধ্যে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ায় তাদেরকে নির্দিষ্ট বরাদ্দের মধ্যে অতিরিক্ত ০২টি গবেষণা সম্পন্ন করতে হয়েছে।

৮.৬.৩। **ডকুমেন্টেশন ও পাবলিকেশন**: ডকুমেন্টেশন ও পাবলিকেশন খাতে গবেষণালব্দ তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ৪টি পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন কাজের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪৮.৩২ লক্ষ টাকা। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত পিসিআর ও সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মোট ২০টি পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশনের কাজ করা হয়েছে। Research Findings, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের Proceedings ইত্যাদির পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন করা হয়েছে। এ খাতে নির্দিষ্ট বরাদ্দের মধ্যে ১৬টি অতিরিক্ত ডকুমেন্টেশন ও পাবলিকেশন এর কাজ কাজ করা হয়েছে।

৮.৬.৪। **ওয়ার্কশপ ও সেমিনার:** জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পানি সরবারাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, আবহাওয়া পরিবর্তন, দূষণ নিয়ন্ত্রন বিষয়গুলোতে অর্জিত জ্ঞান সবার সাথে Share করতে এ প্রকল্পের আওতায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের কর্মকর্তাদের নিয়ে ৫টি ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজনের সংস্থান ছিল এবং প্রেরিত পিসিআর ও তথ্যের ভিত্তিতে জানা

যায় যে, মোট ৭.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৬টি ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, বরাদ্দকৃত টাকার অর্ধেক ব্যয় করেই ০৬টি ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কিছু ওয়ার্কশপ ও সেমিনার WB, WHO, DPHE, NILG, BADC এর Collaboration এ করায় খরচ কম হয়েছে এবং অধিক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজনের সুযোগ পাওয়া গেছে।

৮.৬.৫। **কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট** : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জনস্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, আর্সেনিক, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ দূষণ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়গুলোতে এ প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/ধারণা অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে নতুন কারিকুলাম যুগোপযোগী করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কারিকুলাম উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া কিন্তু প্রকল্প শেষ হওয়ায় এ প্রক্রিয়া থেমে গেছে।

৮.৬.৬। **সেক্টর সার্পোট ও পরামর্শক সেবা প্রদান** : জনস্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য শিক্ষা, আর্সেনিক, পরিবেশ দূষন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের যে সকল বিভাগ/সংস্থা কাজ করে তাদেরকে পরামর্শ সেবা দেওয়া হয়েছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে ১০টি টেকনিক্যাল সেশন আয়োজন করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, জাতীয় স্যানিটেশন Strategy তৈরীর সময় Policy Support Unit প্রকল্পের Sector Development Program এর Research & Development এর মূল দায়িত্ব ITN, BUET পালন করেছে এবং বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত Traning এর Traning ম্যানুয়াল প্রস্তুতিতে DPHE, NILG, বিভিন্ন NGO ও City Corporation -কে সহযোগিতা করা হয়েছে।

৮.৬.৭। **নেটওয়ার্কিং এবং এলায়েন্স বিল্ডিং** : স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও NGO যারা WATSON (Water supply & Sanitation) বিষয়ে কাজ করে তাদেরকে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপে আমন্ত্রণ জানানো এবং অনুরুপভাবে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদানের মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং এবং এলায়েন্স বিল্ডিং করাই প্রকল্পের এই অংগের লক্ষ্য ছিল। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ITN, BUET দেশে এবং বিদেশে যে সকল প্রতিষ্ঠান WATSON বিষয়ে কাজ করে তাদের সাথে নেটওয়ার্কিং এবং এলায়েন্স বিল্ডিং করতে সমর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলেন যে, বাংলাদেশের ০৮ টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ITN এর Sub-Sector স্থাপন করা হয়েছে, যা এ প্রকল্পের একটি বড় অর্জন।

৮.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জানুয়ারী, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১) ০৩ জন প্রকল্প পরিচালক পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল	মমতব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	ড: মো: মজিবুর রহমান	প্রফেসর অফ সিই, বুয়েট	খন্ডকলীন	১ জানুয়ারী, ২০০৬ থেকে ৩ আগস্ট, ২০০৮	
২।	ড: মো: হাবিবুর রহমান	প্রফেসর অফ সিই, বুয়েট	খন্ডকলীন	৩ আগস্ট, ২০০৮ থেকে ১৮ মে, ২০১১	
৩।	ড: মো: মফিজুর রহমান	প্রফেসর অব সিই, বুয়েট	খন্ডকলীন	১৮ মে, ২০১১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১	

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) Strengthen the capacity of government, local goverment institutions and non government	HYSAWA (হাইজিন, স্যানিটেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প) বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের উপর HYSAWA সেক্টরে কর্মরত বিভিন্ন প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা মানব সম্পদ উন্নয়নে সাহায্য করেছে। দেশের পানি সরবরাহের জন্য প্রধান দায়িত্বপালনকারী DPHE এর কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়েছে। officer-দের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন NGO এর প্রফেশনাল যারা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর সাথে যুক্ত তারা এ প্রকল্প থেকে

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
stakeholders at all levels to play the roles required to achieve the development objective; and	প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়াও ITN, BUET ১২টি HYSAWA বিষয়ক গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেছে যা এ সেক্টরে বিদ্যমান knowledge gap কমাতে সাহায্য করেছে। এ প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান ডেসিমিনেশন এর উদ্দেশ্যে ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
(খ) Enhance the capacity of ITN to promote operational management and sector support.	ITN এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও Sector Support প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ITN এর স্থায়ী অফিসের জন্য ০২ টি ফ্লোর নির্মাণ করা হয়েছে যা ITN, BUET এর কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে ।

১০। উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত পিসিআর এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১১। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১১.১। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, লজিস্টিক এবং আনুষংগিক অফিস ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র অংগে যথাক্রমে ১১৯.৩১ লক্ষ টাকা, ২৩.৯৭ লক্ষ টাকা, ২৮.৮১ লক্ষ টাকা ও ৫৫.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে যথাক্রমে ১২১.২০ লক্ষ টাকা, ২৬.৬৫ লক্ষ টাকা, ৩১.৭৪ লক্ষ টাকা ও ৬৪.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা প্রকল্পের কোন অংগে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংঙ্খলা পরিপন্থী।

১১.২। মাত্র ৬ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পে ৩ জন খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক রদ-বদল করা হয়েছে; যা সমীচীন হয়নি। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ বিধি অনুসারে করা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

১২। সুপারিশ/মতামতঃ

১২.১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা প্রকল্পের ৪টি অংগে অতিরিক্ত (মোট ১৬.৪২ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে করা হয়েছে। যা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের কোন সুযোগ নেই। তাই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১২.২। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনে এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারে।

১২.৩। ITN, BUET এ প্রকল্পের অধীনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গবেষণা, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছে। ফলে নিজস্ব গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে ভবিষ্যতে কারিকুলাম উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে (অনুচ্ছে-৮.৬.৫)।

" NGO & Civil Society Networking Project "

০১। প্রকল্পের অবস্থান : 351, un-served and underserved unions in 104 upazilas of 45 Districts।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার বিভাগ/NGO Forum for Drinking Water Supply & Sanitation।

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (মোঃ টাঃ) টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত	(সমাপ্ত পর্যন্ত)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১০০.০০ ৪১০০.০০ ৪১০০.০০	৫০৬০.১৫ ৫০৬০.১৫ ৫০৬০.১৫	৫০৫৯.৩৭ ৫০৫৯.৩৭ ৫০৫৯.৩৭	জানুয়ারী,২০০৬ হতে ডিসেম্বর,২০১০ পর্যন্ত	জানুয়ারী,২০০৬ হতে ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত	জানুয়ারী,২০০৬ হতে ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত	১০০%	১২০%

০৫। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৫.১। **প্রকল্পের পটভুমিঃ**

১৯৭২ সাল হতে ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর এ সহায়তা দিয়ে আসছে। জনগণকে বিশুদ্ধ/নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ এবং উন্নত স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা পুরণপূর্বক দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে ডানিডা সহায়তায় WSSPS-II শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পে সর্বমোট সাতটি অংগ রয়েছে। যথাঃ (১) National Project Director (এনপিডি) অফিস (২) Policy Support Unit (পিএসইউ) (৩) হাইসাওয়া-Local Govt. Support Unit (এলজিএসইউ) (৪) হাইসাওয়া- Fund Management Office (এফএমও) (৫) Local Govt. Institution (এলজিআই) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৬) কেডিটিএন ও (৭) এনজিও এবং সিএসএন ডব্লিউ। এই ছয়টি অংগ আবার ছয়টি উপ-প্রকল্পে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি উপ-প্রকল্প আলাদা আলাদাভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিবেচ্য উপ-প্রকল্পটি (২ নং) ''সেক্টর পলিসি সাপোর্ট অফ দি ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন সেক্টর(WSSPS-II) (কারিগরী সাহায্য প্রকল্প)'' শীর্ষক প্রকল্প শিরোনামে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়।

৫.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং উন্নত স্যানিটেশন ও হাইজিন সচেতনতার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন সেক্টরের সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসডিপি) বাস্তবায়ন, রিভিউ এবং মনিটরিং সংক্রান্ত পলিসি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে সহায়তা।

খ) সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদানপূর্বক পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং হাইজিন সার্ভিস সরবরাহের মাধ্যমে ওয়াটার সাপ্লাই, হাইজিন এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সরকারকে পলিসি তৈরী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা।

৫.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থায়ন অবস্থাঃ**

প্রকল্পটি ২৫/০১/২০০৬ তারিখে তদানিন্তন পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২৪৭৭.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ২৩৪.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ২২৪৩.৮০ লক্ষ টাকা) এবং ০১/০১/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১০ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন, বিভিন্ন অংগের ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি, নতুন অংগ অন্তর্ভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হওয়ায় গত ০৩/০৭/২০০৮ তারিখে ২৬১৭.৮০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩৪.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ২৩৮৩.৮০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পুনরায় বিভিন্ন অংগের কাজের পরিধি পরিবর্তন, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন, অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি ২য় সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় গত ২৯/১২/২০১০ তারিখে ২৯০৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৩৪.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ২৫৭৩.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয় ও ০১/০১/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১১ মেয়াদে ২য় সংশোধনী অনুমোদিত হয়।

৫.৪। সংশোধণের কারণঃ

(১) প্রকল্পে অর্থায়নকৃত বৈদেশিক মুদ্রা (ডেনিশ ক্রোনার) বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে অনুমোদিত বিভিন্ন অঙ্গের প্রাক্কলিত ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি ;

(২) মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত সময়ের জন্য পরামর্শক, জনবল (নতুন পে-স্কেল অনুযায়ী), অফিস ভাড়া এবং ষ্টেশনারী খাতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান ;

(৩) সরকার কর্তৃক শুল্ক-করাদির পরিবর্তিত হার আরোপিত হওয়ায় প্রকল্পের গাড়ী ক্রয়ের বরাদ্দকৃত সিডি/ভ্যাট খাতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান ; এবং

(৪) স্থানীয় সরকার বিভাগের MIE উইং, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং এতদ্সম্পর্কিত অন্যান্য সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে WSS sub-sector planning and monitoring-কে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে PSU এর কার্যপরিধি বৃদ্ধি।

০৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত)	
			বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১/						
(১)	Knowledge, awareness, motivation and skills of FNGOs, PSOs, LGIs and relevent stakeholders increased to lead CLTs, SHB and SWS at community level		141363	2919.56	140563	2919.11
(২)	Knowledge and skills of local theatre/cultural groups enhanced to play catalic role in promotion of safe Watsan and hygiene issues at community level		32	123.61	32	123.59

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত)	
			বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(৩)	Advocacy & networking with policy-makers and civil society strengthened to facilitate promotion of enabling sectoral policies and relevant issues					
(৪)	Capacity of the PSOs & CBOs to facilitate access to and availability of low-cost appropriate hygienic latrine and safe water option increased		1661668	844.14	1661668	844..01
২						
(১)	Operation & management capacity of NGO Forum enhanced		157	63.21	157	63.20
(২)	Organizational income increased to reduce donor dependency gradually		1	60.14	1	60.14
	Total=			**5060.15**	**(%)**	**5059.37 (%)**

- প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি % এবং বাস্তব অগ্রগতি % (প্রায়)।

০৭। প্রকল্পটির বছর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নে প্রদান কর হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত)		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
১							
২০০৫.২০০৬	২৬৭.৬১	২৬৭.৬১	২৬৭.৬১	৩৪৩.৪০	২৬৭.৬১	২৬৭.৬১	২৬৭.৬১
২০০৬-২০০৭	৯৬৭.০৭	৯৬৭.০৭	৯৬৭.০৭	৯৮৮.২১	৯৬৬.০৭	৯৬৬.০৭	৯৬৬.০৭
২০০৭-২০০৮	৮৪৪.৭৪	৮৪৪.৭৪	৮৪৪.৭৪	৮৪৫.০৭	৭৪১.২৯	৭৪১.২৯	৭৪১.২৯
২০০৮-২০০৯	৮১৫.৮০	৮১৫.৮০	৮১৫.৮০	৯৬৩.১৮	৭৫০.৫০	৭৫০.৫০	৭৫০.৫০
২০০৯-২০১০	৯৪৩.০০	৯৪৩.০০	৯৪৩.০০	৫২৮.৫৮	৮৫৪.৬২	৮৫৪.৬২	৮৫৪.৬২
২০১০-২০১১	১০৬৪.০০	১০৬৪.০০	১০৬৪.০০	৯৭৪.৫৭	১০৬২.৪৪	১০৬২.৪৪	১০৬২.৪৪
২০১১-২০১২	৪২০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০	৪১৭.১৪	৪১৬.৮৪	৪১৬.৮৪	৪১৬.৮৪
সর্বমোট=	**৫৩২২.২২**	**৫৩২২.২২**	**৫৩২২.২২**	**৫০৬০.১৫**	**৫০৫৯.৩৭**	৫০৫৯.৩৭	৫০৫৯.৩৭

৮। **প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১। সেক্টর পলিসি সাপোর্ট অব দি ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন (WSSPS-II) শীর্ষক প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্প হিসেবে পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ) গ্রহণ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ/ব্যবহার, স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত সচেতনতা এবং ব্যবহার উপযোগীকরণের জন্য সরকারকে বিভিন্ন পলিসি প্রণয়নে সাপোর্ট, দিকনির্দেশনা এবং কৌশলপত্র প্রণয়নে পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ) সহায়তা প্রদান করেছে। পিএসইউ কর্তৃক ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্ট তৈরী এবং এ সংক্রান্ত ডাটাবেজ স্থাপনের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার বর্তমান অবস্থা ও দূর্বলতা সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল হতে পারবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। এতে সরকার দেশের

ওয়াটার সাপ্লাই, সেনিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা সম্পর্কে আপ-টু-ডেট তথ্য জানতে পারবে এবং কোন কাজের দ্বৈততা পরিহারপূর্বক সঠিক স্থানে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

৮.২। ডিপিপি'র প্রাক্কলন অপেক্ষা অধিক ব্যয়কৃত খাতসমূহঃ পিসিআর অনুসারে অংগভিত্তিক ব্যয় বিবরণী হতে দেখা যায় যে, দেশীয় পরামর্শক খাতে ৪৩০ জনমাসের বিপরীতে ৫৩৪ জনমাস এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৩৮.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১০৪১.১০ লক্ষ টাকা, ওয়ার্কশপ মিটিং খাতে ৫৬টি ওয়ার্কশপের বিপরীতে ৫৮টি ওয়ার্কশপ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২২৬.০৬ লক্ষ টাকা, ইন্টারটেইনমেন্ট (আপ্যায়ন) খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬.৯০ লক্ষ টাকা, ডকুমেন্ট বুক রিপোর্ট খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৩.৪২ লক্ষ টাকা, পার্সন্যাল বেনিফিটস খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৯৪.৩০ লক্ষ টাকা, ভেহিক্যাল মেইনটেনেন্স খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৩.২২ লক্ষ টাকা, জেনারেটর মেইনটেনেন্স খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১০.০০ লক্ষ টাকা বিপরীতে ১৩.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় ডিপিপিতে খাতওয়ারী প্রাক্কলন অপেক্ষা বেশী ব্যয় করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় করা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এ ধরণের অনিয়মতান্ত্রিক ব্যয় গ্রহণযোগ্য নয়।

৮.৩। প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ বাবদ ১০৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে যার মধ্যে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ১৬৫ জনদিবসে ৮২.২৩ লক্ষ টাকা এবং স্থানীয় প্রশিক্ষণ বাবদ ২৯৫ জনদিবসে ২২.৭৭ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন সেবা উন্নয়নে প্রশিক্ষনার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ছিল বৈদেশিক প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। এ বৈদেশিক প্রশিক্ষণে Local Govt. Division (LGD)-Water Supply Sector (WSS), LGD Planning Branch, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, আইএমইডি এবং এলজিআই এর প্রতিনিধি ও প্রকল্পের স্টাফদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ বাবদ ১০৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৬.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে । ট্রেনিং সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ডিপিএইচই-৬ জন, এলজিডি-৮ জন, প্রজেক্ট রিপ্রেজেন্টিব-২, ইআরডি-১ সহ মোট ১৭ জনকে মোট ৪৯ জনদিবস বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের কোন প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৮.৪। এ্যাকশন রিসার্চ এবং ওয়ার্কশপ/মিটিং: প্রকল্পের আওতায় ৬টি এ্যাকশন রিসার্চ বাবদ ২৮১.০০ লক্ষ টাকা এবং ৫৬টি ওয়ার্কশপ/মিটিং বাবদ মোট ২০৩.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। অংগ দুটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন এবং হাইজিন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ম্যানুয়াল, গাইড লাইন্স এবং পলিসি প্রণয়ন এবং তা ওয়ার্কশপ/মিটিংয়ের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ পূর্বক অনুমোদনের জন্য খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ। ৬টি এ্যাকশন রিসার্সের জন্য ২৮১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও মাত্র ৩টি এ্যাকশন রিসার্সে ১৮৯.০১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫০% কাজ করে ৬৭.৩০% ব্যয় হয়েছে যা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে, এ্যাকশন রিসার্চ এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে যে সমস্ত ফলাফল পাওয়া গেছে তা এ্যাকশন রিপোর্টে বর্ণিত/ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৮.৫। পলিসি সাপোর্ট ইউনিট অফিস স্থাপন, যানবাহন ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায় যানবাহন ক্রয় বাবদ ৩৬.৪১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১০০% অর্থ ব্যয় করে সংস্থান অনুযায়ী একটি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের সংস্থানের বিপরীতে ১১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (Sub Contracting Office Building) পিএসইউ এর জন্য ডিপিএইচই ভবনে অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ভবনটি আপাতঃ দৃষ্টিতে দৃষ্টি নন্দন প্রতীয়মান হয়েছে। তবে প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী পরিবহন পুলে জমা প্রদানের বিধান থাকলেও তা পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি।

৮.৬। স্টাডি ট্যুরসঃ অত্র প্রকল্পের ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি স্টাডি ট্যুর এর সংস্থান ছিল। স্টাডি ট্যুরগুলো LGD-WSS, LGD'র Planning Branch, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, আইএমইডি এবং এলজিআই এর প্রতিনিধি ও প্রকল্পের স্টাফদের সমন্বয়ে বাস্তবায়নের সংস্থান ছিল এবং প্রতিটি স্টাডি ট্যুরে ১০-১৪ জন কর্মকর্তার অংশ গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। ডিসেম্বর,২০১১পর্যন্ত এখানে মোট ১৪৯.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মোট ৬টি স্টাডি ট্যুর (ব্যাচ) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্টাডি ট্যুর সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে বিভিন্ন সংস্থার ৬৬ জন প্রতিনিধিকে স্টাডি ট্যুরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের কোন প্রতিনিধি স্টাডি ট্যুরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবসহাঃ**

৯.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

উদ্দেশ্য	বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের অর্জিত ফলাফল
Broad-based Stakeholder agreement reached on a gender and poverty sensitive SDP to act as a framework for a Possible Sector Wide Approach (SWA)	1.Revising the Sector Development Plan (DSP)	DSP প্রণয়ন, সরকার কর্তৃক অনুমোদন, মুদ্রণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার নিকট ডিও ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারী করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য	বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের অর্জিত ফলাফল
	2.National Hygiene Promotion Strategy/ Guidelines (NHPS)	-ঐ-
Strategy and Protocol developed and Progress Monitored for achieving community Led Total Sanitation and Hygiene for all, especially hardcore poor, by 2010.	1.Environmental Sanitation Water Supply & Sanitation 2.National MIS Preparation for WSS Sector	স্টাডি সমাপ্ত ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। স্টাডি সমাপ্ত ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
Capacity of the sector to ensure safe water for all, up to basic minimum need level, especially the hardcore poor, and monitoring total water quality, especially arsenic and salinity, is enhanced, by formulation & implementation of water safety framework by 2008.	1.National Water Safety Framework (WSF) for WSS sector. 2.National Ground Water Mapping (GWM) for WSS sector. 3.Learning Workshop on Strategy Followed to Provide WSS Services to the Hard to Reach People 4.National Vetting Guideline for WSS Sector. 5.National Cost Sharing Strategy for Water Supply and Sanitation in Bangladesh. 6.National Strategy for Supply and Sanitation.	প্রণয়ন, সরকার কর্তৃক অনুমোদন, মুদ্রণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার নিকট ডিও ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুর্গম এলাকা কিভাবে পানি সরবরাহ করা যায় সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য ধারণা পাওয়ার নিমিত্তে ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। প্রণয়ন, সরকার কর্তৃক অনুমোদন, মুদ্রণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার নিকট ডিও ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। -ঐ- -ঐ-
Capacity Development Support to Stakeholder’s Representatives	1.Local Training Support 2.International Training Support 3.Abroad Study tour Support	ডিপিএইচই পৌরসভা ও এলজিডি প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারী প্রতিনিধি ১৩ জন এবং প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৪ জনকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারী প্রতিনিধি ৩৩ জন, এলজিআই প্রতিনিধি ১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
Systems for Decentralised Administrative, Managerial and Financial Authority Prepared for Complete Develution of these Authorities to LGIs for Delivery of Water and Sanitation under a Decentralised HYSAWA Mechanism	1.Pilot Modalities and Process Monitoring and Process Monitoring of the HYSAWA Project. 2.Advocated for decentralized WSS service delivery system in local, regional, national and international forums	স্টাডি সমাপ্ত ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও সেবার আন্তর্জাতিক ফোরামে সেবার বিকেন্দ্রিকরণের প্রচারণা চালানো হয়েছে।
Policy, Strategy and Decision Supports	1.Secretarial Support Providing to WSS Sector, NFWS, PSC.	Water Supply Sector (WSS), NFWS & Project Starring Committee (PSC) -কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্মারণীতে বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং তা গ্রহণযোগ্য অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায় থেকে কমিউনিটি পর্যায়ে অনেক সংখ্যক ওয়ার্কশপ, সেমিনার, পরামর্শকমূলক সভা ও আলোচনামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ**

এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট পাঁচ বছরে ৩ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নীচে প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	চাকুরীর ধরণ	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	মোঃ ময়েজউদ্দিন,	৩০/০৩/২০০৬ হতে ২৪/০২/২০০৮		খন্ডকালীন
২।	মোঃ লোকমান হাকিম তালুকদার	২৪/০২/২০০৮ হতে ১১/১১/২০০৮		খন্ডকালীন
৩।	মোঃ শরিফুল ইসলাম	১১/১১/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১২		পূর্ণকালীন

১১। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১১.১। পিসিআর অনুসারে অংগভিত্তিক ব্যয় বিবরণী হতে দেখা যায় যে, দেশীয় পরামর্শক খাতে ৪৩০ জনমাসের বিপরীতে ৫৩৪ জনমাস এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৩৮.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১০৪১.১০ লক্ষ টাকা, ওয়ার্কশপ মিটিং খাতে ৫৬টি ওয়ার্কশপের বিপরীতে ৫৮টি ওয়ার্কশপ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২২৬.০৬ লক্ষ টাকা, ইন্টারটেইনমেন্ট (আপ্যায়ন) খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬.৯০ লক্ষ টাকা, ডকুমেন্ট বুক রিপোর্ট খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৩.৪২ লক্ষ টাকা, পার্সন্যাল বেনিফিটস খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৯৪.৩০ লক্ষ টাকা, ভেহিক্যাল মেইন্টেনেন্স খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৩.২২ লক্ষ টাকা, জেনারেটর মেইন্টেনেন্স খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১০.০০ লক্ষ টাকা বিপরীতে ১৩.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় করা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। প্রকল্পটি দুইবার সংশোধন করা হয়েছে কিন্তু এ ব্যত্যয়গুলি নিয়মতান্ত্রিক করা হয়নি।

১২। সুপারিশঃ

১২.১। অত্র প্রকল্পের কিছু কিছু অংগে অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন করা হয়েছে কিন্তু এ ব্যত্যয়গুলি নিয়মতান্ত্রিক করা হয়নি যা গ্রহণযোগ্য নয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করবে (৮.২/১১.১) ;

১২.২। প্রশিক্ষণ ও স্টাডি ট্যুরে টিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত সকল সংস্থার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণকালে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুরে সংস্থান অনুযায়ী সকল সংস্থার প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুরের আয়োজন করতে হবে মর্মে মন্ত্রণালয় সংস্থাকে জানিয়ে দিবে (৮.২/১১.১) ;

১২.৩। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন সরকারী নিয়মানুযায়ী জমা না দিয়ে বর্তমানে কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে বা এর বর্তমান অবস্থা কি বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে এবং তা আইএমইডিকে অবহিত করবে (৮.৫)।

১২.৪। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংগের অনুমোদিত প্রাক্কলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ব্যয় নির্বাহের বিষয়ে মন্ত্রণালয় সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে (১১.১) ।

"জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরন (২য় পর্যায়)"

(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২৮টি জেলা এবং নির্বাচিত পৌরসভাসমূহ।
২। **নির্বাহী সংস্থা** ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রকল্প সাহায্য)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৮৯৬.৩০ (৫৬০০.০০)	৪৯২৮.৩৭ (৪৬৩৪.৮২)	৩৯৬৪.৮৫ (৩৬৮১.২৪)	জানুয়ারী,২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১০	জানুয়ারী, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	জানুয়ারী, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	প্রযোজ্য নয়	১.৫ বছর (৩৭.৫%)

৫। **অংগভিত্তিক অগ্রগতি** ঃ

মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমান	আর্থিক	বাস্তব পরিমান	আর্থিক (%)
১।	Officer's salary	জন	৭	৩৫.০০	৬ (৮৫.৭%)	৩৪.৬৬ (৯৯%)
২।	Staff Salary	জন	৩	৫.০০	২ (৬৬%)	৪.০৯ (৮১%)
৩।	Staff (outsource)	জন	৪	১০.০০	৪ (১০০%)	৯.৫৯ (৯৬%)
৪।	Allowance	জন	১৪	৩৯.০০	১২ (৮৫.৭%)	৩৬.৮৭ (৯৪.৫%)
৫।	Consultants	জন	২	৮৪.০০	২ (১০০%)	৬০.০০ (৭১.৪%)
৬।	Supply & Service	সংখ্যা	১	৮.০০	১ (১০০%)	৭.৬৮ (৯৬%)
৭।	Operation & Maintenance	--	থোক	৫৩.০০	(১০০%)	৪৪.৯৪ (৮৪.৯%)
৮।	Legal Policy Reform	--	থোক	৬.৮০	(১০০%)	৪.০০ (৫৮%)
৯।	Orientation Training/Workshop	--	থোক	৮০০.০০	(১০০%)	৭৬৩.৯২ (৯৫.৪%)
১০।	Monitoring & Evaluation	সংখ্যা	৬৪	৩০০.৮০	৬৪ (১০০%)	১৪৭.১৬ (৪৮.৯%)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমান	আর্থিক	বাস্তব পরিমান	আর্থিক (%)
১১।	Multi-Sectoral Coordination	সংখ্যা	৫	৪.২০	৫ (১০০%)	৪.০০ (৯৫%)
১২।	Materials	থোক	থোক	১০২১.৫০	(১০০%)	৮৯৯.৩০ (৮৮%)
১৩।	Special Initiatives under Privileged	--	থোক	১.৯০	(১০০%)	০.৫০ (২৬%)
১৪।	Software Developments	--	থোক	১১.৩০	(১০০%)	৪.০০ (৩৫%)
১৫।	Advocacy Materials	সংখ্যা	১০২০০০২৪	৪২১.০০	১০২০০০২৪ (১০০%)	২৩৪.১৮ (৫৬%)
১৬।	Wide area network	-	থোক	২৫২.৭৮	থোক (১০০%)	৭৪.০৪ (২৯%)
১৭।	Office Equipment	সংখ্যা	১০	৫.৯৯	১০ (১০০%)	৪.৩৯ (৭৩%)
১৮।	Furniture	সংখ্যা	৩০০০	১১৩.৩৫	৩০০০ (১০০%)	৯২.০০ (৮১%)
১৯।	Computer Set	সংখ্যা	১০১৫	১৪৯৮.০০	১০১৫ (১০০%)	১২৯১.৩৯ (৮৬%)
২০।	Vehicle	সংখ্যা	১	২২.০০	১ (১০০%)	২২.০০ (১০০%)
২১।	Telephone	সংখ্যা	২	২.৭৫	২ (১০০%)	০.৯৮ (৩৫%)
২২।	E-mail	--	১	১.০০	১ (১০০%)	০.৪৭ (৪৭%)
২৩।	Media Campaign	--	থোক	১০.০০	(১০০%)	৯.৬৩ (৯৬%)
২৪।	UNICEF Support Cost	--	থোক	৩৩.০০	(১০০%)	২৮.০০ (৮৫%)
২৫।	CD Vat	--	১	১৮৮.০০	১ (১০০%)	১৮৭.০৬ (৯৯.৫%)
	সর্বমোট :			**৪৯২৮.৩৭**	**(১০০%)**	**৩৯৬৪.৮৫ (৮০%)**

- অবশিষ্ট অর্থ প্রকল্পের পরবর্তী (৩য়) পর্যায়ে নেয়া হয়েছে।

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

৭.১। **প্রকল্পের প্রেক্ষাপট** :

UNICEF এর আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ১৯৯৬ সালে স্বল্প পরিসরে জন্ম নিবন্ধনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ২০০১-২০০৬ সময়ে ২৮টি নির্বাচিত জেলা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এই কর্মসূচীকে সম্প্রসারণ করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমে নিযুক্ত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি,

এ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (ফরম, রেজিষ্টার, প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি) মুদ্রণসহ এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, নির্বাচিত জেলাসমূহের ০-৫ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য নিবন্ধন করা হয়। পরবর্তীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইনকে হালনাগাদ করা হয় এবং ৭ ডিসেম্বর, ২০০৪ থেকে উহা কার্যকর হয় এবং এ আইনের আওতায় ইতোমধ্যে ৫টি সংশ্লিষ্ট বিধি অনুমোদন করা হয়েছে। দেশে জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার জন্য বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকল্পে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- সবার জন্য জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ;
- বয়স প্রমাণের জন্য এবং অন্যান্য অধিকার ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধন প্রত্যায়নপত্র ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নিবন্ধনকারী ও অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- নিয়মিতভাবে টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ ও তা চলমান রাখা;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এর আলোকে প্রয়োজনীয় আইন/বিধি/নীতি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান;
- জন্ম নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উপকরণ (ফরম, রেজিস্টার, বই ইত্যাদি) সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- ইলেকট্রনিক জন্ম নিবন্ধন পদ্ধতির সম্প্রসারণ এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি Central Database স্থাপন এবং
- গণমাধ্যমের সহায়তায় 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন' কর্মসূচী সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :**

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য **"জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরন (২য়** পর্যায়**)"** শীর্ষক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক মোট ৫৮৯৬.৩০(জিওবি- ২৯৬.৩০ এবং UNICEF-৫৬০০.০০) লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী'২০০৭- জুন'২০১০ মেয়াদে গত ০৩-১২-২০৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে, মাননীয় পকিল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৪-২০১২ তারিখে মোট ৪৯২৮.৩৭ (উনপঞ্চাশ কোটি আঠাশ হাজার) লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৪৬৩৪.৮২ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ২৯৩.৫৫ লক্ষ টাকা জিওবি অনুদান, ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৭- ডিসেম্বর ২০১১ মেয়াদে ১ম সংশোধিত অনুমোদিত হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :**

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী'২০০৭- ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯২৮.৩৭ লক্ষ টাকা মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি ৩৯৬৪.৮৫ লক্ষ (৮১%) টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৭.৫। **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পের আওতায় সকল ধরনের ক্রয় কার্যক্রম ইউনিসেফ কর্তৃক সম্পন্ন করে প্রকল্প অফিসে সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেছেন।

৭.৬। **পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থাঃ**

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত গত ২০-০২-২০১৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের অংশ বিশেষ গাইবান্ধা জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন করে মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কাজের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

৭.৬.১ গাইবান্ধা পৌরসভা : গাইবান্ধা পৌরসভার আওতায় মোট ৯টি ওয়ার্ড রয়েছে যার সর্বমোট জনসংখ্যা ২০১১ এর আদমশুমারী অনুযায়ী ৬৮৮৩৫ জন জন্ম মৃত্যু প্রকল্পের নিবন্ধনের আওতায় এ পৌরসভায় ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে একটি রেজিষ্টার খোলা হয়। এ রেজিষ্টারে দেখা যায়, সর্বমোট ৭২৮৯২ জনের নিবন্ধন হয়েছে। গাইবান্ধা পৌরসভার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধক জনাব মো: আব্দুর রহিম আকন্দ জানান, মূলত: ২০০৮ সালে প্রকল্পের আওতায় ৪৬ জন লোক নিয়োগ করে জন্ম নিবন্ধনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সে সময় তারা ৬৫,০০০ লোকের জন্ম নিবন্ধন সম্পাদন করা হয়। আংশিক নিবন্ধনের কাজ পরবর্তীতে পৌর এলাকার জনগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য কর্মীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট লোকের জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে। গাইবান্ধা পৌরসভায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে একটি মৃত্যু রেজিষ্টার খোল হয়। মূলত: এ সকল মৃত ব্যক্তিদের তথ্য পৌরসভাধীন গোরস্থান এবং শ্মশান ঘাটের কেয়ার টেকারের নিকট হতে সংগ্রহ করা হয়।

প্রকল্পের আওতায় ২০১০ সালে প্রকল্প অফিস হতে একটি এইচপি-৪৪২০৫ মডেলের একটি ল্যাপটপ এবং একটি এইচপি ব্র্যান্ডের প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছিল। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, এ কম্পিউটার নষ্ট অবস্থায় পড়ে আছে। প্রকল্পের আওতায় ২০০৮ সালে অত্র পৌরসভার একজন কর্মচারী জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কর্মশালা অংশগ্রহণ করেছিলেন এ পৌরসভায় জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইন ডাটা বেজে এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা পৌরসভার অনুকূলে কত টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল এবং কত টাকা তারা ব্যয় করতে পেরেছে- এ সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে পারেন নাই। গাইবান্ধা পৌরসভার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে জানা যায়, অত্র পৌরসভায় ২০১১ সালে আদম শুমারী অনুযায়ী মোট জন সংখ্যা ৬৮৮৩৫ অথচ নিবন্ধিত জন সংখ্যা ৭২৮৯২ হয়েছে। এর কারণ প্রায়শঃই ভিন্ন নামে আলাদা জন্ম নিবন্ধন সনদ দিতে বিভিন্ন চাপের মুখে তাদেরকে পড়তে হয় মর্মে গাইবান্ধা পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। এর ফলে এলাকার সঠিক জনসংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তিনি আরও জানান, বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সার্ভারে সংযোগ প্রক্রিয়ায় সমস্যা থাকায় প্রায়শ:ই তারা ডাটা এন্ট্রি সমস্যার সম্মুখীন হন।

৭.৬.২ সাহাপারা ইউনিয়ন পরিষদ, গাইবান্ধা : গাইবান্ধা সদর থানা অন্তর্ভুক্ত সাহাপারা ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ডে সর্বমোট জনসংখ্যা ২২০০০ জন। এ ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, জনাব মাসুদার রহমান জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্পের কাজ করে থাকেন। সাহাপারা ইউনিয়ন পরিষদের আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে একটি রেজিষ্টার খোলা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, এ রেজিষ্টারে সর্বমোট ৩০,০০০ জনের নিবন্ধন হয়েছে। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধক জনাব মাসুদার রহমান জানান, ২০০৬ সালে প্রকল্পের আওতায় ২০ জন লোক নিয়োগ করে অত্র ইউনিয়নাধীন জন্ম-মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সে সময় তারা ২২,০০০ লোকের জন্ম নিবন্ধন সম্পাদন করা হয়। অবশিষ্ট নিবন্ধের কাজ পরবর্তীতে জনগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদান করলে সে সকল প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অবশিষ্ট লোকের জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে। সাহাপারা ইউনিয়ন পরিষদে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০০৭ সালের জানুযারী মাসে একটি মৃত্যু রেজিষ্টার খোল হয়। মূলত: এ সকল মৃত ব্যক্তিদের তথ্য গ্রাম পুলিশের নিকট হতে সংগ্রহ করা হয়। এই রেজিষ্টারটি পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করা হয় নাই। এর কারণ হিসেবে জনাব মাসুদার রহমান জানান, বর্তমানে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব জনবল না থাকায় এ ধরনের তথ্য পূরণে প্রায়শ:ই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য প্রকল্প হতে সাহাপারা ইউনিয়ন পরিষদে কোন ধরনের ল্যাপটপ বা প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়নি। তবে তাদের নিজস্ব কম্পিউটার এবং গ্রামীণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনে সরবরাহ করে থাকে। এ ইউনিয়ন পরিষদের সচিব বলেন, ইন্টারনেট স্পিড অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন হওয়ায় তারা ডাটাবেজে দ্রুত তথ্য এন্ট্রি করতে পারা সম্ভব হয় না। সাহাপারা ইউনিয়ন পরিষদের ডাটাবেইজ সিস্টেম চালু করে দেখা গেছে, বাস্তবিকভাবেই এখানকার ইন্টারনেট স্পীড অত্যন্ত কম, যাতে ডাটা এন্ট্রি প্রায় অসম্ভব। প্রকল্পের আওতায় অত্র ইউনিয়ন পরিষদের ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের সর্বোমোট ৬৩,৪৮০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছিল। যার বিপরীতে ২৯,৯৬৯.০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৩,৫১১.০০ টাকা প্রকল্প অফিসে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

৭.৭। <u>**প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**</u>

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জুলাই, ২০০৩ থেকে জুন, ২০১২) ০৩ জন প্রকল্প পরিচালক পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য দেওয়া হল :

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১	২	৩	৫	৫
১।	জনাব এ. কে.এম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব	পূর্ণকালীন	২৭-০৪-২০০৮ থেকে ১০-১০-২০১১
২।	মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ-সচিব	খন্ডকলীন	০৮-০৫-২০০৮ থেকে ৩০-০৬-২০১২

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
সবার জন্য জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ;	সবার জন্য জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত হয় নাই।
বয়স প্রমাণের জন্য এবং অন্যান্য অধিকার ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধন প্রত্যায়নপত্র ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;	বয়স প্রমাণের জন্য এবং অন্যান্য অধিকার ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধন প্রত্যায়নপত্র ব্যবহারের বিষয়টি সম্পূর্ণরুপে নিশ্চিত হয় নাই;
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নিবন্ধনকারী ও অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি;	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নিবন্ধনকারী ও অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে;
নিয়মিতভাবে টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ ও তা চলমান রাখা;	নিয়মিতভাবে টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ ও চলমান রয়েছে;
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এর আলোকে প্রয়োজনীয় আইন/বিধি/নীতি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান;	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এর আলোকে প্রয়োজনীয় আইন/বিধি/নীতি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;
জন্ম নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উপকরণ (ফরম, রিজিস্টার, বই ইত্যাদি) সরবরাহ নিশ্চিত করা;	জন্ম নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উপকরণ (ফরম, রিজিস্টার, বই ইত্যাদি) সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে;
ইলেকট্রনিক জন্ম নিবন্ধন পদ্ধতির সম্প্রসারণ এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি Central Database স্থাপন; এবং	ইলেকট্রনিক জন্ম নিবন্ধন পদ্ধতির সম্প্রসারণ এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি Central Database স্থাপন হলেও তা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হয় নাই; এবং
গণমাধ্যমের সহায়তায় 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন' কর্মসূচী সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি।	গণমাধ্যমের সহায়তায় 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন' কর্মসূচী সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি হয়েছে।

৯। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ** :
স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত পিসিআর এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হয় নাই।

১০। **বাস্তবায়ন সমস্যা** :

১০.১। আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল একটি সার্বজনীন অনলাইন ডাটাবেজ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২৮টি উপজেলায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করা, কিন্তু এটি সফলভাবে এখনো কার্যকর হয় নাই। কারণ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সরঞ্জমাদি অকেজো হওয়া এবং সার্ভার সংযোগ প্রক্রিয়ায় সমস্যা রয়েছে বলে জানা গেছে (অনু:-৮)।

১০.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে সকল ল্যাপটপ ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অফিসে ফেলে রাখা হয়েছে। এ সকল ল্যাপটপ মেরামতের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় নাই (অনু:-৭.৬.১)।

১০.৩। শুধুমাত্র প্রকল্প বাস্তবায়ন নয় প্রকল্পের স্থায়িত্বই মূখ্য বিষয়। এ জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকৃত সকল যন্ত্রপাতির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কারণ প্রকল্প সমাপ্তির পর পরই প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত কম্পিউটারগুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে। সুতরাং প্রকল্প বাস্তবায়নে তার স্থায়িত্বের বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া যেতে পারে।

১০.৪। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা পৌরসভায় কি পরিমান বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল এবং কি পরিমান ব্যয় করা হয়েছে তার কোনো তথ্য প্রদান করতে না পারা কোনো ভাবেই কাম্য হতে পারে না (অনু:- ৭.৬.১)।

১০.৫। একই ব্যক্তির ভিন্ন নামে আলাদা জন্ম সনদ প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের চাপের মুখে পড়ছে বলে গাইবান্ধা পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন। এর ফলে দ্বৈত জন্ম নিবন্ধন হওয়ায় এলাকার সঠিক জনসংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন হচ্ছে (অনু:- ৭.৬.১)।

১১। সুপারিশ/মতামত :

১১.১। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সরঞ্জমাদি অকেজো হওয়া এবং সার্ভার কানেকটিভিটি সমস্যা থাকায় প্রকল্পের মাধ্যমে একটি সার্বজনীন অনলাইন ডাটাবেজ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২৮টি জেলায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের কাজ সফলভাবে এখনো কার্যকর হয় নাই। এ বিষয়গুলোর কারণ অনুসন্ধান করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনু:-১০.১)।

১১.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে সকল ল্যাপটপ ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছিল সেগুলো মেরামতের অথবা নতুন ল্যাপটপ ও প্রিন্টার সরবরাহ করা যেতে পারে (অনু:-১০.২)।

১১.৩। প্রকল্পের স্থায়িত্বের জন্য প্রকল্প শেষেই রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল (অনু:-১০.৩)।

১১.৪। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা পৌরসভায় কি পরিমান বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল এবং কি পরিমান ব্যয় করা হয়েছে তার কোনো তথ্য প্রদান করতে না পারার কারণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে (অনু:- ১০.৪)।

১১.৫। দ্বৈত জন্ম নিবন্ধনের বিষয়টি একবারেই পরিহার করা উচিত নতুবা সঠিক জনসংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়বে (অনু:- ৭.৬.১)। দ্বৈত জন্ম নিবন্ধন রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

‘‘সেক্টর পলিসি সাপোর্ট অফ দি ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন সেক্টর(WSSPS-II) (কারিগরী সাহায্য প্রকল্প) ’’
সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১

০১। প্রকল্পের অবস্থান : ১৪ শহীদ ক্যাপঃ মনসুর আলী স্মরণী, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্ত পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (মোঃ টাঃ) টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২,৪৭৭.৮০ ২৩৪.০০ ২,২৪৩.৮০	২,৯০৭.০০ ৩৩৪.০০ ২,৫৭৩.০০	২,৮০৩.৮৬	জানুঃ,২০০৬হতে ডিসেঃ,২০১০ পর্যন্ত	জানুঃ,২০০৬হতে ডিসেঃ,২০১১ পর্যন্ত	জানুঃ,২০০৬হতে ডিসেঃ,২০১১ পর্যন্ত	-	১২৫%

০৫। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৫.১। **প্রকল্পের পটভুমিঃ**

১৯৭২ সাল হতে ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর এ সহায়তা দিয়ে আসছে। জনগণকে বিশুদ্ধ/নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ এবং উন্নত স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা পুরণপূর্বক দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে ডানিডা সহায়তায় WSSPS-II শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পে সর্বমোট সাতটি অংগ রয়েছে। যথাঃ (১) National Project Director (এনপিডি) অফিস (২) Policy Support Unit (পিএসইউ) (৩) হাইসাওয়া- Local Govt. Support Unit (এলজিএসইউ) (৪) হাইসাওয়া- Fund Management Office (এফএমও) (৫) Local Govt. Institution (এলজিআই) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৬) কেডিটিএন ও (৭) এনজিও এবং সিএসএন ডব্লিউ। এই ছয়টি অংগ আবার ছয়টি উপ-প্রকল্পে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি উপ-প্রকল্প আলাদা আলাদাভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিবেচ্য উপ-প্রকল্পটি (২ নং) ‘‘সেক্টর পলিসি সাপোর্ট অফ দি ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন সেক্টর(WSSPS-II) (কারিগরী সাহায্য প্রকল্প) ’’ শীর্ষক প্রকল্প শিরোনামে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়।

৫.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং উন্নত স্যানিটেশন ও হাইজিন সচেতনতার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন সেক্টরের সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসডিপি) বাস্তবায়ন, রিভিউ এবং মনিটরিং সংক্রান্ত পলিসি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে সহায়তা।

খ) সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদানপূর্বক পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং হাইজিন সার্ভিস সরবরাহের মাধ্যমে ওয়াটার সাপ্লাই, হাইজিন এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সরকারকে পলিসি তৈরী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা।

৫.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থায়ন অবসহাঃ**

প্রকল্পটি ২৫/০১/২০০৬ তারিখে তদানিন্তন পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২৪৭৭.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ২৩৪.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ২২৪৩.৮০ লক্ষ টাকা) এবং ০১/০১/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১০ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন, বিভিন্ন অংগের ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি, নতুন অংগ অন্তর্ভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হওয়ায় গত ০৩/০৭/২০০৮ তারিখে ২৬১৭.৮০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩৪.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ২৩৮৩.৮০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পুনরায় বিভিন্ন অংগের কাজের পরিধি পরিবর্তন, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন, অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি ২য় সংশোধনের

প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় গত ২৯/১২/২০১০ তারিখে ২৯০৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৩৪.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ২৫৭৩.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয় ও ০১/০১/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১১ মেয়াদে ২য় সংশোধনী অনুমোদিত হয়।

৫.৪। সংশোধণের কারণঃ

(১) প্রকল্পে অর্থায়নকৃত বৈদেশিক মুদ্রা (ডেনিশ ক্রোনার) বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে অনুমোদিত বিভিন্ন অঙ্গের প্রাক্কলিত ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি ;

(২) মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত সময়ের জন্য পরামর্শক, জনবল (নতুন পে-স্কেল অনুযায়ী), অফিস ভাড়া এবং ষ্টেশনারী খাতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান ;

(৩) সরকার কর্তৃক শুল্ক-করাদির পরিবর্তিত হার আরোপিত হওয়ায় প্রকল্পের গাড়ী ক্রয়ের বরাদ্দকৃত সিডি/ভ্যাট খাতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান ; এবং

(৪) স্থানীয় সরকার বিভাগের MIE উইং, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং এতদসম্পর্কিত অন্যান্য সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে WSS sub-sector planning and monitoring-কে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে PSU এর কার্যপরিধি বৃদ্ধি।

০৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত)	
			বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১)	Professional Expatriate Personnel (Int. T/A) Short Term	MM (জনমাস)	9	170.00	4	77.75
(২)	Professional Local Personnel (Nat. T/A) Long Term (Advisers)	MM	106	148.00	106	146.44
(৩)	Professional Local Personnel (Nat. T/A) Short Term (Consultants)	MM	430	838.50	534	1041.10
(৪)	Training	TD (প্রঃ দিন)	460	105.00	49	46.81
(৫)	Action Research	No. (সংখ্যা)	6	281.00	3	189.12
(৬)	Workshop/Meetings	WD (কর্ম দিবস)	56	203.00	58	226.06
(৭)	Study Tours	No. (সংখ্যা)	6	150.00	6	149.26
(৮)	Telephone Operation	M (মাস)	69	22.00	69	21.23
(৯)	Stationeries	M	69	128.00	69	88.13
(১০)	Entertainment	M	69	5.00	69	6.90
(১১)	Fuel/Lubricant	M	69	27.00	69	20.50
(১২)	Documentation, Books, Report	No. (সংখ্যা)	12	40.00	12	43.42
(১৩)	Personnel-Basic Salary	P (জন)	10	230.00	10	190.62
(১৪)	Personnel – Benefits	P	10	89.00	10	94.30
(১৫)	Vehicle Maintenance	M	108	20.00	108	23.22

(১৬)	Generator Maintenance	M	39	10.00	39	13.13
(১৭)	Furniture Maintenance	M	66	4.00	66	1.75
(১৮)	Computer & Office Equipment Maintenance	M	66	15.00	66	14.95
(১৯)	Officer's Salary PD	M	38	11.88	38	10.76
(২০)	House Rent	M	38	7.11	38	6.33
(২১)	Festival Allowance	M	38	2.15	38	1.89
(২২)	Medical Allowance	M	38	0.20	38	0.26
(২৩)	Others	M	38	17.63	38	16.60
(২৪)	Computer & Others Tools	No.	17	13.87	17	13.30
(২৫)	Computer Software	No.	17	5.75	17	3.81
(২৬)	Vehicle	No.	1	36.81	1	36.81
(২৭)	Equipment-Power Generator	No.	1	13.25	1	13.25
(২৮)	Office Equipment & Tools	LS (থোক)		12.34		7.08
(২৯)	Office Furniture	LS		4.77		3.77
(৩০)	Telephone Equipment	No.	15	2.71	15	2.34
(৩১)	Sub Contracting Office Building	LS		115.00		115.00
(৩২)	CD VAT	LS		178.03		178.00
	Total =			**2,907.00**		**2,803.86**

- প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.০০ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০০% (প্রায়)।

০৭। প্রকল্পটির বছর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নে প্রদান কর হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	**সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ**			**টাকা অবমুক্ত**	**ব্যয় ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত)**		
	মোট	**টাকা**	**প্রঃ সাহায্য**		**মোট**	**টাকা**	**প্রঃ সাহায্য**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**
২০০৫.২০০৬	২৯০.০০	১০.০০	২৮০.০০	০.০০	৬.৮৯	০.০০	৬.৮৯
২০০৬-২০০৭	৭৫.০০	০.০০	৭৫.০০	০.০০	৩৩.২৯	০.০০	৩৩.২৯
২০০৭-২০০৮	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	৮৭.৩১	০.০০	৮৭.৩১
২০০৮-২০০৯	৬৫০.০০	২০০.০০	৪৫০.০০	২০০.০০	৫৫৮.২১	১৯৭.৯৮	৩৬০.২৩
২০০৯-২০১০	৯১৫.০০	১১৫.০০	৮০০.০০	১১৫.০০	৬৭১.২০	১১২.৬০	৫৫৮.৫৮
২০১০-২০১১	৮৬৫.০০	১৫.০০	৮৫০.০০	১৫.০০	৮৫৫.৮০	১১.৭৬	৮৪৪.০৪
২০১১-২০১২	৬৮৫.০০	৮.০০	৬৭৭.০০	৬.০০	৫৯১.১৬	৫.৯৯	৫৮৫.১৭
সর্বমোট=	**৩৫৮০.০০**	**৩৪৮.০০**	**৩২৩২.০০**	**৩৩৬.০০**	**২৮০৩.৮৬**	৩২৮.৩৩	২৪৭৫.৫১

৮। **<u>প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ :</u>**

৮.১। সেক্টর পলিসি সাপোর্ট অব দি ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন (WSSPS-II) শীর্ষক প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্প হিসেবে পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ) গ্রহণ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ/ব্যবহার, স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত সচেতনতা এবং ব্যবহার উপযোগীকরণের জন্য সরকারকে বিভিন্ন পলিসি প্রণয়ণে সাপোর্ট, দিকনির্দেশনা এবং কৌশলপত্র প্রণয়নে পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ) সহায়তা প্রদান করেছে। পিএসইউ কর্তৃক ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্ট তৈরী এবং এ সংক্রান্ত ডাটাবেজ স্থাপনের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার বর্তমান অবস্থা ও দূর্বলতা সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল হতে পারবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। এতে সরকার দেশের ওয়াটার সাপ্লাই, সেনিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা সম্পর্কে আপ-টু-ডেট তথ্য জানতে পারবে এবং কোন কাজের দ্বৈততা পরিহারপূর্বক সঠিক স্থানে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

৮.২। ডিপিপি'র প্রাক্কলন অপেক্ষা অধিক ব্যয়কৃত খাতসমূহঃ পিসিআর অনুসারে অংগভিত্তিক ব্যয় বিবরণী হতে দেখা যায় যে, দেশীয় পরামর্শক খাতে ৪৩০ জনমাসের বিপরীতে ৫৩৪ জনমাস এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৩৮.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১০৪১.১০ লক্ষ টাকা, ওয়ার্কশপ মিটিং খাতে ৫৬টি ওয়ার্কশপের বিপরীতে ৫৮টি ওয়ার্কশপ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২২৬.০৬ লক্ষ টাকা, ইন্টারটেইনমেন্ট (আপ্যায়ন) খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬.৯০ লক্ষ টাকা, ডকুমেন্ট বুক রিপোর্ট খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৩.৪২ লক্ষ টাকা, পার্সন্যাল বেনিফিটস খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৯৪.৩০ লক্ষ টাকা, ভেহিক্যাল মেইনটেনেন্স খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৩.২২ লক্ষ টাকা, জেনারেটর মেইনটেনেন্স খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১০.০০ লক্ষ টাকা বিপরীতে ১৩.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় ডিপিপিতে খাতওয়ারী প্রাক্কলন অপেক্ষা বেশী ব্যয় করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় করা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এ ধরণের অনিয়মতান্ত্রিক ব্যয় গ্রহণযোগ্য নয়।

৮.৩। প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ বাবদ ১০৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে যার মধ্যে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ১৬৫ জনদিবসে ৮২.২৩ লক্ষ টাকা এবং স্থানীয় প্রশিক্ষণ বাবদ ২৯৫ জনদিবসে ২২.৭৭ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন সেবা উন্নয়নে প্রশিক্ষনার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ছিল বৈদেশিক প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। এ বৈদেশিক প্রশিক্ষণে Local Govt. Division (LGD)-Water Supply Sector (WSS), LGD Planning Branch, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, আইএমইডি এবং এলজিআই এর প্রতিনিধি ও প্রকল্পের স্টাফদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ বাবদ ১০৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৬.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে । ট্রেনিং সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ডিপিএইচই-৬ জন, এলজিডি-৮ জন, প্রজেক্ট রিপ্রেজেন্টিব-২, ইআরডি-১ সহ মোট ১৭ জনকে মোট ৪৯ জনদিবস বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের কোন প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৮.৪। এ্যাকশন রিসার্চ এবং ওয়ার্কশপ/মিটিং: প্রকল্পের আওতায় ৬টি এ্যাকশন রিসার্চ বাবদ ২৮১.০০ লক্ষ টাকা এবং ৫৬টি ওয়ার্কশপ/মিটিং বাবদ মোট ২০৩.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। অংগ দুটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন এবং হাইজিন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ম্যানুয়াল, গাইড লাইন্স এবং পলিসি প্রণয়ন এবং তা ওয়ার্কশপ/মিটিংয়ের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ পূর্বক অনুমোদনের জন্য খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ। ৬টি এ্যাকশন রিসার্সের জন্য ২৮১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও মাত্র ৩টি এ্যাকশন রিসার্সে ১৮৯.০১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫০% কাজ করে ৬৭.৩০% ব্যয় হয়েছে যা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে, এ্যাকশন রিসার্চ এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে যে সমস্ত ফলাফল পাওয়া গেছে তা এ্যাকশন রিপোর্টে বর্ণিত/ অমতর্ভুক্ত করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৮.৫। পলিসি সাপোর্ট ইউনিট অফিস স্থাপন, যানবাহন ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায় যানবাহন ক্রয় বাবদ ৩৬.৪১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১০০% অর্থ ব্যয় করে সংস্থান অনুযায়ী একটি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের সংস্থানের বিপরীতে ১১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (Sub Contracting Office Building) পিএসইউ এর জন্য ডিপিএইচই ভবনে অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ভবনটি আপাতঃ দৃষ্টিতে দৃষ্টি নন্দন প্রতীয়মান হয়েছে। তবে প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী পরিবহন পুলে জমা প্রদানের বিধান থাকলেও তা পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি।

৮.৬। স্টাডি ট্যুরসঃ অত্র প্রকল্পের ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি স্টাডি ট্যুর এর সংস্থান ছিল। স্টাডি ট্যুরগুলো LGD-WSS, LGD'র Planning Branch, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, আইএমইডি এবং এলজিআই এর প্রতিনিধি ও প্রকল্পের স্টাফদের সমন্বয়ে বাস্তবায়নের সংস্থান ছিল এবং প্রতিটি স্টাডি ট্যুরে ১০-১৪ জন কর্মকর্তার অংশ গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। ডিসেম্বর,২০১১পর্যন্ত এখানে মোট ১৪৯.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মোট ৬টি স্টাডি ট্যুর (ব্যাচ) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্টাডি ট্যুর সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে বিভিন্ন সংস্থার ৬৬ জন প্রতিনিধিকে স্টাডি ট্যুরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের কোন প্রতিনিধি স্টাডি ট্যুরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবসহাঃ**

৯.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

উদ্দেশ্য	বাস্তবায়িত কার্যক্রম	কার্যক্রমের অর্জিত ফলাফল
Broad-based Stakeholder agreement reached on a gender and poverty sensitive SDP to act as a framework for a Possible Sector Wide Approach (SWA)	1.Revising the Sector Development Plan (DSP)	DSP প্রণয়ন, সরকার কর্তৃক অনুমোদন, মুদ্রণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার নিকট ডিও ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারী করা হয়েছে।
	2.National Hygiene Promotion Strategy/	-ঐ-

	Guidelines (NHPS)	
Strategy and Protocol developed and Progress Monitored for achieving community Led Total Sanitation and Hygiene for all, especially hardcore poor, by 2010.	1.Environmental Sanitation Water Supply & Sanitation 2.National MIS Preparation for WSS Sector	স্টাডি সমাপ্ত ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। স্টাডি সমাপ্ত ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
Capacity of the sector to ensure safe water for all, up to basic minimum need level, especially the hardcore poor, and monitoring total water quality, especially arsenic and salinity, is enhanced, by formulation & implementation of water safety framework by 2008.	1.National Water Safety Framework (WSF) for WSS sector. 2.National Ground Water Mapping (GWM) for WSS sector. 3.Learning Workshop on Strategy Followed to Provide WSS Services to the Hard to Reach People 4.National Vetting Guideline for WSS Sector. 5.National Cost Sharing Strategy for Water Supply and Sanitation in Bangladesh. 6.National Strategy for Supply and Sanitation.	প্রণয়ন, সরকার কর্তৃক অনুমোদন, মুদ্রণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার নিকট ডিও ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুর্গম এলাকা কিভাবে পানি সরবরাহ করা যায় সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য ধারণা পাওয়ার নিমিত্তে ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। প্রণয়ন, সরকার কর্তৃক অনুমোদন, মুদ্রণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার নিকট ডিও ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারী করা হয়েছে। -ঐ- -ঐ-
Capacity Development Support to Stakeholder's Representatives	1.Local Training Support 2.International Training Support 3.Abroad Study tour Support	ডিপিএইচই পৌরসভা ও এলজিডি প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারী প্রতিনিধি ১৩ জন এবং প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৪ জনকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারী প্রতিনিধি ৩৩ জন, এলজিআই প্রতিনিধি ১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
Systems for Decentralised Administrative, Managerial and Financial Authority Prepared for Complete Develution of these Authorities to LGIs for Delivery of Water and Sanitation under a Decentralised HYSAWA Mechanism	1.Pilot Modalities and Process Monitoring and Process Monitoring of the HYSAWA Project. 2.Advocated for decentralized WSS service delivery system in local, regional, national and international forums	স্টাডি সমাপ্ত ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও সেবার আন্তর্জাতিক ফোরামে সেবার বিকেন্দ্রিকরণের প্রচারণা চালানো হয়েছে।
Policy, Strategy and Decision Supports	1.Secretarial Support Providing to WSS Sector, NFWS, PSC.	Water Supply Sector (WSS), NFWS & Project Starring Committee (PSC) -কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্মারণীতে বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং তা গ্রহণযোগ্য অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায় থেকে কমিউনিটি পর্যায়ে অনেক সংখ্যক ওয়ার্কশপ, সেমিনার, পরামর্শকমূলক সভা ও আলোচনামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ**

এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট পাঁচ বছরে ৩ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নীচে প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	চাকুরীর ধরণ	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	মোঃ ময়েজউদ্দিন,	৩০/০৩/২০০৬ হতে ২৪/০২/২০০৮		খন্ডকালীন
২।	মোঃ লোকমান হাকিম তালুকদার	২৪/০২/২০০৮ হতে ১১/১১/২০০৮		খন্ডকালীন
৩।	মোঃ শরিফুল ইসলাম	১১/১১/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১২		পূর্ণকালীন

১১। বাস্তবায়ন **সমস্যাঃ**

১১.১। পিসিআর অনুসারে অংগভিত্তিক ব্যয় বিবরণী হতে দেখা যায় যে, দেশীয় পরামর্শক খাতে ৪৩০ জনমাসের বিপরীতে ৫৩৪ জনমাস এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৩৮.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১০৪১.১০ লক্ষ টাকা, ওয়ার্কশপ মিটিং খাতে ৫৬টি ওয়ার্কশপের বিপরীতে ৫৮টি ওয়ার্কশপ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২২৬.০৬ লক্ষ টাকা, ইন্টারটেইনমেন্ট (আপ্যায়ন) খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬.৯০ লক্ষ টাকা, ডকুমেন্ট বুক রিপোর্ট খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৩.৪২ লক্ষ টাকা, পার্সন্যাল বেনিফিটস খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৯৪.৩০ লক্ষ টাকা, ভেহিক্যাল মেইন্টেনেন্স খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৩.২২ লক্ষ টাকা, জেনারেটর মেইন্টেনেন্স খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১০.০০ লক্ষ টাকা বিপরীতে ১৩.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় করা পরিকল্পনা শৃঙখলা পরিপন্থী। প্রকল্পটি দুইবার সংশোধন করা হয়েছে কিন্তু এ ব্যত্যয়গুলি নিয়মতান্ত্রিক করা হয়নি।

১২। **সুপারিশঃ**

১২.১। অত্র প্রকল্পের কিছু কিছু অংগে অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন করা হয়েছে কিন্তু এ ব্যত্যয়গুলি নিয়মতান্ত্রিক করা হয়নি যা গ্রহণযোগ্য নয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করবে (৮.২/১১.১) ;

১২.২। প্রশিক্ষণ ও স্টাডি ট্যুরে টিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত সকল সংস্থার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণকালে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুরে সংস্থান অনুযায়ী সকল সংস্থার প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুরের আয়োজন করতে হবে মর্মে মন্ত্রণাল. সংস্থাকে জানিয়ে দিবে (৮.২/১১.১) ;

১২.৩। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন সরকারী নিয়মানুযায়ী জমা না দিয়ে বর্তমানে কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে বা এর বর্তমান অবস্থা কি বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে এবং তা আইএমইডিকে অবহিত করবে (৮.৫)।

১২.৪। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংগের অনুমোদিত প্রাক্কলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ব্যয় নির্বাহের বিষয়ে মন্ত্রণালয় সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে (১১.১) ।

“Technical Assistance at National Level for Good Urban Governance”

(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ নির্বাচিত ৩৫ টি পৌরসভা

২। **নির্বাহী সংস্থা** ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ**

লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়%)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালে%)
মূল (প্রকল্প সাহায্য)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫০৬.৬৮ (৫০৬.৬৮)	-	৪৮০.২৫ (৪৮০.২৫)	অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১২	-	অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১২	-	-

৫। **অংগভিত্তিক অগ্রগতি ঃ**

মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)
১।	GIZ Personnel				
১.১।	International Experts	২৬ জনমাস	১৭১.৯০	২৬ জনমাস	১৭২.৮০
১.২।	National Experts	৪১ জনমাস	১০৩.৪০	৪১ জনমাস	১০২.৫০
২।	Local subsidies financing agreements	থোক	৬৫.৯০	থোক	৬৪.৪০
৩।	Training	থোক	৪৫.৬০	থোক	৪৫.২০
৪।	Project Operation				
৪.১।	TA/DA	থোক	১৪.০০	থোক	১৩.৫০
৪.২।	Office Rent	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০
৪.৩।	Telephone	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫
৪.৪।	Electricity	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
৪.৫।	Fuel & Lubes	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০
৪.৬।	Printing & Publication	থোক	২০.০০	থোক	২.৭০
৪.৭।	Seminar/Workshop	থোক	৩০.০০	থোক	২৮.৭০
৪.৮।	Other Services	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
৪.৯।	Local Supplies	থোক	২.৮০	থোক	২.৮০
৪.১০।	Vehicle Maintenance	থোক	২.০০	থোক	২.০০
৪.১১।	Computer Maintenance	থোক	১.০০	থোক	১.০০

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)
৫।	Vehicles Rent	থোক	৭.০০	০	৭.০০
৬।	Computer	থোক	৬.০০	০	৫.৮০
৭।	Office Equipment	থোক	২.৫০	০	২.৩০
৮।	Furniture & Fixture	থোক	৫.০০	০	৪.৮০
৯।	Tele Equipment	থোক	০.৫০	০	০.৫০
১০।	Electric Equipment	থোক	৮.৪৫	০	৪.৫০
১১।	Other resources	থোক	৪.০০	০	৪.০০
	মোটঃ		৫০৬.৮০		৪৮০.২৫ (৯৪.৭৬%)

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

৭.১। প্রকল্পের প্রেক্ষাপট : গত ২১ শে এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং জার্মান সরকারের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ে স্বাক্ষরিত গত ২১শে এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং জার্মান সরকারের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ে স্বাক্ষরিত Summery of Negotiation এ Urban Governance সম্পর্কে জতীয় পর্যায়ে কারিগরী সহায়তা বাবদ ৫ মিলিয়ন ইউরো প্রদানের প্রেক্ষাপটে জার্মান সরকার এবং ইআরডির মধ্যে প্রকল্পের বিষয়ে একটি Joint Agreement হওয়ার প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক। **সার্বিক উদ্দেশ্য:** পৌরসভা পর্যায়ে স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে পৌরবাসীর জন্য কার্যকরী চাহিদা নির্ভর সেবা নিশ্চিত করার জন্য কারিগরী সহায়তা।

খ। **নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:** নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকগণ একটি সমন্বিত উপায়ে নগরায়নের চ্যালেঞ্জকে বিবেচনা করে নগর উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করার পরিবেশ তৈরী করা আলোচ্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন : গত ০৫-১০-১১ তারিখে ডিএসপিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোট ৫০৬.৮০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ প্রকল্পসাহায্য) প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদন করেন।

৭.৪। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণ :

প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে :

১। স্টেকহোল্ডারদের নগর সুশাসন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক কারিগরী সহায়তা যেমনঃ (ক) প্রশিক্ষণ গাইডলাইন প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা; (খ) বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরী করা; (গ) নগর সুশাসন বিষয়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন যেমনঃ-নাগরিক কমিটি সমূহকে সক্রিয় করা, পৌরকর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ কৌশল প্রণয়ন, জেন্ডার বিষয়ক উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা।

২। পৌরসভা সমূহকে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বক্ষনিক পরামর্শ প্রদান করা; যথাঃ- (ক) ট্যাংক্স সংগ্রহ পদ্ধতি আধুনিকায়নে (ডিজিটাইজেশনে) সহায়তা করা; (খ) পানির বিল সংগ্রহ এবং হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়নে (ডিজিটাইজেশন) সহায়তা করা; (গ) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; (ঘ) নাগরিকদের প্রতি পৌরসভার স্বচ্ছলতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা- সিটিজেন চার্টার (নাগরিক সনদ), অভিযোগ বাক্স স্থাপন, গণযোগাযোগ সেল তেরী ও কার্যকর করা; (ঙ) নগর দারিদ্য এবং জেন্ডার সমতা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পৌরসভাকে সহায়তা করা।

৩। নগর উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারী এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনে সহায়তা প্রদান; যথা (ক) বাংলাদেশ আরবান ফোরাম গঠনের ধারনা পত্র তৈরীতে সহায়তা প্রদান এবং তা গঠনে সহায়তা করা; (খ) এলসিজি (Local consultive group) আরবান গ্রুপ পুনর্গঠণ এবং কার্যক্রমকরনণ সহায়তা প্রদান।

৪। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারী বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন, কার্যক্রম বিভাগ ও অন্যান্য) সমূহের কর্মকর্তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাসফরে সহায়তা প্রদান।

৫। পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জনপ্রতিনিধি, নাগরিক প্রতিনিধিবৃন্দ সমূহের কর্মকর্তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাসফরে সহায়তা প্রদান।

৬। পৌরসভাপর্যায়ে পৌর কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি- (ক) পৌরসভা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশিক্ষক দল গঠন; (খ) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষণীয় ম্যানুয়াল এবং সহায়িকার সমন্বয়ে রিসোর্স কর্ণার তৈরী।

৭.৫। <u>পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থাঃ</u>

৭.৫.১। সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প নথিতে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত সকল কাজের তথ্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তা জানান যে, প্রকল্পটি জুন,২০১২ –তে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প অফিসও গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালককেও অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটি giz অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কেনাকাটা ও পরামর্শক নিয়োগ তাদের মাধ্যমে হয়েছে। তাই সকল তথ্য প্রকল্প নথিতে নেই। তবে নথিতে giz এর প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।

৭.৫.২। GIZ এর প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে পৌরসভার সেবা প্রদান সম্পর্কিত স্থানীয় উদ্যোগ ও সফলতাকে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে ক্ষেত্রসমূহ নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমূহ হলোঃ-

১) অংশীদারিত্ব নির্ভর বাজেট প্রণয়ন করা ;
২) অনিয়নন্ত্রিত নগর উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ ও গাইড করার জন্য আরও কার্যকর কৌশল প্রণয়ন ;
৩) অংশীদারিত্বমূলক প্লানিং টুলস ব্যবহার ;
৪) জনসেবা ব্যবস্থাপনা।

৭.৫.৩। স্থানীয় পর্যায় নগরায়নের জটিল সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার জন্য সমন্বিত নগর উন্নয়নে সৃজনশীল উপান্তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে উদ্দীপিত করেছে একটি শিক্ষনীয় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু Good Practices সম্পর্কিত শিক্ষনগুলো অন্যান্য পৌরসভার সাথে বিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষন Horizontally এবং Vertically হয়নি এবং এ বিষয়ে আরও কর্মোদ্যোগ প্রয়োজন মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ।

৭.৫.৪। পৌরসভার গভন্যান্স ও সেবা প্রদান উন্নতর করার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে সহায়তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হলোঃ-

i) Capacity development for self-analysis to understand performance requirements, capacity improvement, needs and challenges ;

ii) Setting performance and service quality improvement targets with short-term, medium-term and long-term objectives in compliance with their master plans/development plans.

iii) Improvement in budget management i.e budgeting, expenditure monitoring and forecasting, reporting etc. to improve internal accountability and transparency in accordance with their development plans.

iv) Pourashavas require intensive support to improve their internal processes and synthesized approach to improve measures.

৭.৫.৫। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবান সেক্টর পলিসি বিষয়ে সংলাপ আয়োজনের মাধ্যম হিসাবে Bangladesh Urban Forum গঠন করা হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা ও আরবান উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের (National Institute of Local Government) প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতার কথা উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (অক্টোবর,২০১১ থেকে জুন,২০১২) ০১ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য দেওয়া হল :

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব আনিসুর রহমান	যুগ্ম-সচিব	খন্ডকালীন	অক্টোবর, ১১ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
নগর উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকগণ একটি সমন্বিত উপায়ে নগরায়নের চ্যালেঞ্জকে বিবেচনা করে বাস্তবায়ন করার পরিবেশ তৈরী করা।	১) বাংলাদেশ আরবান ফোরাম (BUF) গঠনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। ২) বাংলাদেশের প্রধান আরবান উন্নয়ন কাজে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজেন। ৩) ব্রাজিলের সাথে সাউথ Network প্রতিষ্ঠাকরণ ; ৪) Swiss Development and Cooperation এর সাথে যৌথ Technical Cooperation বিষয়ে কার্যকরী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকরণ ৫) Local Consultive Group কে কার্যকরী করার বিষয়ে সহায়তা প্রদান। এ ছাড়াও এ প্রকল্পের বিষয়ে আইএমইডি-র মতামত, বাস্তবায়ন সমস্যা ও সুপারিশ অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

৯। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ** :

প্রযোজ্য নয়।

১০। **বাস্তবায়ন সমস্যা** :

১০.১ প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২ তারিখে সমাপ্ত হলেও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া যায় গত ১১-১১-২০১৩ তারিখে। প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করার বিধান আছে, কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় দেড় বছর বিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

১০.২ প্রকল্প নথিতে প্রকল্প সম্পর্কিত কাজের সকল তথ্য পাওয়া যায়নি, যা নথি সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনা মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০.৩। প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলস্ এবং ইকুপমেন্ট প্রকল্প সমাপ্ত স্থানীয় সরকার বিভাগে স্থানান্তরের বিষয়ে ডিপিপি-তে নির্দেশনা থাকলেও পিসিআর এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

১০.৪। GIZ এর প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত পৌরসভা ও আরবান উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের (National Institute of Local Government) প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা প্রকল্পের কাংখিত অর্জনকে ব্যহত করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১১। **সুপারিশ/মতামত :**

১১.১ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দেড় বছর পর প্রকল্পের 'সমাপ্তি প্রতিবেদন' আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা প্রয়োজন; ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে পিসিআর প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ প্রয়োজেনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১১.২। ভবিষ্যতে দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের ক্রয়সহ যে কোন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প নথিতে যাতে সংরক্ষণ করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১.৩। প্রকল্পের কাজে ব্যবহ²ত বিভিন্ন টুলস্ এবং ইকুপমেন্ট প্রকল্প সমাপ্ত হলে স্থানীয় সরকার বিভাগে স্থানান্তরের নির্দেশনা ডিপিপি-তে উল্লেখ থাকলেও কেন তা করা হয়নি তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে।

১১.৪। পৌরসভা ও আরবান উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের (National Institute of Local Government) প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা উত্তোরনের জন্য সংশ্লিষ্ট – প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

“পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬”
সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০১। প্রকল্পের অবস্থান: ২৬ জেলা (ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া. জয়পুরহাট, কুমিললা, চাঁদপুর, বি-বাড়ীয়া, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী জেলা)।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়				প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্তি পর্যন্ত) (লক্ষ টাকা)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (লক্ষ টাকা)	১ম সংশোধিত (লক্ষ টাকা)	২য় সংশোধিত (লক্ষ টাকা)	সর্বশেষ সংশোধিত (লক্ষ টাকা)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৮৪,৭৪২.১১	২০৩,২১৩.০০	২৪৪,৬২৪.০০	২৬০,২৫৯.২০	২৫৯,৯৯৯.৫২	১/৭/২০০৩-৩০/৬/২০০৮	১/৭/২০০৩-৩০/৬/২০১২	১/৭/২০০৩-৩০/৬/২০১২	৭৫৫১৭.০৯ (৪০%)	৪ বছর (৮০%)

০৫। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৫.১। <u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>

বাংলাদেশে অধিকাংশ হাট-বাজার অনুন্নত, কর্দমাক্ত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংকুল এবং যাতায়াতের ক্ষেত্রে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ অবস্থা নিরসনকল্পে দেশে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার বিবেচনা করে প্রাথমিকভাবে বৃহত্তর ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুমিল্লা ও সিলেটসহ ২১টি জেলার ১৬৪টি উপজেলায় ৪৫,২৬৬ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়ন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৫.৬২৫ কোটি লোক বসবাস করে যার শতকরা ৭৭% ভাগ দুর্গম পল্লী অঞ্চলে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব ব্যাংককে এ প্রকল্পে অর্থায়নের অনুরোধ জানায়। সরকারের অনুরোধে বিশ্ব ব্যাংক ২-১৭ফেব্রুয়ারী, ২০০৩-এ প্রি-এপ্রাইজাল মিশন প্রেরণ করে এবং উক্ত মিশন কর্তৃক একটি প্রকল্প ধারনা পত্র (Project Concept Paper) প্রণয়ণ ও পেশ করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিবেচ্য প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের তৃতীয় প্রকল্প। এরূপ ২টি প্রকল্প ইতিমধ্যে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংক ৬-১৬এপ্রিল, ২০০৩ Apprisal Mission প্রেরণ করে এবং প্রকল্পটি অর্থায়ন নিশ্চিত করে। তাতে প্রকল্পের আকার ধারন করে US$ ২৫৫ মিলিয়ন। এতে বাংলাদেশ সরকার US$ ৬৫ মিলিয়ন এবং বিশ্ব ব্যাংক US$ ১৯০ মিলিয়ন অর্থায়ন করে।

অতঃপর ১৫১৪.৯০ কোটি টাকার Project Concept Paper (PCP) প্রনয়ন করা হয়। Project Concept Paper টি ১৬ই আগষ্ট ২০০৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় পেশ করা হয়। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে আলোচনা করা হয় এবং Balanced regional development এর দিকটি আলোচিত হয় এবং বৃহত্তর নোয়াখালী এবং বৃহত্তর চট্টগ্রামে কোন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প নাই বিবেচনায় উক্ত ৫টি জেলাসহ মোট ২৬ জেলা প্রকল্পভূক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ২৬ জেলা অন্তর্ভূক্ত করে ১৮৪৭.৪২ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব ECNEC কর্তক অনুমোদিত হয়।

৫.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>**

ক) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে পল্লী অর্থনীতি দ্রুত বিকাশে সহায়তা ;

খ) অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলাসহ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং কৃষি ও অকৃষি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের সহায়তা ;

গ) অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

৫.৩। **<u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবসহাঃ</u>**

মূল প্রকল্পটি ১৮৪৭.৪২ কোটি ব্যয়ে ২০০৩-০৪ হ'তে ২০০৭-২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালের বন্যার ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠমো পুনর্বাসনের জন্য আইডিএ কর্তৃক অতিরিক্ত US$ ২৫ মিলিয়ন অর্থায়ন করায় ১ম সংশোধনী (Special revised) অনুমোদন করা হয় । ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সর্বমোট ব্যয় ২০৩২.২০ কোটি টাকায় অনুমোদন করা হয়। এরপর ২০০৭- সালে আবারও বন্যা হলে আইডিএ পুনরায় US$ ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়ন করে এবং প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধনী দুই বৎসর অর্থাৎ ২০০৯-২০১০ ইং পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ব্যয় দাড়ায় ২৪৪৬.২৪ কোটি টাকায়। ইহার পর এসডিআর থেকে ডলার এবং ডলারের সাথে টাকায় বিনিময়, কাজের পরিবর্তন, অসম্পন্ন কাজ সমাপন, কাজের Scope পরিবর্তন, Unallocated Physical & Price contingency utilization ইত্যাদি কারণে আরো ২ বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ২৬০২.৫৯ কোটি টাকায় ২০১১-২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পটির ৩য় সংশোধন ECNEC কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। ফলে মূল প্রকল্পের তুলনায় প্রকল্পের টাইম ওভাররান হয় ৮০% এবং কষ্ট ওভাররান হয় ৪০%।

৫.৪। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

৫.৪.১। প্রকল্পের শুরু হতে জুন'২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৯৯% এবং গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৬০,২৫৯.২০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ২৫৯৯৯৯.৫২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ অনুমোদিত মোট প্রাক্কলন হতে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৫৯.৬৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য। অঙ্গাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩টি কম্পোনেন্ট ব্যতিত সকল কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন প্রায় ১০০% হয়েছে এবং ব্যয় অনুমোদিত পরিমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। তবে ৩টি অঙ্গের ব্যয় ডিপিপিভুক্ত পরিমাণ অতিক্রম করেছে। উক্ত ৩টি অঙ্গের তথ্য নিম্নরূপঃ

(১) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (ব্রীজ/কালভার্টসহ): ডিপিপি পরিমাণ ১২২৭ কিঃমিঃ এর বিপরীতে ১২২৭ কিঃমিঃ (১০০%) কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে। তবে ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয় ৯০২০৪.৩৪ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯০৮৬৬.৩৮ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ এ কম্পোনেন্টে **৬৬২.০৪** লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ ঠিক রেখে কম্পোনেন্টের ব্যয় ০.৭৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) উপজেলা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (ব্রীজ/কালভার্টসহ): ডিপিপি পরিমাণ ২৩০৫ কিঃমিঃ এর বিপরীতে ২১৪৪ কিঃমিঃ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪২০৭.২৩ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৪৫৫৫.৭৩ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ **৩৪৮.৫০** লক্ষ টাকা (১.০০%) অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ ৬.৭৮% কম হয়েছে কিন্তু ব্যয় ১.০০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) ফাংশনাল বিল্ডিং বলতে অফিস ভবন বর্ধিতকরণ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ ডিপিপি-তে অন্তর্ভূক্ত ছিল (ডিপিপি-পৃষ্টা-৪৯,৫০, ক্রমিক-১২ থেকে ৩০)। ডিপিপিতে সংশোধনের পর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্ত ৩০টি গ্রোথ সেন্টার/রুরাল মার্কেট এবং ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণের সংস্থান ছিল এবং এর জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫২০৭.৯৯ লক্ষ টাকা। ১১টি গ্রোথ সেন্টার/রুরাল মার্কেট (ডিপিপি পৃষ্ঠা- ১ হতে ১১ ক্রমিক পর্যন্ত) ৪৩৩.১৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯টি আইটেমে ৬টি ফাংশনাল বিল্ডিং (ডিপিপি পৃষ্ঠা- ১২ হতে ৩০ ক্রমিক পর্যন্ত) এর জন্য ৪৭৭৪.৮৪ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ছিল। এক্ষেত্রে গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ বাবদ মোট ব্যয় ৯৭১.৩৫ লক্ষ টাকা এবং ৬ টি ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ বাবদ ব্যয় ৪৩৭৪.২৩ লক্ষ টাকা। তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে ১১টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ বাবদ ডিপিপি বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ৫৩৮.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ১৯টি পৃথক কাজের মাধ্যমে ৬টি ফাংশনাল বিল্ডিং সমাপ্ত করা হয়েছে ও এ ক্ষেত্রে ডিপিপি বরাদ্দ অপেক্ষা ৪০০.৬১ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে গ্রোথ সেন্টার ও ফাংশনাল বিল্ডিং বাবদ মোট ৫২০৭.৯৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনের মধ্যে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৫৩৪৫.৫৮ লক্ষ টাকা (১০২.৬৪%)। ফলে অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা ১৩৭.৫৯ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে।

৫.৪.২। উপরিবর্ণিত তিনটি অংগের (উপজেলা সড়ক উন্নয়ন, উপজেলা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও গ্রোথ সেন্টার, ফাংশনাল বিল্ডিং) যথাক্রমে ৬৬২.০৪+৩৪৮.৫০+১৩৮.৪৩ =১১৪৮.৯৭ লক্ষ টাকা নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন যে, পিপিআর এর আলোকে দরপত্রের সর্বনিম্ন রেসপনসিভ দর হিসেবে এ দর পাওয়া গেছে। মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের পর তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্যাকেজ প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত এবং ৩.০০ কোটি টাকা উর্দ্ধের প্যাকেজের বিশ্বব্যাংকের কনকারেন্স গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৪.৩। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩টি অংগের ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও তা ডিপিপির মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে এবং মোট প্রাক্কলন হতে ২৫৯.৬৮ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বেই আন্তঃখাত সমন্বয় অথবা প্রকল্প সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সকল ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩.০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থার কনকারেন্স গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে, প্রকল্পটি ইতোমধ্যেই ৩ বার সংশোধন করার ফলে ৪র্থবার সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়নি। তবে আন্তঃখাত সমন্বয় করা যেতো বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। নথি বিশ্লেষণে প্যাকেজ/টেন্ডার অনুমোদনের প্রক্রিয়াসমূহ প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্যের অনুরূপ সঠিকভাবে পাওয়া গেছে।

৫.৫। **প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৩-০৪	৮,৪৪০.৬২	৩,২৬০.৬২	৫,১৮০.০০	৩,২৬০.৬২	৮,৪৪০.৬২	৩,২৬০.৬২	৫,১৮০.০০
২০০৪-০৫	১৭,৭৬৫.২৫	৮,২৬৫.৮৫	৯,৪৯৯.৪০	৮২৬৫.৮৫	১৭,৭৬৫.২৫	৮,২৬৫.৮৫	৯,৪৯৯.৪০
২০০৫-০৬	৩৮,৬৮০.৮৬	৯,৬৫২.৭০	২৯,০২৮.১৬	৯,৬৫২.৭০	৩৮,৬৮০.৮৬	৯,৬৫২.৭০	২৯,০২৮.১৬
২০০৬-০৭	৪৫,০৩৩.২২	১৪,৭৪৩.৮৬	৩০,২৮৯.৩৬	১৪,৭৪৩.৮৬	৪৫,০৩৩.২২	১৪,৭৪৩.৮৬	৩০,২৮৯.৩৬
২০০৭-০৮	৩৫,৫৪৩.৩১	১৩,৮৯২.৯৩	২১,৬৫০.৩৮	১৩,৮৯২.৯৩	৩৫,৫৪৩.৩১	১৩,৮৯২.৯৩	২১,৬৫০.৩৮
২০০৮-০৯	২৬,৮৩০.৯৯	১১,৮৯০.৬৮	১৪,৯৪০.৩১	১১,৮৯০.৬৮	২৬,৮৩০.৯৯	১১,৮৯০.৬৮	১৪,৯৪০.৩১
২০০৯-১০	৩৪,৭১০.৩০	১১,৭৬৬.৫৫	২২,৯৪৩.৭৫	১১,৭৬৬.৫৫	৩৪,৭১০.৩০	১১,৭৬৬.৫৫	২২,৯৪৩.৭৫
২০১০-১১	৩৭,০৫৫.৭২	৯,১৮০.০৫	২৭,৮৭৫.৬৭	৯,১৮০.০৫	৩৭,০৫৫.৭২	৯,১৮০.০৫	২৭,৮৭৫.৬৭
২০১১-১২	১৫,৯৩৯.২৫	৯,৩৩৭.০০	৬,৬০২.২৫	৯,৩৩৭.০০	১৫,৯৩৯.২৫	৯,৩৩৭.০০	৬,৬০২.২৫
মোট	**২৫৯,৯৯৯.৫২**	**৯১,৯৯০.২৪**	**১৬৮,০০৯.২৮**	**৯১,৯৯০.২৪**	**২৫৯,৯৯৯.৫২**	**৯১,৯৯০.২৪**	**১৬৮,০০৯.২৮**

০৬। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	চাকুরীর ধরণ	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	মোহাঃ আজিজুল হক প্রকল্প পরিচালক ১৩৭৫০-১৯২৫০	০১-০৭-২০০৩ হতে ১৪-০৮-২০০৫		পূর্ণকালীন
২।	মোঃ তোরাব আলী খান প্রকল্প পরিচালক ১৩৭৫০-১৯২৫০	১৪-০৮-২০০৫ হতে ০৫-০৬-২০০৮		পূর্ণকালীন
৩।	মোঃ আবদুল কাদের প্রকল্প পরিচালক ২২,২৫০-৩১,২৫০	০৪-০৬-২০০৮ হতে ৩০-০৬-২০১২ (প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত)		পূর্ণকালীন

০৭। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

৭.১। আইএমইডি কর্তৃক মৌলভীবাজার, সিলেট এবং পাবনা জেলায় বাস্তবায়িত কাজের ৫টি স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, এবং উপজেলা প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের পর্যালোচনা ও পরিদর্শিত স্কীমসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সঠিক তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

জেলার নামঃ পাবনা, চার্টমোহর উপজেলা				মন্তব্য
(ক) স্কীমের নামঃ	Cost of 1800m BC on Haripur UP Office-Dayarampur Road over Kata Jola road at	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় : (খ) চুক্তি মূল্য : (গ) ব্যয় :	২৫৫.২০ লক্ষ টাকা ২৭৪.৬২ লক্ষ টাকা ২৭৩.১৭ লক্ষ	রাস্তার দৈর্ঘ্য ১০০০ মিটার, প্রস্থ ২৪ফুট, কার্পেটিং ১২ ফুট, হার্ডসোল্ডার (৩/৩) ৬ ফুট, সফটসোল্ডার (৩/৩) ৬ ফুট, ইম্প্রুভড সাব-গ্রেড ৮ ইঞ্চি,

জেলার নামঃ পাবনা, চার্টমোহর উপজেলা			মন্তব্য
(খ) দৈর্ঘ্যঃ	Ch: 1700m.=18.00 km.	টাকা (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি : ১০০% (ঙ) কাজের মান : সন্তোষজনক	ডাব্লিউবিএম ১০ ইঞ্চি, কার্পেটিং পুরুত্ব ৪০ মিলিমিটার, সিলকোড ১২ মিলিমিটার। পরিমাপ ও রাস্তার দুই স্থানে বরিং করে যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া যায়।
জেলার নাম : মৌলভীবাজার			
(ক) স্কীমের নামঃ (খ) দৈর্ঘ্যঃ	Improvement of Brahman Bazar-Fenchuganj Road (Ch.0.00 km to 14+962 km) 14.962 km	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭২৯.৬৮ লক্ষ টাকা (খ) চুক্তি মূল্য : ৭১৭.০৫ লক্ষ টাকা (গ) ব্যয় : ৬৭১.৩৯ লক্ষ টাকা (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি : ১০০% (ঙ) কাজের মান : সন্তোষজনক	রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৪৯৬২ মিটার, প্রস্থ ২২ ফুট, কার্পেটিং ১২ ফুট, হার্ডসোল্ডার ২ ফুট, সফ্টসোল্ডার ৩ ফুট, ইম্প্রুভড সাব-গ্রেড ১০ ইঞ্চি, সাব-বেইজ ৬ ইঞ্চি, বেইজকোর্স ৬ ইঞ্চি, কার্পেটিং ১ ইঞ্চি, সিলকোড ১২ মিলিমিটার। পরিমাপ ও রাস্তার তিন স্থানে বরিং করে যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া যায়।
(ক) স্কীমের নামঃ (খ) দৈর্ঘ্য	Improvement of RHD-Bharob Bazar-Munshibazar via Mirtinga Tea Garden Road 4.175 km	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ: ৩১৯.৮৫ লক্ষ টাকা (খ) চুক্তি মূল্য : ৩২৪.১৮ লক্ষ টাকা (গ) ব্যয় : ৩১৫.৮২ লক্ষ টাকা (ঘ) বাস্তব অগ্রগতিঃ ১০০% (ঙ) কাজের মান : সন্তোষজনক	রাস্তার দৈর্ঘ্য ৪১৭৫ মিটার, প্রস্থ ২২ ফুট, কার্পেটিং ১২ ফুট, হার্ডসোল্ডার ২ ফুট, সফ্টসোল্ডার ৩ ফুট, ইম্প্রুভড সাব-গ্রেড ১০ ইঞ্চি, সাব-বেইজ ৬ ইঞ্চি, বেইজকোর্স ৬ ইঞ্চি, কার্পেটিং ১ ইঞ্চি, সিলকোড ১২ মিলিমিটার। পরিমাপ ও রাস্তার তিন স্থানে বরিং করে যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া যায়।
জেলার নামঃ সিলেট			
(ক) স্কীমের নামঃ সিলেট সদরঃ (খ) দৈর্ঘ্যঃ	Improvement of Kumargaon - badaghat- Shiber bazar Road (Ch: 0-2010 m) 2.010 km.	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩৪.৮০ লক্ষ টাকা (খ) চুক্তি মূল্য : ২৩৪.৮৮ লক্ষ টাকা (গ) ব্যয় : ২২৬.২২ লক্ষ টাকা (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি : ১০০% (ঙ) কাজের মান : সন্তোষজনক	রাস্তার দৈর্ঘ্য ২০১০ মিটার, প্রস্থ ২৪ফুট, কার্পেটিং ১২ ফুট, হার্ডসোল্ডার (৩।৩) ৬ ফুট, সফ্টসোল্ডার (৩।৩) ৬ ফুট, ইম্প্রুভড সাব-গ্রেড ৮ ইঞ্চি, ডাব্লিউবিএম ১০ ইঞ্চি, কার্পেটিং পুরুত্ব ৪০ মিলিমিটার, সিলকোড ১২ মিলিমিটার। পরিমাপ ও রাস্তার দুই স্থানে বরিং করে যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া যায়।
(ক) স্কীমের নামঃ বালাগঞ্জ উপজেলাঃ (খ) দৈর্ঘ্যঃ	i)Improvement of Tajpur- Balagonj Road (Ch: 0-14+395 km Link Road +0.680 km=15.075 km. ii) Dayamir-Dewanbazar Road (Ch: 0-2010m=2.010 km.)	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৭৪.২০ লক্ষ টাকা (খ) চুক্তি মূল্য : ৭৮৬.৮৪ লক্ষ টাকা (গ) ব্যয় : ৭৩২.৮৭ লক্ষ টাকা (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি : ১০০% (ঙ) কাজের মান : সন্তোষজনক (খ) চুক্তি মূল্য : ২৭৪.৬২ লক্ষ টাকা (গ) ব্যয় : ২৭৩.১৭ লক্ষ টাকা (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি : ১০০% (ঙ) কাজের মান : সন্তোষজনক	রাস্তার দৈর্ঘ্য ১০০০ মিটার, প্রস্থ ২৪ফুট, কার্পেটিং ১২ ফুট, হার্ডসোল্ডার (৩।৩) ৬ ফুট, সফ্টসোল্ডার (৩।৩) ৬ ফুট, ইম্প্রুভড সাব-গ্রেড ৮ ইঞ্চি, ডাব্লিউবিএম ১০ ইঞ্চি, কার্পেটিং পুরুত্ব ৪০ মিলিমিটার, সিলকোড ১২ মিলিমিটার। পরিমাপ ও রাস্তার এক স্থানে বরিং করে যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া যায়।

৭.২। উপরে বর্ণিত স্কীমসমূহের প্রাপ্ত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

৭.২.১। উপরিবর্ণিত কাজসমূহ পরিদর্শনকালে দৈবচয়ন ভিত্তিতে কিছু স্থানে রাস্তা বোরিং করে পেভমেন্টের ও বেইসকোর্সের পুরুত্ব পরিমাপ করা হয়েছে। উক্ত পরিমাপ পিপিতে বর্ণিত স্পেসিফিকেশনের তুলনায় সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। তবে রাস্তার দুই পার্শ্বে ৩'।৩' শোল্ডার থাকার কথা থাকলেও কোন কোন স্থানে তা পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, বৃষ্টির কারণে এবং কোথাও কোথাও রাস্তার ধারে পুকুর/ডোবা থাকায় কিছু স্থানে সোল্ডার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কোন কোন রাস্তার কতিপয় স্থানে লোকালয়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা করার সময় জমি অধিগ্রহণের প্রভিশন না থাকায় জনগণ কোথাও কোথাও জায়গা না ছাড়ায় সঠিক মাত্রায় সোল্ডার করা সম্ভব হয়নি। তবে এক্ষেত্রে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধের সময় ঐ সেকশনের মাটির পরিমাণের উপর নির্ভর করেই প্রকৃত পরিমাণের ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। ঐ ক্ষেত্রে ৩'।৩' শোল্ডারের পুরো মাটির মূল্য প্রদান করা হয়নি। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কোন কোন স্থানে কার্পেটিং কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে- যা অবিলমেব মেরামত করা প্রয়োজন বলেও মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক জানান, যে সকল স্থানে সড়কের ধারে ঘন বৃক্ষ রয়েছে ঐ সকল স্থানে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি অনেক সময় ধরে পড়তে থাকে তাই ঐ সকল স্থানে পেভমেন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাছাড়া কোন স্থানে সড়কের ধারে পুকুর/ডোবা থাকায় সোল্ডার ধসে যাওয়ায় পেভমেন্টের ক্ষতি হয়েছে। এ সকল ক্ষতিগ্রস্থ স্থান জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থ করেন মর্মে তিনি জানান।

৭.২.২। প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত কার্যক্রমসমূহের ফলভোগকারী জনগণের (Beneficiaries) সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, মার্কেট, ঘাট নির্মান/ উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারসহ ইউনিয়ন ও উপজেলা এবং হাইওয়ের সাথে যোগযোগ রক্ষা করা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি সময় ও পরিবহন ব্যয়ের সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়া, উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে পরিবহন করাসহ ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে যাতায়াতও সহজতর হয়েছে।

৭.২.৩। প্রকল্পের আওতায় ১৩৬টি বাজার উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে উন্নয়নকৃত বাজারের ছোটখাট মেরামত ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বাজার উন্নয়ন কমিটি যথেষ্ট সচেতন নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তর হতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

০৮। **প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্তঃ** ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনার জন্য পরিদর্শিত ৫টি ক্রয় কার্যক্রমের নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে ক্রয় কার্যক্রমসমূহ পিপিআর-২০০৮ এবং বিশ্বব্যাংকের গাইড লাইন অনুসারে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইডে প্রচার করা হয়। অতপর ওপেনিং কমিটি কর্তৃক ওপেনকৃত টেন্ডারসমূহ টেন্ডার মুল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদনের পর কার্যাদেশ প্রদান ও কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে। তদুপরি বিশ্বব্যাংকের (সাহায্য সংস্থা) গাইড লাইন অনুসারে ৩.০০ কোটি টাকার উর্দ্ধের কার্যক্রমের (Brahman Bazar-Fenchuganj Road, ৭২৯.৬৮ লক্ষ টাকা, Bharob Bazar-Munshibazar Road, ৩১৯.৮৫ লক্ষ টাকা, Tajpur- Balagonj Road, ৬৭৪.২০ লক্ষ টাকা) ক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থার কনকারেন্স গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট হওয়ায় তা সমাপ্তি শেষে সাহায্য সংস্থা কর্তৃক ক্রয় কার্যক্রমসহ সার্বিক বাস্তবায়নের মূল্যায়নপূর্বক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সংস্থার Performance Moderately Satisfactory উল্লেখ করা হয়েছে।

০৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবসহাঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জন অবস্থা (পিসিআর অনুসারে)	
ক)	প্রকল্প এলাকায় পল্লী সড়ক উন্নয়ন যথা উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক তৈরী ও উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মান, পল্লী হাট-বাজার উন্নয়ন, ইউনিয়ন সড়কে ছোট ছোট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মান, ঘাট উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা ।	ক)	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রায় সকল কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কৃষি উৎপাদিত দ্রবাদির বিপনন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সকলবিধ যাতায়াতের প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাতে পরিবহন ব্যয় কমেছে; যথাযথ মূল্যে দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইহাতে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।
খ)	দারিদ্র দূরীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের ফলে গ্রামীণ দুঃস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থ মহিলাদের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং কৃষি ও অকৃষি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান।	খ)	প্রকল্প বাস্তবায়ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিপনন কার্যক্রমে প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাতে পরিবহন ব্যয় কমেছে; যথাযথ মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি ও অকৃষি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মের সুযোগও সৃষ্টি

			হয়েছে।
গ)	সুশাসনের লক্ষ্যে অংশীদারিত্বে ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করে স্থানীয় জনগণ, স্থানীয় কমিউনিটি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও এলজিইডির কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	গ)	নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সঠিক নির্মিত অবকাঠামোর মালিকানাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া স্থলপথে ও জলপথে চলাচলের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

১০। **সমস্যাঃ**

১০.১। প্রকল্পের আওতায় তিনটি অংগের (উপজেলা সড়ক উন্নয়ন, উপজেলা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও গ্রোথ সেন্টার/ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ) যথাক্রমে ৬৬২.০৪+৩৪৮.৫০+১৩৮.৪৩ =১১৪৮.৯৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যয় ডিপিপির মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে (২৫৯.৬৮ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে)। এক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বেই আমতঃখাত সমন্বয় অথবা প্রকল্প সংশোধন না করায় পরিকল্পনা শৃংখলা ব্যতয় ঘটেছে।

১০.২। প্রকল্পটি ৫ বৎসর মেয়াদে ২১ জেলায় বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে ডিজাইন করা হলেও পরবর্তীতে আরও ৫টি জেলা অন্তর্ভূক্ত করা হয়, কিন্তু ঐ ৫টি জেলায় বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করেনি। তাছাড়া ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বন্যা পূনর্বাসনের জন্য অতিরিক্ত কাজ এবং অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি পায় যা নির্ধারিত সময়ে (৫ বৎসর) সম্পন্ন করা যায়নি। এজন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরো ২ বার বৃদ্ধি করা হয় ফলে টাইম ওভাররান হয় ৮০%, কষ্ট ওভাররান হয় ৪০%।

১০.৩। বিবেচ্য প্রকল্পটি একটি বৃহৎ আকারের প্রকল্প। এ প্রকল্পের অধীনে প্রথমে ২১টি জেলা পরবর্তীতে আরো ৫টি জেলা অর্থাৎ মোট ২৬টি জেলা অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত করায় প্রকল্পের কলেবর আরো বৃদ্ধি পায়। এত বিস্তৃত এলাকায় সম্প্রসারিত ২৬০২৫৯.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনের এ বৃহৎ প্রকল্পটি সুচারুভাবে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা একজন প্রকল্প পরিচালক ও একটি প্রকল্প সেট-আপ কর্তৃক প্রায় দুঃসাধ্য বিষয় ছিল। ফলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি থাকার সুযোগ ছিল।

১০.৪। প্রকল্পের আওতাধীন উন্নয়নকৃত (১৩৬টি) হাটবাজার যথাযথ কর্তৃপক্ষ/বাজার উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বাজার উন্নয়ন কমিটির মধ্যে সচেতনার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

১০.৫। প্রকল্পের প্রথম দিকে সম্পাদিত কোন কোন কাজ ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক সঠিক সময়ে মেরামত করা হচ্ছে না। এ সকল ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা/ব্রীজ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদারের নিকট হতে (Defect Liability Period শেষ না হয়ে থাকলে) অথবা সংস্থার বাৎসরিক মেইনটেনেন্স ফান্ড হতে মেরামত না করা হলে ভবিষ্যতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং মেরামত ব্যয় অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাবে।

১১। **সুপারিশঃ**

১১.১। প্রকল্পের আওতায় সকল অংগের ব্যয় অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে থাকলেও তিনটি অংগে ডিপিপি নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় ১১৪৮.৯৭ লক্ষ টাকা (অঙ্গ ৩টির মোট ব্যয়ের ০.৮৯%) অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় ডিপিপির মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে (মোট ব্যয় ২৫৯.৬৮ লক্ষ টাকা কম হয়েছে)। এক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বেই আন্তঃখাত সমন্বয় অথবা প্রকল্পটি সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল। এ কার্যক্রম গ্রহণ না করা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করবে (অনুঃ ৫.৪/১০.১)।

১১.২। আলোচ্য প্রকল্পটির টাইম ওভার রান ৮০% ও কষ্ট ওভার রান ৪০%। ভবিষ্যতে মন্ত্রনালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়নে এ প্রবণতা নিরূৎসাহিত করতে হবে এবং সেজন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা যথাযথভাবে অর্থাৎ সময়, ভৌগলিক এলাকা এবং ব্যয় ইত্যাদি সঠিকভাবে বিবেচনায় রেখে প্রকল্প প্রনয়ন করবে (অনুঃ ৫.৩/১০.২)।

১১.৩। এত বৃহৎ এলাকাজুড়ে (২৬টি জেলা) একটি প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচিন হয়নি। সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং সর্বপোরি ব্যয়িত অর্থের পূর্ণ উপযোগীতা লাভের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণকালে এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০টি জেলার কার্যক্রম সমন্বয়ে একটি প্রকল্প প্রণয়ন কর্মানুগ হবে (অনুঃ ১০.৩)।

১০.৪। উন্নয়নকৃত বাজার ও ঘাটসমূহে বাজারউন্নয়ন কমিটি যাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তৎপর হয় এজন্য সংশ্লিষ্ট ইউএনও/উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয় হতে নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে (অনুঃ ৭.২.৩/১০.৪)।

১০.৫। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ক্ষতিগ্রস্থ সড়কসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদারের নিকট হতে (Defect Liability Period শেষ না হয়ে থাকলে) অথবা সংস্থার বাৎসরিক মেইনটেনেন্স ফান্ড হতে মেরামত করতে হবে (অনুঃ ৭.২.১/১০.৫) ।

‘‘আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (সাবেক ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, ৩য় পর্যায়), ২য় সংশোধিত’’

সমাপ্তঃ জুন,২০১২

১। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১২ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৯৮৫১.৬০	৯৯২০.০০	৯৯০৬.৫৭	ফেব্রুয়ারী,২০০৬ হতে জুন ২০০৮ (২.৫ বছর)	ফেব্রুয়ারী,২০০৬ হতে জুন ২০১২ (৬.৫ বছর)	ফেব্রুয়ারী,২০০৬ হতে জুন ২০১২ (৬.৫ বছর)	-	৪ বছর (১৬০%)

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	নির্মাণ ও পূর্ত					
১।	অফিসারদের বেতন (৪ জন)	জনমাস	২৮৮	৩৩.০৫	২৮৮	
২।	কর্মচারীদের বেতন (৭ জন)	জনমাস	৫০৪	২৫.২৬	৫০৪	১২৪.৪২
৩।	ভাতা	থোক	-	৪৩.০০	-	
৪।	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	থোক	-	১৩৫.৭৯	-	১৫০.৫৪
৫।	কনসালটেন্সি (৫ জন)	জনমাস	১২০	৬৮.২৫	১০০.০০	২১.৯০
৬।	রিপেয়ার মেইনটিন্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন	থোক	-	৩৫.০০	-	৩৮.৯৩
৭।	কম্পিউটার	সংখ্যা	০২	১.২০	০২	
৮।	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	০১	২.০০	০১	৫.৬০
০৯।	ফ্যাক্স	সংখ্যা	০১	০.৪০	০১	
১০।	ফার্নিচার	থোক	-	২.০০	-	
১১।	কনস্ট্রাকশন অব ব্রীজ (সাব-স্ট্রাকচার এন্ড সুপার স্ট্রাকচার)	মি.	৩৯৮৩	৯৪৮১.০৬	৩৮৭৭.১১	
১২।	সার্ভে, সাব-সয়েল ইনভেসটিগেশন এন্ড হাইড্রোলজিক্যাল সার্ভে এন্ড সাব-স্ট্রাকচার ডিজাইন	থোক	-	২৫.০০		৯৪৯৭.১৯
১৩।	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	-	৬৭.৯৯		৬৭.৯৯
	মোট	-	-	৯৯২০.০০		৯৯০৬.৫৭

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** অনুমোদিত প্রকল্পে সর্বমোট ৩৯৮৩.০০ মি. দৈর্ঘ্যের ৬৯ টি ব্রীজ নির্মাণের সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর ৩৮৭৭.১১ মি. দৈর্ঘ্যের মোট ৬৬ টি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে ৩ (তিন) টি সেতুর মধ্যে মাদারীপুর সদর উপজেলায় প্রস্তাবিত ব্রীজটি সওজ অধিদপ্তরের সড়কে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায় প্রস্তাবিত সেতুটির নির্মাণস্থলের মাটির bearing capacity অত্যন্ত নাজুক হওয়ায় সেখানে ব্রীজ নির্মাণ সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় প্রস্তাবিত সেতুটির Span height ও প্রাক্কলিত ব্যয় BIWTA এর চাহিদা অনুযায়ী (horizontal ও vertical clearance) বাস্তবায়ন করতে প্রাক্কলিত ব্যয় অনেক বেশী হওয়ায় তার বাস্তবায়ন হাতে নেওয়া হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** মূল প্রকল্পটির আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ডিএফআইডি এর আর্থিক সহায়তায় ১০০ টি পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ (পিএসবি) নির্মাণের কথা ছিল। পরবর্তীতে ডিএফআইডি তাদের প্রতিশ্রুত অনুদান প্রত্যাহার করায় ব্রীজসমুহ জিওবি অর্থায়নে আরসিসি এর মাধ্যমে নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জিওবি সম্পদের সীমাবদ্ধতার এবং ব্রীজের গুরুত্ব বিবেচনায় এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে স্কীমের তালিকা পুনর্বিবেচনাপূর্বক ৬৯ টি আরসিসি ব্রীজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর প্রকল্পটির নাম ''কনস্ট্রাকশন অব স্টীল ব্রীজ'' এর পরিবর্তে ''আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (সাবেক স্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, ৩য় পর্যায়) ২য় সংশোধিত'' নির্ধারণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওর্য়াক স্থাপন করে হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টারের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা; এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের সংগে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ জনগণের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি ডিএফআইডি অনুদানে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। প্রকল্পের আওতায় উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কের উপর ডবল লেনে (৫.৫ মি. প্রশস্ত) মোট ৪০০০ মিটার স্টীল ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ থেকে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৯৮৫১.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০১-২০০৬ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর ব্রীজের প্রশস্ততা ৫.৫ মিটার থেকে ৪.২ মিটারে পরিবর্তন এবং প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করে মোট ১৯৮১৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রথম সংশোধিত আকারে গত ২৯-১১-২০০৭ অনুমোদিত হয়। এতে ১০০ টি স্টীল ব্রীজ (মোট ৫২৮৩ মিটার) নির্মাণের সংস্থান ছিল। পরবর্তীতে মোড অফ ফাইনান্সিং পরিবর্তন করে স্টীল ব্রীজ নির্মাণের পরিবর্তে জিওবি অর্থায়নে ''আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (সাবেক স্টীল বেইলী ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প ৩য় পর্যায়) ২য় সংশোধিত'' শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে মোট ৯৯২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পে ৩৯৮৩ মিটার দীর্ঘ মোট ৬৯ টি ব্রীজ নির্মাণের সংস্থান ছিল।

৮। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক নিলফামারী জেলায় বাস্তবায়িত কাজের কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

নিলফামারী জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ১টি সেতু নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত স্কীমসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

নিলফামারী জেলাঃ (লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) খগারহাট-মতির বাজার রাস্তায় নাউতারা নদীর উপর ৬০.০০ মি. আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ খ) ৬০.০০ কিঃ মিঃ	ক) ৮৮.৩৮ খ) ৮৯.৫৬ গ) ৮৯.৫৩ ঘ) ১০০%	ক) ১৩/০৪/২০০৯ খ) ০৬/০১/২০১০	তিন স্প্যান বিশিষ্ট ৬০ মি. দীর্ঘ সেতুটির প্রতিটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য ২০ মি. (২০মি.x৩)। সেতুটির Carrage way ১৮ ফুট প্রশস্ত এবং দুইপাশে ৪ ফুট (২ ফুট x ২ ফুট) Walkway Specification অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রীজটি ২০১০ সালে নির্মিত হলেও ব্রীজের ডেকের কিছু কিছু জায়গায় পাথর উঠে যেতে দেখা যায়। তাছাড়া সেতুর দুপাশে Abatment এর নিকট মাটির স্বল্পতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে Abatment Site এ ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে।

৯। **<u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ</u>** প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৯৯০৯.৫৮ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৪%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৫-০৬	৭.০০	৭.০০	-	৭.০০	৭.০০	৭.০০	-	০.০০
২০০৬-০৭	৭০.০০	৪৫.০০	২৫.০০	৩৭.০০	৩৭.০০	৩৭.০০	-	০.০০
২০০৭-০৮	৭,১০০.০০	৪,৬০০.০০	২,৫০০.০০	৫৩.৫০	৫৩.৫০	৫৩.৫০	-	০.০০
২০০৮-০৯	১,২৫২.০০	১,২৫২.০০	-	১,২৫২.০০	১২৪৮.৪৯	১২৪৮.৪৯	-	৩.৫১
২০০৯-১০	৩,৪০০.০০	৩,৪০০.০০	-	৩,৩৮৮.৪৫	৩,৩৮৮.৪৫	৩,৩৮৮.৪৫	-	০.০০
২০১০-১১	২,০০০.০০	২,০০০.০০	-	২,০০০.০০	১,৯৯৯.৮৮	১,৯৯৯.৮৮	-	০.১২
২০১১-১২	৩,১৮২.০০	৩,১৮২.০০	-	৩,১৮২.০০	৩,১৭২.২৫	৩,১৭২.২৫	-	৯.৭৫
সর্বোমোটঃ	১৭,০১১.০০	১৪,৪৮৬.০০	-	৯,৯১৯.৯৫	৯,৯০৬.৫৭	৯,৯০৬.৫৭		১৩.৩৮

এ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৯৯২০.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৯৯০৬.৫৭ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ৯৯১৯.৯৫ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রকল্প সমাপ্ত শেষে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ ১৩.৩৮ লক্ষ টাকা (৯৯০৯.৯৫ লক্ষ টাকা-৯৯০৬.৫৭ লক্ষ টাকা)। প্রকল্প কতৃপক্ষের মতে উক্ত অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে যথাসময়ে জমা দেওয়া হয়েছে।

১০। **<u>উপকারভোগীদের মতামতঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত কার্যক্রমসমূহের ফল ভোগকারী জনগণের (Benificiaries) সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ব্রীজ নির্মাণ/উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারসহ ইউনিয়ন ও উপজেলা এবং হাইওয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি তাদের সময়েরও সাশ্রয় হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে যানযোগে পরিবহন করাসহ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র তিনজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মোহাম্মদ মুসা সিনিয়র নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	০১/০২/২০০৬	২৩/০৭/২০০৮
মোঃ ইসমাইল হোসেন সিনিয়র নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	২৩/০৭/২০০৮	১৬/১১/২০০৯
মোঃ আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	১৬/১১/২০০৯	১২/১১/২০১১
মোঃ গোলাম মোস্তফা সিনিয়র নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	১২/১১/২০১১	৩০/০৬/২০১২

প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য পরিচালনায় দেখা যায় প্রকল্পটি মোট ৬.৫ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে মোট ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মাত্র ৬.৫ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পে চারজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথা সার্বিক প্রকল্প বাস্তবায়ন মন্থরতা অন্যতম প্রধান কারণ।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওর্য়াক স্থাপন করে হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টারের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা; এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের সংগে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ জনগণের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পের আওতায় ৬৯ টি ব্রীজের মধ্যে ৬৬ টি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনপূর্বক হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টারের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশ কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। তবে ঐ প্রকল্পের আওতায় বাকী তিনটি ব্রীজ নির্মাণ করা হলে আরও অধিক সংখ্যক লোক এর সুফল ভোগ করতে পারত।

১৪। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৬। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৬.১। **অংগ সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করাঃ** প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত সংস্থান অনুযায়ী সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস খাতে ১৩৫.৭৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৫০.৫৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১৪.৭৫ লক্ষ টাকা বেশী এবং রিপেয়ার মেইনটেন্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন খাতে ৩৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩৮.৯৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩.৯৩ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।

১৬.২। **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) ও মূল্য বৃদ্ধি (Cost Over-run) :** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ২১-০১-২০০৬ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় ২.৫ বছর । পরবর্তীতে প্রকল্প সংশোধন করা হয় এবং জুন, ২০১২ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৬.৫ বছর ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৪.৫ বছর বেশী (১৬০%)। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে বাস্তবায়ন ব্যয় একদিকে যেমন কম হতো তেমনি অন্যদিকে জনগণ অপেক্ষাকৃত কম সময়ে এর সুফল ভোগ করতে পারত।

১৬.৩। **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ** প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য পরিচালনায় দেখা যায় প্রকল্পটি মোট ৬.৫ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে মোট ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মাত্র ৬.৫ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পে চারজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথা সার্বিক প্রকল্প বাস্তবায়ন মন্থরতার অন্যতম প্রধান কারণ।

১৬.৪। **<u>প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত বাজার পরিচ্ছন্ন না থাকাঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় ১৪৭ টি বাজার উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নকৃত এ সমস্ত বাজারের বাজার উন্নয়ন কমিটির অসচেতনতা বা অবহেলার কারণে বাজারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়নি।

১৭। **<u>সুপারিশ :</u>**

১৭.১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/সম্মতি ছাড়া অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী এ শৃংখলা পরিপন্থী কাজের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৭.২। আলোচ্য প্রকল্পে টাইম ওভাররান ১৬০%। ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে এ প্রবণতা নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং সেজন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত রিভিউ করবে এবং যথাসময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে যৌক্তিক বরাদ্দ প্রদানে সচেষ্ট থাকবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৩);

১৭.৩। মাত্র ৬.৫ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পে চারজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে এধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।

‘‘ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলা)’’

(সমাপ্তঃ জুন,২০১২)

১। প্রকল্পের অবস্থান : দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলা ।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১২ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৩৯৮৫.০০	১৫৩৭৭.০০	১৫১৮১ʻ.৫২	জুলা্ই ,২০০৭ হতে জুন,২০১২ (৫ বছর)	জুলা্ই ,২০০৭ হতে জুন,২০১২ (৫ বছর)	জুলা্ই ,২০০৭ হতে জুন,২০১২ (৫ বছর)	-	-

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম. নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১২ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(A)	**রাজস্ব খাতঃ**					
১।	জনবল (পি এমইউ)	থোক		৯৩.০৬		৯২.৪৫
২।	আনুসাংগিক ব্যয়, টিএ,ডিএ, মেরামত ও অন্যান্য	থোক		৯৩.০		৯০.৭৬
(B)	মূলধন খাত					
১(ক)	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৪৬০.০০	১৩০৫২.০০	৪৬৬.৭৫	১৩৮১৭.৪৩
(খ)	ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন	মিঃ	১০০৮.৫০	১৭১৪.৪৫	৯৪৬.০১	৮০৫.৭৭
(গ)	গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	সংখ্যা	৪	৮৬.০০	৫	৮২.৯৯
(ঘ)	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন উন্নয়ন	সংখ্যা	৬	২০৪.০০	২০	১৮৬.২৪
(&ঙ)	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে আসবাবপত্র সরবরাহ	সংখ্যা	৬	৬.০০	৫	৪.৭৬
(ুঙ)	বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা	কিঃমিঃ	১৩১.৫৬	১০৪.০০	১৩৭.৪৬	৭৭.৫৫
(&ঙ)	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৯	৭.০০	৯	৬.৯৮
(চ)	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১	১.৯৯	১	১.৯৯
(চ)	ফ্যাক্স	সংখ্যা	১	০.৩৫	১	০.৩৫

ক্রম. নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১২ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ছ)	আসবাবপত্র	থোক	-	১০.২৫	থোক	১০.২৫
(জ)	প্রশিক্ষণ	থোক	-	৯৩.৯০		৯০.৭৬
(জ)	প্রশিক্ষণ	থোক	-	৪.০০		৪.০০
	সর্বমোট	-	১০০%	১৫৩৭৭.০০	৯৮%	১৫১৮১.৫২ (৯৯%)

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** দেশের দারিদ্র্য নিরসনকল্পে প্রণীত অন্তবর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে অবকাঠামো উন্নয়নকে দারিদ্র্য নিরসন কেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে দেশের পশ্চাৎপদ এলাকা বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুরের ৮টি জেলার ৫৮টি উপজেলার ২৭৫টি ইউনিয়নে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম দ্রুততার সালে সম্পন্ন করার নিমিত্তে প্রতিটি ইউনিয়নকে নিকটস্থ সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ**

(ক) উপজেলা সদর এবং গ্রোথ-সেন্টার/স্থানীয় হাট বাজারের সাথে পশ্চাৎপদ ইউনিয়নের সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং এলাকাবাসীর জীবনযাত্রার মান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা;

(খ) নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য জনগণের জন্য কৃষি ও অ-কৃষি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(গ) প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ সহায়তা প্রদান করা এবং

(ঘ) ইউনিয়ন সড়কে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা প্রদান করা।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি ০১/০৩/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ ১৩৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। বিগত ১৬/০৩/২০০৮ তারিখে একনেক শাখা হতে প্রকল্পটির অনুমোদন আদেশ এবং ০৯/০৪/২০০৮ তারিখের স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৭/০২/২০১১ তারিখ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প ব্যয় ৯.৯৯% বৃদ্ধি করে ১৫৩৭৭.০০ লক্ষ টাকায় প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

৮। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের গাইবান্ধা জেলার অংশ আইএমইডি কর্তৃক ১৯-০২-২০১৪ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের একটি বাস্তব চিত্র নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (দিনাজপুর, পঞ্চগঞ্জ,ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট)-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলায় সর্বমোট ৫১টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল কাজের জন্য প্রকল্প মেয়াদে ১৭৩৩.১৬ লক্ষ টাকার চুক্তিমূল্যে বিভিন্ন মেয়াদে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ১৬৯১.৮৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৬১%। গাইবান্ধা জেলায় প্রকল্প মেয়াদে ২৭৩.৫১ কিঃ মিঃ ইউনিয়ন সড়ক এবং ৮.৫ মিঃ কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে।

৮.১। **বুড়িঘর থেকে শিবপুর বাজার, সাপাড়া ইউনিয়ন, সদর উপজেলা (১০০০ মিঃ চেইনেজ এবং ১টি ইউ ড্রেন):** প্রকল্পের আওতায় সাপাড়া ইউনিয়নে বুড়িঘর থেকে শিবপুর বাজার পর্যন্ত ১ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ১টি ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের জন্য গত ১৪-০৩-২০১০ তারিখে মেসার্স মিলটন কন্সট্রাকশন, সোনাতলা বগুড়া-কে ৩৪.৬২ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান

করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ছিল ১০ই সেপ্টেমবর ২০১০ তবে ২৬শে অক্টোবর ২০১১ তারিখে কাজটি শেষ হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এ সড়কটি পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে নির্মিত একটি কালভার্ট এর এবেটমেন্ট ওয়াল এর নিকট হতে মাটি সরে গেছে এবং রেলিং এর কিছু অংশ ভেঙ্গেও গেছে। নির্মিত এ রাস্তার বিভিন্ন অংশের ল্যাবরেটরী টেষ্ট রিপোর্ট নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ক) রাস্তার পুরুত্বঃ গত ২৮-১০-২০১১ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাইবান্ধা কর্তৃক বিভিন্ন চেইনেজে রাস্তার কার্পেটিং ও সিলকোটের পুরুত্ব পরীক্ষা করে ৩১-৩৩ মিঃমিঃ পাওয়া গেছে মর্মে টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। উলেস্নখ্য এ রাস্তার কার্পেটিং ও সিলকোটের প্রত্যাশিত পুরুত্ব ছিল ৩২ মিঃমিঃ। গত ১৯-০২-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে নির্মিত রাস্তার মাঝামাঝি অবস্থানে একটি গর্ত খনন করে কারপেটিং ও সিলকোটের পুরুত্ব পরিমাপ করে দেখা গেছে, কারপেটিং ২৫ মিঃমিঃ এবং সিলকোট ৮ মিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৩৩ মিঃ মিঃ রয়েছে।

খ) বালির ল্যাবরেটরী টেস্টঃ রাস্তার প্যালাসাইডিং কাজে ব্যবহৃত কনক্রীটের বালি গত ২০-০৫-২০১২ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাইবান্ধা কর্তৃক সিভ এনালাইসিস করা হয়। এতে প্রাপ্ত ফলাফল ২.২৮ এফএম পাওয়া গেছে মর্মে টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ আছে । এছাড়া, রাস্তার সাববেইজ লেয়ারে ব্যবহৃত বালির একটি সিভ এনালাইসিসে বালির গ্রেড ০.৮২ এফএম পাওয়া গেছে মর্মে তাদের টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ) স্টোন চিপ্স পরীক্ষাঃ গত ২১-০৬-২০১২ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাইবান্ধা কর্তৃক এ রাস্তার কার্পেটিং এর জন্য ব্যবহৃত পাথরের গ্রেডেশন টেষ্ট করার জন্য ৫২৭ মিটার চেইনেইজ দুরুত্বে একটি পরীক্ষা করা হয় এবং এ পরীক্ষায় ২০ মিঃমিঃ থেকে ৭৫ মাইক্রোমিটার ব্যাসের পাথরের গ্রেডিং লিমিট ১০০ থেকে ০ পাওয়া গেছে এবং এটি সন্তোষজনক ফলাফল- মর্মে তাদের টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে । এছাড়া, এ কাজের জন্য ব্যবহৃত পাথরের Abrasion Test রিপোর্টে Abrasion Value ৩৪.৬% উল্লেখ্য আছে।

ঘ) বিটুমিন পরীক্ষাঃ গত ২১-০৬-২০১২ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাইবান্ধা কর্তৃক রাস্তার সিলকোটের জন্য ব্যবহৃত পরীক্ষার রিপোর্টে গড় Penetration value ০৯১ উল্লেখ আছে।

৮.২। **বড় জামালপুর এবতেদায়ী মাদ্রাসা-দাউওত রাস্তা, সাদুল্লাপুর উপজেলা গাইবান্ধা (১৪০০ মিঃ চেইনেজ):** প্রকল্পের আওতায় সাদুল্লাপুর উপজেলায় ১.৪ কিঃ মিঃ এই ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের জন্য গত ০৯-০৫-২০১২ তারিখে মোঃ জিয়াউল আলম ডালেস, পশ্চিমপাড়া গাইবান্ধা-কে ২২.৯৬ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ছিল ৩০ শে জুন ২০১২। কাজটি ২০শে জুন ২০১২ তারিখে শেষ হয়। নির্মিত রাস্তার বিভিন্ন অংশের ল্যাবরেটরী টেষ্ট রিপোর্ট নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ক) রাস্তার পুরুত্বঃ গত ২১-০৬-২০১২ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সাদুল্লাপুর উপজেলা, গাইবান্ধা কর্তৃক রাস্তার পুরুত্ব পরিমাণ করে বিভিন্ন চেইনেজ (মিটার)-এ কার্পেটিং এবং সিলকোটের পুরুত্ব ৩২-৩৫ মিঃমিঃ পাওয়া যায় মর্মে রিপোর্টে উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য, গত ২০-০২-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে নির্মিত রাস্তার মাঝামাঝি অবস্থানে একটি গর্ত খনন করে কারপেটিং ও সিলকোটের পুরুত্ব পরিমাপ করে দেখা গেছে, কারপেটিং ২৫ মিঃমিঃ এবং সিলকোট ৭ মিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৩২ মি মিঃমিঃ।

খ) বালির ল্যাবরেটরী টেষ্টঃ রাস্তার প্যালাসাইডিং কাজে ব্যবহৃত কনক্রীটের বালি গত ২০-০৫-২০১২ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সাদুল্লাপুর উপজেলা, গাইবান্ধা কর্তৃক সিভ এনালাইসিস করা হয় এবং এতে প্রাপ্ত ফলাফল ২.২৮ এফএম পাওয়া গেছে মর্মে টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

গ) স্টোন চিপ্স পরীক্ষাঃ গত ০৩-০৬-২০১২ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সাদুল্লাপুর উপজেলা, গাইবান্ধা কর্তৃক এ রাস্তার কার্পেটিং এর জন্য ব্যবহৃত পাথরের গ্রেডেশন টেষ্ট এর ফলাফল সন্তোষজনক মর্মে টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

ঘ) বিটুমিন পরীক্ষাঃ গত ০৩-০৬-২০১২ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সাদুল্লাপুর উপজেলা, গাইবান্ধা কর্তৃক রাস্তার সিলকোটের জন্য ব্যবহৃত বিটুমিনের Penetration পরীক্ষা করা হয় এবং এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক মর্মে টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.৩। সাদুল্লাপুর মাদারগঞ্জ রাস্তার নাগবাড়ী বাজার হতে গোপালগঞ্জ ঘাট, সাদুল্লাপুর উপজেলা (৫২৭ মিঃ): প্রকল্পের আওতায় সাদুল্লাপুর মাদারগঞ্জ রাস্তার নাগবাড়ী বাজার হতে গোপালগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত ৫২৭ মিঃ ১টি ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের জন্য গত ০৯-০৫-২০১২ তারিখে মেসার্স ডি.কে. এন্টারপ্রাইজ, গাইবান্ধা-কে ১২.৮১ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ছিল ৩০শে জুন ২০১২। নির্ধারিত তারিখে কাজটি শেষ হয়। নির্মিত রাস্তার বিভিন্ন অংশের ল্যাবরেটরী টেষ্ট রিপোর্ট নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ক) রাস্তার পুরুত্বঃ গত ০৫-০২-২০১৯ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সাদুল্লাপুর উপজেলা, গাইবান্ধা কর্তৃক রাস্তার পুরুত্ব পরিমাণ করে বিভিন্ন চেইনেজ (মিটার)-এ কার্পেটিং এবং সিলকোটের পুরুত্ব ৩২-৩৫ মিঃমিঃ পাওয়া যায় মর্মে রিপোর্টে উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য, গত ২০-০২-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে নির্মিত রাস্তার মাঝামাঝি অবস্থানে একটি গর্ত খনন করে কারপেটিং ও সিলকোটের পুরুত্ব পরিমাপ করে দেখা গেছে, কারপেটিং ২৫ মিঃমিঃ এবং সিলকোট ৭ মিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৩২ মিঃ মিঃ।

খ) বালির ল্যাবরেটরী টেস্টঃ রাস্তার প্যালাসাইডিং কাজে ব্যবহৃত কনক্রীটের বালি গত ২০-০৫-২০১২ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সাদুল্লাপুর উপজেলা, গাইবান্ধা কর্তৃক সিভ এনালাইসিস করা হয় এবং এতে প্রাপ্ত ফলাফল ২.২৮ এফএম পাওয়া গেছে মর্মে টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

গ) স্টোন চিপ্স পরীক্ষাঃ গত ২০-০৫-২০১২ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সাদুল্লাপুর উপজেলা, গাইবান্ধা কর্তৃক এ রাস্তার কার্পেটিং এর জন্য ব্যবহৃত পাথরের গ্রেডেশন টেষ্ট এর ফলাফল সন্তোষজনক মর্মে টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

ঘ) বিটুমিন পরীক্ষাঃ গত ২১-০৬-২০১২ তারিখে সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সাদুল্লাপুর উপজেলা, গাইবান্ধা কর্তৃক রাস্তার সিলকোটের জন্য ব্যবহৃত বিটুমিনের Penetration পরীক্ষা করা হয় এবং এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক মর্মে টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, এ রাস্তাটির বিটুমিন লেয়ার নষ্ট হয়ে গেছে। ছোট ছোট পাথরের নুড়ি রাস্তার উপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে। রাস্থাটি নির্মাণের মাত্র ১.৫ বছরের মাথায় রাস্তার কার্পেটিং নষ্ট হয়ে যাওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, মূলতঃ এ রাস্তায় অনেক বেশী পাওয়ার টিলার (ধান চাষের জন্য) চলাচল করার জন্য এ রাস্তাটির এমন অবস্থা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে এ রাস্তার পাশের বেশ কিছু নতুন ধান-চালের মিল তৈরি হয়েছে। বোঝা যায়, রাস্তা নির্মাণের ফলে এলাকার জনগণের যেমন যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতি হয়েছে তেমনি এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সৃষ্টিতেও সহায়ক হয়েছে।

৮.৪।আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, একই প্রকৃতির ''বৃহত্তর রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন'' প্রকল্পটি ৩০শে জুন ২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পে ৩৭টি ইউনিয়ন প্রকল্প পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ৮টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ১৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ৬টি গ্রোথ সেন্টার নির্মিত হয়েছিল। অবশিষ্ট ২০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ২টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয় নাই। আলোচ্য ''ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা'' -শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পূর্বোক্ত 'বৃহত্তর রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ অর্থাৎ ২০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা এবং ২টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের বিষয়টি অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থান না থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় এ সকল অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপি সংশোধন ছাড়াই বর্ণিত অননুমোদিত কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল। ডিপিপি সংস্থানের বাহিরে অননুমোদিত কোন কাজ সম্পন্ন করা স্পষ্টতঃ আর্থিক ও পরিকল্পনার পরিপন্থি ।

৯। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৭-২০০৮	১০০.০০	১০০.০০	০.৮১%	১০০.০০	৯৮.৫৩	৯৮.৫৩	০.৮১%	১.৪৬
২০০৮-২০০৯	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৬.১৯%	২৫০০.০০	২৪৮৬.৯৯	২৪৮৬.৯৯	১৬.১৯%	১৩.১
২০০৯-২০১০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৩২.৬১%	৫০০০.০০	৪৯৯২.৯২	৪৯৯২.৯২	৩২.৬১%	৭.০৮
২০১০-২০১১	২৩০০.০০	২৩০০.০০	১৪.৭৮%	২৩০০.০০	২২৯৮.৪২	২২৯৮.৪২	১৪.৭৮%	১.৫৯
২০১১-২০১২	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৩৫.৮১%	৫৫০০.০০	৫৩০৪.৬৬	৫৩০৪.৬৬	৩৫.৮১%	১৯৫.৩৪
সর্বোমোটঃ	১৫৪০০.০০	১৫৪০০.০০	১০০%	১৫৪০০.০০	১৫১৮১.৫২	১৫১৮১.৫২	১০০%	

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র তিনজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
নাছির উদ্দিন আহমেদ প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীণ	-	০১-০৭-০৬	১৩-০১-০৯
মোঃ মতিয়ার রহমান প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীণ	-	১৪-০১-০৯	২৬-০১-১১
মোঃ গোলামুর রহমান প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীণ	-	২৭-০১-১১	৩০-০৬-১২

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
ক) উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার/স্থানীয় হাট বাজারের সাথে পশ্চাৎপদ ইউনিয়নের সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং এলাকাবাসীর জীবনযাত্রার মান ও অর্থনৈতিক মান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা । খ) নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দারিদ্র জনগণের জন্য কৃষি ও অ-কৃষি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী	আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার/স্থানীয় হাট বাজারের সাথে পশ্চাৎপদ ইউনিয়নের সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে তবে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কিছু ইউনিয়ন সড়কের কার্পেটিং মাত্র ০১ বছরের মাথায় নষ্ট হয়ে যাওয়া কাম্য হতে পারে না। তাছাড়া আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, একই প্রকৃতির ''বৃহত্তর রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন'' প্রকল্পটি ৩০শে জুন ২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পে ৩৭টি ইউনিয়ন প্রকল্প পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ৮টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ১৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ৬টি গ্রোথ সেন্টার নির্মিত হয়েছিল। অবশিষ্ট ২০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ২টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয় নাই। আলোচ্য ''ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা''-

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা গ) প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণে সহায়তা প্রদান করা । ঘ) ইউনিয়ন সড়ক বৃক্ষরোপনের মধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করা ।	শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পুর্বোক্ত 'বৃহত্তর রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ অর্থাৎ ২০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা এবং ২টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের বিষয়টি অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থান না থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় এ সকল অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপি সংশোধন ছাড়াই বর্ণিত অননুমোদিত কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল। ডিপিপি সংস্থানের বাহিরে অননুমোদিত কোন কাজ সম্পন্ন করা স্পষ্টতঃ আর্থিক ও পরিকল্পনার পরিপন্থি ।

১২। **<u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ</u>** প্রযোজ্য নয়।

১৩। **<u>প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>**

১৩.১। আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, একই প্রকৃতির ''বৃহত্তর রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন'' প্রকল্পটি ৩০শে জুন ২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পে ৩৭টি ইউনিয়ন প্রকল্প পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ৮টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ১৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ৬টি গ্রোথ সেন্টার নির্মিত হয়েছিল। অবশিষ্ট ২০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং ২টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয় নাই। আলোচ্য ''ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা'' -শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পুর্বোক্ত 'বৃহত্তর রংপুর এবং দিনাজপুর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ অর্থাৎ ২০টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা এবং ২টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের বিষয়টি অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থান না থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় এ সকল অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং -এতে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপি সংশোধন ছাড়াই বর্ণিত অননুমোদিত কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল। ডিপিপি সংস্থানের বাহিরে অননুমোদিত কোন কাজ সম্পন্ন করা স্পষ্টতঃ আর্থিক ও পরিকল্পনার পরিপন্থি (অনুঃ ৮.৪)।

১৩.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বুড়িঘর থেকে শিবপুর বাজার, সাপাড়া ইউনিয়ন, সদর উপজেলায় নির্মিত সড়কটি পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে নিমিত একটি কালভার্ট এর এবেটমেন্ট ওয়াল এর নিকট হতে মাটি সরে গেছে এবং রেলিং এর কিছু অংশ ভেঙ্গেও গেছে (অনুঃ ৮.১)।

১৩.৩। সাদুল্লাপুর মাদারগঞ্জ রাস্তার নাগবাড়ী বাজার হতে গোপালগঞ্জ ঘাট, সাদুল্লাপুর উপজেলায় নির্মিত রাস্তাটির সিল কোট নষ্ট হয়ে গেছে। ছোট ছোট পাথরের নুড়ি রাস্তার উপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে। রাস্তাটি নির্মাণের মাত্র ১.৫ বছরের মাথায় রাস্তার কার্পেটিং নষ্ট হয়ে যাওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয় (অনুঃ ৮.৩)।

১৩.৪। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নকালে তিন জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে (অনুঃ ১০)।

১৪। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৪.১। ডিপিপি সংস্থানের বাহিরে কোন কাজ সম্পন্ন করা আর্থিক ও পরিকল্পনার পরিপন্থি (অনুঃ ১৩.১)। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৪.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বুড়িঘর থেকে শিবপুর বাজার, সাপাড়া ইউনিয়ন, সদর উপজেলায় নির্মিত সড়কটির মাঝামাঝি স্থানে নিমিত একটি কালভার্ট এর এবেটমেন্ট ওয়াল এর নিকট হতে মাটি সরে যাওয়ায় এবং রেলিং এর কিছু অংশ ভেঙ্গে যাওয়ার বিষয়টি অনুসন্ধান করে উক্ত কালভার্টটি দ্রুত মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনুঃ ১৩.২)।

১৪.৩। সাদুল্লাপুর মাদারগঞ্জ রাস্তার নাগবাড়ী বাজার হতে গোপালগঞ্জ ঘাট, সাদুল্লাপুর উপজেলায় নির্মিত রাস্তাটির কার্পেটিং মাত্র ১.৫ বছরের মাথায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনুঃ ১৩.৩)।

১৪.৪। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। এ বিষয়টি পরিহারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক (অনুঃ ১৩.৪)।

‘‘ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নঃ রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা’’

সমাপ্তঃ জুন,২০১২

১। প্রকল্পের অবস্থান : রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১২ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৪৯৭৫.০০	১৬৩১০.০০	১৬০১৬.২৯	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন ২০১২ (৪ বছর)	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন ২০১২ (৪ বছর)	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন ২০১২ (৪ বছর)	১৩৩৫.০০ (৬.৯৬%)	-

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	নির্মাণ ও পূর্ত					
১।	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	কি.মি.	২০০	৭১২৬.৩১	১৯৫ (৯৭.৫%)	৭০০৯.৭৯
২।	ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মি.	১৬৫৫.৩৬	৩৩২৮.১৯	১৬৫৫.৩৬ (১০০%)	৩৩২৮.১৯
৩।	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ	কি.মি.	১১৯.৭১	৩৪৬১.১৪	১১৫. ৭১ (৯৬.৬৬%)	৩৩০১.০০
৪।	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কের ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মি.	১১২৫.১০	১৮৫০.৮৮	১১২৫.১০ (১০০%)	১৮৫০.৮৮
৫।	গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	১৪	২১৯.৪৮	১৪ (১০০%)	২১৯.৪৮
৬।	বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ	কি.মি.	২৩	১৮.৫০	২৩ (১০০%)	১৮.০০
৭।	সার্ভে	থোক	-	৯.৪৯	-	৯.৪৫
৮।	বেতন ভাতা ও অন্যান্য (সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস, রিপেয়ার ও মেইনটেন্যান্স)		১১০৪ (২৩ জন x ৪৮ জনমাস)	২৯৪.৫১	১১০৪ (১০০%)	২৭৮.০১
০৯।	অফিস সরঞ্জাম (কম্পিউটার)	থোক	২	১.৫০	২ (১০০%)	১.৪৯
	মোট	-	-	১৬৩১০.০০	৯৯%	১৬০১৬.২৯

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** অনুমোদিত প্রকল্পে সর্বমোট ২০০ কি.মি. ইউনিয়ন সড়ক ও ১১৯.৭১ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর ১৯৫ কিঃমিঃ (৫ কিঃমিঃ কম) ইউনিয়ন সড়ক ও ১১৫.৭১ কিঃ মিঃ (৪ কিঃমিঃ কম) গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে অর্থের অপ্রতুলতা ও নির্মাণ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে ইউনিয়ন সড়ক ৫ কিঃ মিঃ ও গ্রামীণ সড়ক ৪ কিঃমিঃ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ''পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প- ২৪; বৃহত্তর ফরিদপুর অবকাঠামো উন্নয়ন (কর্মসংস্থান এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন) (৩য় সংশোধিত)'' শীর্ষক একটি প্রকল্প অত্র প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বাস্তবায়নাধীন ছিল যা জুন ২০০৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কিছু উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নাধীন ছিল; যা এতদ্‌অঞ্চলের চাহিদার তুলনায় কম। তাই দেশের সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রথমে JDCF এবং বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় মোট ২৯৭.২২ কোটি টাকায় ২০০৪-২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে JDCF থেকে অর্থ না পাওয়ায় প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয় এবং একনেক সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** এ প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্যসমুহ হলঃ

ক) সেতু/কালভার্টসহ গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে গ্রোথ সেন্টার এবং স্থানীয় হাট-বাজারের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কৃষি/খামার পণ্য বাজারজাতকরণের সহায়তা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা; খ) গ্রোথ সেন্টার/গুরুত্বপূর্ণ হাট/বাজারসমূহের ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির/উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির সহায়তার মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা। গ) নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ঘ) ইউনিয়ন সড়কে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করা।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন :**

মূল প্রকল্পটি গত ১৫-০৪-২০০৮ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক ১৪৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এলজিইডি'র Schedule of Rates পরিবর্তন এবং নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে অবশিষ্ট কাজের জন্য নতুন Schedule of Rates অনুযায়ী দর প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে মোট ১৬৩১০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক রাজবাড়ী জেলায় বাস্তবায়িত কাজের কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

৮.১ রাজবাড়ী জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ১টি সেতু, ২টি সড়ক এবং ১টি হাট উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত স্কীমসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে দেওয়া হলঃ

রাজবাড়ী জেলাঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ গ) ঠিকাদারের নাম	মন্তব্য/ মতামত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। ক) নবাবপুর ইউপি অফিস-বহরপুরহাট ভায়াঘোড়ামারা সড়কে ৪৮.০০ মি. দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ খ) ৪৮.০০ কিঃ মিঃ	ক) ৯৫.৯৯ খ) ৯৫.৪৫ গ) ৯৫.৩৮ ঘ) ১০০%	ক) ১২/০১/২০১০ খ) ১৫/১২/২০১০ গ) JV of M/S Gonesh Mitra & Impreal Tradens, Rajbari.	৩ স্প্যান বিশিষ্ট ৪৮ মিঃ (১৬ মিঃ X৩) দীর্ঘ সেতুটির নির্মাণ কাজ ২০১০ সালে সমাপ্ত হয়েছে। সেতুর ক্যারেজওয়ে ১২ ফুট এবং দুইপাশে ৪ ফুট (২ ফুট+২ফুট) প্রশস্ত ওয়াকওয়ে/হুইলগার্ড রয়েছে। সেতুর দুইপাশে এবার্টমেন্টের নীচে সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেতুর গুনগত মান ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে।
২। ক) পাংশা বাজার - আবুহেনা মোড় পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন খ) ১.০০ কিঃমিঃ	ক) ৪৯.৩১ খ) ৫৬.৬৯ গ)৫৬.৬৮ ঘ) ১০০%	ক) ০৯/০৪/২০১২ খ) ০১/০৬/২০১২ গ) Uttom Kumer Kundu Pangsha, Rajbari	রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া সড়কের আবুহেনা মোড় থেকে পাংশা বাজার পর্যন্ত যে সড়ক রয়েছে সেই সড়কের ১.০০ কিঃমিঃ অত্র প্রকল্প থেকে উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটি ১০ ফুট প্রশস্ততায় ফেলক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে যার দু'পাশে ৬ ফুট (৩ ফুট+ ৩ ফুট) মাটির সোল্ডার রয়েছে। সড়কের দুইটি স্থানে WBM এর বালি ও খোয়ার অনুপাত (১:১) এবং কার্পেটিং ও সীলকোটের প্রুরুত্ব (২৫ মিঃ) পরীক্ষায় তা যথাযথ পাওয়া যায়।
৩। ক) বালিয়াকান্দি জিসি নওয়াবপুর ইউপি অফিস সড়ক উন্নয়ন খ) ১২৪০ মিঃ	ক) ৫০.১৮ খ) ৫০.১৭ গ) ৫০.১৭ ঘ) ১০০%	ক) ০৬/১২/০৯ খ) ৩১/১২/১০ গ)M/S Emperial Traders, Rajbari	এটি একটি ১০ ফুট প্রশস্ত ইউনিয়ন সড়ক পেভমেন্ট ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়েছে। তবে সড়কের দু'পাশে মাটির সোল্ডার ৬ ফুট (৩ ফুট+ ৩ ফুট) থাকার কথা থাকলেও বেশ কিছু অংশ তা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া সড়কের উপর দিয়ে জমি চাষের ট্রাকটর চলাচল করায় সড়ক ক্ষতিগ্রস্থ হতে দেখা যায়। সড়ক সংরক্ষণের স্বার্থে ট্রাকটর চলাচলের ক্ষেত্রে ট্রাকটরের চাকায় রাবারের ব্যান্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪। ক) পাংশা উপজেলাধীন লারিবাড়ি হাট উন্নয়ন খ) ৩টি সেড ও অভ্যন্তরীন সড়ক নির্মাণ	ক) ২৩.৭২ খ) ২১.৫২ গ) ২১.৪৮ ঘ) ১০০%	ক) ০১/০৪/২০০৯ খ) ০৪/১২/২০০৯ গ) M/S Sarwar Traders, Rajbari	অত্র হাটে মোট ৩টি সেড (মাছ/মাংশ-১টি, সবজি ও অন্যান্য-২টি) নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি সেড ৩০ ফুট X ১৫ফুট আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া সেডের পাশে সংকীর্ন ড্রেন নির্মানসহ সর্বমোট ১৯০ মিঃ অভ্যন্তরীন এইচবিবি সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। সেড ও অভ্যন্তরীন সড়ক নির্মাণের ফলে Benificiariy দের হাটের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সুবিধা হয়েছে। তবে নির্মিত সেড ও ড্রেন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে নোংরা ময়লা আবর্জনা জমা হতে দেখা গেছে। হাট ব্যবস্থাপনা কমিটির যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে এ ধরনের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে।

৮.২। **<u>ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যঃ</u>** অনুচ্ছেদ ৮.১ এ বর্ণিত স্কীমগুলোর ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়। স্কীমগুলোর (ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (খ) চুক্তিকৃত মূল্য (গ) ব্যয় (ঘ) বাস্তব অগ্রগতি ঙ) কার্যাদেশের তারিখ চ) কাজ সমাপ্তির তারিখ ছ) ঠিকাদারের নাম ইত্যাদি অনুচ্ছেদ ৮.১এর স্ব স্ব স্কীমের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। স্কীম চারটির ঠিকাদার নিয়োগের জন্য বহুল প্রচারিত দুটি করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া পিপিআর অনুযায়ী Tender Opening committee (TOC) এবং Tender Evaluation Committee (TEC) গঠন করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক TEC তে দুইজন করে ক্রয়কারীর নিয়ন্ত্রনকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সী বহির্ভূত সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া TOC তে PEC কমিটির একজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। TOC কমিটি কর্তৃক টেন্ডার জমাদানের নির্দিষ্ট সময় পর দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ TOC ও PEC কমিটি সঠিকভাবে গঠনপূর্বক টেন্ডার উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ঠিকাদারকে বিধি অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন পূর্বক বিল প্রদান করা হয়েছে।

৯। **<u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ</u>** প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৬০১৬.২৯ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.২০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৮-০৯	২০০০.০০	২০০০.০০	-	১৯৯২.০০	১৯৮৯.১৬	১৯৮৯.১৬	-	২.৮৪
২০০৯-১০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	৫০০০.০০	৪৯৯৫.৫১	৪৯৯৫.৫১	-	৪.৪৯
২০১০-১১	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	৫০০০.০০	৪৯৯৬.৩২	৪৯৯৬.৩২	-	৩.৬৮
২০১১-১২	৪০৪৩.০০	৪০৪৩.০০	-	৪০৪৩.০০	৪০৩৫.৩০	৪০৩৫.৩০	-	৭.৭
সর্বোমোটঃ	১৬০৪৩.০০	১৬০৪৩.০০	-	১৬০৩৫.০০	১৬০১৬.২৯	১৬০১৬.২৯	-	১৮.৭১

এ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ১৬৩১০.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৬০১৬.২৯ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ১৬০৩৫.০০ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রকল্প সমাপ্ত শেষে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ ১৮.৭১ লক্ষ টাকা (১৬০৩৫.০০ লক্ষ টাকা-১৬০১৬.২৯ লক্ষ টাকা)। উক্ত অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে যথাসময়ে জমা দেওয়া হয়েছে।

১০। **উপকারভোগীদের মতামত** : প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত কার্যক্রমসমূহের ফল ভোগকারী জনগণের (Benificiaries) সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ব্রীজ নির্মাণ/উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারসহ ইউনিয়ন ও উপজেলা এবং হাইওয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি তাদের সময়েরও সাশ্রয় হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে যানযোগে পরিবহন করাসহ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশ কিছু কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** : প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র দুইজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
নুর মোহাম্মদ প্রকল্প পরিচালক	-	খন্ডকালীন	০১/০৭/২০০৮	০৫/০৪/২০১০
মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	০৫/০৪/২০১০	৩০/০৬/২০১২

প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য পরিচালনায় দেখা যায় প্রকল্পটি মোট ৪ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে মোট ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মাত্র ৪ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পে দুইজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সমীচীন নয়। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালক বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ ছাড়াই এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বদলি করা হয়েছে।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
ক) সেতু/কালভার্টসহ গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে গ্রোথ সেন্টার এবং স্থানীয় হাট-বাজারের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কৃষি/খামার পণ্য বাজারজাতকরণের সহায়তা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা। খ) গ্রোথ সেন্টার/গুরুত্বপূর্ণ হাট/বাজারসমূহের ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির/উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির সহায়তার মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা। গ) নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ঘ) ইউনিয়ন সড়কে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করা।	প্রকল্পের আওতায় ব্রীজ/কালভার্টসহ ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণের মাধামে ইউনিয়ন, গ্রোথ সেন্টার এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ সম্ভবপর হয়েছে। উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ সহজতর হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষি পন্য বাজারজাতকরণ সহজীকরণের ফলে গৃহস্থালীয় আয় ও জীবনযাপনের মানোন্নয়ন হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বৃক্ষরোপনের ফলে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার পাশাপাশি পরিবেশের উপর দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই প্রভাব পড়েছে। এসব বিবেচনায় বলা যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৪। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৪.১। **প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল্য বৃদ্ধি (Cost Over-run) :** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ১৫-০৪-২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয় ও প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১৪৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্প সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় নির্ধারিত হয় ১৬৩১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল অপরিবর্তিত থাকলেও এর ব্যয় ১৩৩৫.০০ লক্ষ টাকা (৮.৩১%) বৃদ্ধি পায়। প্রকল্প প্রণয়নের সময় যথাযথভাবে সার্ভে এ্যাপ্রাইজাল না করে প্রকল্প গ্রহণ করায় পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪.২। **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ** প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য পরিচালনায় দেখা যায় প্রকল্পটি মোট ৪ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু চার বছরে মোট ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মাত্র ৪ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পে দুইজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সমীচীন নয়। তাছাড়া প্রকল্প প্ররিচালক বদলী সংক্রান্তমন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ ছাড়াই প্রকল্প পরিচালক বদলী করা হয়েছে।

১৪.৩। **প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত বাজার পরিচ্ছন্ন না থাকাঃ** প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় সর্বমোট ১৪ টি বাজার/হাট উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। রাজবাড়ী জেলায় উন্নয়নকৃত বাজার/হাট পরিদর্শনে দেখা যায় উন্নয়নকৃত বাজারের বাজার উন্নয়ন কমিটির অসচেতনতা বা অবহেলার কারণে বাজারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক হয়নি।

১৪.৪। **ট্রাকটর চলাচলের ফলে সড়ক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াঃ** প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সড়ক পরিদর্শনকালে দেখা যায় পাকা সড়ক ট্রাকটর চলাললের ফলে সড়কের পেভমেন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব হ্রাস পাচ্ছে। অত্র প্রকল্প ছাড়াও বাংলাদেশের গ্রামীণ পাকা সড়কের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ন সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করা না হলে সরকারী অর্থে নির্মিত সড়কের স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

১৫। **সুপারিশঃ**

১৫.১। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে যা প্রসংশনীয় কিন্তু যথাসময়ে বাস্তবায়িত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৩১%। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে যথাযথ সার্ভেপূর্বক ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে যাতে সঠিক সময় ও ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয় (অনুচ্ছেদ-১৪.১)।

১৫.২। প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ ছাড়াই অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন/বদলী করা হয়েছে যা অনাকাংখিক। ভবিষ্যতে এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন/বদলীর ক্ষেত্রে উক্ত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবে (অনুচ্ছেদ-১৪.২)।

১৫.৩। উন্নয়নকৃত বাজারসমূহের কমিটি যাতে বাজার উন্নয়নের/পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তৎপর হয় এজন্য সংশ্লিষ্ট ইউএনও/উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। এক্ষেত্রে, ইউএনও/উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার এ কাজের দায়িত্ব বাজার কমিটির উপর ন্যাস্ত করতে পারে এবং যুক্তিসম্মত সময়ের ব্যবধানে বাজার এলাকা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৪.৩)

১৫.৪। গ্রামীণ পাকা সড়কের স্থায়িত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সড়কের উপর দিয়ে চলাচলের সময় ট্রাকটরে রাবারের প্যাড ব্যবহার আবশ্যক। এ বিষয়ে সরকারী পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১৪.৪)।

‘‘দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্যোগসহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (Enhancing Resilience Under Bangladesh Country Programme)’’
সমাপ্তঃ জুন,২০১২

১। প্রকল্পের অবস্থান : কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, লালমনিরহাট, জামালপুর, বাগেরহাট, বরগুনা, ভোলা, খুলনা, পটুয়াখালী এবং সাতক্ষীরা জেলা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৯৮৮৫.০০ (১০০৬৫.০০)	২১৩৯৩.০০ (১১০১১.৭৩)	১৯৫২১.০০ (১০০২৮.৬৭)	জুলাই,২০০৮ হতে জুন,২০১২	জুলাই,২০০৮ হতে জুন,২০১২	জুলাই,২০০৮ হতে জুন,২০১২	--	--

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক. রাজস্বঃ						
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১৯	৮৫.৬৭	১৯	৭৬.৭৬
২.	কর্মচারীদের বেতন	জন	১২	৩১.২৯	১২	৩০.৯২
৩.	ভাতাদি	জন	৩১	১০৮.৩২	৩১	৯৮.৭৫
৪.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	-	১০৯৭.৮৬	-	১০৯০.৮৭
৫.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	৭.৪০	-	৭.৩৫
	মোট (রাজস্ব):			১৩৩০.৫৪		১৩০৪.৬৫
খ. মূলধনঃ						
১.	গাড়ী ক্রয়	টি	৪	১২০.০০	-	০.০০
২.	মটর সাইকেল ক্রয়	টি	১৫	৩০.০০	১৫	৩০.০০
৩.	ফটোকপিয়ার ক্রয়	টি	১	২.০০	১	২.০০
৪.	কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়	টি	১৫	১৫.০০	১৫	১৫.০০
৫.	আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	-	২.০০	-	২.০০
৬.	ফুড ফর ট্রেনিং (FFT)	জন	১৪০০০০	৫৪৮১.২৫	১৩৮৭৫০	৫৪০৬.৩২
৭.	ফুড ফর এ্যাসেট (FFA)	জন	১৪০০০০	১৪৮১২.২১	১২৫৫০০	১২৭৬১.০৩
	মোট (মূলধন):			১৯৮৯৩.৪৬		১৮১৬৭.৩৫
	সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন):			২১৩৯৩.০০	৯৬%	১৯৫২১.০০ (৯১.২৫%)

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত সংস্থান অনুযায়ী ফুড ফর এ্যাসেটস (FFA) বাবদ ১৪০০০০ জনকে এবং ফুড ফর ট্রেনিং (FFT) বাবদ ১৪০০০০ জনকে খাদ্যশস্য বরাদ্দের সংস্থান ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে WFP থেকে FFA এর বাবদ ১২৫৫০০ জনকে এবং FFT কাজের বিপরীতে ১৩৮৭৫০ জনকে খাদ্যশস্য প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কম সংখ্যক উপকারীভোগীকে খাদ্যশস্য প্রদান করায় অগ্রগতি কম হয়েছে। পিসিআর অনুযায়ী কিছু কিছু উপকারভোগীর উন্নততর আয়ের সংস্থান হওয়ায় FFA প্রোগ্রাম থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ায় এবং FFT এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু উপকারভোগী ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ না করার তাদেরকে অর্থ প্রদান না করায় সম্পূর্ণ অগ্রগতি হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** নববই এর দশকের মাঝামাঝি হতে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দারিদ্র হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে। নববই এর দশকের শেষে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারি জনসংখ্যা ছিল ৫০ শতাংশ, বর্তমানে তা ৩১.৯০ শতাংশে নেমে এসেছে। বিবিএস পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৩৯.৮০% পরিবারের এখনও খাদ্য নিরাপত্তা নেই। সমাজে নারীদের দূর্বল অবস্থানের কারণে সমগ্র দেশের মানব সম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিরাজমান। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে Human Capital বৃদ্ধিতে বিনিয়োগের পর্যাপ্ততা, পুষ্টি, সুস্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা তৈরী বাধাগ্রস্থ হয় যা ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া, প্রতিনিয়ত বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় এবং সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উৎপাদন আশানুরূপ হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠি ক্রমান্বয়ে কর্মহীন হওয়ার সাথে সাথে সম্পদহীন হয়ে পড়ছে। এ প্রেক্ষিতে, বিগত নববই এর দশকে SIFAD (Strengthening Institutions for Food Aided Development) প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে WFP তাদের কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) প্রোগ্রামকে রিলিফের পরিবর্তে উন্নয়নের জন্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছে। উক্ত সময় থেকে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর উদ্যোগে দুঃস্থ মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং মাইক্রোক্রেডিটসহ স্বউদ্যোগে আয়ের সুযোগের সহায়তা দিচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং মাইক্রোক্রেডিটসহ স্বউদ্যোগে আয়ের সুযোগের সহায়তা প্রদানের জন্য অত্র প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- (ক) ফুড ফর ট্রেনিং (FFT)-এর আওতায় সংকটের সময় ও সংকট পরবর্তী সময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ এবং সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহনের পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন (খ) ফুড ফর এ্যাসেট (FFA) এর আওতায় পারিবারিক ও কমিউনিটি সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারবর্গের খাদ্য নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থায়ন :**

World Food Programme (WFP) এর আর্থিক সহায়তায় গৃহীত মূল প্রকল্পটি মোট ১৯৮৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে গত ২৬/০৫/২০০৮ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৮৮৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জিওবি ৯৮২০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০০৬৫.০০ লক্ষ টাকা (WFP ৬০,০০০ মেঃ টন খাদ্য শস্যের সমপরিমান মূল্য ৯০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং নগদ ১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা)। পরবর্তীতে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং বাস্তবায়নকাল অপরিবর্তীত রেখে ২১৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত প্রকল্প গত ১৩-০৯-২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের (২১৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা) মধ্যে জিওবি ১০৩৮১.২৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১০১১.৭৩ লক্ষ টাকা (৬০,০০০ মেঃ টন খাদ্য শস্যের সমপরিমান মূল্যসহ)।

৮। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৯৫২১.০০০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯১.২৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৬%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৮-২০০৯	১৮৯৪.০০	৯৯৪.০০	৯০০.০০	৯৯৪.০০	১৭০৭.৭৬	৮৮৬.৭৩	৮২১.০৩	১০৭.২৭
২০০৯-২০১০	৪৫৯০.০০	২৩৪০.০০	২২৫০.০০	২৩৪০.০০	৪৫৫৩.৯৫	২৩২০.৯২	২২৩৩.০৩	১৯.০৮
২০১০-২০১১	৯১৩০.০০	৪৬৩০.০০	৪৫০০.০০	৪৬৩০.০০	৮৫৬১.৯০	৪৩৪৪.৮৩	৪২১৭.০৭	২৮৫.১৭
২০১১-২০১২	৩৮০৬.০০	১৯৫৬.০০	১৮৫০.০০	১৯৫৬.০০	৩৭৫২.৩৯	১৯৩৯.৮৫	১৮১২.৫৪	১৬.১৫
সর্বমোট	১৯৪২০.০০	৯৯২০.০০	৯৫০০.০০	৯৯২০.০০	১৮৫৭৬.০০*	৯৪৯২.৩৩	৯০৮৩.৬৭	৪২৭.৬৭

তথ্যসূত্রঃ পিসিআর

* গাড়ী সংগ্রহ এবং এনজিও সার্ভিস বাবদ ৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা WFP কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়েছে। উক্ত ব্যয় সহ প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৯৫২১.০০ লক্ষ টাকা।

উপরের সারণী হতে দেখা যায়, উক্ত অর্থবছর সমূহে প্রকল্পের অধীনে মোট ৯৯২০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ প্রদান ও ৯৯২০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৯৪৯২.৩৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ অবমুক্তকৃত অথচ অব্যয়িত জিওবি অর্থের পরিমান ৪২৭.৬৭ লক্ষ টাকা। এ অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে যথাসময়ে সমর্পণ করা হয়েছে বলে জানা যায় কিমন্তু এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সংস্থার নিকট থেকে পাওয়া যায়নি।

৯। **প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশলঃ**

৯.১। এ প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ দুই ধরনের কাজের মাধ্যমে দুস্থ মহিলাদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

Food For Traning (FFT) t জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে উপকারভোগীদের সামাজিক ও দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক সচেতনতা বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য **FFT** কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং প্রশিক্ষণকালে উপকারভোগীদের খাদ্য শস্য ও নগদে পারিশ্রমিক দেয়া হয়। প্রতি উপকারভোগীদের প্রতিমাসে ১৫ (পনের) কেজি খাদ্য শস্য এবং ১৫ (পনের) কেজি শস্যের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ নগদে ৬ (ছয়) মাস যাবৎ পেয়েছেন।

Food For Asset (FFA) t গৃহস্থালীর আয় বর্ধক এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি সহায়ক কার্যক্রম জানুয়ারী-জুন মেয়াদে খাদ্যের বিনিময়ে করা হয়। স্থানীয় কমিউনিটির চাহিদা ও মতামতের ভিত্তিতে **FFA** এর আওতায় মাটির কাজের স্কীম তৈরী করা হয়। প্রকল্পে নিযুক্ত এনজিও এ সমস্ত স্কীম নির্বাচনে কমিউনিটিকে সহায়তা করে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনায় স্কীম নির্বাচন করা হয়। উপজেলা প্রকৌশলী প্রকল্প উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করে স্কীম তৈরী করে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে পাঠান যিনি স্কীমসমূহ পরীক্ষা করে **WFP**-তে সম্মতির জন্য পাঠান। উপকারভোগীদেরকে সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে খাদ্য শস্য এবং নগদ মজুরী দেয়া হয়। সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও ধরনের উপর মজুরী নির্ভর করে। প্রতিজন কর্মী গড়ে মাসিক নূন্যতম ৬০ (ষাট) কেজি খাদ্যশস্য ও ৬০ (ষাট) কেজি শস্যের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ নগদে পেয়ে থাকেন। কমিউনিটি এ্যাসেট কার্যক্রম কর্মীদের গড়ে ১০০ দিনের কাজের

জন্য তৈরী করা হয়।

৯.২। **খাদ্য সহায়তা প্রদানের পদ্ধতিঃ** দরিদ্র জনগোষ্টির দূর্যোগসহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয়, বিরোধ নিস্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট লাইন এজেন্সিসমূহের **Backstop** সার্ভিস নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে উপজেলা খাদ্য নিরাপত্তা সহায়তা কমিটি (**UZFSAC**) শিরোনামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী (সদস্য সচিব), উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারপার্সন, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর প্রতিনিধি এবং এনজিও প্রতিনিধি। কমিটি উপজেলার কোন্ কোন্ ইউনিয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ধারণ করবে। অনুরুপভাবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে ইউনিয়ন খাদ্য নিরাপত্তা সহায়তা কমিটি (**UFSAC**) গঠিত হয়েছে। এ কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, উপজেলা প্রকৌশলীর প্রতিনিধি ও এনজিও প্রতিনিধি। ইউনিয়ন খাদ্য নিরাপত্তা সহায়তা কমিটি এনজিও এবং উপজেলা প্রকৌশলী'র প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পের দুস্থ অতি দরিদ্র মহিলা কর্মী নির্বাচন করেন। কর্মী নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং মহিলা মেম্বার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মহিলা মেম্বারের সাথে আলোচনা করে এলজিইডি কমিউনিটি ওয়ার্কার ও এনজিও প্রতিনিধি কর্মী নির্বাচন করেন। কর্মী নির্বাচনের জন্য ঢোল সহায়তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের দুস্থ মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট দিনে ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত হতে বলা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে যারা প্রকল্পে কাজ করতে আগ্রহী তাদের একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরী করা হয়। এনজিও কর্মী ও এলজিইডি কমিউনিটি ওয়ার্কার প্রাথমিক তালিকায় অন্তুর্ভূক্ত দুস্থ মহিলাদের বাড়ী সরেজমিনে পরিদর্শন করে মহিলাদের পারিবারিক অবস্থা নিরুপনপূর্বক যাদের (১) মহিলা প্রধান পরিবার, যাদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা নেই (২) বিধবা বা তালাক প্রাপ্ত (৩) যাদের বয়স ১৮-৩৫ বৎসরের মধ্যে এবং মাটির কাজের কায়িক শ্রমের যোগ্যতা আছে এবং (৪) যাদের ভিটামাটি সহ ০.৫ একরের বেশী জমি নেই, তাদেরকে প্রকল্পে নিযুক্ত করা হয়। প্রকল্পের **FFT** এবং **FFA** কাজ করার জন্য ২৫ থেকে ৩০ জন দুস্থ মহিলা সমন্বয়ে একটি ছোট গ্রুপ গঠিত হয় এবং তারা একজন গ্রুপ লিডার নির্বাচন করেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে ১৫ থেকে ১৮ জনের গ্রুপ লিডার সমন্বয়ে একটি **Users** কমিটি গঠিত হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি করে **Users** কমিটি গঠিত হয়। প্রতিটি **Users** কমিটি একজন চেয়ারপার্সন ও একজন সেক্রেটারী নির্বাচন করেন। **Users** কমিটি গঠিত হওয়ার পর তা অনুমোদনের জন্য কর্মীদের তালিকা উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি ও **WFP**তে প্রেরণ করেন। উপজেলা প্রকৌশলী উক্ত তালিকা অনুমোদনের নিমিত্ত্ব **WFP** এবং উপজেলা খাদ্য নিরাপত্তা সহায়তা কমিটির **(UZFSAC)** অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন।

১০। **প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে সাতক্ষীরা জেলায় বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশস্নষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, সুবিধাভোগী জনগণের সাথে মতবিনিময়, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন ও পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

১০.১। সাতক্ষীরা জেলায় শ্যামনগর উপজেলার 'কাশিমারী ইউনিয়নের আরউয়া খাল ভায়া ত্রিমোহনা-বনপালী গেট পূনঃখনন ও কাহিমারীতে মহিশার খাল খনন' স্কীমটির ভৌত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। বর্ণিত স্কীমটি একটি নিষ্কাশন কাম সেচ খাল খনন যার ২টি অংশ। ১ম অংশ আরউয়া খাল পুনঃ খনন ভায়া ত্রিমোহনা-বনপালী গেট; ২য় অংশ কাহিমারীতে মহিশার খাল খনন। খালটির দৈর্ঘ্য ৩.১২ কিলোমিটার; স্কীমটি বাস্তবায়নে ৪৮৮ জন শ্রমিক নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্পটিতে ৪৮৮ জন শ্রমিকের ১০০ দিনের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ৪৮৮০০ জন দিবস কাজ সৃষ্টি হয়েছে। স্কীমটি বাস্তবায়নে ১৯,০২,৯৩০.০০ টাকা এবং ১২৬.৪৬২২ টন চাল ব্যয় হয়েছে। প্রতিজন শ্রমিক গড়ে ৩৮৯৯.০০ টাকা এবং ২৬০ কেজি করে চাল পেয়েছেন।

বর্ণিত খালটি ১৯৯৫ এর পরে কোনরুপ রক্ষণাবেক্ষণ না করায় প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং স্কীম বাস্তবায়নের ৩-৪ বৎসর পূর্বে প্রকৃত অর্থে খালটিতে কোনরুপ প্রবাহ ছিল না বলে জানা যায়। স্থানীয় পর্যায়ে লোকাল লেভেল প্লানিং তথা কমিউনিটি রীস্ক এসেস্মেন্ট এবং উপযুক্ত স্কীম বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করার সময়ে কমিউনিটি কর্তৃক জোর সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্কীমটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। খালটি খননের ফলে এলাকার জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে এবং কাশিমারী ইউনিয়নের ৪টি গ্রাম সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধা পাচ্ছে মর্মে কমিউনিটি জানিয়েছে। স্কীমটি এলাকার ২০০০ পরিবারের কৃষি কার্যক্রম ও বাৎসরিক কৃষি উৎপাদনে বিশেষ ভুমিকা রাখছে।

উপকারভোগীদের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় ইতোঃপূর্বে এতদঞ্চলের জনগণ ধান এবং সবজি চাষ করতেন। কিন্তু বিগত দশকে লবনাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষকগন চিংড়ি চাষে বাধ্য হন। ক্ষুদ্র চাষীগণ চিংড়ি চাষে তেমন সুফল পাননি এবং চিংড়ি চাষের সীমিত আয়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন। ৪ বৎসর পূর্বে চাষীগণ চিংড়ি চাষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং ধান চাষে ফিরে যেতে চান। কিন্তু লোনাপানির এবং জলাবদ্ধতার কারণে একমাত্র বর্ষাকালীন আমন ধানের ফলন তেমন পাওয়া যাচ্ছিল না। স্কীমটি বাস্তবায়নের পরে ধানের ফলন ৩০-৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা এখন তরমুজ চাষের পরিকল্পনা করছেন বলেও তারা জানান। খালটি তাদের কৃষি উন্নয়নের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে ৪০০ হেক্টর জমিতে ধান চাষ এবং শীতকালে ৪০০ হেক্টর জমিতে তরমুজ/সবজি চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ৭০০ পরিবার তাঁদের জমিতে সেচ সুবিধা দিতে পারছেন এবং ৭৫০ পরিবার নিবিড় চাষের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন বলে স্থানীয় প্রকৌশলী জানান।

১০.২। শ্যামনগর উপজেলার কাশিমারী ইউনিয়নের ৪ নং কাশিমারী সাইক্লোন সেল্টার থেকে ১৫ নং ঝুঝুরিয়া সাইক্লোন সেল্টার সংযোগকারী বাঁধ কাম সড়ক (বল্লারটেপ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে গোদারা এ,কে, মাদ্রাসা পর্যন্ত) উন্নয়নের কাজটি পরিদর্শন করা হয়। স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে এই স্কীমটিও নির্বাচন করা হয়। সড়কটির দৈর্ঘ্য ৩.১২ কিলোমিটার। স্কীমটি বাস্তবায়নে ২২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত ছিলেন, যার মধ্যে ২০৬ জনই (৯৪ %) দুঃস্থ মহিলা। কাজটি বাস্তবায়নে শ্রমিকদের ১০০ দিনের কর্মসংস্থান হয়েছিল এবং একাজে মোট ২২০০০ দিনের কর্মসংস্থান হয়। স্কীমটি বাস্তবায়নে ৮,৯৫,৫৩০.০০ টাকা এবং ৫৯.৪৬৭ মেঃ টন চাল বরাদ্দ ছিল। প্রতিজন দুঃস্থ মহিলা স্কীমটি বাস্তবায়ন করে গড়ে ১৮৩৫.০০ টাকা এবং ১২২ কেজি চাল পেয়েছেন।

স্থানীয় প্রকৌশলীর প্রদত্ত তথা অনুযায়ী এই বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ কাম সড়কটি বাস্তবায়নের ফলে ৪৫০ হেক্টর জমি বন্যা এবং লবনাক্ততার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ফলে ৫০০ হেক্টর জমিতে সবজি/ফল বিশেষ করে তরমুজ চাষের সুবিধা হয়েছে। জোয়ারে লবনাক্ত পানি প্রবেশ না করায় ৫০০ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষের সুযোগ হয়েছে। স্কীমটি বাস্তবায়নের ফলে ৫৭০ টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। কৃষি নিবিড়তা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা প্রতিরোধের কারণে অতিরিক্ত ধান, সবজি/তরমুজ চাষ সম্ভব হচ্ছে। সড়কটি দিয়ে প্রায় ৩৫০০ লোক বাজারে, শ্যামনগর ইউনিয়ন পরিষদে ও স্থানীয় স্কুলে যাতায়াত করছে। প্রকৃত পক্ষে সড়কটি ৩টি প্রাইমারী স্কুল, ১টি মাদ্রাসা, ১টি বাজার এবং ১টি ইউনিয়ন পরিষদে যাতায়াত সুগম করেছে। সড়কের উভয় পার্শ্বে মৌসুমী সবজি ও ধান চাষ হচ্ছে। স্থানীয় চাষীগন শস্য আনা নেয়ায় সড়কটি ব্যবহার করছেন। দূর্যোগকালে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে যেতেও বন্যা প্রতিরোধ বাঁধটি সহায়তা করে আসছে বলে জানা যায়।

১১। **<u>উপকারভোগীদের মতামত</u>** : প্রকল্প পরিদর্শনকালে সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা করা হয় এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের গ্রুপ গঠন এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে সরাসরি মজুরী ও লভ্যাংশ তারা ভোগ করতে পেরেছে। সংগঠনের সদস্যদের মতে, ভৌত কাজগুলো নিজেরা শ্রম দিয়ে বাস্তবায়ন করেছেন বিধায় মজুরী তারা সরাসরি ভোগ করতে পেরেছেন। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো (যথা-সড়ক, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ, কমিউনিটি ভিত্তিক বসতভিটা উঁচুকরণ, খাল খনন ইত্যাদি) বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা, বাচ্চাদের স্কুলে যাতায়াত, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি অধিকতর সহজতর হয়েছে। স্বাভাবিক বন্যায় বসতভিটা/সহানীয় পল্লী সড়কসমূহ ডুবে না যাওয়ায় চলাচলে সুবিধা হচ্ছে। সংগঠনের সদস্য/সদস্যাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার দুস্থ মহিলা/পুরুষদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকার সংগঠন গঠন করে প্রয়োজনানুযায়ী তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ যথা-ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত, দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক সচেতনতা বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। সংগঠনের সদস্যগণ নিজেরাই মাসিক একটি নির্দিষ্ট হারে চাঁদা প্রদান করে মূলধন গঠনপূর্বক তা সংগঠনের সদস্যদের মধ্যেই বাস্তবধর্মী আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য ঋণ প্রদান করতে পেরেছে এবং ঋণ গ্রহণ করে তারা অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছে। এতে একদিকে তারা যেমন স্বাবলম্বী হতে পারছে অন্যদিকে নিজেদের টাকা দিয়ে নিজেরাই ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে বলে তাদের জমাকৃত অর্থ হারাবার কোন ভয় নেই, যা পূর্বে বিভিন্ন বেসরকারী ঋণ প্রদানকারী সংস্থার অভিজ্ঞতায় তারা দেখেছে। উপকারভোগীদের মতে, প্রকল্পের সংগঠনের বাইরে আরও অনেক হত দরিদ্র পরিবার রয়েছে যারা এ প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদেরকে প্রকল্পের অধীনে গঠিত সংগঠনের আওতায় আনতে পারলে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ও আয় বর্ধন কর্মকান্ডের পরিধি বৃদ্ধি পেত এবং সার্বিকভাবে অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার আরও উন্নতি হতে পারত।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
জনাব মোঃ আশরাফুল হক নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	০১-০৭-২০০৮	৩১-১২-২০০৮
জনাব এনামুল কবির আহমেদ নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	০১-০১-২০০৯	০২-০২-২০১১
জনাব হাসান কবির খসরু নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	০৩-০২-২০১১	৩০-০৬-২০১২

অত্র প্রকল্পটি জুলাই,২০০৮ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত মোট চার বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ চার বছরে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সর্বমোট তিনজন কর্মকর্তা পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাত্র চার বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পে তিন জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কারণ।

১৩। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ** প্রকল্পের স্কীমসমূহ ইউনিয়ন পর্যায়ে লোকাল লেভেল প্লানিং এর মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত স্কীমসমূহের প্রি-ওয়ার্ক মেজারমেন্ট উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ লেভেল যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহণ করেন এবং মাটির কাজের ভলিউম, গম/চাল এবং নগদ অর্থের চাহিদার প্রাক্কলন প্রনয়ন করেন। প্রাক্কলন প্রনয়নে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী/এলজিইডি প্রণীত অপারেশনাল গাইড লাইন অনুসরণ করা হয়। প্রতি ১.৫ ঘনমিটার মাটির কাজের জন্য ২(দুই) কেজি গম/চাল এবং ২(দুই) কেজি গম/চালের সমপরিমাণ নগদ অর্থ ধরে প্রাক্কলন প্রণীত হয়। প্রকল্পে নিযুক্ত ২৫-৩০জন দুস্থ মহিলার সমন্বয়ে একটি চুক্তিবদ্ধ দল বা LCS (Labor Contracting Society) গঠন করা হয় এবং ৩-৪টি চুক্তিবদ্ধ দল (LCS) নিয়ে একটি Users কমিটি (User's Committee) গঠিত হয়। প্রতিটি LCS এ একজন গ্রুপ লিডার এবং প্রতিটি User's Committeeতে একজন চেয়ারপার্সন ও একজন সেক্রেটারী থাকেন। দুস্থ মহিলাদের নির্মাণ কাজের মজুরীর পূর্ণ সুফল প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং মধ্য সত্ত্ব ভোগী ঠিকাদাররা যাতে শ্রমিকের মজুরী কম দিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন নীতিমালার আলোকে উপজেলা প্রকৌশলী LCS এর সাথে সরাসরি চুক্তি সম্পাদন করেন। নির্মাণ কাজ শুরুর ১৫ দিন অন্তুর অন্তুর অগ্রগতির ভিত্তিতে উপজেলা প্রকৌশলী ও ইউএনও Users কমিটির অনুকূলে গম/চালের ডিও পত্র এবং Users কমিটির ব্যাংক একাউন্টে নগদ অর্থ চেকে প্রদান করেন। Users কমিটি গম ও অর্থ উত্তোলন করতঃ সংশ্লিষ্ট গ্রুপ লিডারের নিকট বিতরণ করেন এবং গ্রুপ লিডার তার অধীনস্থ উপকারভোগীদের মাঝে প্রাপ্যতা অনুযায়ী গম/চাল প্রদান করেন। যেহেতু LCS তাদের মজুরী নিজেরাই উত্তোলন ও বিতরণ করেন, এখানে কোন মধ্যসত্ত্বভোগী নেই বিধায় প্রকল্পের পূর্ণ মজুরী শ্রমিকদের নিকট পৌছায়। এ ধরনের ক্রয় কার্যক্রম পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ধারা ৭৬(৩) এর সাথে সংগতিপূর্ণ।

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- (ক) ফুড ফর ট্রেনিং (FFT)-এর আওতায় সংকটের সময় ও সংকট পরবর্তী সময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ এবং সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহনের পরিকলস্পনায় দক্ষতা উন্নয়ন, (খ) ফুড ফর এ্যাসেট (FFA) এর আওতায় পারিবারিক ও কমিউনিটি সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারবর্গের খাদ্য নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার দুস্থ মহিলা/পুরুষদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকার সংগঠন গঠন করে প্রয়োজনানুযায়ী তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ যথা-ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত, দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক সচেতনতা বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। সংগঠনের সদস্যগণ নিজেরাই মাসিক একটি নির্দিষ্ট হারে চাঁদা প্রদান করে মূলধন গঠনপূর্বক তা সংগঠনের সদস্যদের মধ্যেই বাস্তবধর্মী আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য ঋণ প্রদান করতে পেরেছে এবং ঋণ গ্রহণ করে তারা অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছে। এতে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের টাকা দিয়ে নিজেরাই ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে বলে তাদের জমাকৃত অর্থ হারাবার কোন ভয় নেই, যা পূর্বে বিভিন্ন বেসরকারী ঋণ প্রদানকারী সংস্থার অভিজ্ঞতায় তারা দেখেছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো (যথা-সড়ক, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ,কমিউনিটি ভিত্তিক বসতভিটা উঁচুকরণ, খাল খনন ইত্যাদি) বাস্তবায়নের

	ফলে একদিকে যেমন যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা, বাচ্চাদের স্কুলে যাতায়াত, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি অধিকতর সহজতর হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৬। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৬.১। **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ** অত্র প্রকল্পটি জুলাই,২০০৮ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত মোট চার বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ চার বছরে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সর্বমোট তিনজন প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করেছেন যা সমীচীন হয়নি। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ ছাড়াই প্রকল্প পরিচালক বদলী করা হয়েছে। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়ে পড়ে ফলে সফল প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রকল্পের সুফল সঠিক সময়ে পাওয়া যায় না।

১৬.২। **উপকারভোগীর (Benificiary) সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত না হওয়াঃ** প্রকল্পের আওতায় FFT ও FFA বাবদ ১৪০০০০ জন উপকারভোগীদের অর্থ ও খাদ্য সহায়তা প্রদানের সংস্থান ছিল। কিন্তু FFA বাবদ ১২৫৫০০ জনকে খাদ্য ও FFT বাবদ ১৩৮৭৫০ জনকে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।অর্থাৎ দুইটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। উপকারভোগী নির্বাচন সঠিক ভাবে না হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

১৭। **সুপারিশঃ**

১৭.১। প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ ছাড়াই অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন/বদলী করা হয়েছে যা অনাকাংখিত। ভবিষ্যতে এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন/বদলীর ক্ষেত্রে উক্ত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবে (অনুচ্ছেদ-১৬.১)।

১৭.২। প্রকল্পে কাংখিত সংখ্যক উপকারভোগীদেরকে FFA ও FFT প্রদান করা যায়নি। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি আরোও বাস্তব ভিত্তিক করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৬.২)।

''ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক হতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ''

০১। প্রকল্পের অবস্থান : ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

০২। বাস্তবায়নকারী সংসহা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্ত পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (মোঃ টাঃ) টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২৬২.০৭ ১২৬২.০৭ -	- - -	১২৫৩.২৩৭ ১২৫৩.২৩৭ -	আগষ্ট,২০১০ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত	-	আগষ্ট,২০১০ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত	-	-

০৫। **<u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>**

৫.১। **<u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>**

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়টি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলায় অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় সড়ক হতে ৩.৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কিন্তু উক্ত এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারছে না। অধিকন্তু গ্রামীণ হাট-বাজারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার কারণে এই এলাকার জনগণ ব্যবসা বাণিজ্য থেকে পিছিয়ে আছে, ফলশ্রুতিতে উক্ত এলাকা অনুন্নত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরে সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা না থাকায় তাদের ক্যাম্পাসের বাহিরে থাকতে হচ্ছে এবং সড়ক যোগাযোগ ভাল না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। ফলে প্রস্তাবিত সড়কটি নির্মিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ঐ এলাকার সকল জনসাধারণের চলাচল সহজ হবে। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক হতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ৩.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে মোট ১২৬২.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগষ্ট,২০১০ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়।

৫.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য :</u>**

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক হতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যঃ

(ক) ত্রিশাল উপজেলার ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্কের উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ খরচ হ্রাস, মার্কেটিং ব্যবস্থা উন্নয়ন, কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণ সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা ;

(খ) কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং অত্র এলাকার জনসাধারণের যোগাযোগের সুবিধা বৃদ্ধি ;

(গ) রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন ;

(ঘ) গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ;

(ঙ) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে দ্রারিদ্র হ্রাসে অবদান রাখা ।

৫.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থায়ন অবসহাঃ**

''ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক হতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৯-০৮-২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৬২.০৭ লক্ষ টাকা যার সম্পূর্ণ অংশই জিওবি। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল আগষ্ট,২০১০ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত।

০৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১২ পর্যন্ত)	
		বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক
১	২	৪	৫	৬	৭
(ক)	রাজস্ব ব্যয়ঃ				
(খ)	মুলধন ব্যয়ঃ				
(১)	বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	৩.৮০ কিঃমিঃ	৩.০০	৩.৩০ কিঃমিঃ	২.৫৫৭
(২)	ভূমি অধিগ্রহণ	৪.৩০ হেক্টর	৬০৩.৮৬	৪.৩০ হেক্টর	৬০৩.৮৬
(৩)	উপজেলা সড়ক	৩.৮০ কিঃমিঃ	৪০৬.৬৮	৩.৩০ কিঃমিঃ	৪৪১.৬৫
(৪)	ব্রীজ/কালভার্ট	১৫.০০ মিঃ	৪৪.৭০	১১.৬০ মিঃ	৩২.১৭
(৫)	মাটির কাজ	৫৯৩১৫.০৪ ঘন মিঃ	১৪০.৮৩	৩৯৮১৭.৬৯ ঘন মিঃ	১১০.৪২
(৬)	স্লোপ প্রোটেকশন	১০০০.০০ মিঃ	৬০.০০	৭৫০.০০ মিটার	৫৭.২৯
(৭)	মাইল ষ্টোন, নেইম প্লেট, রোড মার্কিং	৩.৮০ কিঃমিঃ	৩.০০	৩.৩০ কিঃমিঃ	৫.২৭
	সর্বমোট (মুলধন)=		**১২৬২.০৭**	**১০০%**	**১২৫৩.২৩৭ (৯৯%)**

- প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ।

০৭। প্রকল্পটির বছর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নে প্রদান কর হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন,২০১২ পর্যন্ত)		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১০-২০১১	৬৪৭.০০	৬৪৭.০০	-	৬৪৬.৯০	৬৪৬.৯০	৬৪৬.৯০	-
২০১১-২০১২	৬১৫.০০	৬১৫.০০	-	৬১৫.০০	৬০৬.৩৩৭	৬০৬.৩৩৭	-
সর্বমোট=	**১২৬২.০০**	**১২৬২.০০**		**১২৬১.৯০**	**১২৫৩.২৩৭**	**১২৫৩.২৩৭**	

৮। **পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনঃ**

(ক) প্রকল্পের আওতায় উপজেলা সড়ক উন্নয়ন অংগে ডিপিপি অনুসারে ৩.৮০ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়নের জন্য ৪০৬.৬৮ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু ৩.৮০ কিঃমিঃ রাস্তার স্থলে ৩.৩০ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন এবং এজন্য ৪০৬.৬৮ লক্ষ টাকার স্থলে ৪৪১.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১০-০৮-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটি কর্তৃক উক্ত অংগে দুই পার্শ্বে ফুটপাত নির্মাণের সুপারিশ করার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত অংগে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয় বা সংশোধন করা হয়নি।

(খ) **পরিদর্শনঃ**

সমাপ্ত প্রকল্পটি গত ০৩-০৫-১০১৩ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী ময়মনসিংহ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন। পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ পিপিআর-২০০৮ অনুসারে একটি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পটির সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ড্রইং/ডিজাইন অনুসারে ৩০ফুট প্রস্থ ও ৩.৩০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে রাস্তার উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে। রাস্তার ২০ফুট প্রসস্থে পাকা (কার্পেটিং) করা হয়েছে এবং উভয় পার্শ্বে ৫ফুট। ৫ফুট এইচবিবি (ইটের সলিং) দ্বারা ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। ড্রইং/ডিজাইন অনুসারে নির্মিত রাস্তায় ১০ ইঞ্চি বালি ভরাট, ৬ ইঞ্চি এগ্রিগ্রেড সাব-বেইজ (বালি ও খোয়া মিশ্রিত), ৬ ইঞ্চি ম্যাকাডাম ও ৪০ মিলি মিটার কার্পেটিং এবং ৭ মিলি মিটার সিলকোর্ট করা হয়েছে। উক্ত কাজ পরিদর্শনকালে

উল্লেখযোগ্য কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে রাস্তার দুইপার্শেব নির্মিত ফুটপাতে বৃষ্টির পানিতে কোথাও কোথাও নীচু ও গর্তের সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বৃষ্টির পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ ফুটপাতের এসকল ত্রুটিসমূহ মেরামতের জন্য ইতোমধ্যেই ঠিকাদারকে লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ১ বৎসরের Warranty Period এর মধ্যে হওয়ায় ঠিকাদার নিজ খরচে তা ঠিক করে দিবে মর্মে তিনি নিশ্চিত করেন। তাছাড়া রাস্তার মাটির কাজ, স্লোপ প্রটেকশন, কালভার্টের কাজ আপাত দৃষ্টিতে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। রাস্তাটির উভয়পার্শেব ডিপিপি সংস্থান অনুসারে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। কিমতু বেশীরভাগ স্থানে পরিচর্যার অভাবে রোপনকৃত বৃক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী ময়মনসিংহ জানান যে, বৃষ্টি মৌসুমে রোপনকৃত যে সকল বৃক্ষ নষ্ট হয়েছে সে সকল জায়গায় ঠিকাদার কর্তৃক এ বর্ষাকালে পুনরায় বৃক্ষ রোপন করা হবে।

(গ) সার্বিকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় রাস্তা নির্মাণের ফলে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলা অবস্থিত কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মচারী, ছাত্র/ছাত্রী এবং স্থানীয় জগসাধারণের যোগাযোগ/চলাচল সহজতর হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবসহাঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জিত অবস্থা
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক হতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ঐ এলাকার সকল জনসাধারণের চলাচল সহজতর হয়েছে। ফলে উদ্দেশ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে।

১০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ**

এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ১ জন প্রকল্প পরিচালক নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নীচে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	জনাব মীর মোস্তাক আহমেদ জাহাঙ্গীর প্রকল্প পরিচালক	আগষ্ট, ২০১০ থেকে জুন,২০১২ পর্যন্ত	পূর্ণকালীন

১১। বাস্তবায়ন **সমস্যাঃ**

১১.১। প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা ছিল না। ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

১২। **সুপারিশঃ**

১২.১। প্রকল্প যাচাই কমিটি কর্তৃক রাস্তার দুই পার্শেব ইটের সোলিং দ্বারা ৫ফুট í ৫ফুট ফুটপাত নির্মাণের সুপারিশ মোতাবেক ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়ের (৪০৬.৬৮ লক্ষ টাকা) অতিরিক্ত ব্যয়ে (৪৪১.৬৫ লক্ষ টাকা) রাস্তার ফুটপাত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হলেও পরবর্তীতে প্রকল্পের উক্ত অংগের অতিরিক্ত ব্যয় আন্তঃখাত সমনবয় করা সমীচীন ছিল। ভবিষ্যতে এ ধরণের ত্রুটির পুনরাবৃত্তি না ঘটে এজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সতর্ক করতে পারে (৮.ক)।

১২.২। রাস্তার দুই পার্শেব নির্মিত ফুটপাতে যে সকল স্থানে বৃষ্টির পানিতে নীচু ও গর্তের সৃষ্টি হয়েছে তা অবিলমেব মেরামতপূর্বক প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আইএমইডিকে অবহিত করবে (৮.খ)।

১২.৩। নির্মিত রাস্তার দুই পার্শেব যে সকল স্থানে রোপনকৃত বৃক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সে সকল স্থানে অবিলমেব ঠিকাদার কর্তৃক পুনরায় বৃক্ষরোপন করে প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আইএমইডিকে অবহিত করবে (৮.খ)।

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন আন্দারমানিক নদীর উপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫০০ মিটার ব্রিজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভ্যাব্যতা সমীক্ষা।

সমাপ্তঃ জুন,২০১২

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা (ষ্টাডির জন্য নির্বাচিত সেতুগুলোর অবস্থান পটুয়াখালী ও টাঙ্গাইল জেলা)।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৮৭.৫০	-	৬৬.৮৭	সেপ্টেমবর,২০১০ হতে জুন, ২০১১ (১০ মাস)	সেপ্টেমবর,২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ (১৬ মাস)	সেপ্টেমবর,২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ (১৬ মাস)	-	৬ মাস ৬০%

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	Survey					
	a) Design Consultant	থোক	-	৩০.০০		১২.৩৭
	b) EIA Study	থোক	-	১৬.০০		১৪.০০
	c) Hydrological & morphological Study	থোক	-	৪০.০০		৪০.০০
২.	Stationary, Seal, Stamps etc	থোক	-	০.৫০		০.৫০
৩.	Advertisement Cost	থোক		১.০০		-
	মোট		-	৮৭.৫০		৬৬.৮৭

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **উদ্দেশ্যঃ**

এ প্রকল্পটির সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-পটুয়াখালী জেলার কলাপড়া উপজেলার কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামাটি সড়কের বড়বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ ও টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মাওনা উপজেলা সড়কের ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণের জন্য টেকনিক্যাল ও ইকনমিক্যাল ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নপূর্বক সেতু নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নে সহায়তা করা ।

৭.২ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** গত ১১-১১-২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

কর্তৃক মোট ৮৭.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেমবর,২০১০ থেকে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

৮.১। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৬৬.৮৭ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৬.৪২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১০-২০১১	৫০.০০	৫০.০০	-	৫০.০০	৪৯.০০	৪৯.০০	-	১.০০
২০১১-২০১২	১৮.৩৭	১৮.৩৭	-	১৮.৩৭	১৭.৮৭	১৭.৮৭	-	০.৫০
মোট	৬৮.৩৭	৬৮.৩৭	-	৬৮.৩৭	৬৬.৮৭	৬৬.৮৭	-	১.৫০

তথ্যসূত্রঃ পিসিআর

উপরের সারনী হতে দেখা যায় যে, দুইটি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ৬৮.৩৭ লক্ষ টাকার মধ্যে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৬৮.৩৭ লক্ষ টাকা। এ অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে ৬৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১.৫০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। উক্ত অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৮.২ প্রকল্পের আওতায় হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল, EIA Study এবং ষ্ট্রাকচারাল ডিজাইনের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফলজিক্যাল ষ্টাডির মাধ্যমে ব্রীজের দৈর্ঘ্য, স্থান ও নদী শাসনের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। EIA ষ্টাডির মাধ্যমে সেতু নির্মাণে পরিবেশের উপর প্রভাব এবং এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া ইকনমিক এনালিসিসের মাধ্যমে সেতু নির্মাণের ফলে প্রত্যাশিত আউটকাম/রিটার্ন কি হতে পারে তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৯। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ২০১১) জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
এ প্রকল্পটির সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-পটুয়াখালী জেলার কলাপড়া উপজেলার কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামাটি সড়কের বড়বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ ও টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মাওনা উপজেলা সড়কের ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণের জন্য টেকনিক্যাল ও ইকনমিক্যাল ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নপূর্বক সেতু নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নে সহায়তা করা।	হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল এবং EIA স্টাডি IWFM, BUET কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া ব্রীজের সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন আইকন ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভির্সেস নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ট্রপলজিক্যাল সার্ভে বাংলাদেশ সার্ভে অর্গানাইজেশন নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করে এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত পল্গান, ডিজাইন, প্রাক্কলন ও দরপত্র তৈরী করেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ :** প্রযোজ্য নয়।

১২। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা** :

১২.১। **বিভিন্ন অংগে অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ঃ**

অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে 'ডিজাইন কনসালটেন্ট' খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ খাতের বিভিন্ন উপখাত গুলোর মধ্যে 'ট্রপগ্রাফিক ম্যাপ ফর ব্রীজ' খাতে ০.৮০ লক্ষ টাকা এবং 'সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশন' খাতে ১.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু সংস্থার নথি পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় 'ট্রপগ্রাফিক ম্যাপ ফর ব্রীজ' খাতে ২.৮৫৮ লক্ষ টাকা (২.০৫৬ লক্ষ টাকা-২৫৭% বেশী) এবং 'সাব-সয়েল ইভেষ্টিগেশন' খাতে ৯.৫৬ লক্ষ টাকার (৮.০৫ লক্ষ টাকা-৫৩৭% বেশী) চুক্তি সম্পাদনপূর্বক কাজ করা হয়েছে এবং দুইটি উপখাতে বিল প্রদান করা হয়েছে ১২.৩৭ লক্ষ টাকা। এতে

প্রতীয়মান হয় যে মাত্র ২.৩০ লক্ষ টাকায় (০.৮০ লক্ষ টাকা + ১.৫০ লক্ষ টাকা) উপখাত দুটি বাস্তবায়নের সংস্থানের বিপরীতে ১২.৪১৮ লক্ষ টাকার (৫৩৯.৯১% বেশী) চুক্তি সম্পাদনপূর্বক ১২.৩৭ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে যা অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা ১০.০৭ লক্ষ টাকা (৪৩৭.৮৩%) বেশী। মূল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা এত অধিক মূল্যে পরামর্শক নিয়োগ ও বিল প্রদান আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।

১৩। **সুপারিশ :**

১৩.১। মূল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত ডিজাইন কনসালটেন্ট খাতের দুইটি উপখাতে ৪৩৭.৮৩% বেশী মূল্যে পরামর্শক নিয়োগ ও বিল প্রদানপূর্বক আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। ১.৫০ লক্ষ টাকার কার্যে (ট্রেপ গ্রাফিক ম্যাপ ফর ব্রীজ) ৯.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় অনাকাংখিত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এহেন অনিয়মের প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

‘‘জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুড়ি জিসি সংলগ্ন চাঁদপুর খালের উপর ব্রীজ নির্মাণের জন্য জরীপ/সম্ভাব্যতা’’

সমাপ্তঃ জুন,২০১২

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : ঢাকা (ষ্টাডির জন্য নির্বাচিত সেতুর অবস্থান জামালপুর জেলায়)।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১২ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৫.০০	-	২২.৮৬	জুলাই,২০১১ হতে ডিসেম্বর,২০১১ (৬ মাস)	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১২ (১২ মাস)	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১২ (১২ মাস)	-	৬ মাস (১০০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	Local Consultant	থোক	-	৮.৭০		৬.০০
২.	Hydrological & Morphological Study	থোক	-	১৬.৩০		১৬.৮৬
	মোট		-	২৫.০০		২২.৮৬

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **উদ্দেশ্যঃ**

এ প্রকল্পটির সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার বালিয়াজুড়ি গ্রোথ সেন্টারের সন্নিকটে চাঁদপুর খালের উপর সেতু নির্মাণের জন্য হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি, ডিটেইউড পস্নান, ডিজাইন, ড্রইং এবং এষ্টিমেটসহ আনুসাংঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্নপূর্বক সেতু নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নে সহায়তা করা ।

৭.২। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

গত ১৮-০৯-২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মোট ২৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এডিপিতে অন্তর্ভূক্তিপূর্বক বরাদ্দ না পাওয়ায় আরএডিপিতে অন্তর্ভূক্তি ও বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

৮.১। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২২.৮৬ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯১.৮৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১১-২০১২	২২.৮৬	২২.৮৬	-	২২.৮৬	২২.৮৬	২২.৮৬	-	-
মোট	২২.৮৬	২২.৮৬	-	২২.৮৬	২২.৮৬	২২.৮৬	-	-

তথ্যসূত্রঃ পিসিআর

উপরের সারনী হতে দেখা যায় যে, একটি অর্থ বছরে (২০১১-২০১২) বরাদ্দকৃত ২২.৮৬ লক্ষ টাকার মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থ নেই।

৮.২। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের বিবরণঃ**

প্রকল্পের প্রধান কাজ হলোঃ (ক) হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি (খ) প্রিপারেশন অব ডিটেইলড ডিজাইন, ড্রয়িং, এষ্টিমেট ও BOQ প্রস্তুতকরণ এবং (গ) এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট। হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল ষ্টাডি Single Source হিসেবে প্রকল্প দলিলে Institute of Water Modelling (IWM/BUET) -কে দিয়ে এবং অন্য দুইটি প্যাকেজ উম্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় ব্যক্তি পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করানোর সংস্থান ছিল। হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল ষ্টাডি Institute of Water and Flood Management (IWFM/ BUET) দ্বারা করানো হয়েছে। বাকী দুইটি প্যাকেজের কাজ Design Planning and Management Consnltant Ltd (DPM) নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্বারা করানো হয়েছে।

৯। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ**

অত্র প্রকল্পের আওতায় দুইটি অংগ ছিল যথা- Local Consultant এবং Hydrological & Morphological Study। প্রকল্প দলিল অনুযায়ী Hydrological & Morphological Study অংগটি Single Source হিসেবে Institute of Water Modeling (IWM/BUET)-কে দিয়ে করানোর সংস্থান ছিল। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে BRTC, BUET এর সাথে এবং Authorized Representative হিসেবে Institute of Water & Flood Management (IWFM/BUET) কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে Hydrological & Morphological Study -র জন্য চারজন পরামর্শকের প্রত্যেককে ২ জনমাস করে মোট ৮ জনমাস কাজ করার সংস্থান ছিল। কিন্তু পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৪মে, ২০১২ তারিখে (প্রকল্প সমাপ্তির ১ মাস ১৮ দিন পূর্বে) চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২ মাসের কম সময় কাজ করেছে। তাছাড়া চুক্তিপত্রে কোন ধরনের পরামর্শক কতদিন কাজ করবে তার উল্লেখ নেই।

Local Consultant নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহবান না করে Single Source হিসেবে Design Planning & Managemt Consultants Ltd (DPM) নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে Local Consultant খাতে মোট ৫ জন পরামর্শকের মধ্যে ৩ জন ২ জনমাস করে এবং ২ জন ১ জনমাসসহ Supporting Staff হিসেবে ৩ জনের ২ জনমাস কাজ করার সংস্থান ছিল। কিন্তু পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ৫ জুন, ২০১২ তারিখে (প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ২৫ দিন পূর্বে) চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা কম কাজ করেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা কম সময়ের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সমুদয় বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটি জুলাই,২০১১ থেকে শুরু হয়ে জুন, ২০১২তে সমাপ্ত ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু অত্র প্রকল্পে একজন কর্মকর্তা (জনাব মীর মোস্তাক আহমেদ জাহাঙ্গীর) প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ২৫ দিন পূর্বে অর্থাৎ ০৫/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। এ কর্মকর্তার পূর্বে অত্র প্রকল্পে অন্য কোন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন নাই। অথচ ডিপিপি সংস্থানে এই স্টাডি প্রকল্পের সকল কাজ একজন প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালনার নির্দেশনা ছিল।

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
এ প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার বালিয়াজুড়ি গ্রোথ সেন্টারের সন্নিকটে চাঁদপুর খালের উপর সেতু নির্মাণের জন্য হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি, ডিটেইলড প্ল্যান, ডিজাইন, ড্রইং, এষ্টিমেটসহ আনুসাংঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্নপূর্বক সেতু নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নে সহায়তা করা।	হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি IWFM, BUET কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া ব্রীজের ডিটেইলড ডিজাইন, ড্রয়িং, এষ্টিমেট ও বিওকিউ Design Planning and Management Consnltant Ltd (DPM) নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করে এলজিইডি সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা** :

১৩.১। **Hydrological & Morphological Study অংগে অনুমোদিত সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ঃ**

অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফলজিক্যাল খাতে ১৬.৩০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে এবং পরামর্শকের সাথে সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ১৫.৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু পিসিআর অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে এ খাতে ১৬.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা চুক্তিমূল্য অপেক্ষা ১.৩৬ লক্ষ টাকা বেশী ও ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা ০.৫৬ লক্ষ টাকা বেশী। সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মূল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন অনুমোদন/সম্মতি নেওয়া হয়নি। মুল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/সম্মতি ছাড়া কোন অংগে ডিপিপি সংস্থান/চুক্তিমূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।

১৩.২। **প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ২৫ দিন পুর্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগঃ**

অত্র প্রকল্পটি গত জুলাই, ২০১১-তে শুরু এবং জুন, ২০১২-তে সমাপ্ত ঘোষিত হয়েছে। অথচ এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে ০৫ জুন, ২০১২ তারিখে। অর্থাৎ প্রকল্পটি সমাপ্তির মাত্র ২৫ দিন পূর্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ অনুমোদিত ডিপিপিতে এ প্রকল্পের সকল কাজ এলজিইডি'র একজন প্রকল্প পরিচালকের তত্বাবধানে করার বিধান ছিল। ১২ মাসে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পে প্রকল্প মেয়াদের শেষ ২৫ দিনের জন্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সমীচিন হয়নি। এতে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৩.৩। **ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী পরামর্শক নিয়োগ না করাঃ**

Hydrological & Morphological Study অনুমোদিত প্রকল্পের দলিল অনুযায়ী Single Source এর ভিত্তিতে Institute of Water Modelling (IWM/BUET) কে দিয়ে করানোর সংস্থান ছিল। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে BRTC, BUET এর সাথে এবং Authorized Representative হিসেবে Institute of Water & Flood Management (IWFM), BUET কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্প দলিলে মোট ৪ জন পরামর্শকের প্রত্যেকের ২ মাস করে কাজ করার সংস্থান ছিল। কিন্তু পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ১৪-০৫-২০১২ তারিখে। উক্ত চুক্তিপত্রে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কতদিন কাজ করবে তার কোন উল্লেখ নেই। প্রকল্পটি ৩০-০৬-২০১২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত ২ মাসের পরিবর্তে ১ জন পরামর্শক সর্বোচ্চ ১.৫ মাস কাজ করেছেন। কিন্তু পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে চুক্তিমূল্যের সমুদয় টাকা (১৫.৫০ লক্ষ) প্রদান করা হয়েছে।

একইভাবে Local Consultant খাতের অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে ৫ জন পরামর্শকের মধ্যে ৩ জন ২ জনমাস করে এবং ২ জন ১ জনমাস সহ Supporting Staff হিসেবে ৩ জনের ২ জনমাস কাজ করার সংস্থান ছিল। কিন্তু Design Planning and Management Consnltant Ltd (DPM) পরামর্শকের সাথে ০৫-০৬-২০১২ তারিখে চুক্তিসম্পাদন করা হয়েছে অর্থাৎ এ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান একমাসের কম সময় কাজ করেছে এবং তাদেরকে সমুদয় বিল প্রদান করা হয়েছে। অথচ পিসিআর এর ৮.২ অনুচ্ছেদে পরামর্শক জনমাস অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে বলে উল্লেখ আছে, যা পরস্পর বিরোধী।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের সংস্থান অপেক্ষা কম কাজ করেছে কিন্তুও উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে সমুদয় বিল প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের সংস্থান অপেক্ষা কম সময় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করলেও তাদেরকে সংস্থান অনুযায়ী সমুদয় বিল প্রদান আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।

১৩.৪। **ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী পরামর্শক নিয়োগের পদ্ধতি অবলমবন না করাঃ**

অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী Local Consultant উম্মুক্ত প্রদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করার কথা উল্লেখ ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহবান না করে Single Source হিসেবে Design Planning & Managemt Consultants Ltd (DPM) নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, যা নিয়ম বহির্ভূত।

১৪। **সুপারিশ :**

১৪.১। মূল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত Hydrological & Morphological Study খাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এহেন অনিয়মের প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে। ভবিষ্যতে এহেন আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সংস্থাকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

১৪.২। এক বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পে প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ২৫ দিন পূর্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগপূর্বক কিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলো এবং প্রকল্পের শুরুতে কেন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ/assign করা হয়নি তা স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১৪.৩। Hydrological & Morphological Study এবং Local Consultant খাতে অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের সংস্থান অপেক্ষা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কম সময় কাজ করেছে। কিন্তু ঐ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে সমুদয় বিল প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকৃত কাজের সময় নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের প্রকৃত প্রাপ্য অর্থের পরিমান নিরুপন করবে। এলজিডি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ ফেরত আনয়নপূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১৪.৪। অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী Local Consultant খাতে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহবান না করে কি অবস্থার প্রেক্ষিতে Single Source হিসেবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়োগের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

``Feasibility study in term of Hydrological & Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment Study, Preparation of Bidding Documents for Construction of 3 (Three) nos of bridges over 3 (Three) different rivers under LGED``

(সমাপ্তঃ জুন,২০১২)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা (ষ্টাডির জন্য নির্বাচিত সেতুগুলির অবস্থান লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ)।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৪৭.০০	১৪৭.০০	১৪১.০০	জুলাই,২০১১ হতে এপ্রিল, ২০১২ (১০ মাস)	-	জুলাই,২০১১ হতে এপ্রিল, ২০১২ (১০ মাস)	-	-

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	Fee for Environmental clearance for DOE & Associated Cost (purchase of navigational route map)	থোক	-	২.০০		-
২.	Office stationary	থোক	-	০.২৫		
৩.	Structural Design Consultant (Including VAT & IT)	থোক	-	৬০.০০		৫৯.৭৫
৪.	EIA Study (Including VAT & IT)	থোক	-	৭.০০		৭০.০০
৫.	Carrying out Hydrological & Morphological Study (Including VAT & IT)	থোক	-	৬৪.০০		
৬.	Economic Analysis (VAT & IT)	থোক	-	৯.৮০		৯.৬০
৭.	Advertisement Cost	থোক	-	১.০০		-
৮.	Honorium; Fee	থোক	-	০.৬০		-
৯.	Copy/Photocopy	থোক	-	০.২০		-
১০.	VAT & IT for other items	থোক	-	২.১৫		১.৬৫
	মোট		-	১৪৭.০০	-	১৪১.০০

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **উদ্দেশ্যঃ** এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ফুলবাড়ী-লালমনিরহাট সড়কের খুলাঘাট এলাকায় ধরলা নদীর উপর প্রায় ৮০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু, কুড়িগ্রাম জেলায় অষ্টগ্রাম উপজেলায় ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় ধুমচী-বড়হাট সড়কে ফুলজোড় নদীর উপর ২৬০মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণের জন্য টেকনিক্যাল ও ইকনমিক্যাল ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নপূর্বক সেতু নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নে সহায়তা করা ।

৭.২ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** গত ১৪-১১-২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মোট ১৪৭.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ,২০১১ থেকে এপ্রিল, ২০১২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৮। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

৮.১। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৪১.০০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৫.৯২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১১-২০১২	১৪৭.০০	১৪৭.০০	-	১৪৭.০০	১৪১.০০	১৪১.০০	-	৬.০০
মোট	১৪৭.০০	১৪৭.০০	-	১৪৭.০০	১৪১.০০	১৪১.০০	-	৬.০০

তথ্যসূত্রঃ পিসিআর

উপরের সারনী হতে দেখা যায় যে, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ১৪৭.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১৪৭.০০ লক্ষ টাকা। এ অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে ১৪১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ৬.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

৮.২। প্রকল্পের আওতায় হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল এবং EIA Study, ইকনমিক এনালাইসিস এবং ষ্ট্রাকচারাল ডিজাইনের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এ সমস্ত কাজ বাস্তবায়নের জন্য হাইড্রোলজিক্যাল, মরফলজিক্যাল এবং EIA Studyর জন্য ৩০-০৪-২০১২ তারিখে, ইকনমিক এনালাইসিসের জন্য ২৯-০৪-২০১২ তারিখে এবং ষ্ট্রাকচারাল ডিজাইনের জন্য ২৫-০৪-২০১২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং কাজগুলো যথাক্রমে ২০-০৪-২০১২ তারিখে ০৪-০৪-২০১২ তারিখে ও ১৫-০৪-২০১২ তারিখে সমাপ্ত হয়। হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল ষ্টাডির মাধ্যমে ব্রীজের দৈর্ঘ্য, স্থান ও নদী শাসনের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। EIA ষ্টাডির মাধ্যমে সেতু নির্মাণে পরিবেশের উপর প্রভাব এবং এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া ইকনমিক এনালাইসিসের মাধ্যমে সেতু নির্মাণের ফলে প্রত্যাশিত আউটকাম/রিটার্ন কি হতে পারে তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৯। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (এপ্রিল, ২০১২) জনাব মোঃ শহিদুর রহমান প্রামানিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ফুলবাড়ী-লালমনিরহাট সড়কের খুলাঘাট এলাকায় ধরলা নদীর উপর প্রায় ৮০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু, কুড়িগ্রাম জেলায় অষ্টগ্রাম উপজেলায় ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় ধুমচী-বড়হাট সড়কে ফুলজোড় নদীর উপর ২৬০মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণের জন্য টেকনিক্যাল ও ইকনমিক্যাল ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নপূর্বক সেতু নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নে সহায়তা করা ।	হাইড্রোলজিক্যাল - মরফোলজিক্যাল এবং EIA স্টাডি যথাক্রমে IWRM ও BUET কর্তৃক এবং ষ্ট্রাকচারাল ডিজাইন পরামর্শক কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত পল্গান, ডিজাইন প্রাক্কলন ও দরপত্র তৈরী করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১২। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা** :

১২.১। **পিসিআরে দুইটি অংগের ব্যয় একীভূত করে প্রদর্শনঃ**

প্রকল্পের অনুমোদিত অংগ EIA Study খাতে ৭.০০ লক্ষ টাকা এবং Carrying out Hydrological & Morphological Study খাতে ৬৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু পিসিআরে দুইটি অংগের ব্যয় একত্রিত করে প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে কোন অংগে অনুমোদিত প্রাক্কলন অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে কিনা তা বোধগম্য নয়।

১৩। **সুপারিশ :**

১৩.১। ১২.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাতদ্বয়ের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ আলাদাভাবে প্রদর্শনপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। যদি এ খাত দুটোর কোনটিতে অনুমোদিত প্রাক্কলন অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়ে থাকে তা'হলে মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১৩.২। বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ণের সময় সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক Economic Analysis করা হয়ে থাকে বিধায় ভবিষ্যতে এ ধরনের Study প্রকল্পে Economic Analysis খাতটি অমর্ন্তভুক্তকরণ নিরুৎসাহিত করা হল।

‘‘পাবনা সুজানগর, উল্লাপাড়া ও পাংশা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন’’ (১ম সংশোধিত)

সমাপ্তঃ জুন,২০১২

১। প্রকল্পের অবস্থান : সুজানগর, উল্লাপাড়া ও পাংশা উপজেলা

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১২ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২২০৩.৬৯	২২০৩.৬৯	২১৭০.১১৫	জানুয়ারী ,২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১০ (২ বছর)	জানুয়ারী ,২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১১ (৩ বছর)	জানুয়ারী ,২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১১ (৩ বছর)	-	১ বছর (৫০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(A) রাজস্ব খাতঃ						
১।	জনবল (পিএমইউ)		-	-	-	-
২।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	-	৬.৪৫		৬.৪৫
৩।	সাব সয়েল ইনভেসটিগেশান, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ইত্যাদি	থোক		২.০০		২.০০
৪।	অফিস সরঞ্জাম	থোক	-	৩.৫০	-	৩.৪৯
উপমোটঃ (রাজস্ব খাত):						
(B) মূলধন খাতঃ						
১।	অফিস সরঞ্জাম					
	ক) কম্পিউটার ও অন্যান্য	সংখ্যা	৩	৩.০০	৩	২.৯৯
	খ) ফটোকপি ও স্কেনার মেশিন	সংখ্যা	১	২.১০	১	২.১০
	গ) আসবাবপত্র	থোক	-	২.১৫	-	২.১৫
	ঘ) সার্ভে ইকুইপমেন্ট	থোক	-	৪.৪৭	-	৪.৪৭
২।	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৪.৪২	২৯৯.৫২	৪.৪২	২৯৯.৫১
৩।	নির্মাণ ও পূর্ত					
	ক) বাস টার্মিনাল উন্নয়ন	সংখ্যা	২	৩০.৭৮	২	৩০.৭২
	খ) কাঁচা বাজার (কিচেন মার্কেট)	সংখ্যা	২	৭.৭২	২	৭.৭২
	গ) পাবলিক টয়লেট	সংখ্যা	৪	৩৯.৬৮	৪	৩৯.৬৮
	ঘ) কমিউনিটি লেট্রিন	সংখ্যা	২	১৯.৮৭	২	১৯.৮৭
	ঙ) টুইন পিট লেট্রিন	সংখ্যা	২০৯	৫০.৩০	২০৯	৫০.৩০
	চ) ডাস্টবিন নির্মাণ	সংখ্যা	১০৬	৬.৫৪	১০৬	৬.৫৪
	ছ) রিক্সা ভ্যান সরবরাহ	সংখ্যা	৯	১.৯২	৯	১.৯২

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	জ) টেস্ট টিউবওয়েল	সংখ্যা	৩	৫.৪৪	৩	৫.৪৪
	ঝ) পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৩	৪২.৫৬	৩	৩৭.৬৯
	ঞ) প্রোডাকশান ওয়েল (ডেপ্থ ১৫০ মি.-২০০মি.)	সংখ্যা	৩	৬৫.৮৪	৩	৫২.২৭
	ট) পাইপ লাইন স্থাপন	কি.মি.	১৪.৫০	১১৩.৬৮	১৪.৫০	১১০.৭৮
	ঠ) আয়রন রিমোভাল পস্নান্ট	টি	১	৪২.৮০	১	৪২.৮০
	ড) গৃহ সংযোগ	টি	৪৫০	৮.৪৫	৪৫০	৮.৪৩
	ঢ) টিউবওয়েল স্থাপন	টি	৯৪	১৭.৭৪	৯৪	১৭.৭৪
	ণ) সড়ক উন্নয়ন	কি.মি.	৩৬.৬৩	১০৪৭.৭১	৩৬.৬৩	১০৩৬.১৪৫
	ত) ব্রীজ/কালভার্ট	মি.	৭১.৮০	১৪২.৬৪	৭১.৮০	১৪২.৫০
	থ) ড্রেন	কি.মি.	৩.৮৯৪	২৩৬.৮৫	৩.৮৯৪	২৩৬.৪১
সর্বমোট (রাজস্ব ও মূলধন):		-		২২০৩.৬৯	১০০%	২১৭০.১১৫

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর।

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** সুজানগর, উল্লাপাড়া এবং পাংশা পৌরসভাত্রয় পদ্মা অববাহিকায় অবস্থিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। বিশেষতঃ উল্লাপাড়া তাতঁ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। সুজানগর, উল্লাপাড়া এবং পাংশা পৌরসভাত্রয় তিনটি নবসৃষ্ঠ এবং পশ্চাদপদ এলাকায় সি-ক্যাটেগরীর পৌরসভা। এদের সম্মিলিত মোট আয়তন ৩৩.২২ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৯০,৯৬৬ জন। এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং বিদ্যমান পৌর সুবিধাদির ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে যা পৌর কতৃপক্ষ কর্তৃক সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্যঃ** এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ছিলঃ ক) মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন; খ) স্থানীয় পৌর প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চতর রাজস্ব আয় অর্জন, যাতে করে টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করা যায়; গ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি মোট ২২০৩.৬৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ০৮-১০-২০০৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক জানুয়ারী, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের পরিমাণ ও ব্যয় পরিবর্তন, বাজার দর অনুযায়ী বিভিন্ন অংগের সমন্বয় ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। এ সমস্ত কারণে প্রকল্পের প্রথম সংশোধন ২২০৩.৬৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১-০১-২০১২ তারিখে ডিপিইসির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলায় বাস্তবায়িত কাজের কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাকালে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পিসিআরে প্রাপ্ত তথ্যের

৮.১ ভিত্তিতে প্রাতবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পরিদর্শিত স্কীমগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ননা দেওয়া হলোঃ

<u>পাংশা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নঃ</u> এ স্কীমের অধীনে ২ টি প্রডাকশন অয়েল (১৫০ মি.-২০০ মি.) স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং পাম্প ক্রয়, ৮.৫ কি.মি. পাইপ লাইন স্থাপন এবং ১৭০ টি বাড়িতে পাইপ লাইন সংযোগের সংস্থান ছিল। এ স্কীমটি বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারকে মোট ১২৪.৩৫ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ১৩-০৪-২০১১ থেকে ২০-১০-২০১১ মেয়াদে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নির্মিত দুইটি পাম্প হাউজ (একটি পাননারায়ণপুরে এবং অপরটি পুরাতন বাজার এলাকায় অবস্থিত) এবং পাম্প হাউজে স্থাপিত পাম্প পরিদর্শনকালে দেখা যায় পাম্প হাউজে দুইটি করে কক্ষ তৈরী করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপনসহ যাবতীয় প্রাসংঙ্গিক কাজ করা হয়েছে। পাননারায়নপুরে স্থাপিত প্রোডাকশন ওয়েলটির গভীরতা ১৬০ মিঃ এবং পুরাতন বাজার এলাকায় স্থাপিত ওয়েলটির গভীরতা ১৭৮মিঃ যা Specification অনুযায়ী করা হয়েছে বলে জানা যায়। স্থাপিত সাবমার্জিবল পাম্প দুইটি সচল দেখা যায়। তবে পাননারায়ণপুরে

৮.২ স্থাপিত/নির্মিত পাম্প হাউজের উত্তর পার্শ্বে নিচু খাদ থাকায় ভবিষ্যতে ভবনটি ঝুকির সম্মুখীন হতে পারে বিধায় ঐ পার্শ্বে মাটি দ্বারা ভরাটের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু বিবেচ্য প্রকল্পে এ ধরনের কাজের সংস্থান ছিল না। পুরাতন বাজার এলাকায় নির্মিত পাম্প হাউজটির মেঝের পস্নাষ্টার এক জায়গায় উঠে নষ্ট হয়ে গেছে। যে সমস্ত বাড়িতে পানির লাইনের সংযোগ দেওয়া হয়েছে এরূপ কয়েকটি হাউজহোল্ডের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় দিনে ২/৩ বার পাম্প থেকে পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া শুষ্ক মৌসুমেও প্রয়োজনীয় পরিমান পানির সরবরাহ করা **হয়ে থাকে**।

<u>**রঘুনাথপুর কার্পেটিং সড়ক হতে সিরাজুল ইসলাম সরদারের বাড়ি পর্যন্ত সিসি সড়ক নির্মাণ :**</u> ১৩০ মি. দীর্ঘ আরসিসি

৯। সড়কটি নির্মানের জন্য ১০-০৭-২০১০ থেকে ১৫-১০-২০১০ পর্যন্ত (০৩ মাস) মেয়াদে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। ৮ ফুট চওড়া এ সড়কটির নির্মাণ কাজ ২৮-১২-২০১১ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে (১৫ মাস)। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে সড়কটি প্রশস্ত করে নির্মাণের ফলে পাশ্বর্বর্তী জমি প্রাপ্তির জটিলতার কারণে সঠিক সময়ে কাজ শুরু করতে না পারায় স্কীমটি বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়েছে। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সড়কটি মাত্র দেড় বছর পূর্বে নির্মিত হলেও রঘুনাথপুর প্রামেস্ম সড়কের কিছু অংশের (১০-১২ ফুট) আরসিসি সড়ক ভেঙ্গে গেছে। সড়কের পাশে পুকুর থাকায় এবং পুকুরের পাড়ে কোন রক্ষাপ্রদ কাজ না থাকায় সড়কটির পুকুরের সাইডে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ সড়কটি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে না নিলে সড়কের বড় অংশের ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে।

<u>**প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**</u> প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২১৭০.১১৫ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.৪৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৮-০৯	১৯৯.০০	১৯৯.০০	-	১৯৯.০০	১৯৮.৪৬	১৯৮.৪৬	-	০.৫৪
২০০৯-১০	৬০০.০০	৬০০.০০	-	৮০০.০০	৭৯৮.৬৭	৭৯৮.৬৭	-	১.৩৩
২০১০-১১	১২০০.০০	১২০০.০০	-	৬০০.০০	৫৯৬.৭৯	৫৯৬.৭৯	-	৩.২১
২০১১-১২	৬০৪.০০	৬০৪.০০	-	৬০০.০০	৫৭৬.১৯৫	৫৭৬.১৯৫	-	২৩.৮০৫
সর্বোমোটঃ	২৬০৩.০০	২৬০৩.০০		২১৯৯.০০	২১৭০.১১৫	২১৭০.১১৫		২৮.৮৮৫

এ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২২০৩.৬৯ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২১৭০.১১৫ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ২১৯৯.০০ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রকল্প সমাপ্ত শেষে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ ২৮.৮৮৫ লক্ষ টাকা (২১৯৯.০০ লক্ষ টাকা - ২১৭০.১১৫ লক্ষ টাকা)। পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী উক্ত অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে যথাসময়ে জমা দেওয়া হয়েছে।

১০। <u>**উপকারভোগীদের মতামত**</u> : প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত কার্যক্রমসমূহের ফল ভোগকারী জনগণের (Benificiaries) সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ/উন্নয়নের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার যেমন উন্নয়ন হয়েছে তেমনি যাতায়াতের ক্ষেত্রে সময়ের সাশ্রয় হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে পানির পাম্পসহ পাইপ লাইন স্থাপন ও ড্রেন নির্মাণের ফলে সুপেয় পানি প্রাপ্তির হার বৃদ্ধিসহ জনজীবনের দুর্ভোগ অনেকটা লাঘব হয়েছে। তাছাড়া ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়নের ফলে শহরের জলাবদ্ধতা অনেকাংশে দুরীভূত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** : প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র চারজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
জনাব মোঃ মমিনুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	০৮-০২-২০০৯	১১-১২-২০১০
জনাব মোলস্না আবুল বাশার, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	২৭-০২-২০১১	৩০-০৬-২০১১
জনাব মোঃ আবুল বাশার, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	০১-০৭-২০১১	২০-১১-২০১১
জনাব মোঃ আব্দুল ছালাম মন্ডল, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	২০-১১-২০১১	৩১-১২-২০১১

উপরের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় মাত্র ৩ বছরের বাস্তবায়িত এ প্রকল্পে চারজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
ক) মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন; খ) স্থানীয় পৌর প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চতর রাজস্ব আয় অর্জন করে টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করা যায়; গ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।	প্রকল্পের আওতায় প্রসত্মাবিত সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ কাঙ্খিত সুবিধা পাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে।

১৩। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৪। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৪.১। **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run):** মূল প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৮-১০-২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় ০২ বছর (জানুয়ারী, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)। পরবর্তীতে প্রকল্প সংশোধন করা হয় এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় এবং সে অনুযায়ী প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ০৩ বছর ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ১ বছর বেশী (৫০%)। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে এর সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে এবং তা ভোগের সুবিধা পেতে বেশী সময় লেগেছে যা কাম্য নয়।

১৪.২। **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ** এ প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল ছিল দুই বছর যা পরবর্তিতে সংশোধনের মাধ্যমে তিন বছর করা হয়। মাত্র তিনবছরে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পে মোট চারজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে কাজের কাংখিত ফলাফল অর্জন বিলম্বিত হয়েছে।

১৪.৩। **ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক মেরামতঃ** পাংশা পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত ''রঘুনাথপুর কার্পেটিং সড়ক হতে সিরাজুল ইসলাম সরদারের বাড়ি পর্যন্ত সিসি সড়ক নির্মাণ'' শীর্ষক স্কীমটির রঘুনাথপুর প্রামেত্ম পুকুর পাড়ে কোন রক্ষাপ্রদ কাজ না থাকায় সড়কটির পুকুরের সাইডে এ ভাঙ্গানের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ সড়কটি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে না নিলে সড়কের বড় অংশের ভাঞ্জন দেখা দিতে পারে।

১৪.৪। **চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্বঃ** ''রঘুনাথপুর কার্পেটিং সড়ক হতে সিরাজুল ইসলাম সরদারের বাড়ি পর্যন্ত সিসি সড়ক নির্মাণ'' শীর্ষক স্কীমটি বাস্তবায়নের মেয়াদকাল ছিল ৩ মাস (১০-০৭-২০১০ থেকে ১৫-১০-২০১০ পর্যন্ত) কিন্তু স্কীমটির প্রকৃত বাস্তবায়নকাল প্রায় ১৫ মাস (১০-০৭-২০১০ থেকে ২৮-১২-২০১১ পর্যন্ত)। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মতে স্কীমটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী জমি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু এ স্কীম বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান না থাকায় জমির মালিককে convince করে তার নিকট থেকে তা দখলপূর্বক কাজ শুরুতে বিলম্ব হয়েছে। মাত্র ০৩ মাসে বাস্তবায়নের জন্য চুক্তিকৃত স্কীম ১৫ মাসে বাস্তবায়ন অত্যন্ত দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নির্দেশক। তবে বর্ধিত চুক্তির মেয়াদে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

১৫। **সুপারিশঃ**

১৫.১। আলোচ্য প্রকল্পে টাইম ওভাররান ৫০%। ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে এ প্রবণতা নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং সেজন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত রিভিউ করবে এবং যথাসময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা জোরদার করবে (অনুচ্ছেদ ১৪.১);

১৫.২। মাত্র তিনবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পে চারজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সমীচীন নয়। ভবিষ্যতে সুষ্ঠু প্রকল্প ব্যবস্থাপনা/বাস্তবায়নের স্বার্থে উপযুক্ত কারণ ব্যতিত ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করার বিষয়টি নিরুৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রীর আহবায়কত্বে যে কমিটি রয়েছে তার সম্মতিতে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৪.২)

১৫.৩। ''রঘুনাথপুর কার্পেটিং সড়ক হতে সিরাজুল ইসলাম সরদারের বাড়ি পর্যন্ত সিসি সড়ক নির্মাণ'' (পাংশা পৌরসভা) শীর্ষক সড়কটি পৌর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তহবিল দ্বারা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে ভবিষ্যতে সড়কটির বড় ধরনের ক্ষতি না হয় (অনুচ্ছেদ ১৪.৩)।

১৫.৪। ০৩ মাসের বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত চুক্তি ১৫ মাসে বাস্তবায়ন অত্যন্তু দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নির্দেশক। ভবিষ্যতে যথাসময়ে চুক্তি বাস্তবায়নসহ সুষ্ঠু প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৪.৪)।

‘‘গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন’’
জুন : ২০১২

০১। প্রকল্পের অবস্থান : গোপালগঞ্জ শহর এলাকা।

০২। বাস্তবায়নকারী সংসহা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সহানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্ত পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (মোঃ টাঃ) টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৫২৫.০০ ৫৫২৫.০০ -	৫৫২৫.০০ ৫৫২৫.০০ -	৫১৬৪.৪৫ ৫১৬৪.৪৫ -	জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১১ পর্যন্ত	জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত	জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত	-	৫০%

০৫। **<u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>**

৫.১। **<u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>**

গোপালগঞ্জ পৌরসভা ৯টি ওয়ার্ড এবং ৭৫টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। মোট এলাকা ১৩.৮২ বঃ মিঃ। এখানে মোট ১ লক্ষ ৪ হাজার লোক বাস করে। মধুমতি নদীর একটি শাখা গোপালগঞ্জ শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মাদারীপুর বিল রুট খালের সাথে মিলিত হয়েছে। এক সময়ের খরস্রোতা নদী বর্তমানে মরা নদীতে পরিনত হয়। খালের অনেক অংশ অবৈধভাবে দখল হয়ে যায়, বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার কারণে পরিবেশ দুষণের সৃষ্টি হয় এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বন্যার সময় দূকুল ছাপিয়ে শহরে পানি প্রবেশ করে। এসব কারণে পুরাতন মধুমতি খালটি পুনঃখনন/পুনর্বাসন করা জরুরী হয়ে পড়ে। তাছাড়া, গোপালগঞ্জ এ টাইপের পৌরসভা। বাণিজ্যিকভাবে এ পৌরসভা আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন সরকারী, স্বায়ত্ব শাসিত, বেসরকারী সংস্থা এ পৌরসভায় বিদ্যমান রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বিদ্যমান অবকাঠামোগত ও সেবামূলক সুবিধাদি যেমন, রাস্তা, নদীর তীর সংরক্ষণ, ফুটপাত, বনায়ন, ব্রীজ/কালভার্ট ইত্যাদি দ্বারা জনসাধারণের চাহিদা পুরণ সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

.২। **<u>প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ</u>**

গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন করাই প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি খাল পুনঃখননের মাধ্যমে পরিবেশগত উন্নয়ন ;

(২) জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ;

(৩) বনায়ন ও ফুটপাত নির্মাণের মাধ্যমে পৌরসভায় জনগণের বিনোদন সুবিধা প্রদান ;

(৪) জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশগত উন্নয়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ;

(৫) খালের পাড় নির্মাণ ও গাছ লাগানোর মাধ্যমে মধুমতি ও ইহার সংলগ্ন খালে ভরাট ও অবৈধ কার্যকলাপ নিরসন।

৫.৩। **<u>প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থায়ন অবসহাঃ</u>**

প্রকল্পটি ০৮/০৯/২০০৯ তারিখে ৫৫২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ অর্থই জিওবি) একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদকাল জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ১৬/০৬/২০১১ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং মেয়াদকাল জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

০৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১২ পর্যন্ত)	
		বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক
১	২	৪	৫	৬	৭
A)	Revenue :				
1.	Pay of Officers	-	-	-	-
2.	Pay of establishment	LS	6.10	LS	3.61
3.	Allowances	LS	8.90	LS	4.42
4.	Supply and Services				
i)	Consultancy	LS	50.00	LS	46.99
ii)	Mathematical Modeling & Physical Modeling	LS	155.00	LS	119.94
iii)	Office Contingency (Telephone/Fax/Stationary/Audio Video/ Computer Consumable etc.)	LS	20.00	LS	20.00
	Sub Total (Supply and Services)		**225.00**		**186.93**
5.	Repairs, Maintenance and Rehabilitation	LS	5.00	LS	4.60
	Sub Total (Revenue)		**245.00**		**199.56**
B)	**Capital :**				
1.	Acquisition of Assets (Computer)	1 Set	2.50	1 Set	2.39
	Construction and works				
2.	Re-excavation of old River	8.32 km	645.00	8.32 km	645.00
3.	Bank Protection Work by Retaining wall/ CC Block	7.70 km	1221.00	7.40 km	1151.00
4.	Two Lane Traffic Bridge	2 Nos.	1060.00	2 Nos.	962.00
5.	Single Lane Traffic Bridge	6 Nos.	910.50	6 Nos.	855.48
6.	Construction of foot path along the bank of the River & side drain	7.50 km	528.00	7.26 km	477.21
7.	Construction of road	16.04 km	687.00	15.85 km	656.51
8.	Construction of ornamental gardening work (sitting bench, shed, fountain etc.)	LS	134.00	LS	134.00
9.	Construction of bathing/boat landing ghat	5 Nos.	92.00	5 Nos.	81.30
	Sub Total (Construction and Works)		**5277.50**		**4962.50**
	Sub Total (Capital)		**5280.00**		**4964.89**
10.	Physical Contingency		-		-
11.	Price Contingency		-		-
	Grand Total =		**5525.00**	**(99%)**	**5164.45 (98%)**

- প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.০০ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০০%।

০৭। প্রকল্পটির বছর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নে প্রদান কর হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন,২০১২ পর্যন্ত)		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৯-২০১০	**৫০০.০০**	**৫০০.০০**	**-**	**৫০০.০০**	**৪৮৭.৩৫**	**৪৮৭.৩৫**	**-**
২০১০-২০১১	২৭০০.০০	২৭০০.০০	-	২৭০০.০০	২৬৪৮.৪৫	২৬৪৮.৪৫	-
২০১১-২০১২	২১০২.০০	২১০২.০০	-	২১০২.০০	২০২৮.৬৫	২০২৮.৬৫	
মোট=	**৫৩০২.০০**	**৫৩০২.০০**	**-**	**৫৩০২.০০**	**৫১৬৪.৪৫**	**৫১৬৪.৪৫** *	

* অবশিষ্ট ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ বিগত ২৫-০৫-২০১৩ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা করেন।

পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

৮.১। প্রকল্পের ক্রয় কাজের প্যাকেজসমূহের নথি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে লক্ষ্য করা যায় যে প্রকল্পের সকল ক্রয়কাজ নির্দিষ্ট ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া সকল ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ১৩৭.৫৫ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

৮.২। গোপালগঞ্জ পৌরসভার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন/পুনঃজ্জীবিত ও নদীর উভয় পার্শেব সৌন্দয্যবর্ধ্যক উন্নয়ন কাজ করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। ৬৪৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (ডিপিপি-৬৪৫.০০ লক্ষ টাকা) ৮.৩২ কিঃ মিঃ নদী খনন কাজ, ১১৫১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (ডিপিপি-১১৫১.০০ লক্ষ টাকা) ৭.৭০ কিঃ মিঃ নদী রক্ষা বাঁধ, ৬৫৬.৫১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (ডিপিপি-৬৮৭.০০ লক্ষ টাকা) ১৫.৮৫ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন কাজ, ৯৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (ডিপিপি-১০৬০.০০ লক্ষ টাকা) দুইলেন বিশিষ্ট ট্রাফিক ব্রীজ, ৮৫৫.৪৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (ডিপিপি-৯১০.০০ লক্ষ টাকা) ৬টি সিঙ্গাললেন বিশিষ্ট ট্রাফিক ব্রীজ, এবং ১৩৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (ডিপিপি-১৩৪.০০ লক্ষ টাকা) ল্যান্ডিং ঘাট, সিটিংবেঞ্চ, সেড ও ফাউন্টিং এর কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উল্লিখিত সকল কাজের মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। তবে নদীর তীর সংরক্ষণ ও রাস্তা/ফুটপাথ উন্নয়ন কাজে বৃষ্টির পানিতে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উন্নয়ন কাজের ক্ষতিগ্রস্থ অংশসমূহ ঠিকাদার কর্তৃক (Defect Liability Period এর মধ্যে) শ্রীঘ্রই মেরামত করার জন্য পত্র মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এলাকাবাসীর সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে মরা মধুমতি নদীটি পলিমাটি ও আবর্জনায় ভরা ছিল এবং নদীর উভয় পার্শেব ছোট ছোট দোকান ঘর ও বস্তি গড়ে উঠেছিল। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকাবাসির যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা, সকালে/বিকালে শহরের মানুষের হাটা/ব্যায়ামের সুযোগ সৃষ্টি, নদীতে গোসলের ব্যবস্থাসহ বিনোদনের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। তবে মরামধুমতি নদীর পানিতে অনেক স্থানে কচুরীপানা ও সলিডওয়েষ্টসহ আবর্জনা ভাসতে দেখা যায়। এতে প্রতীয়মান হয়ে যে, প্রকল্পটি সমাপ্তির পর নদীর পানি নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে না। নিয়মিতভাবে নদীর পানি পরিস্কার না করা হলে ভবিষ্যতে নদী পুনরায় ভরাট হয়ে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হবে।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবসহাঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি খাল পুনর্বাসন ও পাশ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন করাই প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য।	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল মরা মধুমতি নদী পুনঃখনন, উভয় পার্শ্বে সৌন্দর্য্যবধ্যক উন্নয়ন কাজ জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, বনায়ন ও ফুটপাথ নির্মাণ করা ও নদীর পাড় সংরক্ষণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ**

এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট তিন বছরে ২ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নীচে প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	জনাব মোঃ আহসান হাবিব প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী) বেতন স্কেল-২২,২৫০-৩১,২৫০/- টাকা	ডিসেম্বর,২০০৯ হতে মার্চ,২০১০ পর্যন্ত	খন্ডকালীন
২।	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম মন্ডল প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী) বেতন স্কেল-২২,২৫০-৩১,২৫০/- টাকা	৩০ মার্চ, ২০১০ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত	খন্ডকালীন

১১। বাস্তবায়ন **সমস্যাঃ**

১১.১। প্রকল্পের আওতায় মরা মধুমতি নদী পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়িত হলেও ইতিমধ্যে নদীতে প্রচুর আবর্জনা/কচুরীপানা দেখা যায়- যা নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে না। নিয়মিতভাবে নদী পরিস্কার করা না হলে ভবিষ্যতে নদী পুনরায় ভরাট হয়ে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হবে।

১২। **সুপারিশঃ**

১২.১। গোপালগঞ্জ শহরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত মরা মধুমতি নদী পুনঃখনন, সংরক্ষণ, রাস্তা, ফুটপাত, দৃষ্টি নন্দন পার্ক ও ব্রীজ নির্মাণের ফলে গোপালগঞ্জ শহরের সৌন্দর্য্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরণের জেলা শহরের সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প অন্যান্য জেলা শহরের পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা যায় কিনা তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরিক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারে।

১২.২। প্রকল্পের আওতায় খননকৃত মরা মধুমতি নদীর পানি পৌরসভা/যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত পরিস্কার/ পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় হতে গোপালগঞ্জ পৌরসভাকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

১২.৩। বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে রাস্তা, ফুটপাত, নদী রক্ষা বাঁধ এর যে সকল স্থানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা অবিলমেব মেরামতপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবহিত করবে।

"Strengthening of Activities in Rural Development Center (RDEC) Project"

(সমাপ্তঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয়	অতিক্রান্ত সময়
মূল মোট (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়নকাল	(মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়নকালের %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৮৩৭.৪৮ (১৫৩৩.৮০)	-	১৭৪৭.২৩ (১৫৩৩.৮০)	১৫-০৯-২০০৭ হতে ১৪-০৯-২০১১	-	১৫-০৯-২০০৭ হতে ১৪-০৯-২০১১	--	--

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	বৈদেশিক পরামর্শক					
	ক) দীর্ঘ মেয়াদী ৩ জন	জনমাস	১৪৪	১০৫৭.০০	১৪৪	১০৫৭.০০
	খ) স্বল্প মেয়াদী ১০ জন	জনমাস	৩০	১৯৪.৮০	২৩	১৯৪.৮০
২।	দীর্ঘ মেয়াদী পরামর্শকদের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ভ্রমণ ৩ জন	জনমাস	১৬	২৪.০০	১৬	২৪.০০
৩।	স্বল্প মেয়াদী পরামর্শকদের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ভ্রমণ ১০ জন	জনমাস	১২	১৮.০০	১২	১৮.০০
৪।	রিপোর্টিং ও প্রিন্টিং	থোক	-	১০.০০	-	১০.০০
৫।	যন্ত্রপাতিঃ					
	ক) জিআইএস, জিপিএস ও ডিজাইন সফট্ওয়ার	থোক	-	৬০.০০	-	১৬০.০০
	খ) কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্ট	থোক	-	৪০.০০	-	
	গ) রোড কন্ডিশন সার্ভে	থোক	-	৩০.০০	-	
	ঘ) প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য	থোক	-	৩০.০০	-	
৬।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কনফারেন্স	জন	৫০	৭০.০০	১৪	৭০.০০
৭।	বিবিধ (এডমিনিসট্রেশন ও সাপোর্ট বাবদ)*	থোক	-	৬৯.৬০	-	৬৯.৬০*
৮।	অফিস সুবিধাদি ও যানবাহন*	থোক	-	৫২.৮০	-	৫২.৮০*
৯।	কাউন্টারপার্ট ষ্টাফ ৩ জন	জনমাস	১৪৪	৪১.২৮	১৪৪	৪১.২৮
১০।	স্থানীয় ট্রেনিং,সেমিনার ও কনফারেন্স	জন	৮০	৪০.০০	৯০২	৪০.০০
১১।	সিডিভ্যাট/ট্যাক্স	থোক	-	১০০.০০	-	৯.৭৫
	সর্বমোটঃ			১৮৩৭.৪৮	১০০%	১৭৪৭.২৩ (৯৫.০৯%)

* বিবিধ এবং অফিস সুবিধাদি ও যানবাহন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ মূলতঃ In kind.
তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** অনুমোদিত টিএপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কনফারেন্স খাতে ৫০ জনকে প্রশিক্ষণের সংস্থানের বিপরীতে ১৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পিসিআর অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কনফারেন্স বাবদ ৫০ জনের জন্য প্রকল্প সাহায্য অংশে ৭০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারিত ছিল। জাইকার ব্যবস্থাপনা এবং সুপারিশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের বিষয়, স্থান ও প্রশিক্ষণার্থীর ধরণসহ সংখ্যা নির্দ্ধারিণ করা হয় এবং এর ব্যয় জাইকা কর্তৃক নির্বাহ করা হয়েছে। জাইকার সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পে সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে ১৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়েছে।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিকল্পনা, ডিজাইন, মাননিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও জিআইএস এর ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন বাস্তবায়ন কৌশল জোরদারকরণই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৭.২। **প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থায়নঃ** গত ১০-০১-২০০৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত এসপিইসি সভার সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় যার প্রশাসনিক আদেশ গত ২১-০৫-২০০৮ তারিখে জারী করা হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলন ১৮৩৭.৪৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩০৩.৬৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৫৩৩.৮০ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর,২০০৭ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত। অত্র প্রকল্পে জাইকা উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে প্রকল্প সাহায্য প্রদান করেছে।

৭.৩। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**
প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্ত পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৭৪৭.২৩ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৫.০৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয়		
	মোট	জিওবি*	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি*	প্রঃসাঃ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)	(৭)	(৮)
২০০৭-২০০৮	৪৬৬.৮৭	৮০.৯২	৩৮৫.৯৫	৪৪৪.২৮	৫৮.৩৩	৩৮৫.৯৫
২০০৮-২০০৯	৪৬৬.৮৭	৮০.৯২	৩৮৫.৯৫	৪৪৩.১৪	৫৭.১৯	৩৮৫.৯৫
২০০৯-২০১০	৪৫৬.৮৭	৭০.৯২	৩৮৫.৯৫	৪৩৭.৯৪	৫১.৯৯	৩৮৫.৯৫
২০১০-২০১১	৪৪৬.৮৭	৭০.৯২	৩৭৫.৯৫	৪২১.৮৭	৪৫.৯২	৩৭৫.৯৫
২০১১-২০১২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট	১৮৩৭.৪৮	৩০৩.৬৮	১৫৩৩.৮০	১৭৪৭.২৩	২১৩.৪৩	১৫৩৩.৮০

তথ্যসূত্রঃ পিসিআর * জিওবি বরাদ্দের মধ্যে ১০০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অনুদান এবং ২০৩.৬৮ লক্ষ টাকা inkind;
অনুরুপভাবে জিওবি ব্যয়ের মধ্যে জিওবি অনুদান ৯.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ২০৩.৬৮ লক্ষ টাকা inkind।

৮। **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ**

৮.১। প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘ মেয়াদী মোট ৩ জন বিদেশী পরামর্শক প্রত্যেকে ৪৮ জনমাস করে মোট ১৪৪ জনমাস কাজ করেছেন। ১ম পরামর্শক রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্লানিং এক্সপার্ট হিসেবে পরিকল্পনা প্রণয়নে এলজিইডিতে যে সকল ল্যাকিংস রয়েছে তা চিহ্নিত করেছেন এবং কিভাবে তা আপগ্রেড ও উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে সাজেশন/পরামর্শ দিয়েছেন। ২য়

পরামর্শক কোয়ালিটি কন্ট্রোল/মেইনটেন্যান্স এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়াল, ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট ম্যানুয়াল এবং মেইনটেন্যান্স ম্যানুয়াল আপগ্রেড করেছেন। তাছাড়া তিনি কোয়ালিটি কন্ট্রোলের নতুন পদ্ধতি সূচনা এবং স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রীর উপর গবেষণা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে এর বাস্তব ভিত্তিক ব্যবহারের উপর কাজ করেছেন। ৩য় পরামর্শক ট্রেনিং এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে উন্নত করেছেন এবং ট্রেনিং নিড এ্যাসেসমেন্ট সম্পাদন করেছেন। ফলে ট্রেনিং ইউনিট শক্তিশালী হয়েছে। এ সকল পরামর্শকের ব্যয়ভার জাইকা কর্তৃক বহন করা হয়েছে এবং অনুমোদিত টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তব কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২। GIS, Training, RDEC Library, Quality Control, Technical Design ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে ১০ জন বৈদেশিক পরামর্শক ২৩ জনমাস কাজ করেছেন। এ সকল পরামর্শক মূলতঃ প্রয়োজনের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী বৈদেশিক পরামর্শকের Supplement হিসেবে কাজ করেছেন। এ সকল পরামর্শক গ্লোবাল ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নত ও আপগ্রেড করার জন্য কিছু সফটওয়ার develop করেছেন। আরডিই-সেন্টারের ল্যাবরেটরিতে ল্যাব টেস্টের জন্য কতিপয় যন্ত্রপাতি সরবরাহপূর্বক তা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া এলজিইডি-র ডিজাইন ইউনিটকে কারিগরী সহায়তা প্রদানপূর্বক শক্তিশালী করা হয়েছে। এতে ট্রেনিং ইউনিটও শক্তিশালী হয়েছে। প্রকল্পের এ সংক্রান্ত ব্যয়ভার জাইকা কর্তৃক বহন করা হয়েছে।

৮.৩। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি-র মোট ১৪ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন সময়ে কাউন্টারপার্ট ট্রেনিং এর আওতায় জাপান ও অন্যান্য দেশ সফর করেছেন। তারা রুরাল প্লানিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার ডিজাইন, রুরাল মেইনটেনেন্স, প্রশাসন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কোর্সসমূহের উপর স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে উক্ত কর্মকর্তাগণ এলজিইডি-র প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। পিসিআর অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কনফারেন্স বাবদ ৫০ জনের জন্য প্রকল্প সাহায্য অংশে ৭০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারিত ছিল। জাইকার ব্যবস্থাপনা এবং সুপারিশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের বিষয়, স্থান ও প্রশিক্ষণার্থীর ধরণসহ সংখ্যা নির্ধারিত করা হয় এবং এর ব্যয় জাইকা কর্তৃক নির্বাহ করা হয়েছে। জাইকার সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পে সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে ১৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়েছে।

৮.৪। জাপানী বিশেষজ্ঞদেরকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডি হতে ৩ জন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কাউন্টারপার্ট হিসেবে কাজ করেছেন। তারা জাইকার এক্সপার্টদেরকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেছেন। প্রকল্পের আওতায় জিআইএস, জিপিএস ও ডিজাইন সফওয়ার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেষ্ট, রোড কন্ডিশন সার্ভে এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে।

৯। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন,২০১২) জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিকল্পনা, ডিজাইন, মাননিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও জিআইএস এর ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন বাস্তবায়ন কৌশল জোরদারকরণই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	দেশী-বিদেশী পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিকল্পনা, ডিজাইন, মাননিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও জিআইএস ইউনিট শক্তিশালীকরণ তথা RDEC`র দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১২। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা** :

১২.১। **পিসিআরে তথ্য বিভ্রাট** : মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআরের পার্ট-বি এর অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয় ১৭৩৫.৪৩ লক্ষ টাকা। ঐ একই পার্ট এর অনুচ্ছেদ-৫ (অংগভিত্তিক অগ্রগতি) অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৭৩৫.৭৫ লক্ষ

টাকা। কিন্তু অংগ ভিত্তিক যে মোট ব্যয় দেখানো হয়েছে তার প্রকৃত যোগফল ১৭৪৭.২৩ লক্ষ টাকা। একই পিসিআরে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে প্রকল্পের ব্যয় বিভিন্ন দেখানো হয়েছে বিধায় প্রকল্পের প্রকৃত আর্থিক অগ্রগতির বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়।

১২.২। **যন্ত্রপাতি খাতের ব্যয় আলাদাভাবে প্রদর্শন না করা** :

অত্র প্রকল্পে যন্ত্রপাতি খাতে ৪ ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ১৬০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং প্রত্যেক প্রকারের যন্ত্রপাতির জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ ছিল (জিআইএস, জিপিএস ও ডিজাইন সফটওয়ার-৬০.০০ লক্ষ টাকা, কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্ট-৪০.০০ লক্ষ টাকা, রোড কন্ডিশন সার্ভে ৩০.০০ লক্ষ টাকা, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ৩০.০০ লক্ষ টাকা)। কিন্তু পিসিআরে যন্ত্রপাতি বাবদ মোট খরচ ১৬০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%) দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোন ধরনের কতটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং ইহার ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হয়নি। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সংস্থার নিকট পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে সংস্থা হতে মোট ১২৫টি যন্ত্রপাতি ক্রয় হয়েছে মর্মে তথ্য প্রদান করে। কিন্তু তাতে চার প্রকারের যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও ব্যয় আলাদা ভাবে প্রদান করা হয়নি। বিষয়টি সুস্পষ্টিকরণ করতে হবে।

১৩। **সুপারিশ :**

১৩.১। অত্র প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণ স্থানীয় সরকার বিভাগ নিরূপন করে আইএমইডিকে অবহিত করবে। ভবিষ্যতে ভুল তথ্য সংবলিত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ না করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছ;

১৩.২। যন্ত্রপাতি খাতে যন্ত্রপাতির ধরন, সংখ্যা এবং ব্যয়ের বিবরণ পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১৩.৩। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের মান নিয়ন্ত্রণে এ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করা যেতে পারে;

১৩.৪। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সকল ল্যাবরেটরীর মান উন্নত করার জন্য আরডিইসি প্রকল্পের অভিজ্ঞতাকে কাজ লাগাতে হবে;

১৩.৫। আরডিইসি প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল সুযোগ সুবিধা অর্জিত হয়েছে তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

১৩.৬। এলজিইডি-র মাঠ পর্যায়ের অফিসের সাথে এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সেন্টারটির নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন।

''ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট''
সমাপ্তঃ জুন,২০১২

০১। প্রকল্পের অবস্হান : কুমিল্লা (হোমনা), সিলেট (সদর), মানিকগঞ্জ (সদর), পাবনা (সুজানগর), পটুয়াখালী (বাউফল)।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সহানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ষ

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্ত পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৬৬.০০	৭৪২.০০	৬৮৩.০৩	জুলাই,২০০৮ হতে জুন,২০১১ পর্যন্ত	জুলাই,২০০৮ হতে ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত	জুলাই,২০০৮হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত	৯৬.৪৮%	৩৩%

০৫। **<u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ :</u>**

৫.১। **<u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>**

ক) নিরাপদ পানির প্রধান উৎস হল ভূ-গর্ভসহ পানি। বর্তমানে গড়ে ২ থেকে ৫টি পরিবার মিলে একটি নলকুপ ব্যবহার করে। আনুমানিক এ বিবেচনায় সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন উভয় প্রকার নলকুপের হিসাব করা হয়েছে। সরকারী নলকুপ অপেক্ষা ব্যক্তি উদ্যোগে স্থাপিত নলকুপের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক সমস্যা উদ্বেগজনক। মোটামুটি এক জরিপে দেখা গেছে যে, প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ জনসাধারণ আর্সেনিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। পরীক্ষাকৃত নলকুপের বিভিন্ন তথ্য নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এমন গ্রামও আছে যেখানে প্রায সবগুলি নলকুপেই অর্সেনিক রয়েছে। প্রায় ৮০০০ গ্রামে নলকুপের পানিতে আর্সেনিক দূষন শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক। সকল গ্রামে নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন একান্ত জরুরী। পাতকুয়া খনন, হস্ত চালিত গভীর নলকুপ স্থাপন, বালির স্তর দ্বারা পুকুরের পানি বিশুদ্ধকরণ (পি,এস,এফ) এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা সম্ভব। পানি হতে আর্সেনিক দূরীকরণে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু এ সকল বিকল্প পদ্ধতিসমূহ এ সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট নয়। বিকল্প ব্যবস্থা গুলির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গ্রাম এলাকায় এ সমস্যার দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান স্বরূপ ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ পানি উত্তোলন করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ বিবেচনা করা যেতে পারে। আর্সেনিক দূষনের পাশাপাশি কোন কোন স্থানে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, পানিবাহী স্তর (একুইফার) না পাওয়া ইত্যাদি সমস্যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সরকার এবং এনজিওদের উদ্যোগে দেশে কিছুসংখ্যক গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ স্কীম বাস্তবায়ন করছে। স্কীম বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি (মডেলিটি) গ্রহণ করা হয়েছিল। কিছু কিছু স্কীমে পানি সমিতির ন্যায় জনগোষ্ঠী ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) তৈরী করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোন পদ্ধতিই সঠিকভবে কাজ করছে না। এ পরিস্থিতিতে, সহানীয় জনগণ এবং সহানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি ভিন্নধরণের কর্মপদ্ধতি আলোচ্য পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে যাচাই করা হবে, সুফল পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে দেশের অন্যত্র অনুসরণ করা হবে।

৫.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>**

ক) ইউনিয়ন পরিষদ এবং সহানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রক্রিয়া পাইলটিং করা ;

খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহনের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা।

৫.৩। **<u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবসহাঃ</u>**

ডিপিএইচই কর্তৃক বস্তবায়নাধীন ''ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট'' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৮/১০/২০০৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ৭৬৬.০০ লক্ষ (সম্পূর্ণই জিওবি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং

জুলাই,২০০৮ হতে জুন,২০১১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদকালে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরীখে এবং প্রকল্পের কাজসমূহ সর্বোতভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আইএমইডি এর মতামতের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন,২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

০৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১)	**প্রশিক্ষণ**	থোক	১৫.০০	থোক	৬.৮৬	৫৮৫ জন
(২)	Individual Consultant(ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ার)	জনমাস	৩০.০০	৩০ জনমাস	২১.৭১	২২.৫৭ জনমাস
(৩)	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিস	থোক	২৬.০০	থোক	২৫.৫৯	থোক
(৪)	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক
(৫)	**সাইট উন্নয়ন**	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.৯১	থোক
(৬)	এক্সপলরেটরী ড্রিলিং i/c টেষ্ট ওয়েলস	সংখ্যা	৬.৫০	১৩ সংখ্যা	৫.২৭	১৩ সংখ্যা
(৭)	প্রডাকশন ওয়েলস	সংখ্যা	৯৫.০০	১২ সংখ্যা	৯২.১২	১২ সংখ্যা
(৮)	Purchase, installation and pump & accessories (includig Electrification)	সংখ্যা	৪০.০০	১২ সংখ্যা	৩৯.৭৯	১২ সংখ্যা.
(৯)	কনস্ট্রাকশন অফ পাম্প ইউজ i.c ইলিকট্রিক কানেকশন	সংখ্যা	৩০.০০	১২ সংখ্যা	২৯.৬০	১১ সংখ্যা
(১০)	ইলিকট্রিক লাইন কনট্রাকশন	সংখ্যা	৭.০০	থোক	৭.০০	থোক
(১১)	**পাইপ লাইন**	কিঃমিঃ	২০০.০০	৪৪ কিঃমিঃ	১৯৮.৭০	৪৩.৩৭ কিঃমিঃ
(১২)	ডিজাইন এন্ড কনস্ট্রাকশন অফ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	সংখ্যা	৮০.০০	৪ সংখ্যা	৭৯.০০	৪ সংখ্যা
(১৩)	হাউজ কানেকশন	সংখ্যা	১১৪.০০	৩০০০ সংখ্যা	৮২.৭৩	২৫৩৫ সংখ্যা
(১৪)	**ইয়ার্ড কানেকশন**	সংখ্যা.	৩.৫০	৭০ সংখ্যা	১.৫০	৪৫ সংখ্যা
(১৫)	**ওয়াটার রিজারভিয়র**	সংখ্যা	৮০.০০	৪ সংখ্যা	৭৮.২৫	৪ সংখ্যা.
	সর্বমোট =		**৭৪২.০০**		**৬৮৩.০৩ (৯২.০৫%)**	**৯৬.৪৮%**

- প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৬.৪৮%।

৭। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি আয়রন/আর্সেনিক ও লবণাক্ত এলাকায় বাংলাদেশের ৫টি ইউনিয়নে পাইলট প্রকল্প হিসাবে ৫টি সুপেয় পানির সহাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির কুমিল্লা জেলার হোমনা (১৭/০১/১৩ তারিখে পরিদর্শন) ও পটুয়াখালী জেলার বাউফল(২৬/০১/১৩ তারিখে পরিদর্শন) উপজেলায় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ-

প্রকল্পের আওতায় মূল কাজসমূহ ছিল প্রডাকশন টিউবওয়েল, পাম্প লাইন ও হাউজ কানেকশন। সকল কাজগুলি ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। শুধুমাত্র হাউজ কানেকশন ৭০% সমাপ্ত হয়েছে। স্থানীয়ভাবে সংগঠিত পানি সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত ফি/কনট্রিবিশন মানি যথাসময়ে জমা প্রদান না করায় ১০০% হাউজ কানেকশন সম্ভব হয় নাই। তবে গৃহ সংযোগ একটি চলমান কার্যক্রম যা চাহিদার ভিত্তিতে পরবর্তীতে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে।

পরিদর্শন (কুমিল্লা-হোমনা উপজেলা):

২টি প্রডাকশন টি/ডব্লিউ, ২টি পাম্প হাউজ, ১টি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ৫০,০০০ ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ওভারহেড টাংক, ৫৪৫টি গৃহসংযোগ ও ৬ কিঃমিঃ পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। উপরোক্ত স্থাপনাগুলি ইউনিয়ন পরিষদ এর নিকট অর্পন করা হয়েছে। এই এলাকায় প্রচন্ড আয়রন/আর্সেনিক প্রবণ হওয়ায় এ পানির স্থাপনা নির্মাণের ফলে বর্তমানে এলাকায় আর্সেনিক ও

আয়রনমুক্ত পানি পাচ্ছে। উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, সরকারীভাবে এই পানির স্থাপনা নির্মিত হওয়ায় তাদের দীর্ঘদিনের সুপেয় পানির সংকট দুরীভূত হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের স্থাপনাসমূহে পল্লী বিদ্যুত সমিতি কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে হয়রানির স্বীকার হতে হয়। প্রকৃত অর্থে বিদ্যুৎ সংযোগে বিলমেবর কারণে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে বিলমব হয়েছে। তদুপরি সাধারণ জনগণের ব্যবহৃত বিদ্যুত বিল কমার্শিয়াল রেটে নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, উক্ত প্রকল্পটি ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড প্রকল্প এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যসহ পানি কমিটির সকলকে বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর সকল স্থাপনা ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। তাই প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি সুচারুভাবে ইউনিয়ন পরিষদকেই করতে হবে তবেই স্কীমটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলা অংশ পরিদর্শনঃ প্রকল্পটির বাউফল উপজেলার ২টি সাব-মার্জিবল পাম্প, ২টি পাম্প হাউজ ও ৭ বঃ মিঃ পাইপ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে ৪২০টি গৃহসংযোগ দেওয়া হয়েছে। উপরিউক্ত স্থাপনাগুলো ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব একজন পাম্প অপারেটর ও সুপারভাইজার নিয়োগের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট পানি কমিটির নিকট অর্পন করা হয়েছে। উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ফলে তাদের দীর্ঘদিনের সুপেয় পানির সংকট দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু তারা জানান পানির গতি খুব কম এবং সবসময় পানি পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে পানির সমিতির সদস্য ও ডিপিএইচই এর নির্বাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী জানান যে, প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালীর প্রকল্প স্থানে কোন ওভারহেড ট্যাংক স্থাপনের সংস্থান নেই। ফলে পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলনের মাধ্যমে দিনে ২ বার গ্রাহকদেরকে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। তাই এ স্থানে একটি ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন করলে গ্রাহকদেরকে সবসময় পানি সরবরাহ করা যাবে।

০৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

০৯। **প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৮-০৯	৪.৩৭	৪.৩৭	-	১০.০০	৪.৩৭	৪.৩৭	-
২০০৯-১০	১৯৯.০৭	১৯৯.০৭	-	২১১.০০	১৯৯.০৭	১৯৯.০৭	-
২০১০-১১	২৫০.০০	২৫০.০০	-	২৫০.০০	২৪৫.০২	২৪৫.০২	-
২০১১-১২	২৮৮.৫৬	২৮৮.৫৬	-	২৩৭.০০	২৩৪.৫৭	২৩৪.৫৭	-
	৭৪২.০০	**৭৪২.০০**		**৭০৮.০০**	**৬৮৩.০৩**	**৬৮৩.০৩**	

১০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ**

এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট চার বছরে ২ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নীচে প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	চাকুরীর ধরণ	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	জনাব এ কে এম ইব্রাহিম, নির্বাহী প্রকৌশলী পরিকল্পনা বিভাগ বেতন স্কেলঃ ১১০০০-২০৩৭০/-	০৮/১০/২০০৮ হতে ৩০/০৩/২০১১	পার্ট-টাইম	পার্ট-টাইম
২।	জনাব এম এ কাইউম নির্বাহী প্রকৌশলী পরিকল্পনা বিভাগ বেতন স্কেলঃ ১১০০০-২০৩৭০/-	৩০/০৩/২০১১ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত।	পার্ট-টাইম	পার্ট-টাইম

১১। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবসহাঃ</u>**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা (পিসিআর অনুসারে)
ক) ইউনিয়ন পরিষদ এবং সহানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রক্রিয়া পাইলটিং করা ; খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহনের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা।	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৬.৪৮% (পিসিআর অনুযায়ী) ও আর্থিক অগ্রগতি ৮২.০৫% অর্জিত হয়েছে। আয়রন ও আর্সেনিক প্রবন এলাকায় পানির স্থাপনাসমূহ নির্মাণের ফলে উপকারভোগীগণ দুষণমুক্ত/সুপেয় পানি ব্যবহার করছে।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৩। <u>বাস্তবায়ন **সমস্যাঃ**</u>

১৩.১। প্রকল্পটি অনুমোদনের পর (০৮/১০/২০০৮) উৎপাদক নলকুপ স্থাপন ও পানি পরিশোধনের ডিজাইন করা, শোধনাগার নির্মাণ ডিজাইন, স্কীম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম বিলমেব শুরু করা হয়। ফলে প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদে (ডিসেম্বর,২০১১) সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি এবং পরবর্তীতে আইএমইডি এর সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পের মেয়াদ (জুন,২০১২) অতিরিক্ত ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৪। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৪.১। আর্সেনিক, আয়রন ও লবণাক্ত প্রবণ এলাকায় এই পাইলট প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৫টি উপজেলায় ৫টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে উক্ত এলাকার জনগণ নিরাপদ পানি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দেশের যে সকল এলাকায় পানিতে আর্সেনিক, আয়রন ও লবণাক্ততা সমস্যা রয়েছে সে সকল এলাকায় এই প্রকল্প সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৪.২। জনস্বার্থে ব্যবহৃত সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ সহজীকরণ ও বিদ্যুৎ বিল বাণিজ্যিক রেটের পরিবর্তে আবাসিক হিসাবে ধার্য্য করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

১৪.৩। প্রকল্পটি ইউনিয়ন পরিষদ সাপোটেড পাইলট প্রকল্প বিধায় ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রকল্পটি রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি সুচারুভাবে পালন করা হলেই প্রকল্পটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইউনিয়ন পরিষদকে বিষয়টি অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

“Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring System in Bangladesh”

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১। প্রকল্পের নামঃ	“Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring System in Bangladesh”
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১৪২.৭৯	-	২১৪২.৭৯	এপ্রিল ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১২	-	জুলাই ২০১০ থেকে মার্চ ২০১২	০%	০%

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব খাত					
(A)	**Trainers:**				
1.	Foreign Trainer	1770 md	1416.71	1770md	100%
2.	Local Trainer	99mm	148.50	99mm	100%
Training/Seminar/Workshop					
3.	Training Aboard	108md	71.47	108md	100%
4.	Training Local	15692 Nos.	95.76	15692 Nos.	100%
5.	Seminar	9 Nos.	10.00	9 Nos.	100%
6.	Workshop	5 Nos.	2.51	5 Nos.	100%
7.	Chemical & service	36 Nos.	4.39	36 Nos.	100%
8.	Supply & Service	L/S	80.25	L/S	100%
(B)	**Capital Component**				
1.	Equipment	65 Nos.	215.27	65 Nos.	100%
2.	CD Vat & Tax	-	97.93	-	100%
	Total :	-	**2142.79**	-	100%

৬। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বের ধরণ	কর্মকাল
১	২	৩	৪
১	জনাব মোঃ আফাজ উদ্দিন খান	পূর্ণ কালীন	১৯/০১/১০ থেকে ০২/০৩/১১
২	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসাইন	পূর্ণ কালীন	০২/০৩/১১ থেকে ১০/০১/১২
৩	জনাব শওকত আলী চৌধুরী	পূর্ণ কালীন	১০/০১/১২ হতে -

৭। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

৭.১ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় কোন ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়নি। জাপানী গ্রান্ট হওয়ায় জাইকা কর্তৃক প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষক ও মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে।

৮। **অন্যান্য যন্ত্রপাতি/গাড়ি ক্রয়/স্থাপনঃ** প্রযোজ্য নয়।

৯। **সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্তি	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা %		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব অগ্রগতি %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১০-১১	১.০০	১.০০	০.০০	০.০৫%	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০৫%
২০১১-১২	২১৪১.৭৯	১৯	২১২২.৭৯	৯৯.৯৫%	১৯.০০	২১৪১.৭৯	১৯.০০	২১২২.৭৯	৯৯.৯৫%
মোট =	২১৪২.৭৯	২০	২১২২.৭৯	১০০%	২০.০০	২১৪২.৭৯	২০.০০	২১২২.৭৯	১০০%

১০। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ** অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১১। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১১.১ **প্রকল্পের পটভূমিঃ** নিরাপদ পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাধীনতার সময় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি পান করার কারণে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ উৎস হতে পানি ব্যবহার করার ফলে রোগের প্রাদুর্ভাব কমে আসে। ১৯৯৩ সালে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক ধরা পড়ে। সমীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করা হয় যে, ২৯% টিউবওয়েলে আর্সেনিক বিদ্যমান এবং এ সকল টিউবওয়েল এর আশেপাশে বসবাসরত প্রায় ২০-২৫ মিলিয়ন লোক আর্সেনিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস স্থাপন করে আসছে। নেদারল্যান্ডের সহায়তায় ১৯৮০ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে ডিপিএইচই কর্তৃক পানির কোয়ালিটি পরীক্ষার জন্য ৪টি আঞ্চলিক ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ডিপিএইচই এর একটি কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী স্থাপনের অনুদান পাওয়া যায়। উক্ত অনুদানের অর্থে ডিপিএইচই এর কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী নির্মাণ করতঃ এপ্রিল ২০০৬ হতে কার্যক্রম শুরু হয়, যা অন্য ১১টি ল্যাবরেটরীকেও নিয়ন্ত্রণ করে। Better quality of Water Analysis-এর জন্য বর্ণিত ল্যাবরেটরীগুলোতে নিয়োজিত জনবলের পানি বিশ্লেষণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) পানির গুণগত মান পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত করা;

(খ) মনিটরিং এবং সারভাইলেন্স এর মাধ্যমে পানির বিদ্যমান উৎসসমূহ এর গুণগতমান নিশ্চিত করা;

(গ) পানির গুণগত মানের ডাটা ব্যাংক স্থাপন;

(ঘ) ডিপিএইচই এর মাঠ পর্যায় ও ল্যাবরেটরীতে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি।

১১.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থায়ন অবস্থাঃ** "Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring System in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ২৬/০১/২০১০ তারিখে মোট ২১৪২.৭৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২১২২.৭৯ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১০ হতে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে অনুমোদিত হয়েছে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি কিংবা ডিপিপি সংশোধনের কোন প্রয়োজন হয়নি।

১১.৩ **সার্বিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ২১৪২.৭৯ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ব্যয়ের ১০০%। উক্ত সময়ে প্রকল্পের ১০০% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে **(অনু: ৫)।**

১২। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ২৯/০৩/২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রধান রসায়নবিদ জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১২.১ প্রশিক্ষণ ও সেমিনারঃ পরিদর্শনকালে সরবরাহকৃত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের মান বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিকমান বজায় রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষাগারে কর্মরত (নমুনা সংগ্রহকারী, নমুনা বিশ্লেষক, জুনিয়র রসায়নবিদ ও সিনিয়র রসায়নবিদ) ২০১ জন এবং মাঠ পর্যায়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী হতে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত ৬০০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১০টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশাসন সম্পর্কিত ৭ জন কর্মকর্তাকে ৭ দিন এবং টেকনিক্যাল সম্পর্কিত ৫ জন কর্মকর্তাকে ১৪ দিন জাপানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাপানি ও দেশীয় প্রশিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হাতে কলমে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের দরুন আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে পানির ২২টি ও কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে পানির ৫৩টি প্যারামিটার পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার হতে যেসব প্যারামিটার পরীক্ষা করা হচ্ছে তার নামের তালিকা নিমেণ উল্লেখ্য করা হলঃ-

কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার হতে পরীক্ষা করা হয় ৫৩(তিপ্পান্ন)টি প্যারামিটার	আঞ্চলিক পরীক্ষাগার সমূহ হতে পরীক্ষা করা হয় নিমোক্ত ২২(বাইশ)টি প্যারামিটার
Phosphate, Chorine (Residual), Chloride, Iodine, Fluoride, Nitrogen (Ammonia), Nitrogen (Nitrate), Nitrogen (Nitrite), Dissolved Oxygen (DO), Sulfide, Sulfate, Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD)5days, Arsenic, Aluminum, Barium, Calcium, Cadmium, Copper, Iron, Lead, Manganese, Magnesium, Mercury, Nickel, Potassium, Selenium, Sodium, Zinc, Silver, Tin, Fecal Coli form, Total Coli form, Chlorinated Phenol, Chromium, Chromium (Hexavelent), Oil,& Grease, Phosphorus, Phenolic compounds, Colour, Taste, Ordor, Turbidity, PH, Temperature, Total Suspended Solid (TSS), Salinity, Total Hardness (as CaCO3), Oxidation-Reduction Potential (ORP), Total Dissolved Solid (TDS), Electric Conductivity (EC), Cyanide, Detergent.	Alkalinity, Arsenic, Chloride, Iron, Hardness, Manganese, Phosphate, PH, Electric, Conductivity (EC), Total Dissolved Solid (TDS), Chloride, Colour, Ordor, Turbidity, Biochemical Oxygen Demand (BOD)5days, Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), Total Coli form, Fecal Coli form, Nitrogen (Nitrate), Nitrogen (Nitrite), Nitrogen (Ammonia).

১২.২ বিদ্যমান ও নতুন স্থাপিত পানির উৎস সমূহের পানির গুণগতমান পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণঃ মাঠ পর্যায়ে পানি পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে জড়িত Sub Assistant Engineer (SAE) ও Mechanic দের প্রশিক্ষণ দানের জন্য ল্যাবরেটরীর দক্ষ ও চৌকস নমুনা বিশ্লেষক ও রসায়নবিদদের নিয়ে TOT Group (Trainers of Training) গঠন করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে Sensitization Programme চালু করা হয়। এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে কিট দ্বারা Arsenic, Iron (Fe), Manganese(Mn), Portable Meter দ্বারা EC, PH, TDS, Res-cl পরীক্ষাকরণ এবং পানির উৎস সনাক্তকরণের জন্য GPS মেশিন ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে বাংলাদেশের ৬০০ জন SAE ধারাবাহিকভাবে ১৩টি ল্যাবরেটরীতে অনুষ্ঠিত ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এতে মাঠ পর্যায়ে পানি পরীক্ষার কাজে গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর এর বিভিন্ন উৎস এবং গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত গভীর পানির ট্যাংক এর পানি পরীক্ষার কাজ Monitoring and Surveillance করা হয়। এই কাজের ফলাফল ও ভবিষ্যত করণীয় ধারাবাহিকভাবে সেমিনারের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

১২.৩ ডাটা ব্যাংক প্রস্তুতকরণঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরীসহ ১৩টি আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে যে সব পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয় তার ফলাফল স্থায়ীভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার জন্য একটা ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার নিমিত্তে প্রকল্পের আওতায় আইটি বিশেষজ্ঞ দ্বারা Water Quality Information and Management System (WQIM) Software প্রস্তুত এবং এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের যাবতীয় যন্ত্রপাতি যেমনঃ কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ডাটা ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার, মহাখালী, ঢাকায় স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরাধীন সমস্ত পানির উৎসের পানির নমুনা পরীক্ষার ফলাফল মনিটরিং, সার্ভিলেন্স করণ এবং পরবর্তীতে পানির ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অঞ্চলভিত্তিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণই এই WQIM Software এর মাধ্যমে ডাটা ব্যাংক তৈরী মূল লক্ষ্য।

১২.৪ পরীক্ষাগারে কর্মরত সংশ্লিষ্টদের জন্য গাইডলাইন প্রস্তুতকরণঃ ল্যাবরেটরীর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি কিরূপ হবে তা নির্ধারণের জন্য এই প্রজেক্টের আওতায় জাপানিদের দ্বারা কতগুলো গাইডলাইন যেমনঃ- ল্যাব ম্যানেজম্যান্ট গাইডলাইন, ইকুইপম্যান্ট এন্ড মেইনট্যানেন্স গাইড লাইন, প্রকিউরম্যান্ট (গ্লাস ওয়্যার, ইকুইপম্যান্ট, ক্যামিকেল) গাইডলাইন ওয়েস্ট ম্যানেজম্যান্ট গাইডলাইন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সকল আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি ল্যাবরেটরীতে কর্মরত নমূনা বিশ্লেষক ও রসায়নদিদের কর্মদক্ষতা নিরুপন করার লক্ষ্যে Proficiency Test (PT) কর্মসূচি চালু করা হয়েছে যা আজও অব্যাহত আছে।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
পানির গুণগত মান পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত করা এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরী ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহসহ পানির বিদ্যমান উৎসে পরিবীক্ষণ ও Surveillance System জোরদার করা।	বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ৫৩টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে ২২টি প্যারামিটার পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। ল্যাবরেটরী ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ল্যাবরেটরীগুলোর রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৪। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৫। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৫.১ পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবঃ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পরীক্ষাগার স্থাপনের পর প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না হওয়ায় পরীক্ষাগারের চলমান কার্যক্রমে ব্যাপক অসুবিধা হচ্ছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ৩৫টি পদের মধ্যে ১৬টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগার গুলোতে ৯৯টি পদের মধ্যে ৪৫টি পদই খালি রয়েছে।

১৫.২ মেয়াদোত্তীর্ণ কেমিক্যাল এজেন্ট ও পুরাতন যন্ত্রপাতির ব্যবহারঃ মহাখালীতে অবস্থিত ডিপিএইচই এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগার পরিদর্শনকালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেয়াদোত্তীণ কেমিক্যাল এজেন্ট এবং অনেক যন্ত্রপাতি পুরাতন/অকেজো অবস্থায় দেখা গেছে। এ বিষয়ে প্রধান রসায়নবিদ জানান, বর্ণিত কেমিক্যাল এজেন্ট ও যন্ত্রপাতি দ্বারা পানির বিভিন্ন প্যারামিটারের প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয় করা

সম্ভব হয় না। ফলে প্রাপ্ত ফলাফলের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। তিনি মেয়াদোত্তীর্ণ কেমিক্যাল এজেন্ট ও পুরাতন/অকেজো যন্ত্রপাতিগুলো প্রতিস্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১৬। **বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধিঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৭। **রাজস্ব খাতে স্থানান্তরঃ** প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ ইতোমধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

১৮। **মতামত/সুপারিশঃ**

১৮.১ ল্যাবরেটরীগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের বিষয়টি মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে (অনু: ১৫.১); এবং

১৮.২ প্রকল্পটি হতে দীর্ঘ মেয়াদে সুফল পেতে ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও মেয়াদোত্তীর্ণ কেমিক্যাল এজেন্ট ব্যবহার পরিহার করতে হবে (অনু: ১৫.২)।

“পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে পানি সরবরাহ ও পরিবেশ সম্মত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা ও প্রকল্প প্রণয়ন সমীক্ষা”

সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০১। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), কাকরাইল, ঢাকা
০৩। প্রকল্পের এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/পৌরসভা	পৌরসভা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাংগামাটি	১০ উপজেলা ও ০২ পৌরসভা	রাংগামাটি বাঘাইছড়ি	রাংগামাটি, কাউখালি, বানিয়ারচর, বরকল,লাংগাডু, বাঘাইছড়ি,কাপ্তাই, জুরাইছড়ি, রাজস্থালী ও বিলাইছড়ি
	খাগড়াছড়ি	৮ উপজেলা ও ০৩ পৌরসভা	খাগড়াছড়ি মাটিরাংগা রামগড়	খাগড়াছড়ি,পানছড়ি,দিঘীনালা,রাংগামাটি,রামগড়,মহলছড়ি, মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ি
	বান্দরবন	৭ উপজেলা ও ০২ পৌরসভা	বান্দরবন লামা	বান্দরবন,রোয়াংছড়ি,লামা,রুমা,থানচি,নাইক্ষ্যংছড়ি ও আলীকদম

০৪।প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	প্রাক্কলিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫১৮.৫০ ৫১৮.৫০ -	৪৭৯.৫০ ৪৭৯.৫০ -	৪৭৯.৪৪ ৪৭৯.৪৪ -	জুলাই ২০০৮-জুন ২০১০	জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২	জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২	-	২ বছর (১০০%)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	বেস লাইন সার্ভে	থোক		২৩.৩৮		২৩.৩৮
২	পরামর্শক সেবা ফিজিবিলিটি স্টাডি, প্রিপারেশন অব মাস্টার প্লান এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট প্রকল্প (টপ সুপারভিশন সহ)	থোক		২০০.০০		১৯৯.৯৪
৩	অনুসন্ধানমূলক খনন ও পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	থোক				
	ড্রিলীং		৩৬৬	১৪৫.২০	৩৬৬	১৪৫.২০

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ/অংগ	কাজের একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, পানির গুনাগুন পরীক্ষা ও প্লাটফরম নির্মাণ		২৭২	৯৭.৯২	২৭২	৯৭.৯২
৪	মুদ্রন ও পুন:মুদ্রন	থোক		৩.০০		৩.০০
৫	স্টেশনারী, কন্টিনজেন্সি এবং অন্যান্য	থোক		১০.০০		১০.০০
	সর্বমোট :			৪৭৯.৫০	৭	৪৭৯.৪৪

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ও দাখিলকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

০৬। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

০৬.১। পটভূমি:

হাইড্রো-জিওলজিকাল দৃষ্টিকোন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা অত্যন্ত দুর্গম। এ সকল এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ও ভূ-পৃস্থস্থ পানির দুস্প্রাপ্যতা রয়েছে। লেক ও নদীর নিকট অবস্থিত যে সমস্ত পৌরসভা রয়েছে সেখানেও সারাবছর ব্যাপী সহজে পরিশোধনযোগ্য পানির প্রাপ্যতা একটি সমস্যা। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে এলাকার জনসাধারণকে পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হতে হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিস্তারিত সার্ভে পরিচালনা করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যকরী পানির উৎস চিহ্নিত করে বিভিন্ন জাতিগত গ্রুপের নিকট বিভিন্ন পানির উৎসের উপযুক্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা নিরূপন করা প্রয়োজন। একইসাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পৌরসভার স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। যদিও পার্বত্য এলাকায় জলাবদ্ধতার কোন সমস্যা নেই তবুও অপরিকল্পিত ও ড্রেনেজ সিস্টেম না থাকায় বর্ষা মৌসুমে সম্পদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ও ড্রেনেজের যথাযথ ও কস্ট ইফেক্টিভ কারিগরী অপশন চিহিত করা ও পরীক্ষা করার জন্য আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে মাস্টার প্লান প্রণয়নের জন্য বিস্তারিত সার্ভে ও সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০ মে ২০০৭ তারিখের এক পত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রাম ও শহর এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সমীক্ষার অনুরোধ জানায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মাঠ পরিদর্শন, স্থানীয় ডিপিএইচই অফিসিয়াল ও স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনাক্রমে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

মূল প্রকল্প প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ১৪ জুন ২০০৮ তারিখে মোট ৫১৮.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮-জুন ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সে অনুয়ায়ী বেসলাইন সার্ভের কাজের পরিমাণ, অনুসন্ধানমূলক খনন, পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প ৪৭৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮- জুন ২০১২ মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়।

০৬.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
নগর ও গ্রাম এলাকায় পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা
নগর এলাকায় উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা
পরিবেশগত বিপর্যয় কমানো

০৭.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম:

প্রকল্পের আওতায় বেসলাইন সার্ভে, ফিজিবিলিটি স্টাডি, মাস্টার প্লান ও বিনিয়োগ প্রকল্প প্রস্তুতের (টপ সুপারভিশন সহ)জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডেভলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্ট লিমিটেড (ডিডিসি) এর সাথে ২২ জুলাই ২০০৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলা/পৌরসভা/গ্রাম এর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসলাইন সার্ভে, ফিজিবিলিটি স্টাডি ও মাস্টার প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে।

ফিজিবিলিটি স্টাডি ও মাস্টার প্লান প্রস্তুতের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় স্থানীয় ডিপিএইচই অফিসিয়াল দ্বারা এলাকার জনসংখ্যা, পানির উৎস, বিদ্যমান পানি ব্যবহারের প্রযুক্তি, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা ইত্যাদির বেসলাইন সার্ভে সম্পাদন করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে তিন জন তরুনকে ডেটা সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ডিপিএইচই এ সকল তরুনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সার্ভের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডেটা পরামর্শক কর্তৃক এন্ট্রি ও বিশ্লেষণ করা হয়।

পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে অনুসন্ধানমূলক কূপ খননের পর পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, এগুলোর বোর লগ (লিথোলজিকাল বর্ণনা) লিপিবদ্ধকরণ ও কূপের পানির গুনাগুন পরীক্ষা করা হয়েছে। পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে ডিপিএইচই এর স্থানীয় প্রকৌশলী অফিসিয়াল দ্বারা অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন ও পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে বিদ্যমান টিউবওয়েল ও একটি করে রিং ওয়েলের পানির গুনাগুন পরীক্ষা করা হয়। বর্ণিত বেসলাইন সার্ভে, পাড়া ভিত্তিক জনসংখ্যা, বিদ্যমান পানি ব্যবহারের প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা পরিষদ ওয়াটশন কমিটি কর্তৃক প্রত্যয়ন করা হয়। এছাড়া ইউনিয়ন ভিত্তিতে টেকনোলজিক্যাল ম্যাপিং (পাড়া, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন প্রতি পানির উৎস, বিদ্যমান পানির প্রযুক্তি ও প্রস্তাবিত পানির ব্যবহারে প্রযুক্তি, ভবিষ্যতে পানির চাহিদা ইত্যাদি) নির্ধারণ করা হয়েছে।

৮। প্রকল্প পরিচালকঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের মেয়াদ	
	যোগদান	বদলী
জনাব মো: সাদেক হোসেন, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৩-০২-২০০৮	০১-০২-২০১০
জনাব মো: ইবরাহিম মিয়া,তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০১-০২-২০১০	২৭-১০-২০১০
জনাব মো: দেলওয়ার হোসেন,তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৭-১০-২০১০	১১-০৪-২০১২
জনাব মো: ইবরাহিম মিয়া,তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১১-০৪-২০১২	

৯। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য গত ৯-১০ মার্চ ২০১৪ তারিখে প্রকল্প এলাকা ও চট্টগ্রামে ডিপিএইচই এর কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

আরডিপিপিতে বর্ণিত পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
পার্বত্য চট্টগ্রামের নগর ও গ্রাম এলাকায় পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা	ফিজিবিলিটি স্টাডি ও মাস্টার প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে। অনুসন্ধানমূলক খনন ও পরীক্ষামূলক নলকূপের মাধ্যমে পানি আহরণের বিভিন্ন উৎস ও কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে ।
পার্বত্য চট্টগ্রামের নগর এলাকায় উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা	সাতটি পৌরসভার ড্রেনেজ প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে।
পরিবেশগত বিপর্যয় কমানো	পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পরিবেশগত বিপর্যয় কমানো যাবে।

১১। পর্যবেক্ষণঃ

১১.১। আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে সকল বেসলাইন সার্ভে, ফিজিবিলিটি স্টাডি ও মাস্টার প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলা, পৌরসভা ও গ্রাম এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

১১.২। পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের সমীক্ষার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় বিদ্যমান পানির উৎস চিহ্নিতকরণ ও পানির গুনাগুন পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধানমূলক বোরিং করে এবং টেস্ট কূপ স্থাপন করে পানির উৎস সমূহ চিহ্নিত (পানির গুনাগুন পরীক্ষাসহ) করা সম্ভব হয়েছে। একইসাথে বিভিন্ন টপোগ্রাফিক লোকেশনে পানি সরবরাহের জন্য কোন প্রযুক্তি (ম্যানুয়েলী, অপারেটেড ডীপ টিউবওয়েল, পন্ড স্যান্ড ফিল্টার, অগভীর নলকূপ, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, গ্রাফিটি ফ্লো সিস্টেম) উপযুক্ত সে

বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে এলাকার জনগণ, ডিপিএইচই ও স্থানীয় প্রশাসন বিশুদ্ধ পানির উৎস ও পানি ব্যবহারের উপযুক্ত টেকনোলজি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছে। এছাড়া বিদ্যমান পানি বিতরণ লাইন/ নেটওয়ার্কের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, বিদ্যমান পানি ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ক্যাপাসিটি/সুবিধা বাড়ানো, ট্রিটমেন্ট প্লান্টের সাইট নির্বাচন, পাইপলাইনের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ ও রিসেটেলমেন্ট সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে।

১১.৩। তবে প্রকল্পের সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ডিপিএইচই অফিসিয়ালদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, তিনটি পার্বত্য জেলায় অনুসন্ধানমূলক বোরিং এর জন্য যে সকল লোকেশন নির্বাচন করা হয়েছে তার সবগুলোই জন অধ্যুষিত এলাকায় মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পাবর্ত্য এলাকার যেখানে এখনো কোন বসতি গড়ে উঠেনি কিন্তু ভবিষ্যতে বসতি গড়ে উঠবে সেখানে উপযুক্ত পানির উৎস কি হতে পারে সে বিষয়ে কোন সমীক্ষা করা হয়নি। ভবিষ্যতে এ জাতীয় কোন সমীক্ষায় এ বিষয়টি সম্পন্ন করা যেতে পারে। এছাড়া বর্তমানে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত সমীক্ষার আলোকে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্যানি টেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের/উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের পরামর্শক সেবা খাতে ২০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ১৫৭.০০ লক্ষ টাকা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করা হয়েছে এবং এ খাতের ৪২.৯৪ লক্ষ টাকা প্রকল্পের অন্য একটি খাতের অতিরিক্ত অনুসন্ধান খনন ও পরীক্ষামূলক খননের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সংশোধন/ সমন্বয় করা হয়নি যা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্হী। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়।

১১.৫। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা ও ডিপিএইচই অফিসিয়ালদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পের ২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিটে যে সকল অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে তার সবগুলোর নিষ্পত্তি করা হয়নি। উক্ত অডিট আপত্তি সমূহের অবিলম্বে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১২। সুপারিশ:

১২.১। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত সমীক্ষার আলোকে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের/উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
১২.২। প্রকল্পের প্রয়োজন সংশোধন/ সমন্বয় না করে পরামর্শ সেবা খাতের অর্থ প্রকল্পের অন্য খাতে ব্যয় করার বিষযটি স্থানীয় সরকার বিভাগ তদন্ত করে দেখতে পারে;
১২.৩। প্রকল্পের ২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিটে যে সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি সেগুলো অবিলম্বে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

"সেচের গভীর নলকূপ হতে খাবার পানি সরবরাহ" প্রকল্প (২য় পর্যায়) (সংশোধিত-২)
সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

১। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

২। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

২.১। পটভূমিঃ

বাংলাদেশের রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় গ্রামাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতা সমস্যার বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। উক্ত সমীক্ষার প্রতিবেদনে সমস্যা সমাধানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ প্রদান করা হয়। সুপারিশে দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হিসাবে শুষ্ক মৌসুমে এসব এলাকায় অগভীর নলকূপের পানির দুষ্প্রাপ্যতা নিরসনে গ্রামের পার্শববর্তী কৃষি কাজে ব্যবহৃত সেচের গভীর নলকূপ হতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে খাবার পানি সরবরাহের পরামর্শ দেওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৫-৯৭ সালে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এরপর এ আঞ্চলে ২০০২-০৭ মেয়াদে একটি পূর্ণাঙ্গা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ সব প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে পরবর্তীতে সম্পূর্ণ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলায় পানির দুষ্প্রাপ্যতাকে বিবেচনায় নিয়ে একই উদ্দেশ্যে বিবেচ্য প্রকল্পটি ২০০৮-১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। গত ২৮/০৮/২০০৭ তারিখে প্রকল্পটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের জিওবি অর্থের সঙ্গে ড্যানিস-বাংলাদেশ সহায়তা চুক্তির আওতায় হাইসাওয়া ফান্ড হতে ২৩.০০ মিলিয়ন ড্যানিস ক্রোনার ব্যবহারের প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত আকারে গত ২৭/০১/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক পুনঃ অনুমোদিত হয়। বিগত ২৫/১১/২০০৮ তারিখের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের আলোকে (স্মরক নং-২০-৮০৪-০০৬-০০-০০-০০৯ -২০১০-৪১০ তারিখ ০৮/০৮/২০১০) প্রকল্প সাহায্য হ্রাস পাওয়ায় পরবর্তীতে প্রকল্পটি গত ২১/০৬/২০১২ তারিখে ২য় সংশোধিত আকারে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় গ্রামের পার্শ্ববর্তী কৃষি কাজে ব্যবহৃত সেচের গভীর নলকূপ থেকে পাম্পের সাহায্যে পানি ছোট আকারের মোট ৬৯৫টি ওভার হেড ট্যাংকে উত্তোলন করে বিতরণ লাইন/পাইপের মাধ্যমে গৃহস্থালী কাজে ও খাবারের জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

২.২। উদ্দেশ্যঃ

ক) সারা বছর গ্রামীণ জনগণের নিকট নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ করা।
খ) গ্রামের জনগণের নিকট সারা বছর আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ করা।
গ) প্রায় ৭.০ লক্ষ লোকের নিকট বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা।
ঘ) নিরাপদ সুপেয় পানির অভাব তথা আর্সেনিকমুক্ত পানির অভাবে সৃষ্ট রোগের বিস্তার রোধ করা।
ঙ) গ্রামের জনগণের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নয়ন ও
চ) সরবরাহ ব্যবস্থাকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য করে গড়ে তোলা।

৩। প্রকল্প এলাকাঃ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলা।

৪। বাস্তবায়নকালঃ

(ক) মূলঃ		জুলাই/২০০৭ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত।
(খ) সংশোধিত -২য়ঃ		জুলাই/২০০৮ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত।

৫।

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (ডিপিএ)	মন্তব্য
(ক) মূলঃ		৯৯৪০.০০	৯৯৪০.০০		২৮/০৮/২০০৭ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
(খ) সংশোধিত -২য়ঃ		৯৩০২.৭৬	৬৭২০.০০	২৫৮২.৭৬ (ড্যানিডা)	২১/০৬/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত
(গ) প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্তি পর্যন্ত):		৯০৮৮.০১	৬৭০৭.৭৭	২৩৮০.২৪	
(য) প্রকৃত বাস্তবায়নকালঃ		০১/০৮/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১২			

৬। প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক)	দাতা দেশ/সংস্থার নামঃ	ডেনমার্ক/ড্যানিডা (হাইসাওয়া ফান্ড)
খ)	প্রকল্প সাহায্যের পরিমান (দাতার কারেন্সি):	২৩.০০ মিলিয়ন/ডেনিশ ক্রোনার
গ)	সাহায্যের ধরণ (অনুদান/ঋণ/সরবরাহ ঋণ):	অনুদান
ঘ)	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ	০৯/০২/২০০৯
ঙ)	চুক্তি কার্যকর হওয়ার তারিখঃ	০৯/০২/২০০৯
চ)	চুক্তির মেয়াদকাল	০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১০ (২৮/০২/২০১১ সংশোধিত)

৭। **<u>প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন</u>**

অবস্থাঃ

মূল প্রকল্পটি গত ২৮/০৮/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানকৃত ৯৯৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এ প্রকল্পে ডেনমার্ক সরকারের অর্থ সহায়তা পাওয়া গেলে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয়। সশোধিত ডিপিপি ২৭/০১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেকের বৈঠকে অনুমোদিত হয়। সংশোধিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (৯৯৪০.০০ লক্ষ টাকা) পরিবর্তন না হলেও জিওবি বরাদ্দের পরিমান হ্রাস করে ৬৭২০.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করে অবশিষ্ট ৩২২০.০০ লক্ষ টাকা ডানিডার অনুদান হিসাবে (২৩.০০ মিলিয়ন ড্যানিস ক্রোনার) যুক্ত করা হয়।

পরবর্তীতে বৈদেশিক অর্থের মান (ড্যানিস ক্রোনার) হ্রাসের প্রেক্ষিতে প্রকল্প সাহায্যের ৩২২০.০০ লক্ষ্য টাকা হ্রাস পেয়ে ২৫৮২.৭৬ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ হয় এবং বিগত ২৫/১১/২০০৮ তারিখের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের আলোকে (স্মরক নং-২০-৮০৪-০০৬-০০-০০-০০৯-২০১০-৪১০ তারিখ-০৮/০৮/২০১০) গত ২১/০৬/২০১২ তারিখে ২য় সংশোধিত আকারে মোট প্রকল্প ব্যয় ৯৯৪০.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ৯৩০২.৭৬ লক্ষ টাকায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮। **<u>অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গভিত্তিক বিবরনী	আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলন		জুন'২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
ক)	রাজস্ব অঙ্গসমূহ				
১।	অফিসারের বেতন	৭০.০০	লট	৭০.০০	লট
২।	কর্মচারী বেতন	৫১.৯০	লট	৫১.৯০	লট
৩।	ভাতাদি	৯৭.৯০	লট	৯৭.৯০	লট
৪।	সরবরাহ ও সেবা				
৪.১।	প্রশিক্ষণ	৫.০০	১৫০০ জন	৫.০০	১৫০০ জন(১০০%)
৪.২।	সার্ভে/অনুসন্ধান/মূল্যায়ন ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	২৫৩.৩৮	৬৯৫ টি	২৫১.২৭	৬৯৫টি(১০০%)
৪.৩।	অন্যান্য ব্যয়/আনুসঙ্গিক	৩৮.৯০	লট	৩৮.৯০	লট
৫।	মেরামত রক্ষনাবেক্ষণ ও পূর্নঃবাসন	২৩.০০	লট	২৩.০০	লট
	উপমোটঃ রাজস্ব =	৫৪০.০৮		৫৩৭.৯৭	
খ)	মূলধন সংগ্রহ				
৬।	সম্পদ সংগ্রহ				
৬.১।	অফিস যন্ত্রওপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়/সংগ্রহ	১৫.২০	লট	১৫.২০	লট
৬.২।	যানবাহন ক্রয়				
	ক) জীপ	৩০.০০	১ টি	২৪.১২	১ টি (১০০%)

	খ) পিক-আপ	৬০.০০	৩ টি	৫৪.১৫	৩ টি (১০০%)
	গ) মোটর সাইকেল	২৪.০০	৩০ টি	২৪.০০	৩০ টি (১০০%)
৭।	নির্মাণ কাজ				
৭.১।	নতুন পানি সরবরাহ স্থাপনা	৮৫২১.১৮	৬৯৫টি	৮৪৯৯.৭৬	৬৯৫টি(১০০%)
৭.২।	পানি সরবরাহ স্থাপনা সম্প্রসারণ	৭০.০০	২৪ টি	৭০.০০	২৪ টি (১০০%)
৭.৩।	পানি পরীক্ষা ল্যাব, রাসায়নিক ও যন্ত্রপাতি	১০.০০	লট	১০.০০	লট
৮।	বাস্তবায়োনোত্তর মেরামত ও মূল্যায়ন তহবিল	৩২.৩০	লট	৩২.৩০	লট
	উপমোটঃ মুলধন =	৮৭৬২.৬৮		৮৭২৯.৫৩	
	সর্বমোটঃ =	**৯৩০২.৭৬**		**৯২৬৭.৫০ (৯৮%)**	**(১০০%)**

বিঃদ্রঃ ১। রাজস্ব খাতে অতিরিক্ত ছাড়কৃত ০.৫০ লক্ষ টাকা যথাযথ ফেরত দেওয়া হয়েছে।
২। সাশ্রয়কৃত ৩৪.৭৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১.৭৩ লক্ষ ও সাহায্য সংস্থা ২৩.০৩ লক্ষ) যথাযথ ফেরত দেওয়া হয়েছে।

৯। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটি রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ২৪/০৮/২০১২ ও ২৫/০৮/২০১২ তারিখে প্রকল্প এলাকার রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী, জোনের সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শিত প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

৯.১। **সাইটের বিবরণঃ**

ক্রঃ নং	পরিদর্শিত এলাকার বিবরণ	ভৌত অবকাঠামোর বিবরণ	উপকারভোগীর সংখ্যা		মাসিক পানি উত্তোলিত ব্যয় (টাকা)	মাথাপিছু মাসিক ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
			পরিবার	অন্যান্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	জেলাঃ রাজশাহী, উপজেলাঃ গোদাগাড়ী, ইউনিয়নঃ গোগ্রাম, মৌজাঃ রানীনগর-৩, জেএল নং-৩২০, দাগ নং-৭১৫	ট্যাংকির আয়তন ২৫০০০ লিটার, ট্যাপ সংখ্যা-৪৬টি (অফিস), ৪টি (উপকারভোগী), বিতরণ লাইন-৮০০০ ফুট, নির্মাণ সন-২০১০	১১২ টি - ৫৬০ জন	৬১৫ জন	১৯৮০.০০	১.৭৫	
২।	জেলাঃ নওগাঁ, উপজেলাঃ সাপাহার, ইউনিয়নঃ সাপাহার, মৌজাঃ করলডাঙ্গা, জেএল নং-১৩৫,দাগ নং-৬২	ট্যাংকির আয়তন ২৫০০০ লিটার, ট্যাপ সংখ্যা-৪৬টি (অফিস), ৯টি (উপকারভোগী), বিতরণ লাইন-৮৩০০ ফুট, নির্মাণ সন-২০১০	৭২ টি - ৩৫০ জন	৬৫৫ জন	২৬১৩.০০	২.৬০	
৩।	জেলাঃ নওগাঁ, উপজেলাঃ সাপাহার, ইউনিয়নঃ সাপাহার, মৌজাঃ বাসলডাঙ্গা, জেএল নং-৬১, দাগ নং-১০৩	পরিদর্শিত এলাকায় খাবার পানির কোন স্থাপনা নাই। এলাকার জনগণ খাবার পানির তীব্র সংকটের কথা উল্লেখ করে গ্রাম সংলগ্ন গভীর নলকূপ হতে অন্যান্য গ্রামের ন্যায় খাবার পানির স্থাপনা নির্মাণ করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন।					
৪।	জেলাঃ নওগাঁ, উপজেলাঃ পোরশা, ইউনিয়নঃ নিতপুর, মৌজাঃ শ্রীকৃষ্ণপুর, জেএল নং-৪৬,দাগ নং-৭৮৫	ট্যাংকির আয়তন ২৫০০০ লিটার, ট্যাপ সংখ্যা-৫৫টি (অফিস), ৪৭টি (উপকারভোগী), বিতরণ লাইন-৯১২১ ফুট, নির্মাণ সন-২০০৯	৩১৯ টি - ১৫৭৫ জন	১১০ জন	৩৭৯১.০০	২.২৫	
৫।	জেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ, উপজেলাঃ গোমস্তাপুর, ইউনিয়নঃ পার্বতীপুর, মৌজাঃ শেরপুর,	ট্যাংকির আয়তন ২৫০০০ লিটার, ট্যাপ সংখ্যা-৪৬টি (অফিস), ৪টি (উপকারভোগী),	১৪৫ টি - ৭১০ জন	৪৫০ জন	২১৪৬.০০	১.৮৫	

	জেএল নং-৭৮, দাগ নং-০৮	বিতরণ লাইন-৮০০০ ফুট, নির্মাণ সন-২০১০					
৬।	জেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ, উপজেলাঃ নাচোল, ইউনিয়নঃ নাচোল, মৌজাঃ ঘিয়ন-২, জেএল নং-১৪৫,দাগ নং-১৪২৭	ট্যাংকির আয়তন ২৫০০০ লিটার, ট্যাপ সংখ্যা-৪৬টি (অফিস), ১৬টি (উপকারভোগী), বিতরণ লাইন-৮০০০ ফুট, নির্মাণ সন-২০১০	২২২ টি - ১০৯০ জন	৬৫০ জন	৩৯১৫.০০	২.৫০	

৯.২। **উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ**

১ নং স্থাপনা প্রকল্পভুক্ত এলাকার অধিকাংশ জনগণ খাবার পানির সুবিধা পেলেও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিনদারা জানান যে, তাদের গ্রামে খাবার পানির তীব্র সংকট থাকলেও তারা এই নলকূপ হতে খাবার পানি প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় মোট ৮০০০ ফুট বিতরণ লাইনের মধ্যে গ্রামের সকল জনগণকে খাবার পানি সরবরাহের আওতায় আনা যায় নাই। এ স্থলে অতিরিক্ত আরও প্রায় ২৫০০ ফুট (বিভিন্ন ব্যাসের) বিতরণ লাইন নির্মাণ করতে পারলে প্রকল্পভুক্ত এলাকার আরও প্রায় ৫০০ গ্রামবাসীকে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা যাবে। আগামীতে প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে উক্ত লাইন নির্মাণ করা সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা যায়।

২ নং স্থাপনা প্রকল্পভুক্ত এলাকার জনগণ সারা বছরই বিশুদ্ধ খাবার পানি পেলেও মাঝে মাঝে সেচযন্ত্র (পূর্বে স্থাপিত) বিকল হয়ে পড়লে খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। আলোচনায় জানা যায় পানি সরবরাহ কাজে ব্যবহৃত গভীর নলকূপখানা প্রায় ২০(বিশ) বছর আগে স্থাপিত হয়। ফলে সাধারণভাবে সেচযন্ত্রের আয়ুষ্কাল ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। স্থানীয় জনগণ জানান যে, গভীর নলকূপটি পুরাতন হওয়ায় মাঝে মাঝে পাম্প/মটর বিকল হয়ে পড়ে ফলে সেচকাজসহ খাবার পানি সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বিশেষকরে খরা মৌসুমে খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। উক্ত এলাকার সাধারণ জনগণ গভীর নলকূপের পাম্পটি পরিবর্তন করে নতুন একটি পাম্প সরবরাহের অনুরোধ জানান। প্রকল্প কর্মকর্তার সাথে আলোচনাকালে জানা যায় বর্ণিত স্কীমসহ এ ধরনের আরও অনেক স্কীম রয়েছে যে সকল স্কীমের গভীর নলকূপের আয়ুষ্কাল বহু পূর্বেই অতিবাহিত হলেও মালামাল স্বল্পতার কারণে ঐ সকল স্থাপনায় নতুন পাম্প/মটর সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয়ভাবে পাম্প/মটর একাধিকবার মেরামত করে গভীর নলকূপ সহ খাবার পানি স্থাপনার কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।

৩ নং স্থাপনা উক্ত এলাকায় পরিদর্শনকালে দেখা যায় এখানে খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। বর্তমানে হস্তচালিত নলকূপে পানি তেমনভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য পানি গ্রামসংলগ্ন গভীর নলকূপ হতে সংগ্রহ করছে। এলাকার জনসাধারণ উক্ত গ্রামে গভীর নলকূপের পাশে একটি স্থাপনা নির্মাণ করে অন্যান্য গ্রামের ন্যায় খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য দাবি করেন। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, আগামীতে প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে এ স্থাপনা নির্মাণ করা সম্ভব হবে।

৪ নং স্থাপনা স্থানীয় জনগণ জানান যে, নওগাঁ-রাজশাহী সড়কের দক্ষিণ দিকে স্থাপিত গভীর নলকূপ হতে কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকের বাসিনদারাই বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছে। সড়কের উত্তর পার্শ্বে বিশাল জনগোষ্ঠী এই সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা বিতরণ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করে উত্তর প্রান্তের জনসাধারণের কাছে পানির এই মৌলিক চাহিদা মেটানোর দাবি জানান। আলোচনাকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, কারিগরী কারণে দক্ষিণ প্রান্ত হতে সড়কের উত্তর প্রান্তে পাইপ লাইন বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ প্রান্তে স্থাপিত গভীর নলকূপের ভূমির আর,এল (R.L) হতে উত্তর প্রান্তের ভূমির আর,এল (R.L) তূলনামূলক উচুঁ (৫র্ হতে ১০র্) হওয়ায় পাইপ লাইন স্থাপন করলে স্বাভাবিক চাপে পানি তেমনভাবে প্রবাহ হবে না। যার ফলে উত্তর প্রান্তে ট্যাপ দিয়ে কাঙ্খিত পানি পাওয়া সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে উত্তর প্রান্তে সুবিধাজনক কোন স্থানে ছোট আকারে ১টি মিনি নলকূপ (০.৫ কিউসেক) স্থাপন করে অনুরূপ প্রকল্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫ নং স্থাপনা পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনসাধারণ জানান যে, এ স্থাপনা হতে গ্রামবাসী খাবার পানির সুবিধা পেলেও পশ্চিম প্রান্তের গ্রামবাসী বিশুদ্ধ খাবার পানির সুবিধা পাচ্ছে না। গ্রামের উক্ত অংশে খাবার পানি সরবরাহ করতে হলে পশ্চিম মাথায় অবস্থিত গভীর নলকূপের পাশে অনুরূপ স্থাপনা নির্মাণ করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ বিষয়ে প্রকল্প কর্মকর্তা জানান যে, গ্রামটি বড় হওয়ায় পাইপ লাইন সম্প্রসারন করেও পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে নিকটবর্তী গভীর নলকূপ হতে অনুরূপ স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে আগামীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬ নং স্থাপনা গ্রামবাসী জানান যে, এই স্থানে খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে খাবার পানির তীব্র সংকট ছিল। বিশেষ করে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হস্তচালিত নলকূপের পানি না উঠায় কুয়া ও নিকটস্থ জলাশয় হতে অনেক কষ্টে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হতো। বর্তমানে খাবার পানি স্থাপনা নির্মাণের ফলে সকল কষ্ট দূর হয়েছে বলে গ্রামবাসী জানান। পাশাপাশি পানিবাহিত নানান প্রকার রোগ বালাই হতে গ্রামবাসী রক্ষা পেয়েছে। আলোচনাকালে পার্শ্ববর্তী গ্রামের উপস্থিত জনগণ জানান যে, তাদের গ্রামে খাবার পানি সররবাহের জন্য ৪০,০০০.০০ টাকার পার্টিসিপেশন ফি জমা দেওয়া সত্ত্বেও খাবার পানির স্থাপনা নির্মাণ হচ্ছে না বিধায় অতিসত্বর ট্যাংকি নির্মাণের অনুরোধ জানান।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্র নং	প্রকল্প পরিচালক এর নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	দায়িত্বের ধরন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
ক)	মোঃ আবু তালেব ভূঞা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	২৮/০৪/২০০৮ হতে ২৭/০১/২০১১	পূর্ণকালীন	অবসরপ্রাপ্ত
খ)	মোঃ শফিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৭/০১/২০১১ হতে ২৮/১১/২০১১	পূর্ণকালীন	পিআরএলভূক্ত
গ)	মোঃ আবুল কাশেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৮/১১/২০১১ হতে ১২/১২/২০১১	খন্ডকালীন	অতিরিক্ত দায়িত্ব
ঘ)	এ টি এম মাহফুজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী	১২/১২/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১২	খন্ডকালীন	ভারপ্রাপ্ত

- চলমান প্রকল্পটিতে ৪ জন প্রকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ/বদলী করা হয়েছে। এ ধরনের প্রকল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে আগামীতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ/বদলী পরিহার করা বাঞ্চনীয় হবে।

** আলোচ্য প্রকল্পে ১৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী পর্যায়ের ২০ জন সহ মোট ৩৭ জন জনবল প্রেষণে নিয়োগের সংস্থানের বিপরীতে মোট ৩৭ জন বল (১০০%) এ প্রকল্পের আওতায় প্রেষণে নিয়োগ করা হয়েছে।

১১। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১১.১। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ**

প্রকল্পের কাজ জুলাই,২০০৮ এ মাঠ পর্যায়ে শুরু হয়ে জুন,২০১২তে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পে মোট ৯৩০২.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (জিওবি ৬৭২০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ড্যানিডা'র ২৫৮২.৭৬ লক্ষ টাকা)। উক্ত সময়ে প্রকল্পের ৬৯৫টি স্থাপনাসহ ভৌত অবকাঠামোর অগ্রগতি হল ১০০%।

১১.২। **পরিদর্শিত অংশের বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ**

ক) **পানি সরবরাহ ও স্থাপনা নির্মাণঃ**

চলমান প্রকল্পের মোট ৬৯৫টি (জিওবি অর্থায়নে ৪৯৫টি ও প্রকল্প সাহায্যের অর্থায়নে ২০০টি) নতুন পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

খ) **নির্মিত স্থাপনার পাইপ লাইন সম্প্রসারন কাজঃ**

২৪টি স্থাপনার পাইপ লাইন সম্প্রসারনের বিপরীতে ২৪টি স্থাপনা সম্প্রসারন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

গ) **পানি পরীক্ষাগারঃ**

এই প্রকল্পের আওতায় একটি পানি পরীক্ষাগার আছে। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের মূল ভবনের পার্শ্বে নির্মিত ভবনের ২য় তলায় 55'-0"x20'0" বর্গফুট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ১টি কক্ষ এবং এর সংলগ্ন অপর ১টি কক্ষ পরীক্ষাগার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরীক্ষাগারে নিয়োজিত রসায়নবিদ জানান, পরীক্ষাগারে As, Ca, Mg, Fe, Cl, T.H, Conductivity, DO, P^H ইত্যাদি প্যারামিটারে পানির পরীক্ষা করা হয়। উল্লেখিত পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ইভাপোরেটর, ওভেন, অ্যাবসরশন স্পেকটোমিটার, পিএইচ মিটার, অটোক্লেভ, মাইক্রোস্কোপ, রেফ্রিজারেটর, আর্সেনিক টেষ্টিং ডিভাইজসহ অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে কর্তৃপক্ষের আওতায় নির্মিত সকল খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনার পানির নিয়োমিত পিরিয়ডিক পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এ প্রকল্পের আওতায় ৬৯৫টি স্থাপনার পানি পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া আরডিপিপি অনুযায়ী ল্যাবরেটরীর সকল যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

ঘ) **বাস্তবায়নোত্তর মেরামত ও রিভলভিং তহবিলঃ**

এ প্রকল্পের আওতায় ৩২.৩০ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর স্থাপনা সমূহের মেরামতকল্পে (প্রয়োজনানুযায়ী) রিভলভিং ফান্ড আছে।

ঙ) **যানবাহন ক্রয়ঃ**

এ প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ, ৩টি পিকআপ ও ৩০টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত ক্রয়ের বিপরীতে সাশ্রয়কৃত ১১.৭৩ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে ট্রেজারীতে জমা প্রদান করা হয়েছে।

চ) **আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিঃ**

এই খাতে প্রকল্প বরাদ্দের সমুদয় অর্থ (১৫.২০ লক্ষ) যথাযথভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

ছ) **প্রশিক্ষণঃ**

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ খাতে জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য খাতে মোট ৫.০০ লক্ষ (৩.০০+২.০০) টাকার সংস্থান ছিল। ইতিমধ্যেই বরাদ্দ অনুযায়ী মোট ১৫০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পানি ব্যবহারকারী সদস্যদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

জ) **জরিপ/পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ**

প্রকল্পের জিওবি ও প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দের মধ্যে ৬৯৫টি স্থাপনার জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন খাতে চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্যের অর্থায়নে দাতা সংস্থার নিজস্ব তত্ত্বাবধায়নে এই অঙ্গের কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

ঝ) **অন্যান্যঃ**

আরডিপিপি'র অন্যান্য অঙ্গের ব্যয় (বেতন/ভাতাদি সহ) পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১১.৩। মালামাল সংগ্রহ/ঠিকাদার/পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের বাৎসরিক বরাদ্দ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহ, ঠিকাদার নিয়োগ ইত্যাদি সমুদয় কার্যক্রম বছরভিত্তিক সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১.৪। সংগ্রহ পদ্ধতিতে ২০০৩ এর প্রকিউরমেন্ট রেজুলেশনের প্রয়োগঃ

বর্তমান পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সকল ক্রয়/সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১১.৫। **কাজের গুনগতমান পর্যালোচনাঃ**

পরিদর্শিত সকল স্থাপনার কাজের মান বাহ্যিকভাবে মানসম্মত বলে বিবেচিত হয়েছে।

১১.৬। **উপকারভোগীদের মতামতঃ**

পরিদর্শনকালে স্থাপনা ভিত্তিক উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে (পরিদর্শিত অংশ)।

১১.৭। **এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্ত ইত্যাদি সংক্রান্তঃ**

প্রকল্পের বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ অবমুক্ত হয়েছে।

১১.৮। **প্রকল্প বাস্তবায়নের রিস্ক ফ্যাকটর সংক্রান্তঃ**

প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে কোন ঝুকির সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়নি।

১১.৯। **ঋণ/অনুদানের শর্তাবলী সংক্রান্তঃ**

প্রকল্প সাহায্য হিসাবে প্রদত্ত অনুদানের সমুদয় অর্থ দাতা সংস্থার সাথে যৌথ চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে।

১১.১০। **অন্যান্য বিষয়ঃ**

এ প্রকল্পে জিওবি (৬৭২০.০০ লক্ষ টাকা) অর্থায়নের পাশাপাশি প্রকল্প সাহায্য হিসাবে ড্যানিস সরকারের ৩২২০.০০ লক্ষ টাকার অনুদান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ড্যানিস অর্থের মান হ্রাস পাওয়ায় চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ৩২২০.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ২৫৮২.৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে যা মূল ডিপিপি অনুযায়ী ৬৩৭.২৪ লক্ষ টাকা কম। এমতাবস্থায় প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো আরো অধিক সংখ্যক নির্মাণ করা সম্ভব হতো বলে ধারনা করা যায়।

১২। **প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

ক্রমক নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১	সারা বছর গ্রামীণ জনগণের নিকট নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ করা।	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা নিশ্চিত হয়েছে।
২	গ্রামের জনগণের নিকট সারা বছর আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ করা।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ জনগণ আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তিতে নিশ্চয়তা পেয়েছে।
৩	প্রায় ৭.০ লক্ষ লোকের নিকট বিশুদ্ধ খাবার পানি	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রাম এলাকার প্রায় ৭.০০ লক্ষ

	সরবরাহ করা।	জনগণের নিকট বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
৪	নিরাপদ সুপেয় পানির অভাব তথা আর্সেনিকমুক্ত পানির অভাবে সৃষ্ট রোগের বিস্তার রোধ করা।	আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের ফলে গ্রামীণ জনগণের পানি-বাহিত রোগ-বালাই রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
৫	গ্রামের জনগণের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নয়ন ।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।
৬	সরবরাহ ব্যবস্থাকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য করে গড়ে তোলা।	পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ফলে প্রকল্পটি গ্রামের সাধারণ জনগণের নিকট অধিকতর নির্ভরযোগ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৩। <u>সমস্যাঃ</u>

১৩.১। প্রকল্প এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট রয়েছে বিশেষ করে বছরের মার্চ হতে জুলাই পর্যন্ত সময় হস্তচালিত নলকূপ/ তারা পাম্প দিয়ে পানি না উঠায় এলাকার জনগণ বিশুদ্ধ পানি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত এলাকায় এখনও খাবার পানি স্থাপনার প্রচুর চাহিদা থাকলেও আর কোন স্থাপনা নির্মাণ করা সম্ভব হবে না।

১৩.২। এ প্রকল্পে খাবার পানি স্থাপনার মাধ্যমে গ্রামের অধিকাংশ জনগণ বিশুদ্ধ খাবার পানি পেলেও প্রকল্প এলাকাভুক্ত কোন কোন গ্রামে কারিগরী কারণে খাবার পানি সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সকল গ্রামে পানির বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করেও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি।

১৩.৩। সেচের গভীর নলকূপ হতে অধিকতর উচ্চতায় ওভারহেড ট্যাংকিতে পানি উত্তোলনকালে সেচ যন্ত্রে (পাম্প/মটর) অতিরিক্ত চাপ পড়ে বিশেষ করে অধিক পুরাতন নলকূপে বেশি মাত্রায় চাপ পড়ায় অনেক সময় পাম্প/মটর নষ্ট হয়ে পড়ছে। ফলে সেচকাজ সহ মাঝে মাঝে খাবার পানির সমস্যা দেখা দেয়।

১৩.৪। বর্তমানে রাজশাহী বিভাগের পাশাপাশি রংপুর বিভাগের সকল জেলাতেই খাবার পানি স্থাপনার নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে। সেই হিসাবে ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড়/দিনাজপুর/কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট ইত্যাদি দূরবর্তী জেলা হতে পানির গুনাগুন পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট গভীর নলকূপের পানি সংগ্রহ করে রাজশাহীস্থ সদর দপ্তরে অবস্থিত ল্যাবরেটরীতে আনতে হয় যা সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় বহুল বটে।

১৩.৫। এ প্রকল্পে জিওবি অর্থায়নের পাশাপাশি প্রকল্প সাহায্য হিসাবে দাতা সংস্থা ডানিডা অর্থায়ন করেছে। এই ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থের মূল্যমান হ্রাস পাওয়ায় প্রকৃত বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থছাড় হয়নি।

<u>মতামত/সুপারিশঃ</u>

১৪.১। সার্বিক বিবেচনায় এ প্রকল্পটি অত্যন্ত সুফল ও সময়োপোযোগী একটি প্রকল্প। সকলের জন্য বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলে সারাবছর বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে অনুরূপ প্রকল্পের কাজ আগামীতে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

১৪.২। প্রকল্পভুক্ত যে সকল গ্রামের জনসাধারণ বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছে না ঐসকল স্থানে মিনি নলকূপ স্থাপন করে স্বল্প সেচযুক্ত ফসলাদির পাশাপাশি ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ করে আগামীতে খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.৩। ইতিপূর্বে নির্মিত স্থাপনার কারিগরী দিক বিবেচনা করে পানি বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ সম্ভব হলে ঐ সমস্ত স্থাপনার পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করে আগামীতে অধিক সংখ্যক জনগণকে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.৪। খাবার পানি স্থাপনা সংশ্লিষ্ট যে সকল নলকূপের সেচযন্ত্রের আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হয়েছে এইরূপ কিছু সংখ্যক নলকূপ সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে সেচ যন্ত্র (পাম্প/মটর) প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

১৪.৫। প্রকল্পের কাজ রাজশাহী বিভাগের পাশাপাশি রংপুর বিভাগে বিস্তৃত হওয়ায় খাবার পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য রংপুর জেলার দপ্তর ভবনে রাজশাহীর ন্যায় আগামীতে অনুরূপ একটি পানি পরীক্ষাগার নির্মাণের উদ্দ্যেগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.৬। এ ধরনের প্রকল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতি অব্যহত রাখার স্বার্থে আগামীতে ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ/বদলী পরিহার করা বাঞ্চনীয় হবে।

“খুলনা মহানগরী স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণ” (সংশোধিত)

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : খুলনা **সিটি কর্পোরেশন এলাকা।**

২। **নির্বাহী সংস্থা** : **খুলনা সিটি কর্পোরেশন।**

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়:** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়ন কালের %)
মোট জিওবি পিএ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি পিএ	মোট জিওবি পিএ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৭১.৪০ ৪৭১.৪০ -	৫১৭.৮২ ৫১৭.৮২ -	৫১৫.৮২ ৫১৫.৮২ -	মার্চ, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১	মার্চ, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	মার্চ, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	- ৯.৮৪%	88.88%

৫। **অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ** মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ(%)	আর্থিক (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	হেভী ডিউটি হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর	সংখ্যা	১টি	১৩৮.০৭	১টি	১৩৮.০৫	
২।	তিন চাকা বিশিষ্ট রিক্সা ভ্যান	সংখ্যা	৬০টি	১০.০০	৬০টি	৯.৩৫০৪০	
৩।	রিক্সা ভ্যানের খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক	-	৫.৯৫	-	৫.৯৫	
৪।	হুইল ব্যারো ৫০০০	সংখ্যা	২০টি	০.৯৬	২০টি	০.৯২	
৫।	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ বাবদ	একর	১৭ একর	১৬৫.৬৪	১৭ একর	১৬৫.৬৪	
৬।	মাটি কর্তন আরসিসি কলাম দিয়ে mbankment নির্মাণ	cum, সংখ্যা	৭০০০ ২০০টি	২০.০০	৭০০০ ২০০টি	২০.২১	
৭।	ভূমি উন্নয়ন	বর্গ মি.	১৫০০	১০.০০	১৪৯৭.১৮	৯.৯৯	
৮।	এপ্রোচ রোড ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ	বর্গ মি.	৭৯১৮.০০	৮০	১১৫৬৮.০০	৭৯.৯২	
৯।	ড্রেন নির্মাণ	মি.	৮৪	৩.৫০	২২০	৩.৪৮	
১০।	অফিস ও গ্যারেজ সেড নির্মাণ	বর্গ মি.	৯০	১০.০০	১০৬.২৯	৯.৯৫	
১১।	বালি-মাটি দ্বারা প্রত্যেক স্তরে স্যানিটারী ল্যান্ডফিল ট্রিটমেন্ট	একর	১ একর	৪.০০	১.৩৮	৩.৮৮	
১২।	কম্পোজড্ সার তৈরী জন্য বর্জ্য রিসাইক্লন সেড নির্মাণ	ইউনিট	১ ইউনিট	০৫.০০	১ ইউনিট	৪.৯৮	
১৩।	ওয়েট (Weight) ব্রীজ নির্মাণ	সংখ্যা	১টি	৩৩.০০	১টি	৩৩.৬৬	

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ(%)	আর্থিক (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪।	বিপদজনক এবং ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ইনসিনেটর (incenator) স্থাপন	সংখ্যা	১টি	২.০০	১টি	২.০৩	
১৫।	যথাযথ দ্রব্য দ্বারা স্যানিটরী ল্যান্ডফিল বেজ লাইনার (base liner) নির্মাণ	মি.	৬.৪০	৮.০০	৭৫	৭.৯৮	
১৬।	গ্যাস পাইপ স্থাপন	সেট	১	২.০০	১	১.৯৬	
১৭।	মোটরসাইকেল	সংখ্যা	২টি	৩.৫০	২টি	৩.২৭	
১৮।	ইলেকট্রিক পোল, ওয়ারিং ও এক্সসেরিজ	সংখ্যা	পোল-৩৮টি, মেটাল helade light- 18, অফিস ওয়ারিং	৮.৫০	পোল-৩৮ টি, cfl light- ২৬টি, সোলার পাওয়ার	৮.৪৮	
১৯।	প্রাইস কনটিনজেন্সি			২.০০		-	
২০।	মিসসিলিনিয়াস			৫.৭০		-	
	সর্বোমোট :			**৫১৭.৮২**	৯৮%	**৫১৫.৩৫(৯৯%)**	

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : কোন কাজ অসমাপ্ত নেই বলে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- আরডিপিপি পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন(পিসিআর) পর্যালোচনা ;
- PEC/DPEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ;
- মন্ত্রণালয় হয়ে প্রাপ্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন বা পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন বা পিসিআর পর্যালোচনা;

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

১। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
২। স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এর জন্য একটি নির্ধারিত সাইট তৈরী;
৩। খুলনা মহানগরীর পরিবেশের উন্নয়ন করা;

৮.২। **প্রকল্পের পটভূমি ও প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রমঃ**

৮.২.১। **প্রকল্পের পটভূমি :** দেশের ৩য় বৃহত্তম শিল্পনগরী খুলনা শহরে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের বসবাস। এ শহরে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয় বলে জানা যায়। এ প্রেক্ষাপটে খুলনা শহরের জিরো পয়েন্ট থেকে ২০ কি: মি: দূরে বর্জ্য ডাম্পিং এর জন্য অনুমোদিত মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশন স্যানেটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় ঘোনা মান্ডার ডাংগায় স্থান নির্ধারণ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য ডাম্পিং এর লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ১৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে মর্মে ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ভূমি উন্নয়ন, ড্রেন নির্মাণ, গ্যারেজ শেড নির্মাণ, ওয়েস্ট রিসাইক্লিং ও জৈব সার তৈরীর জন্য শেড নির্মাণ, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত।

৮.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :** প্রকল্পটি ৪৭১.৪০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১১ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে ৫১৭.৮২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮.৪। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল মার্চ, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত । প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৭.৮২ লক্ষ টাকার মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি ৫১৫.৮২ লক্ষ (৯৯%) টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%।

৮.৫। **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ** খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের উপর প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় সামগ্রিক ১৮টি প্যাকেজের আওতায় সম্পাদন করা হয়েছে। বিদ্যমান সরকারি নিয়মনীতি অর্থাৎ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি মালা ২০০৮ (পিপিআর ২০০৮) যথাযথভাবে অনুসরণ করেই ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে বলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে জানা যায়।

৮.৬। **পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থাঃ** সমাপ্ত প্রকল্পটির মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত গত ২৬.১১.২০১২ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন, সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের উল্লিখিত তথ্য ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের অগ্রগতি তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির অংগভিত্তিক অগ্রগতির বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

৮.৬.১। **ভূমি উন্নয়ন ও এমব্যাকমেন্ট উইথ আরসিসি কলাম নির্মাণ (বারবেড ওয়্যার ফেঞ্চিং এর জন্য) :** সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প নথি পর্যালোচনা এবং কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এ্যাকুইজিশনকৃত ১৭ একর জমির একাংশে অফিস, গ্যারেজ, ওয়েব্রিজ প্রভৃতি স্থাপনের লক্ষ্যে নীচু জমি মাটি ভরাটপূর্বক উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৫০০ বর্গ মি. ভূমি উন্নয়নের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪৯৭.১৮ বর্গ মি. ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। স্যানিটারী ল্যান্ডফিল এর জমি সুরক্ষিত এবং সীমানা সংরক্ষনের জন্য এ্যাকুইজিশনকৃত জমির চারিপাশ দিয়ে বারবেডওয়্যার স্থাপনের উপযোগী এমব্যাঙ্কমেন্টসহ ২০০টি আরসিসি কলাম স্থাপন করা হয়েছে।

৮.৬.২। **হেভী ডিউটি হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর, থ্রি হুইলার রিক্সা ভ্যান ও হুইলব্যারো ক্রয়** : স্যানিটারী ল্যান্ডফিলে আনীত আবর্জনা যথাস্থানে ডাম্পিং করার জন্য ১৩৮.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাপান থেকে একটি হাইড্রোলিক এক্সাভেটর ক্রয় করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, হাইড্রোলিক এস্কাভেটর ডাম্পিং কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ জানান যে, এক্সকাভেটরটি ক্রয়ে ডাম্পিং কাজের বিদ্যমান অসুবিধা দূর হয়েছে।

এছাড়া খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সরু গলি ও হোল্ডিং হতে অথবা বিভিন্ন টারসিয়ারী ড্রেন পরিস্কার করত: আবর্জনা সংগ্রহের প্রয়োজনে ২০ টি হুইলব্যারো ও আবর্জনা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ৬০টি থ্রি হুইলার রিক্সা ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ জানান যে, রিক্সা ভ্যানগুলো ক্রয়ে আবর্জনা সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে রিক্সা ভ্যান এর অভাব দূর হয়ছে। উল্লেখ্য ডিপিপি'তে হুইলব্যারো ও থ্রি হুইলার রিক্সা ভ্যান ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ড্রইং/ডিজাইন ছিল না।

৮.৬.৩। **এ্যাপ্রোচ রোড, ইন্টারনাল রোড ও ড্রেন নির্মাণ :** এ্যাকুজিশনের মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমিটি নীচু এবং প্রধান সড়ক হতে প্রায় ২২০ ফুট ভিতরে। স্যানিটারী ল্যান্ডফিলে গার্বেজ ডাম্পিং এর জন্য ডাম্পিং এরিয়ায় সহজে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে এ্যাপ্রোচ রোড ও ইন্টারনাল রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। স্যানিটারী ল্যান্ডফিল এলাকায় নির্মিত অফিস, গ্যারেজ, ওয়েব্রিজ এলাকা হতে বৃষ্টির পানি নিস্কাশনের সুবিধার্থে সারফেস ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা ও ডিপিপির তথ্যমতে জানা যে, ডিপিপি'তে ড্রেন নির্মাণের জন্য কোন ড্রয়িং/ডিজাইন নেই। ফলে প্রকল্প পরিচালক নিজের ইচ্ছামতো ড্রয়িং/ডিজাইন করে ১০ ইঞ্চি প্রশস্তের আরসিসি সারফেস ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

৮.৬.৪। **ওয়ে ব্রীজ নির্মাণ, ক্লিনিক্যাল ওয়েস্ট ইনসিনেটর ও গ্যাস পাইপ স্থাপন:** স্যানিটারী ল্যান্ডফিল এলাকায় পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ল্যান্ডফিলে আনীত গার্বেজ এর পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য ওয়ে ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়ে ব্রীজ নির্মাণের ফলে ল্যান্ডফিলে আনীত গার্বেজ এর পরিমাপে সাহায্য করবে এবং সে মোতাবেক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নিতে সাহায্য করবে মর্মে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃকপক্ষ জানান । এ ছাড়া নগরীর ক্লিনিক/হাসপাতাল হতে সংগৃহীত ব্যবহৃত মালামাল যত্র-তত্র ফেললে জীবানু সংক্রামণ ঘটে। সে জন্য এই ধরনের বর্জ্য পুড়িয়ে জীবানু সংক্রামন থেকে পরিবেশ রক্ষার জন্য ০১টি ইনসিনেটর নির্মাণ করা হয়েছে।

৮.৬.৫। **অফিস, গ্যারেজ শেড ও শেড ফর গার্বেজ রিসাইক্লিং ফর কমপোষ্ট সার নির্মাণ:** ওয়েব্রিজ পরিচালনা ও স্যানিটারী ল্যান্ডফিল এলাকার রক্ষিত মালামাল, যন্ত্রপাতি, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ১০৬.২৯ বর্গ মিটার আয়তনের অফিস ও গ্যারেজ শেড নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া আনীত গার্বেজ হতে কমপোষ্ট সার তৈরীর মানসে একটি একচালা টিন শেড নির্মাণ করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন, ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আফিস, গ্যারেজ শেড ও শেড ফর গার্বেজ রিসাইক্লিং ফর কমপোষ্ট সার নির্মাণের কোন ড্রয়িং/ডিজাইন ডিপিপিতে উল্লেখ নেই। শুধু উল্লেখ্য আছে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ ও কমপোষ্ট সার তৈরীর জন্য ০১ ইউনিট শেড ও ১০৬.২৯ বর্গ মিটার আয়তনের অফিস ও গ্যারেজ শেড নির্মাণ করা হবে।

৮.৬.৬। **ইলেকট্রিক পোল, ওয়ারিং ও গ্যাস পাইপ:** স্যানিটারী ল্যান্ডফিল এলাকায় নিরাপত্তা ও কার্য পরিচালনার জন্য বৈদ্যুতিক পোল ক্রয় ও ওয়ারিং এর সংস্থান ছিল। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, ৩৮টি পোল, ২৬টি cfl লাইট ও ৭০০ ওয়াটের সোলার স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য ডিপিপিতে ১৮টি metal helade light ক্রয়ের অনুমোদন থাকলেও পিসিআর ও প্রকল্প নথিপত্র থেকে জানা যায়, ২৬টি cfl light ক্রয় করা হয়েছে।

এ ছাড়া গার্বেজ ডিসপোজাল পন্ডে গার্বেজ মজুদকরণের পর গার্বেজ হতে উত্থিত গ্যাস অপসারণে নিমিত্তে গ্যাস পাইপ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু ল্যান্ডফিলের কাজ শুরু না হওয়ায় পাইপগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এ বিষয়ে প্রকল্প কতৃপক্ষের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, বর্তমানে যে ল্যান্ডফিলটি ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি আরও কিছু দিন ব্যবহার করা যাবে। পুরাতন ল্যান্ডফিলটি পূর্ণ হয়ে যাবার পর নতুন ল্যান্ডফিলটি ব্যবহার শুরু করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৮.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (মার্চ, ২০০৯ হতে জুন, ২০১০) খন্ডকালীন দায়িত্বে ০১ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য দেয়া হ'লঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল	মমতব্য
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
১।	মসিউজ্জামান খান	প্রকল্প পরিচালক এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার	খন্ডকালীন	মার্চ, ২০০৯-জুন,২০১২	

০৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত
১। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;	১। নতুন স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণের মাধ্যমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হয়েছে।
২। স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এর জন্য একটি নির্ধারিত সাইট তৈরী;	২। ভূমি অধিগ্রহনের মাধ্যমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ডুমুরিয়া থানার মান্ডার ডাংগায় ১৭ একর ভূমিতে স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে এর জন্য একটি নির্ধারিত সাইট তৈরী করা হয়েছে।
৩। খুলনা মহানগরীর পরিবেশের উন্নয়ন করা;	৩। যেহেতু ল্যান্ডফিল্ডটি ব্যবহার শুরু হয়নি তাই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে লক্ষ্য এখনও অর্জিত হয়নি। ল্যান্ডফিল্ড ব্যবহার শুরু হলে পরিবেশের উন্নয়ন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০। উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ : বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত তথ্য অনুযায়ী ডিপিপি'তে উল্লিখিত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ল্যান্ডফিল্ডটি ব্যবহার শুরু হয়নি তাই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্য এখনও অর্জিত হয়নি। ল্যান্ডফিল্ড ব্যবহার শুরু হলে পরিবেশের উন্নয়ন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১১। **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১১.১। ডিপিপি, পিসিআর পর্যালোচনা ও সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, থ্রি হুইলার রিক্সা ভ্যান ও হুইলব্যারো ক্রয়, ড্রেন নির্মাণ, অফিস, গ্যারেজ শেড ও শেড ফর গার্বেজ রিসাইক্লিং ফর কমপোস্ট সার নির্মাণের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে কোন ড্রইং বা ডিজাইন না থাকায় সুষ্ঠভাবে প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যহত হয়েছে।

১১.২। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ডটির ব্যবহার এখনও শুরু হয়নি। ফলে ক্রয়কৃত গ্যাস পাইপগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে যা হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১২। <u>সুপারিশ/মতামতঃ</u>

১২.১। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ণকালে ডিপিপিতে প্রত্যেকটি আইটেমের ড্রইং/ডিজাইন অর্ন্তভুক্ত করতে হবে ;

১২.২। পুরাতন ল্যান্ডফিল্ডটি পূর্ণ হয়ে যাবার পর প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ডটি চালুসহ ক্রয়কৃত গ্যাস পাইপগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১২.৩। খুলনা সিটি কর্পোরেশন landfield টির প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে;

১২.৪। খুলনা সিটি কর্পোরেশন সুষ্ঠুভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ ক্ষেত্রে কর্পোরেশন কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে এলাকাভিত্তিক সুপারভিশন কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

“রাজশাহী মহানগরীর ফায়ার ব্রিগেড ক্রসিং থেকে উত্তর নওদাপাড়াস্থ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নাটোর মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (২য় সংশোধিত)”

(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকা

২। **নির্বাহী সংস্থা** ঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্বায়নকাল		প্রকৃত বাস্বায়নকাল	অতিক্রান্ ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ সময় (মূল বাস্বায়ন কালের %)
মূল (প্রকল্প সাহায্য)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৫৬০.৬৪ (-)	৫১৭৮.১৬ (-)	৫১৭৩.৩৩২৭৭ (-)	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৬	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১২	১২০%	৬ বছর (২০০%)

৫। **অংগভিত্তিক অগ্রগতি ঃ**

মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)
১।	ভূমি অধিগ্রহন	একর	২৫.২২৩৬	১৩৭৬.৩৪	২৫.২২৩৬	১৩৭৬.৩৩৬০৩
২।	ক্ষতিপূরণ					
	স্থায়ী	ব: মি:	১৩৮৪৫.৩০	১০০১.৪৪	১৩৭৫৯.১৭	১০০১.১৬৯৯৮
	আধা স্থায়ী	ব: মি:	৫০৮০.২০	৩৪০.০৯	৫০৯৬.৪২	৩৩৯.৮৪১৭৫
৩।	ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	২০২৭৮৩.২৫	৫৩৩.৩২	২০২৭৮৩.২৫	৫৩৩.৩১৯৯৪
৪।	রাস্তা নির্মাণ	কি: মি:	৪.৮৯	১২০৬.২৪	৫.০৯৪	১২০৬.০০৮৬৬
৫।	কালভার্ট নির্মাণ	মি:	২৫৯.৬০	১৪৪.৪৪	২৫৬.২০	১৪৪.২৮৭০৪
৬।	রাস্তার মাঝে ড্রেন নির্মাণ	কি: মি:	০.৪০৭	১৭৪.২৮	০.৪০৭	১৭৪.২৭৪৫৩
৭।	রাস্তার মাঝে পানি সরবরাহ লাইন পুন:স্থাপন	কি: মি:	২.৫০	২৩.৭৬	২.৫০	২২.৪৩৩৮৮
৮।	ইলেকট্রনিক ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন	crossing	২	২১.২৪	২	২১.১৫৫৬৭
৯।	হাইওয়ে লাইটিং সিস্টেম স্থাপন	কি: মি:	২.৫০	৭৮.৩৭	২.৫০	৭৮.৩৬২২৩
১০।	রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং নির্মাণ	সংখ্যা	১	২০.০০	১	১৮.০০১
অন্যান্য						
১১।	ফুটপাত নির্মাণ	কি: মি:	৫.০০	২১৬.৫২	৫.০২১	২১৬.৪৯৫৪০
১২।	রেগুলেটরি এবং কশানারী ট্রাফিক স্থাপনা নির্মাণ (ট্রাফিক আইলেন্ড, রোড ডিভাইডার, ট্রাফিক সাইন)	কি: মি:	০.৯০	৩৩.১২	০.৮৯৯৬	৩২.৮৭৩১৫
১৩।	বৈদ্যুতিক পুল স্থানান্তর	সংখ্যা	৬৭	৮.০০	৭৪	৭.৭৩৭২১
১৪।	টেলিফোন পোল স্থানান্তর	সংখ্যা	১৫	১.০০	১৬	০.৯৭৬৩
	সর্বোমোট :			**৫১৭৮.১৬**		**৫১৭৩.৩৩২৭৭**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

৭.১। **প্রকল্পের প্রেক্ষাপট** :

রাজশাহী মহানগর এলাকায় শক্তিশালী ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে রাজশাহী মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজতর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

ক্রমবর্ধমান যাতায়াত ও যানবাহন পরিস্থিতির প্রেক্ষপটে রাজশাহী মহানগর এলাকায় শক্তিশালী ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে রাজশাহী মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজতর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :**

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত “রাজশাহী মহানগরীর ফায়ার ব্রিগেড ক্রসিং থেকে উত্তর নওদাপাড়াস্থ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নাটোর মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ১১-১০-২০০৪ তারিখে মোট ২৫৬০.৪৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৬ বাস্তবায়ন মেয়াদে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে, ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক বিলম্বের প্রেক্ষিতে ভূমি ও অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণের ব্যয় বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন আইটেমের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ২৮-০৪-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক ৪৭৮৩.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রথম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। রেট সিডিউলে বিভিন্ন আইটেমে একক দর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের বিভিন্ন অংগ ও উপ-অংগের পরিমাণ ও ব্যয় প্রথম সংশোধিত ডিপিপি’র তুলনায় হ্রাস বা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের ডিপিপি’র দ্বিতীয় বার ৫১৭৮.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে দ্বিতীয় সংশোধন অনুমোদিত হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :**

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৩ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৭৮.১৬ লক্ষ টাকা মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৫১৭৩.৩৩২৭৭ লক্ষ (৯৯%) টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৯৯%।

৭.৫। **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ**

নথি পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপি’তে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমে পিপিআর অনুসারে Tender Opening Committee (TOC) এবং Tender Evaluation Committee (TEC) গঠন করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক TEC-তে দুই জন করে ক্রয়কারীর নিয়ন্ত্রনকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সি বর্হিভূত সদস্য অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া TOC-তে TEC কমিটির একজন সদস্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ TOC ও TEC কমিটি সঠিকভাবে গঠন পূর্বক টেন্ডার উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন করে মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

৮.৬। **প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান উন্নয়ন কাজঃ**

“রাজশাহী মহানগরীর ফায়ার বিগ্রেড ক্রসিং থেকে উত্তর নওদাপাড়াস্থ চাঁপাইনাবাবগঞ্জ-নাটোর মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ” প্রকল্পের আওতায় ২৫.২২৩৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ ব্যয় দেওয়া হয়েছে এবং ২০২৭৮৩.২৫ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহন ও উন্নয়ন করে ৪.৮৯ কি. মি. রাস্তা নির্মাণ করা হযেছে। সেই সাথে ২৫৯.৬০ মি. কালভার্ট নির্মাণ, রাস্তার মাঝে ০.৪০৭ কি. মি. ড্রেন নির্মাণ, রাস্তার মাঝে ২.৫০ কি. মি. পানি সরবরাহ লাইন পুন:স্থাপন, ২টি ইলেকট্রনিক ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন, ২.৫০ কি. মি. হাইওয়ে লাইটিং সিস্টেম স্থাপন, ১টি রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং নির্মাণ, ৫.০০ কি. মি. ফুটপাত নির্মাণ, ৬৭ টি বৈদ্যুতিক পোল ও ১৫টি টেলিফোন পোল স্থানান্তর করা হয়েছে।

৭.৬। **পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থাঃ**

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত ২৪-৪-২০১৩ তারিখে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী মহানগরীর আওতায় ফায়ার বিগ্রেড ক্রসিং থেকে উত্তর নওদাপাড়াস্থ চাঁপাই নবাবগঞ্জ নাটোর মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এ সংযোগ সড়ক নির্মাণের ফলে ঐ এলাকার জনসাধারনের চলাচলের ব্যাপক সুবিধা হয়েছে মর্মে এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নতুন বিলসিমলা, কলাবাগান ও বিভাগীয় স্টেডিয়াম মোড়সহ আলোচ্য রাস্তার কয়েকটি স্থানে বৃষ্টির পানি জমে আছে। রাস্তা অমসৃন ও ক্যাম্বারিং এ সমস্যার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যা রাস্তার স্থায়ীত্বের অন্তরায়।

এছাড়া কলাবাগান মোড় হতে ফায়ার বিগ্রেড মোড় পর্যন্ত রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য স্থাপিত পাইপ ড্রেনের সাথে ঠিকমত স্থাপন না হওয়ায় জায়গায় জায়গায় বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। যার ফলে ঐ সকল স্থানে রাস্তা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জনগণের চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

৭.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জুলাই, ২০০৩ থেকে জুন, ২০১২) ০৩ জন প্রকর্প পরিচালক পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য দেওয়া হল :

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পুর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১	২	৩	৫	৫
১।	শরীৎ দত্ত গুপ্ত	প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	খন্ডকলীন	২০ মার্চ, ২০০৫ থেকে ৫ মার্চ, ২০০৭ থেকে
২।	মোঃ আশরাফুল হক	প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	খন্ডকলীন	৬ মার্চ, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১২

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক্রমবর্ধমান যাতায়াত ও যানবাহন পরিস্থিতির প্রেক্ষপটে রাজশাহী মহানগর এলাকায় শক্তিশালী ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে রাজশাহী মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজতর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা।	আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রাজশাহী মহানগর এলাকায় শক্তিশালী ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থার গড়ে উঠেছে এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজতর হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এ সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে ঐ এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার ও উন্নয়ন ঘটেছে।

৯। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ** :

স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত পিসিআর এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। **বাস্তবায়ন সমস্যা** :

১০.১। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফায়ার বিগ্রেড ক্রসিং থেকে উত্তর নওদাপাড়াস্থ চাঁপাই নবাবগঞ্জ নাটোর মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়কের অমসৃনতা ও ক্যাম্বারিং এর সমস্যার কারণে নতুন বিলসিমলা, কলাবাগান ও বিভাগীয় স্টেডিয়াম মোড়েসহ কয়েকটি স্থানে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা যায়। বৃষ্টির পানি জমে রাস্স্থার বিটুমিনাস নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

১০.২। আলোচ্য রাস্তার কলাবাগান মোড় হতে ফায়ার বিগ্রেড মোড় পর্যন্ত রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য স্থাপিত পাইপ ড্রেনের সাথে ঠিকমত স্থাপন না হওয়ায় জায়গায় জায়গায় বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। যার ফলে ঐ সকল স্থানে রাস্তা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জনগণের চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

১২। <u>সুপারিশ/মতামত</u> :

১২.১। বিলসিমলা, কলাবাগান ও বিভাগীয় স্টেডিয়াম মোড়েসহ যেসব স্থানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে অর্থাৎ রাস্তার যেসব স্থানে অমসৃনতা ও ক্যাম্বারিং-এ সমস্যা রয়েছে। রাস্তার সে সকল স্থান অতিদ্রুত মেরামত করার বিষয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

১২.২। কলাবাগান মোড় হতে ফায়ার বিগ্রেড মোড় পর্যন্ত রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য স্থাপিত পাইপ যে সকল স্থানে ড্রেনের সাথে ঠিকমত স্থাপন হয়নি; সেগুলো অতিস্বত্বর মেরামত করে ড্রেনের সাথে স্থাপন করতে হবে।

“রাজশাহী মহানগরীর সড়কসমূহ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ”

(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১২)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকা
২। **নির্বাহী সংস্থা** ঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট জিওবি আরসিসি	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি আরসিসি	মোট জিওবি আরসিসি	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৪২.৬৬ ১৫৫৪.১৩ ৩৮৮.৫৩	২৩৫৯.৫৩ ২১৬৫.২৭ ১৯৪.২৬	২১৬৪.৪৫৯০৭ ১৯৭০.৩৩৩১৫ ১৯৪.১২৫৯২	জানু, ২০০৯ হতে ডিসে, ২০১০	জানু, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	জানু, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২	৩৯.২৭%	**৭৫%**

৫। **অংগভিত্তিক অগ্রগতি ঃ** মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) সম্পদ সংগ্রহ						
১।	এ্যাসফল্ট প্লান্ট ক্রয়	সংখ্যা	১	৫৯৮.৯৫	১	৫৯৮.৯৫
২।	এ্যাসফল্ট পেভার ক্রয়	সংখ্যা	১	১৯৬.৬৬	১	১৯৬.৬৫৩১২
৩।	পে-লোডার	সংখ্যা	১	১৫৪.৬৯	১	১৫৪.৬৮৮
৪।	টায়ার রোলার	সংখ্যা	২	১৫১.৭২	২	১৫১.৭১২
৫।	বিটুমিনাস ডিষ্ট্রিবিউটর	সংখ্যা	১	৭৯.৮৬	১	৭৯.৮৫৪
৬।	ভাইব্রেটরী হ্যান্ড রোড রোলার (৩-৪ টন)	সংখ্যা	১	৩২.০৫	১	৩২.০৪৯৬
৭।	এয়ার কমপ্রেসার	সংখ্যা	১	১৬.০০	১	১৬.০০
৮।	হাইড্রোলিক ডাম্প ট্রাক	সংখ্যা	২	১২৯.৯০	২	১২৯.৯০
৯।	এক্সকাভেটর	সংখ্যা	১	৮৮.৯৪	১	৮৮.৯৩২
১০।	ওয়াটার স্প্রিংকলার	সংখ্যা	১	৩২.১০	১	৩২.১০
১১।	৭৫০ কেভি জেনারেটর	সংখ্যা	১	২৫.০০	১	২৪.৯৭৩১৫
১২।	কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ)	সংখ্যা	৩	৩.৬৬	৩	৩.৬৬
১৩।	ফটোকপিয়ার মেশিন	সংখ্যা	৩	৩.৬৭	৩	৩.৬৬৩
১৪।	লো-বেড ট্রাক ক্রয় (৪০ টন)	সংখ্যা	১	২৫০.০০	১	২৪৯.৯৭৫
১৫।	৩০০ কেভি জেনারেটর ক্রয়	সংখ্যা	১	৩৬.০০	১	৩৬.০০
(খ) ভূমি অধিগ্রহণ						
১৬।	প্লান্ট-স্থাপনে ভূমি অধিগ্রহণ	একর	২.৭৫	৭৮.০২	২.৭৫	৭৮.০১৫১৩

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭।	স্থায়ী অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ	-	-	-	-	-
(গ) পূর্ত নির্মাণ						
১৮।	ভূমি উন্নয়ন	কিউ: মি:	৪১১৭৮.৩৩	৬১.৭৭	৪১১৭৮.৩৩	৬১.৭৬৭৪৮
১৯।	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	মি:	৪০৫.৭০	৫২.১৬	৪০৫.৭০	৫১.৫১৭২৪
২০।	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	মি:	২৯২.০০	২৭.৯০	২৯৫.০৫	২৭.৮৭
২১।	Open Yard এর জন্য পেভমেন্ট নির্মাণ	ব: মি:	৪৮০০.০০	৯৩.১৬	৪৭৭৬.১০	৯৩.১৪৯
২২।	কালভার্ট নির্মাণ	মি:	৭.২০	৩২.৩২	৭.২০	৩২.২৬১৩৩
২৩।	ফাংশনাল বিল্ডিং, ওয়ার্কশপ ও পাকিংনির্মাণ	ব্লক	-	২০৫.০০	১৩৩৩.৯৪	২০৪.৮৯০৯
২৪।	এ্যাসফল্ট প্লান্ট স্থাপনের জন্য কাঠামো নির্মাণ	ব্লক	-	৪.০০	৫৪.৪৭	৪.০০
২৫।	অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়নে জন্য কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৬.০০	২০	৬.০০
	সর্বোমোট :		**১০০%**	**২৩৫৯.৫৩**	**১০০%**	**২৩৫৮.৫৮ (৯৯%)**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ** সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৮.১। **প্রকল্পের প্রেক্ষাপট ঃ**

রাজশাহী শহরের বিদ্যমান রাস্তাগুলোর মান খুবই নিম্নমানের এবং ভারী যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী। তাই রাজশাহী শহরের রাস্তার standard Design life ধরে রাখার জন্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন করার উদ্দেশ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৮.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ**

(ক) রাজশাহী মহানগরীর রাস্তার Standard Design life ধরে রাখার উদ্দেশ্যে উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন করা এবং ভবিষ্যতে রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করা;

(খ) ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ রাস্তা মেরামত পদ্ধতির পরিবর্তে যান্ত্রিক উপায়ে রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত করা; এবং

(গ) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সিটি সেন্টার বা জনবহুল এলাকায় পিক আওয়ারে রাস্তা তৈরী বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নত যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

৮.৩। **পকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন ঃ**

৮.৩.১। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত "রাজশাহী মহানগরীর সড়কসমূহ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ২৪-০৩-২০০৯ তারিখে মোট ১৯৪২.৬৬ লক্ষ টাকা (যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ১৫৫৪.১৩ লক্ষ টাকা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল ৩৮৮.৫৩ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ বাস্তবায়ন মেয়াদে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে ২৩৫৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.৪। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৫৯.৫৩ লক্ষ টাকার মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ২৩৫৮.৫৮ লক্ষ টাকা (৯৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ১০০%।

৮.৫। **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রম** ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় সামগ্রিক কাজটি ৬টি প্যাকেজের আওতায় সম্পাদন করা হয়েছে। বিদ্যমান সরকারি নিয়মনীতি অর্থাৎ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি মালা ২০০৮ (পিপিআর ২০০৮) যথাযথভাবে অনুসরণ করেই ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে নথিপত্র থেকে জানা যায়।

৮.৬। **পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থা ঃ** সরেজমিনে পরিদর্শন, স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, "রাজশাহী মহানগরীর সড়কসমূহের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অত্যবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উত্তরা নওদাপাড়াস্থ এলাকায় এসফল্ট মেশিন স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ২.১৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর রাস্তার Standard Design Life ধরে রাখার উদ্দেশ্যে প্রতি ঘন্টায় ৬০-৭০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন এসফল্ট মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৩৩৩.৯৪ বর্গ মিটার আয়তনের প্লান্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্য ফাংশনাল বিল্ডিং, ওয়ার্কশপ ভবন, গাড়ী প্যাকিং স্থান, এসফল্ট প্লান্ট স্থাপনের নিমিত্তে ৫৪.৪৭ কিউবিক মিটার আয়তনের ষ্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে এবং এসফল্ট প্লান্ট এলাকায় ২০টি বৈদ্যুতিক পোলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, এসফল্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য নির্মিত ফাংশনাল বিল্ডিংটির ব্যবহার এখনও শুরু হয়নি।

ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী রাস্তা ও প্লানটের সংযোগস্থলে একটি ৭.২০ মি. লম্বা আরসিসি বক্স কালভার্ট ও প্লানটের চারিপাশে ৪০৫.৭০ বর্গমিটার আয়তনের আরসিসি দেয়ালও নির্মাণ করা হয়েছে; যা প্লানকে সুরক্ষিত করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পরিদর্শনে আরও দেখা যায় যে, এসফল্ট প্লানটিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাথর, বিটুমিন পরিমানমতো মিকচারের কাজ চলছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও এসফল্ট প্লান্ট পরিচালনায় নিয়োজিতদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্লানটি ঠিকমত চলছে এবং এখনো কোন সমস্যার মুখোমুখি তারা হননি, তবে দক্ষ এসফল্ট প্লান্ট পরিচালকের অভাবের কথা জানান। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান যে, এসফল্ট মেশিনটি যে কোম্পানী থেকে ক্রয় করা হয়েছে; চুক্তি মোতাবেক তারা পরিচালনা সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

প্লান্টে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য একটি ৭৫০ কেভি ইলেট্রিক সাব-স্টেশন স্থাপন ও ৩০০ কেভি ডিজেল জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে। যা প্লান্টটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রেখেছে।

এছাড়া ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ১টি পে-লোডার, ১টি এসফল্ট পেভার, ২টি টায়ার রোলার, ১টি বিটুমিন ডিষ্টিবিউটর, ১টি ৩-৪ টনের ভাইব্রেটরি হ্যান্ড রোড রোলার, ১টি এয়ার কমপ্রেসার, ০২টি ১০-১২ টনের হাইড্রোলিক ডাম্প ট্রাক, ০১টি লং বুম এক্সাভেটর ও ০১টি ওয়াটার স্পিংকলার ক্রয় করা হয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো রাজশাহী মহানগরীর রাস্তা তৈরী ও মেরামতে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জানানো হয়।

৮.৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** ঃ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (এপ্রিল, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২) ০১ জন খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক বাস্তবকালীন দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেওয়া হল ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	মো: গোলাম মোর্শেদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকলীন	২৭.০৪.২০০৯ থেকে ৩০.৬.২০১২	-

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন** ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) রাজশাহী মহানগরীর রাস্তার Standard Design life ধরে রাখার উদ্দেশ্যে উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন করা এবং ভবিষ্যতে রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করা; (খ) শ্রমঘন রাস্তা মেরামত পদ্ধতির পরিবর্তে যান্ত্রিক উপায়ে রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত করা; এবং (গ) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সিটি সেন্টার বা জনবহুল এলাকায় পিক আওয়ারে রাস্তা তৈরী বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নত যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রাজশাহী মহানগরীর রাস্তার Standar Design life ধরে রাখাসহ ম্যানুয়ালী রাস্তা মেরামত/তৈরীর পরিবর্তে যান্ত্রিক উপায়ে কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হচ্ছে। তাই বলা যায় যে, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১০। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ** ঃ প্রযোজ্য নয়।

১১। **বাস্তবায়ন সমস্যা** ঃ

১১.১। ফাংশনাল বিল্ডিংটি নির্মাণ সম্পন্ন হলেও বিল্ডিং-এ কোন কার্যক্রম এখনো শুরম্ন হয়নি। ফলে রাজশাহী মহানগরীর জনগণ সংশ্লিষ্ট সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে (৮.৬);

১১.২। যেহেতু এসফল্ট মেশিন যে কোম্পানী থেকে ক্রয় করা হয়েছে তারা চুক্তি মোতাবেক বর্তমানে মেশিনটির সুষ্ঠু পরিচালনা সেবা দিচ্ছে। পরিচালনা সেবার চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে ভবিষ্যতে পস্নান্ট পরিচালনায় দড়্গা লোকের অভাবে পস্নান্ট পরিচালনায় সমস্যায় সৃষ্টি হতে পারে (৮.৬)।

১২। **সুপারিশ/মতামত ঃ**

১২.১। নির্মিত ফাংশনাল বিল্ডিংটি ব্যবহার যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করতে হবে। বিল্ডিংটির সঠিক ব্যবহার রাজশাহী মহানগরীর রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতে এবং রাস্তার Standard Design life বজায় রাখতে সহায়ক হবে (১১.১);

১২.২। মালামাল সরবরাহকারী কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ/অন দা জব ট্রেইনিংয়ের মাধ্যমে এসফল্ট প্লান্ট পরিচালনার কারিগরি দক্ষতা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কমপক্ষে ০২ জন প্রকৌশলী/ অন্য কোন কর্মকর্তার মধ্যে স্থানান্তর করতে হবে, যাতে সরবরাহকারী কোম্পানীর সেবার মেয়াদ সমাপ্ত হলেও সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জনবল দ্বারা যন্ত্রপাতিসমূহ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায় (১১.২);

১২.৩। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনকে এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতিগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

"Improvement of Solid Waste Management In Dhaka City Towards The Low Carbon Society Through Enhancing Waste Transport Capacity"

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১)

০১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা সিটি এলাকা, ঢাকা।
০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সহানীয় সরকার বিভাগ, সহানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্ত পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০২১৬.৭৯	১০২১৬.৭৯	৮৫৬৭.১২	জানুয়ারী,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১০	জানুয়ারী,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১১	জানুয়ারী,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১১	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি	১২ মাস (৫০%)

০৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো- (ক) ঢাকা শহরের সলিড ওয়েষ্ট ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশে কার্বন নির্গমন হ্রাস করা; (খ) দৈনিক ৫৮% (২১২১ টন) বর্জ্য ল্যান্ডফিল সাইটে পরিবহন করা; (গ) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য সংগ্রহের ট্রাক সমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়ার্কশপ ফ্যাসিলিটিজ উন্নয়ন।

০৬। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবসহাঃ** জাপান সরকারের আর্থিক অনুদানে Environmental Grant Aid প্রোগ্রামের আওতায় "Improvement of Solid Waste Management in Dhaka City Towards The Low Carbon Society Through Enhancing Waste Transport Capacity" শীর্ষক প্রকল্পটি ১০২১৬.৭৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ২১৯৭.৯৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮০১৮.৮৩ টVকা) প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জানুয়ারী, ২০১০ থেকে ডিসেম্বর,২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে আইএমইডি এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে জানুয়ারী,২০১০ থেকে ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত ব্যয় ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

০৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
a)	**Revenue Component**					
1.	Supplies & Services	থোক	৭৫৩.৭২	থোক	৭১২৭.৭৬	১০০%
b)	**Capital Component**					
1.	**Acquisition of Assets**					
1)	Container Career 3 ton (CNG)	১৫টি	৯৩০.৪৪	১৫	৭০৯.৮৮	১০০%
2)	Container Career 5 ton (CNG)	৩০	২৩৩১.৭৭	৩০	২২০৮.৮৮	১০০%
3)	Compactor 2 ton	১৫	৭১৫.৯২	১৫	৪৯৮.১৭	১০০%
4)	Compactor 5 ton	২০	১১২১.৯৮	২০	৯৮৪.২০	১০০%
5)	Detachable Container Career O	১০	৮৪৪.২২	১০	৫২৭.৮৩	১০০%

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	type					
6)	Detachable Container Career C type	১০	৯২৪.৩১	১০	৬০৭.০৩	১০০%
7)	CD VAT	থোক	১৮৫৪.৫৩		১৬৯৫.৮৫	১০০%
8)	Civil works	থোক	৩৯৬.৪৬		৩২৮.৯৯	১০০%
9)	Miscellaneous Expenditure (IT & AIT etc.)		৩৪৩.৪৪		২৯৩.৯৯	১০০%
	Total=		**১০২১৬.৭৯**		**৮৫৬৭.১২**	১০০%

০৫। **প্রকল্পের মুল কার্যক্রম, পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে- ৩৪.৯৭ জনমাস বৈদেশিক পরামর্শক সেবা ব্যবহার, ১৫টি ৩ টন (সিএনজি) কন্টেইনার ক্যারিয়র, ৩০টি ৫টন (সিএনজি) কন্টেইনার ক্যারিয়ার, ১৫টি ২ টন কমপেক্টর (ডিজেল), ২০টি ৫টন কমপেক্টর (ডিজেল), ১০টি ডিটাচেবল কন্টেইনার ক্যারিয়ার (ও টাইপ), ১০টি ডিটাচেবল কন্টেইনার ক্যারিয়ার (সি টাইপ) সহ মোট ১০০টি যানবাহন সংগ্রহ করা এবং যানবাহন যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য ডিসিসি-র ১টি ওয়ার্কশপ নির্মাণ ইত্যাদি।

পরিদর্শনঃ আইএমই বিভাগ কর্তৃক বিগত ২৬/০২/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন ধরণের বর্জ্যবাহী গাড়ী সচল অবস্থায় দেখা যায়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গাড়ী সমূহ সাহায্য সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ক্রয় করে সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, সাহায্য সংস্থা কর্তৃক এ ধরণের আরো ১টি প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৯। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কোন ও কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	ডি প্রঃ সাহায্য		মোট	টাকা	ডি প্রঃ সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৯-১০	৮৪০০.০০	২০০০.০০	৬৪০০.০০	৮৪০০.০০	৮৩৭৯.৫০	১৯৭৯.৫০	৬৪০০.০০
২০১০-১১	১৮১৭.০০	১৯৮.০০	১৬১৯.০০	২২২.০০	২০৭.০৭		
২০১১-১২							
	১০২১৬.৭৯			**৮৬২২.০০**	**৮৫৮৬.৫৭**		

১১। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ**

এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৩ বছরে ৪ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নীচে প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	চাকুরীর ধরণ	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	ডঃ তারেক বিন ইউসুফ, নির্বাহী প্রকৌশলী		অতিরিক্ত দায়িত্ব	অতিরিক্ত দায়িত্ব
২।	ডঃ আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী প্রকৌশলী		অতিরিক্ত দায়িত্ব	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবসহাঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা (পিসিআর অনুসারে)
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো- (ক) ঢাকা শহরের সলিড ওয়েষ্ট ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশে কার্বন নির্গমন হ্রাস করা ; (খ) দৈনিক ৫৮% (২১২১ টন) বর্জ্য ল্যান্ডফিল সাইটে পরিবহন করা ; (গ) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য সংগ্রহের ট্রাক সমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়ার্কশপ ফ্যাসিলিটিজ উন্নয়ন।	প্রকল্পের আওতায় ১০০টি বর্জ্যবাহী গাড়ী সংগ্রহ ও ১টি আধুনিক ওয়ার্কশপ নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়ার্কশপের মান ভালো বলে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৪। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৪.১। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৫। **সুপারিশঃ**

১৫.১। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার এবং পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

১৫.২। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের ১০০টি বর্জ্য বাহী গাড়ী ক্রয়ের ফলে সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে এ ধরণের আরো প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া/কার্য্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে।

১৫.৩। বিভিন্ন ধরণের বর্জ্যবাহী ১০০টি গাড়ী যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বদা সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

"বঙ্গবন্ধু জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম সংলগ্ন সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন কাজ"

সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১

০১। প্রকল্পের অবস্থান : মিরপুর-জোন-১,৪,৭ ও ৯ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।

০২। বাস্তবায়নকারী সংসহা : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্তি পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট-৫৪০০.০০ টাকা-৪৫৯০.০০ ডিসিসি-৮১০.০০	৬২২০.০০ ৫৪১০.০০ ৮১০.০০	৬২২০.০০ ৫৪১০.০০ ৮১০.০০	ডিসেম্বর,২০১০ হতে জুন,২০১১	ডিসেম্বর,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১১	ডিসেম্বর,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১১	১০০%	১০০%

০৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬
১)	সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন	৪৩৩০.৮২	২৪.৭৬৬ কিঃমিঃ	৪৩৩০.৮২	২৪.৭৬৬ কিঃমিঃ
২)	ড্রেইনেজ অবকাঠামো উন্নয়ন	৭৪০.৫২	৪২.৭০ কিঃমিঃ	৭৪০.৫২	৪২.৭০ কিঃমিঃ
৩)	ফুটপাত উন্নয়ন	৯৭৯.১৮	৪৪.৮৪৬ কিঃমিঃ	৯৭৯.১৮	৪৪.৮৪৬ কিঃমিঃ
৪)	মেডিয়ান	১১৯.৪৮	২০.৩০৩ কিঃমিঃ	১১৯.৪৮	২০.৩০৩ কিঃমিঃ
৫)	সৌন্দর্য্য বর্ধন কাজ	৫০.০০		৫০.০০	
	সর্বমোট=	**৬২২০.০০**		**৬২২০.০০**	

* প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

০৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** বিগত ২০১১ সালের আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট ভারত ও শ্রীলংকার পাশাপাশি বাংলাদেশেও অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য মিরপুর ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন এর পাশাপাশি উক্ত এলাকার ট্রাফিক জ্যাম সমস্যা নিরসনের জন্য ডিসিসি কর্তৃক প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পটির উপর বিগত ০১-১১-২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সহানীয় সরকার বিভাগ প্রকল্পটি পুনর্গঠনপূর্বক অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করেছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম নিরসনের জন্য স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাস্তার অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য বর্ধন ও ডেকোরেশন করা।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবসহাঃ** প্রকল্পটি গত ০৭/১২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৪৫৯০.০০ লক্ষ টাকা এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ৮১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ডিসেম্বর,২০১০ হতে জুন,২০১১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে গত

২৪/০৫/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৬২২০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৫৪১০.০০ লক্ষ টাকা এবং ডিসিসির নিজস্ব তহবিল ৮১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত বস্তবায়ন মেয়াদকাল ডিসেম্বর,২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত।

৭.৪। **প্রকল্পের সার্বিক ও আর্থিক অগ্রগতিঃ** **প্রকল্পের সার্বিক ও আর্থিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য/ ডিসিসি		মোট	টাকা	প্রঃ সাহায্য/ ডিসিসি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১১-২০১২	৬২২০.০০	৫৪১০.০০	৮১০.০০	৬২২০.০০	৬২২০.০০	৫৪১০.০০	৮১০.০০
মোট=	**৬২২০.০০**	**৫৪১০.০০**	**৮১০.০০**	**৬২২০.০০**	**৬২২০.০০**	**৫৪১০.০০**	**৮১০.০০**

৭.৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

Name & Designation with pay scale	Full time	Part time	Reasonable for more than one project	Date of		Remarks
				Appointment	Transfer	
1	2	3	4	5	6	7
1. **প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী**	yes	No	yes			-

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শন ও** পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিভিন্ন প্যাকেজে দেখা যায় যে, যেমনঃ- (১) মিরপুর ১০ নং গোল চত্বর হতে তালতলা বাস স্ট্যান্ড/আইডিবি ভবন পর্যন্ত রোকেয়া সরনী মেরামত ও উন্নয়ন কাজ-রাস্তার দৈর্ঘ্য ৩.২০০ কিঃমিঃ, প্রসহ দৈর্ঘ্য ২২.০০ মিটার, নর্দমা ৬.৬৪০ কিঃমিঃ, ফুটপাথ-দৈর্ঘ্য ৬.৬৪ কিঃমি, প্রসহ দৈর্ঘ্য ১.৮৩ মিটার, মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়। (২) রোকেয়া সরনী তালতলা বাস স্ট্যান্ড/আইডিবি ভবন হতে বিজয় সরনী পর্যন্ত উন্নয়ন কাজ-রাস্তার দৈর্ঘ্য ১.৪০০ কিঃমিঃ, প্রসহ দৈর্ঘ্য ২০.৫০ মিটার, নর্দমা ২.৮০০ কিঃমিঃ, ফুটপাথ-দৈর্ঘ্য ০.৫০০ কিঃমি, প্রসহ দৈর্ঘ্য ২.০০ মিটার, মোট ৩৪৪.৫২ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়। (৩) সৌন্দর্য বর্ধন ও ডেকোরেশন কাজ ৫০.০০ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়। (৪) মিরপুর সেকশন-১০ গোলচত্বর (ফলপট্রি) থেকে মিরপুর থানা (আভ্যন্তরিন) রাস্তার উন্নয়ন কাজ- রাস্তার দৈর্ঘ্য ০.৬৩০ কিঃমিঃ প্রসহ দৈর্ঘ্য ১১.০০ মিটার কাজ মোট ১২০. ৫০ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়। (৫) মিরপুর ১০ নং গোলচত্বর হতে গ্রামীণ ব্যাংক পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন কাজ- রাস্তার দৈর্ঘ্য ১.০৫ কিঃমিঃ প্রসহ দৈর্ঘ্য ২৬.০০ মিটার, নর্দমা ০.৬০ কিঃমিঃ কাজ মোট ২০০.০০ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়। (৬) মিরপুর ১০ নং গোলচত্তবর হতে ১ নং মোড় পর্যন্ত সড়কের নর্দমা ও ফুটপাথ উন্নয়ন কাজ-নর্দমা দৈর্ঘ্য ০.৬০ মিটার, ফুটপাথ দৈর্ঘ্য ৩.৬০ কিঃমিঃ, প্রস্থ দৈর্ঘ্য ২.৪০ মিটার কাজ মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকায় সম্পন করা হয়।

(ক) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল নির্মাণ কাজ ঢাকা সেনানিবাসের প্রকৌশল শাখা অর্থাৎ সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে।

(খ) রাস্তা সমূহের কোথাও কোথাও (বিটুমিনাস) কার্পেটিং ক্ষতিগ্রসহ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন জানান যে, এই ছোটখাটো মেরামত কাজসমূহ এখনই করা হলে রাস্তার সহায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

০৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবসহাঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন অবস্থা
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম নিরসনের জন্য স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাস্তার অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য বর্ধন ও ডেকোরেশন করা।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে ১০০%।

০৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১০। **সমস্যাঃ**

১০.১। প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল ডিসেম্বর,২০১০ হতে জুন,২০১১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২২০.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল ডিসেম্বর,২০১০ হতে ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটির আর্থিক ও মেয়াদকাল উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১। সুপারিশঃ

১১.১। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা/ড্রেনসমূহ পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

"তেজগাঁও আড়ং ও গুলশান শুটিং ক্লাব সংলগ্ন স্থানে লিংক ব্রীজ নির্মাণ (সংশোধিত)"

(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

০১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা সিটি এলাকা, ঢাকা।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

০৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের%)
মূল (প্র: সা:)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্র: সা:)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬০০.৩৮	৬৮১.৫৫	৬৬২.৮৬	জুলাই, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর,২০০৯	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন,২০১২	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন,২০১২	১০.৪%	১৬৬%

০৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো- ঢাকা শহরের পথচারীদের পারাপারের সুবিধা প্রদান এবং যানজট নিরসনের লক্ষ্যে তেজগাঁও আড়ং ও গুলশান শুটিং ক্লাব সংলগ্ন স্থানে লিংক ব্রীজ নির্মাণ।

০৬। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন :

৬.১। "তেজগাঁও আড়ং ও গুলশান শুটিং ক্লাব সংলগ্ন স্থানে লিংক ব্রীজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ৬০০.৩৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় জুলাই, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৭/০৫/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৬.২। আলোচ্য প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে ২৫.০০ মিটার স্প্যানের ব্রীজ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রকল্প এলাকা সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী স্থানে হাতিরঝিল এলাকার উন্নয়নের জন্য অন্য একটি ব্রীজ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন ছিল। হাতিরঝিল প্রকল্প কাজের সাথে মিল রেখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ব্রীজের কাজ সমন্বয় করার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), এলজিইডি ও ওয়াসা'র প্রতিনিধির উপস্থিতিতে একাধিক সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্রীজটি নতুন স্থানে ২৫.০০ মিটারের স্থলে ৪০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যে নির্মাণের প্রয়োজন হওয়াতে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়।

৬.৩। আলোচ্য প্রকল্পের ১ম সংশোধন ৬৮১.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৩/০৬/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়।

০৭। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	General & site facilities	-	৯.০৫	১০০%	৯.০৫	১০০%
২।	Earth work & dismantling	-	১৮.৭৩	১০০%	১৮.৭৩	১০০%
৩।	Pavement Work	-	৮১.১৭	১০০%	৮২.১৫	১০১.২%
৪।	Foundation	-	১৯২.০৫	১০০%	১৯২.০৫	১০০%
৫।	Structure	-	৩১৫.৮৫	১০০%	৩১৫.৮৫	১০০%

৬।	Utilities	-	৩৪.৭০	১০০%	১৫.০৩	৪৩.৩১%
৭।	Consultancy	-	১০.০০	১০০%	১০.০০	১০০%
৮।	Physical Contingency	-	২০.০০	১০০%	২০.০০	১০০%
	সর্বমোট		৬৮১.৫৫	-	৬৬২.৮৬	-

০৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

নিম্নবর্ণিত প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন-

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরন	সময়কাল
০১।	মো: শিহাব উল্লাহ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	জুলাই,২০০৮ হতে অক্টোবর,২০০৯
০২।	মো: আশিকুর রহমান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	অক্টোবর,২০০৯ হতে ডিসেম্বর,২০০৯
০৩।	মো: মনসুর আহমেদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	ডিসেম্বর,২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি,২০১০
০৪।	কাজী মো: বোরহান উদ্দীন	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	ফেব্রুয়ারি,২০১০ হতে এপ্রিল,২০১০
০৫।	মো: শরিফ উদ্দীন	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	এপ্রিল,২০১০ হতে আগস্ট,২০১০
০৬।	মো: আসাদুজ্জামান	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	আগস্ট,২০১০ হতে জানুয়ারি,২০১২
০৭।	মো: শরিফ উদ্দীন	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	জানুয়ারি,২০১২ হতে ফেব্রুয়ারি,২০১২
০৮।	মো: আরিফুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	ফেব্রুয়ারি,২০১২ হতে জুন, ২০১২

১০। পরিদর্শন : আলোচ্য প্রকল্পটি গত ২৭/০২/২০১৪ তারিখে আইএমই বিভাগের সহকারী পরিচালক মো: তাওসীফ রহমান কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রঃ প্রকল্প এলাকায় নির্মিত আর্ক টাইপ ব্রীজ

১১। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

১১.১। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত তেজগাঁও আড়ং ও গুলশান শুটিং ক্লাব সংলগ্ন স্থানে সংযোগ সৃষ্টিকারী ব্রীজটির দৈর্ঘ্য ৪০.০ (চল্লিশ) মিটার এবং এর স্ট্রাকচার আর্ক টাইপের। ব্রীজের দুই পাশে পথচারী চলাচলের জন্য পেভমেন্ট টাইলস বসানো হয়েছে এবং সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য স্টেইনলেস স্টীলের রেলিং দেয়া হয়েছে। ব্রীজের উভয় প্রান্তে যথেষ্ট প্রশস্ত Approach Road যানবাহন চলাচল সহজতর হয়েছে।

১১.২। কাজের গুণগত মান নিশ্চিত হবার জন্য কনক্রীট, পাথর, রড ইত্যাদির সম্পাদিত ল্যাবরেটরী টেস্টের রিপোর্টের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলঃ

১১.২.১। Ultimate Strength Test:

Component	Description	Average Ultimate Strength
MS Deformed Bar	10 mm dia	6550 kg/cm^2
	12mm dia	6550 kg/cm^2
	16 mm dia	6150 kg/cm^2
	20 mm dia	6400 kg/cm^2
	25 mm dia	6650 kg/cm^2

১১.২.২। Aggregate crushing value test:

Component	Description	Result
Stone Chips	Sealed condition	21%

১১.২.৩। Sieve analysis and grain size Distribution of sand Test:

Component	Description	Fineness Modulus(FM)
Sand	Sealed condition	2.86

১১.২.৪। Ten percent Fines value Test:

Component	Description	Result
Crushed Stone chips	Sealed condition	180kN

১১.২.৫। Compressive Strength Test:

Component	Location	Description	Average Crushing Strength
Cylinder (Aggregate Type: Stone chips)	Arch and Long Girder(1st) (Date of Casting: 17/01/2012)	28 days test	6490 psi
	Arch and Long Girder(2nd) (Date of Casting: 28/01/2012)	28 days test	6290 psi
	Arch and Long Girder(3rd) (Date of Casting:	28 days test	6970 psi

	07/02/2012)		
	Pile Casting (Date:12/04/2010)	28 days test	6410 psi
	Pile Casting (Date: 16/05/2010)	28 days test	6080 psi
	Pile Casting (Date:20/04/2010)	28 days test	6040 psi
	Pile Casting (Date: 13/04/2010)	28 days test	5850 psi
	Pile Casting (Date: 15/05/2010)	28 days test	5810 psi
	Pile Casting (Date: 18/05/2010)	28 days test	5710 psi
	Pile Casting (Date: 24/04/2010)	28 days test	5670 psi

সম্পাদিত Test Report -এর ফলাফল টেন্ডার ডকুমেন্টে প্রদত্ত মালামালের মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

১১.৩। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ব্রীজের নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য M/S AB-NTL JV নামক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৭/০৭/২০০৯ তারিখে ৫,৫৭,৭০,৪৮৩/= (পাচ কোটি সাতান্ন লক্ষ সত্তর হাজার চারশত তিরাশি) টাকা চুক্তি মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৯/০৬/২০১১ তারিখে ৬,৩৯,২০,৫২৪/= (ছয় কোটি উনচল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার পাচ শত চব্বিশ) টাকা চুক্তি মূল্যে সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৬,৩৭,৫৪,১৩৫/= (ছয় কোটি সাইত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশত পয়ত্রিশ) টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

১১.৪। অডিট আপত্তিঃ আলোচ্য প্রকল্পে কোন অডিট আপত্তি নেই।

১১.৫। জনবলঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নতুন কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। প্রকল্পটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জনবলের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো-ঢাকা শহরের পথচারীদের পারাপারের সুবিধা প্রদান এবং যানজট নিরসনের লক্ষ্যে তেজগাও আড়ং ও গুলশান শুটিং ক্লাব সংলগ্ন স্থানে লিংক ব্রীজ নির্মাণ।	সরেজমিনে পরিদর্শনের দেখা যায় যে, লিংক ব্রীজটি নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং যানবাহন চলাচল সহজতর হয়েছে।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:** প্রযোজ্য নয়।

১৪। **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১৪.১। যে স্থানে ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে গ্যাসের লাইন, ওয়াসার লাইন ও টেলিফোনের লাইন স্থাপন করা ছিল। Utility Shifting (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন লাইন) এর জন্য ব্রীজের নির্মাণ কাজ দীর্ঘ ১৭ মাস স্থগিত থাকায় বাস্তবায়ন কাজ বিলম্বিত হয়েছে।

১৪.২। আলোচ্য প্রকল্পে ৪ (চার) বছরে ৭(সাত) বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে। এত ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে বাস্তবায়ন কাজে বিলম্ব হয়েছে।

১৪.৩। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে হয়েছে। প্রকল্পটি ১.৫ (দেড়) বছরে সমাপ্ত হবার কথা থাকলেও প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে ৪ (চার) বছর সময় লেগেছে অর্থাৎ প্রকল্পের Time Over Run ১৬৬%।

১৫। **সুপারিশ:**

১৫.১। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়নের সময় (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন লাইন) shifting কাজে কি পরিমাণ সময় ও অর্থ প্রয়োজন হতে পারে সেই বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১৫.২। প্রকল্পের ৪ (চার) বছর বাস্তবায়নকালে ৭(সাত) বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা মোটেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে এ ধরনের ঘটনা এড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।

১৫.৩। আলোচ্য প্রকল্পে ১৬৬% Time Over run হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে এ প্রবণতা নিরুৎসাহিত করতে হবে।

"কনস্ট্রাকশন অফ স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এ্যাট আমিন বাজার"

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০ প্রকল্প পরিচিতি

১.১ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.২ নির্বাহী সংস্থা ঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

১.৩ প্রকল্পের অবস্থান ঃ আমিন বাজার, সাভার, ঢাকা

১.৪ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য ঃ

১.৪.১ পটভূমি

- ঢাকা মহানগরীতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সলিড বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে ল্যান্ডফিল সাইটে উন্মুক্তভাবে বর্জ্য ফেলে রাখা হচ্ছে যা পরিবেশবান্ধব নয়। উন্মুক্ত ডাম্পিং এর ক্ষতিকারক প্রভাব হ্রাসের জন্য জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশবান্ধব ডাম্পিং এর উপযুক্ত এবং বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো স্যানিটারি/স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল পদ্ধতি।

- ২০০৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে জাইকা ঢাকা শহরের আবর্জনা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে দশ বছর মেয়াদী (২০০৫-২০১৫) মাস্টার প্ল্যান প্রণীত হয়। এই মাস্টার প্ল্যানের অংশ হিসেবে ২০০৬ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন জাপান ঋণ মওকুফ তহবিলের আওতায় মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলের পুনর্বাসন কাজ শুরু করে। ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে দেশের সর্বপ্রথম এই স্যানিটারি/স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল উদ্বোধন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের অধীনে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল নির্মাণের অভিজ্ঞতা ও পরিচালনার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকার অদূরে সাভারের আমিন বাজারে আরেকটি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল নির্মাণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪.২ উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকা মহানগরীতে প্রতিনিয়ত উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার সলিড বর্জ্য পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারের আমিন বাজারে একটি স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ করা।

১.৫ প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে জাপান ঋণ মওকুফ তহবিলের অর্থে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটিতে কোন প্রকল্প সাহায্য বা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর নিজস্ব তহবিল থেকে কোন অর্থ বরাদ্দ ছিলনা।

২.০ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ এবং অংগভিত্তিক অগ্রগতি

২.১ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ ঃ নিচের সারণী দ্রষ্টব্য।

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	মূল অনুমোদিত	সর্বশেষ সংশোধিত		
মোট (জেডিসিএফ)	৬৪৯৮.৫০	--	৬২২৫.৮২	(-) ২৭২.৬৮
জিওবি (জেডিসিএফ)	৬৪৯৮.৫০	--	৬২২৫.৮২	(-) ২৭২.৬৮
প্রকল্প সাহায্য	--	--	--	--

ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল অনুমোদিত	সর্বশেষ সংশোধিত		
জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০১০ (২৪ মাস)	জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০১২ (৪৮ মাস)	জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০১২ (৪৮ মাস)	২৪ মাস (১০০.০০%)

২.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি

প্রকল্পটি জুন, ২০১২-এ সমাপ্ত হয়। গত ১৮/০৮/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন এর একটি অনুলিপি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে সরাসরি এ বিভাগে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে গত ৩১/১২/২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সমাপ্তি প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত সমাপ্তি প্রতিবেদনটি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের পরিবর্তে মহাপরিচালক এর স্বাক্ষর সংবলিত এবং নির্ধারিত স্থানে তাঁর কোন মন্তব্য ছাড়াই প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান, সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রদর্শিত তথ্য এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) নিচে সন্নিবেশিত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব অংশ						
০১	স্থানীয় পরামর্শক					
	টিম লিডার	জনমাস	০৮	১৬.৮০	--	--
	ডিপুটি টিম লিডার	জনমাস	০৮	১৪.৪০	--	--
	বর্জ্য ট্রিটমেন্ট বিশেষজ্ঞ	জনমাস	০৪	৭.২০	--	--
	ল্যান্ডফিল ডিজাইন বিশেষজ্ঞ	জনমাস	০৪	৭.২০	--	--
	পূর্ত/পরিবেশ প্রকৌশল বিশেষজ্ঞ	জনমাস	০৮	১৪.৪০	--	--
	ইআইএ বিশেষজ্ঞ	জনমাস	০৪	৭.২০	--	--
	দূষণ পরিবীক্ষণ বিশেষজ্ঞ	জনমাস	০৪	৭.২০	--	--
	হাইড্রোলজি ও হাইড্রোজিওলজি বিশেষজ্ঞ	জনমাস	০৪	৭.২০	--	--
	জিওটেকনিক্যাল প্রকৌশল বিশেষজ্ঞ	জনমাস	০৬	১০.৮০	--	--
	পরিবহন প্রকৌশল বিশেষজ্ঞ	জনমাস	০৬	১০.৮০	--	--
	তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিশেষজ্ঞ	জনমাস	০৩	৪.৮০	--	--
০২	পরীক্ষা ও জরিপ					
	লিচেইট কোয়ালিটি টেস্ট	সংখ্যা	০৫	২.৫০	০৫	৪.৯০
	গ্রাউন্ড ওয়াটার মনিটরিং	সংখ্যা	০২	২.৫০	০২	

	সার্ফেস ওয়াটার কোয়ালিটি টেষ্ট	সংখ্যা	০২	১.০০	০২	
	গ্যাস মনিটরিং	সংখ্যা	০২	১.০০	০২	
	এয়ার কোয়ালিটি টেষ্ট	সংখ্যা	০৩	১.৫০	০৩	
	নইজ লেভেল টেষ্ট	সংখ্যা	০২	১.০০	০২	
	লিচেইট পিএইচ	সংখ্যা	০২	০.৫০	০২	
০৩	পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ					
	প্রকল্প মেয়াদে অফিস	মাস	২৪	৩৬.০০	--	২৫.১০৩
	যানবাহন	মাস	২৪	২৪.০০	--	২৪.১৯৩
	টেলিফোন/ফ্যাক্স বিল্	মাস	২৪	৪.৮০	--	০.১৬৭
	অনির্ধারিত ও বিবিধ ব্যয়	--	থোক	১৫.০০	থোক	৩.১৭১
০৪	কর্মশালা/প্রশিক্ষণ (স্থানীয় ও বৈদেশিক)	--	থোক	৫০.০০	থোক	২২.৭৪
	উপ-মোটঃ (ক)	--	--	২৪৭.৮০	--	৮০.২৭৪
(খ) মূলধন অংশ						
০৫	পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি					
	বুলডোজার	সংখ্যা	০৩	৬৭৫.০০	০৩	৬৭৪.৫২৫
	এক্সক্যাভেটর	সংখ্যা	০৩	৭৫০.০০	০৩	৭৪৩.১০৭
	কন্টেইনার ক্যারিয়ার	সংখ্যা	২৭	১২৯৬.০০	২৭	১৩৪৬.২০৪
০৬	আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জাম					
	আসবাবপত্র	--	থোক	৬.০০	থোক	৩.৭৬৩
	এয়ারকন্ডিশনার	সংখ্যা	০১	০.৭০	০১	১৪.৬৬৩
	টেলিফোন	সংখ্যা	০১	০.৩০	০১	
	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	০১	২.০০	০১	
	কম্পিউটার	সংখ্যা	০২	১.২০	০২	
	প্রিন্টার	সংখ্যা	০১	০.৪০	০১	
	সহায়ক বিদ্যুৎ/জেনারেটর	সংখ্যা	০১	১.০০	০১	
	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	০১	০.৪০	০১	

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০৭	বিভিন্ন ধরনের পূর্তকাজ					
	কাভারিং সয়েল					
	লেভেলিং/সমতলকরণ	বর্গমিটার	৪০০০০	৪০.০০	৪১৭৪১	৪৫.০০
	মাটির আচ্ছাদন	ঘনমিটার	২০০০০	১০০.০০	২০০০০	৯৮.০০
	লেভেলিং/সমতলকরণ (ঢাল)	বর্গমিটার	৪০০০০	৪০.০০	৩৯৪৬১	৩৮.০০
	মাটির আচ্ছাদন (ঢাল)	ঘনমিটার	২০০০০	১০০.০০	২০০০০	৯৮.০০
০৮	ফ্যাসিলিটি সাইটের ব্যবস্থাপনা					
	বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন	মিটার	৪৮৫০	৭৭.৬০	১৪২৮	৬৫.৫০
	বৃষ্টির পানি ধারণের পুকুর	ইউনিট	০১	১০.০০	০১	১২.০০
	লিচেইট ধারণের পুকুর	ইউনিট	০১	১৪০.০০	০১	১৩৫.৪০
	ফ্লাডলাইট	ইউনিট	৭০	২৪১.৫০	০২*	২৩৯.০০
	ফ্লাডলাইট এর কেইবল্	মিটার	২০০০	৫০.০০	২০০০	৪৭.০০

	লিচেইট সঞ্চলন	ইউনিট	০৪	১২০.০০	০৪	১২৪.৪২
০৯	ঢাল ব্যবস্থাপনা (১২.৫০ মিটার পর্যন্ত)					
	বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন	মিটার	৩৮৬২	৬১.৮০	৪৩৫	১৪.০০
	লিচেইট পাইপ	মিটার	৩৫১০	৬৩১.৮০	৩২১০	৬০৯.৬৮২
	ফ্লাডলাইট	সংখ্যা	৫০	১৭২.৫০	০২*	১৬৭.৪৯৯
	ফ্লাডলাইট এর কেইবল্	মিটার	১৫০০	৩৭.৫০	১৫০০	৩৬.৫০
	লিচেইট সঞ্চলন	ইউনিট	০৫	১৫০.০০	০৫	১২৫.০০
১০	ট্রাক-স্কেল এবং নিয়ন্ত্রণ-ভবন					
	ট্রাক-স্কেল	সংখ্যা	০২	৮০.০০	০২	১২০.০০
	নিয়ন্ত্রণ-ভবন	সংখ্যা	০১	১৬০.০০	০১	১১০.৯৮
	গাড়ি ধোয়ার ব্যবস্থা	ইউনিট	০২	৪০.০০	০২	৮০.০০
	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	ইউনিট	০১	১৫.০০	০১	২৫.০০
	গ্যারেজ ও দরজা	ইউনিট	০১	৭৫.০০	০১	৬৯.৪১৪
১১	অবকাঠামো					
	ব্লক বাঁধ	মিটার	৮৯০	১০৬.৮০	৮৭৫	১০৪.২০
	লাইনার স্তর	বর্গমিটার	১৭৫০০০	৪০০.০০	১৯২৯৭২	৫৭৩.৬৭১
	প্ল্যাটফর্ম	সংখ্যা	০৪	৪৮৬.২০	০৪	৪২৫.০২২
	উপ-মোটঃ (খ)	--	--	৬০৬৮.৭০	--	৬১৪৫.৫৫
	মোটঃ (ক)+(খ)	--	--	৬৩১৬.৫০	--	৬২২৫.৮২৪
(গ) কস্ট এস্কেলেশন						
১২	১০% (কাজের ক্ষেত্রে)	--	--	১৮২.০০	--	--
	সর্বমোটঃ (ক)+(খ)+(গ)	--	--	৬৪৯৮.৫০	--	৬২২৫.৮২৪

৩.০ প্রকল্পের আওতায় কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

৩.১ অসমাপ্ত কাজের নামঃ স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ

অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের অধীনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে ৫৯ জনমাসের বিপরীতে মোট ১০৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে এর পূর্বে ঢাকার মাতুয়াইলে সমাপ্ত স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ প্রকল্পের আদলে এই প্রকল্পে স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল প্রকল্পের অধীনে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল নির্মাণের অভিজ্ঞতা ও পরিচালনার দক্ষতা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অর্জন করেছে অর্থাৎ উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা সিটি করপোরেশনে কারিগরিবিদ্যা স্থানান্তরিত হয়েছে বিধায় এই প্রকল্পের আওতায় সংস্থান থাকলেও কোন পরামর্শক নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। এর ফলে এ খাতে কোন ব্যয় হয়নি এবং এ খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরত দেয়া হয়েছে।

৪.০ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়/পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছেঃ

- ✓ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✓ সরেজমিন পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা।

৫.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

৫.১ অনুমোদন

প্রকল্পটি মোট ৬৪৯৮.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৮/০৮/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। গত ১৫/১১/২০০৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ এবং গত ২৭/১১/২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

৫.২ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি

পরবর্তীতে বিভিন্ন বাস্তবতার দরূণ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের পরিবর্তন ব্যতিরেকে এর মেয়াদ তিন দফা বৃদ্ধি করা হয়। এর মধ্যে ১৫/০৩/২০১০ তারিখের আইএমইডি'র সম্মতিক্রমে ২৭/০৪/২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১১ পর্যন্ত প্রথমবার এক বছর বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ২৮/০৪/২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ এর অনুরোধক্রমে ০৫/০৭/২০১১ তারিখের আইএমইডি'র সুপারিশের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এর মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত আরও ছয় মাস বৃদ্ধি করা হয়। এরপর পরিবেশবাদী সংগঠন 'বেলা' কর্তৃক দায়েরকৃত রিটের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশানুযায়ী প্রকল্পের সকল প্রকার কার্যক্রম স্থগিত রেখে উক্ত ল্যান্ডফিলের পরিবেশগত দূষণের পরিমাণ নিরুপণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে বুয়েট কর্তৃক ফলাফল হাইকোর্টে দাখিল করা হয়, যা পরিবেশগত দিক থেকে সন্তোষজনক হওয়ায় মহামান্য হাইকোর্ট থেকে পুনরায় প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা পাওয়া যায়। এতে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে বেশ কিছুদিন বিলম্বিত হয়। এর প্রেক্ষিতে ২১/১২/২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ এর পুনরায় অনুরোধক্রমে ৩১/০১/২০১২ তারিখের আইএমইডি'র সুপারিশের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ১৯/০২/২০১২ তারিখে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে তৃতীয় ও শেষবারের মত জুন, ২০১২ পর্যন্ত আরও ছয় মাস সম্প্রসারণ করা হয়।

৬.০ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং ব্যয়

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বছরওয়ারি এডিপি বরাদ্দ চাহিদা উল্লেখ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মোট ০৪টি আর্থিক বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ৬৫৭৯.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে; যার সম্পূর্ণ অংশই অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে মোট ৬২২৫.৮২ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯৫.৮০% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের প্রায় ৯৪.৬২%।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০০৮-২০০৯	২৯০০.০০	২৯০০.০০	--	২৯০০.০০	২৯০০.০০	২৯০০.০০	--
২০০৯-২০১০	১৭৯৯.২৫	১৭৯৯.২৫	--	১৭৯৯.২৫	১৫৩৯..৫১	১৫৩৯.৫১	--
২০১০-২০১১	১৩৪৮.০০	১৩৪৮.০০	--	১৩৪৮.০০	১৩৪৮.০০	১৩৪৮.০০	--
২০১১-২০১২	৫৩২.৫০	৫৩২.৫০	--	৫৩২.৫০	৪৩৮.৩১	৪৩৮.৩১	--
সর্বমোট	৬৫৭৯.৭৫	৬৫৭৯.৭৫	--	৬৫৭৯.৭৫	৬২২৫.৮২	৬২২৫.৮২	--

⇨ পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রদর্শিত উপর্যুক্ত তথ্যমতে প্রকল্পের জন্য মোট অবমুক্ত করা হয়েছে ৬৫৭৯.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬২২৫.৮২ লক্ষ টাকা। এ হিসেবে ৩৫৩.৯৩ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার কথা। প্রকল্প পরিচালক জানান যে অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৭.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

৭.১ প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে তৎকালীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর তিনজন কর্মকর্তা বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্থার নিজস্ব রাজস্ব বাজেটের অধীনে তাঁদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও বেতন স্কেল	নিয়োগের ধরন	একের অধিক প্রকল্পে নিয়োজিত	কার্যকাল	
				যোগদান	বদলি
০১	ড. তারিক বিন ইউসুফ নির্বাহী প্রকৌশলী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। (বেতন স্কেলঃ টাঃ ১৩,৭৫০-১৯,২৫০/-)	পূর্ণকালীন	X	২৮-১২-২০০৫*	২২/১২/২০১১
০২	সৈয়দ ক্বুদরাতুল্লাহ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। (বেতন স্কেলঃ উল্লেখ নেই)	পূর্ণকালীন	X	২৩/১২/২০১১	২৬/০৯/২০১১*
০৩	আবু সালেহ মোঃ মাইনউদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। (বেতন স্কেলঃ টাঃ ১৩,৭৫০-১৯,২৫০/-)	পূর্ণকালীন	X	২৭/০৯/২০১১	৩০/০৬/২০১২

☞ লক্ষণীয়

(ক) প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রদর্শিত উপর্যুক্ত তথ্যমতে প্রকল্পের ১ম দুইজন প্রকল্প পরিচালকের যোগদান এবং বদলির তারিখে অসংগতি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

(খ) সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি-সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসারে অর্থ বিভাগের 'জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি'র সুপারিশ মোতাবেক প্রকল্পের জন্য জনবল নিয়োগ করার বিধান আছে, কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পে জনবল নিয়োগের বিষয়ে উক্ত কমিটি'র কোন সুপারিশ অনুমোদিত ডিপিপিতে পাওয়া যায় না। প্রকল্প প্রণয়নের প্রারম্ভেই উক্ত কমিটি'র সভা আয়োজনপূর্বক কমিটি'র সুপারিশ ডিপিপিতে সংযুক্ত করে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করা উচিৎ ছিল যা এক্ষেত্রে অনুসৃত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৮.১ প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২ তারিখে সমাপ্ত ঘোষিত হয় এবং এর 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' গত ১৬/০১/২০১৪ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সাব-সেক্টরে পাওয়া যায়। প্রকল্পটি'র সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক, জনাব রনি রহমান কর্তৃক গত ১৬-০৩-২০১৪ তারিখে সাভারের আমিন বাজারে বাস্তবায়িত অংশ সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক জনাব আবু সালেহ মোঃ মাইনউদ্দিন (তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা) এবং জনাব এ এইচ এম আবদুল্লা হারুন (সহকারী প্রকৌশলী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা) উপস্থিত ছিলেন।

৮.২ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪৯৮.৫০ লক্ষ টাকা। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুসারে প্রকল্পটির আওতায় মোট ব্যয় হয়েছে ৬২২৫.৮২ লক্ষ টাকা। এ হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৫.৮০%।

৮.৩ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের অনুমোদিত খাতওয়ারি বাস্তবায়ন এবং অর্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ

৮.৩.১ রাজস্ব অংশ

● স্থানীয় পরামর্শক

অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের অধীনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে ৫৯ জনমাসের বিপরীতে মোট ১০৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুসারে এ খাতে কোন পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়নি, বিধায় কোন ব্যয় হয়নি। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ০%।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব ও মূলধন খাতে বিভিন্ন অংগ ঢাকার মাতুয়াইলে নির্মিত স্যানিটারি ল্যান্ডফিল প্রকল্প অনুসারে নির্ধারণ করা হয়েছিল। উক্ত প্রকল্পে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত প্রকল্পের অধীনে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল নির্মাণের অভিজ্ঞতা ও পরিচালনার দক্ষতা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে অর্জন করেছে অর্থাৎ উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা সিটি করপোরেশনে কারিগরিবিদ্যা স্থানান্তরিত হয়েছে বিধায় এই প্রকল্পের আওতায় কোন পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়নি এবং এ খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরত দেয়া হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

● পরীক্ষা ও জরিপ

অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের আওতায় ০৫টি লিচেইট কোয়ালিটি পরীক্ষা, ০২টি গ্রাউন্ট ওয়াটার মনিটরিং, ০২টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির কোয়ালিটি পরীক্ষা, ০২টি গ্যাস মনিটরিং, ০৩টি এয়ার কোয়ালিটি পরীক্ষা, ০২টি শব্দমাত্রা পরীক্ষা এবং ০২টি লিচেইট পিএইচ পরীক্ষাসহ মোট ০৭ প্রকারের ১৮টি পরীক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১০.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে ৪.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত সকল পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৪৯%, বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্তকৌশল বিভাগ কর্তৃক সকল পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে সকল পরীক্ষার ফলাফল জানা সম্ভব হয়নি। বাতাসের মান

পরীক্ষার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ল্যান্ডফিল সাইটের বাতাসে মান পরিমাপক Suspended Particulate Matter (SPM)এবং Partivulate Matter less than 10um (PM10) এর মাত্রা স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা অপেক্ষা লক্ষণীয়ভাবে বেশি। চলমান বর্জ্য ডাম্পিং কার্যক্রম-কে এর কারণ হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দমাত্রা পরীক্ষার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৪/০১/২০১১ তারিখে সাইটের প্রবেশমুখ এবং চারটি প্রান্তে শব্দমাত্রা পরীক্ষা করা হয়। চলমান বর্জ্য ডাম্পিং কার্যক্রম এবং কন্টেইনার-ক্যারিয়ার ও বুলডোজার এর বিচলন এর দরুণ দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে শব্দমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে সার্বিকভাবে শব্দমাত্রা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে আছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির মান পরীক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২২/০২/২০১১ এবং ১২/০৩/২০১১ তারিখে বাঁধের বাইরের অংশে দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে দুটি পরিবীক্ষণ কূপ স্থাপন করে পানির মান পরীক্ষা করা হয়। প্রতিবেদনে দক্ষিণ দিকের কূপের পানির মান পূর্ব দিকের কূপের পানির মান অপেক্ষা খারাপ পাওয়া যায়। সেটিতে উচ্চ মাত্রায় ক্রোমিয়াম এবং লেড এর উপস্থিতি পাওয়া যায়।

☞ *লক্ষণীয়*

অনুমোদিত ডিপিপি'তে 'পরীক্ষা ও জরিপ' খাতের অধীনে প্রতিটি পরীক্ষার ভৌত পরিমাণ ও বরাদ্দ পৃথকভাবে উল্লেখ থাকলেও প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ এ খাতের মোট ব্যয় একত্রে দেখানো হয়েছে ফলে খাতটির আওতায় প্রতিটি পরীক্ষার জন্য ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে কী পরিমাণ ব্যয় হয়েছে তা নির্ণয় করা যাচ্ছেনা।

- পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ

অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের আওতায় বিভিন্ন অংগের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৭৯.৮০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৫২.৬৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৬৫.৯৫%।

⇨ *পর্যবেক্ষণ*

যানবাহনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে অনুমোদিত বরাদ্দের অতিরিক্ত ০.১৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে আলোচ্য খাতের অধীনে অবশিষ্ট তিনটি উপ-খাতের অব্যয়িত অর্থ থেকে সমন্বয় করে যানবাহনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-খাতে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে তবে সার্বিকভাবে খাতটির আওতায় মোট ব্যয় মোট বরাদ্দ অপেক্ষা ২৭.১৭ লক্ষ টাকা কম হয়েছে।

☞ *লক্ষণীয়*

সংশ্লিষ্ট পরিপত্র অনুসারে আন্তঃখাত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ডিপিইসি এর সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে এটি অনুসৃত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

- কর্মশালা/প্রশিক্ষণ (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের অধীনে থোক বরাদ্দ হিসেবে ৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পিসিআর অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে ২২.৭৪ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৪৫.৪৮%।

⇨ *পর্যবেক্ষণ*

প্রাপ্ত পিসিআর থেকে জানা যায় যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে ল্যান্ডফিল সাইট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মালয়শিয়া, ভিয়েতনাম এবং ভারতে শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়। শিক্ষাসফরসমূহে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে মালয়শিয়া ও ভিয়েতনাম শিক্ষাসফরে ১৩ জন এবং ভারত শিক্ষাসফরে ১২ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

৮.৩.২.১ মুলধন অংশ

- পরিচালনা-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি

অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের অধীনে ০৩টি বুলডোজার, ০৩টি এক্সক্যাভেটর এবং ২৭টি কন্টেইনার ক্যারিয়ার মোট ২৭২১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। পিসিআর অনুযায়ী ৪২.৮৩৬ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয়ে মোট ২৭৬৩.৮৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। কন্টেইনার ক্যারিয়ার ক্রয়ে নির্ধারিত বরাদ্দের অতিরিক্ত ৫০.২০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ১০১.৫৭%, বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

⇨ *পর্যবেক্ষণ*

এ অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে পিসিআর-এ উল্লেখ আছে যে অনুমোদিত ডিপিপিতে কস্ট এস্কেলেশন হিসেবে বরাদ্দকৃত অংশ থেকে কন্টেইনার-ক্যারিয়ার ক্রয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। তবে, এখানে উল্লেখ্য যে অনুমোদিত ডিপিপিতে কাজের ক্ষেত্রে ১০% কস্ট এস্কেলেশন (Cost Escalation 10% for Works) বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ক্রয়কাজে এ বরাদ্দ থেকে ব্যয় বোধগম্য নয়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে তিনটি ট্র্যাক-টাইপ এক্সক্যাভেটর এবং তিনটি ট্র্যাক-টাইপ বুলডোজার ক্রয় করা হয়েছে এবং সেগুলো পরিচালনায় নিয়োজিত আছে। সবগুলো জাপানের Komatsu ব্র্যান্ডের। পরিদর্শনকালে কয়েকটি বর্জ্য কন্টেইনার ক্যারিয়ার দেখতে পাওয়া যায়।

বর্জ্য কন্টেইনার ক্যারিয়ার

ট্র্যাক-টাইপ বুলডোজার

ট্র্যাক-টাইপ এক্সক্যাভেটর

- আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জাম

অনুমোদিত ডিপিপিতে আসবাবপত্র এবং ০১টি এয়ারকন্ডিশনার, ০১টি টেলিফোন সেট, ০১টি ফটোকপিয়ার, ০১টি প্রিন্টার, ০২টি কম্পিউটার সেট, ০১টি ফাক্স মেশিন এবং ০১টি জেনারেটর ক্রয়ের জন্য এ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১২.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী ১৮.৪২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ খাতটিতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ৬.৪২৬ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ১৫৩.৫৫%, বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

☞ *লক্ষণীয়*

অনুমোদিত ডিপিপি'তে 'আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জাম' খাতের অধীনে অংগওয়ারী ভৌত পরিমাণ ও বরাদ্দ পৃথকভাবে উল্লেখ থাকলেও প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ এ খাতের অধীনে কেবল আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ব্যয় আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। অফিস সরঞ্জামসমূহের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় একত্রে দেখানো হয়েছে, ফলে অফিস সরঞ্জামসমূহের ক্ষেত্রে অংগওয়ারী পৃথকভাবে কত ব্যয় হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। অধিকন্তু

অনুমোদিত ডিপিপিতে আসবাবপত্র খাতে কী কী ক্রয় করা হবে তা উল্লেখ নেই বরং থোক হিসেবে দেখানো আছে।

⇨ *পর্যবেক্ষণ*

আলোচ্য খাতটিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে পিসিআর-এ উল্লেখ আছে যে, অনুমোদিত ডিপিপিতে কস্ট এস্কেলেশন হিসেবে বরাদ্দকৃত অংশ থেকে অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু অনুমোদিত ডিপিপিতে কাজের ক্ষেত্রে ১০% কস্ট এস্কেলেশন (Cost Escalation 10% for Works) *বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ক্রয়কাজে এ বরাদ্দ থেকে ব্যয় বোধগম্য নয়। ফলে এ বিষয়েও প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।*

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

(ক) পরিদর্শনকালে জানা যায় যে কম্পিউটার সেট, টেলিফোন সেট, ফটোকপিয়ার এবং ফ্যাক্স মেশিন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সম্মেলন কক্ষে চেয়ার টেবিল ও একটি স্প্লিট-টাইপ এয়ারকন্ডিশনার এবং আরেকটি কক্ষে চেয়ার-টেবিল স্থাপন করা হয়েছে বলে দেখা যায়। অন্যান্য কক্ষ বন্ধ থাকায় দেখা যায় নি। এছাড়া বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রে ৩০০ কেভিএ ক্ষমতার জেনারেটর, সুইচগিয়ার, ৫০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) আসবাবপত্রসমূহের কোনটির গায়েই প্রকল্পের নাম-নির্দেশক কোন লেখনি বা সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে এগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন্ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বোঝা যায় না।

৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ভবন

৩০০ কেভিএ জেনারেটর

সুইচগিয়ার

সম্মেলন কক্ষে স্প্লিট-টাইপ এসি

আসবাবপত্রের বিভিন্ন অংশের চিত্র

- <u>বিভিন্ন ধরনের পূর্ত কাজ</u>

  অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের আওতায় বিভিন্ন অংগের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ২৮০.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ২৭৯.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৯.৬৪%।

  ⇨ *<u>পর্যবেক্ষণ</u>*

  লেভেলিং এর ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উল্লিখিত পরিমাণের অধিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং লেভেলিং (ঢাল) এর ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণের কম কাজ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে এক্ষেত্রে প্রাক্কলনে ভুল ছিল। মূলত মাতুয়াইলে নির্মিত স্যানিটারি ল্যান্ডফিল প্রকল্প অনুসারে প্রাক্কলন করা হয়েছিল। এছাড়া লেভেলিং এর ক্ষেত্রে ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ৫.০০ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয়ের বিষয়ে তিনি জানান যে আলোচ্য খাতের অধীনে অবশিষ্ট তিনটি উপ-খাতের অব্যয়িত অর্থ থেকে সমন্বয় করে লেভেলিং উপ-খাতে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে তবে সার্বিকভাবে খাতটির আওতায় মোট ব্যয় মোট বরাদ্দ অপেক্ষা ১.০০ লক্ষ টাকা কম হয়েছে।

  ☞ *<u>লক্ষণীয়</u>*

  এক্ষেত্রেও আন্তঃখাত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিপত্র অনুসৃত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

- <u>ফ্যাসিলিটি সাইটের ব্যবস্থাপনা</u>

  অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের আওতায় বিভিন্ন অংগের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৬৩৯.১০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৬২৩.৩২ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৭.৫৩%।

  ⇨ *<u>পর্যবেক্ষণ</u>*

  (ক) দেখা যাচ্ছে যে বৃষ্টির পানি নিস্কাশন এর ক্ষেত্রে ৪৮৫০ মিটার এর পরিবর্তে ১৪২৮ মিটার কাজ। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক পুনরায় ভুল প্রাক্কলনের উল্লেখ করেন।

  (খ) তাছাড়া বৃষ্টির পানি ধারণের পুকুর এর ক্ষেত্রে অনুমোদিত ১০ লক্ষ টাকার অধিক ২.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত এবং লিচেইট সঞ্চলন এর ক্ষেত্রে অনুমোদিত ১২০.০০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ৪.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে আলোচ্য খাতের অন্যান্য উপ-খাতের অব্যয়িত অর্থ থেকে সমন্বয় করে অতিরিক্ত ব্যয়সমূহ নির্বাহ করা হয়েছে তবে সামগ্রিকভাবে খাতটির আওতায় মোট ব্যয় মোট বরাদ্দ অপেক্ষা ১৫.৭৮ লক্ষ টাকা কম হয়েছে।

  ⇨ *<u>পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ</u>*

  (ক) অনুমোদিত ডিপিপিতে ৭০ ইউনিট পোলভিত্তিক ফ্লাডলাইট স্থাপনের সংস্থান থাকলেও পরিদর্শনকালে দেখা যায় এর পরিবর্তে ২টি টাওয়ার স্থাপন করে টাওয়ারভিত্তিক ফ্লাডলাইট স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে বর্জ্য সর্বোচ্চ ২০ মিটার পর্যন্ত স্তুপ করার পর তা চূড়ান্তভাবে ঢেকে দেয়া হবে। এছাড়াও চুরি প্রতিরোধে এবং রাত্রিকালীন কাজের সুবিধার্থে মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের আদলে টাওয়ারভিত্তিক ফ্লাডলাইট স্থাপন করা হয়েছে। এতে আলোর মোট ঔজ্জ্বল্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান যে প্রতিটি টাওয়ারে প্রতিটি ১ কিলোওয়াট ক্ষমতার মোট ১২ কিলোওয়াট ক্ষমতার ১২টি করে লাইট একত্রে স্থাপন করা আছে। তবে পরিদর্শনকালে কোন টাওয়ারেই ১২টি লাইট দেখা যায় নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, লাইটগুলোর মেরামতের কাজ হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্য অনুযায়ী এ পরিবর্তনের ফলে কাজের সুবিধা সৃষ্টি হলেও কাজটি অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী হয় নি। এক্ষেত্রে প্রকল্প সংশোধন করা উচিৎ ছিল।

  (খ) পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে চারটি ব্লোয়ার স্থাপন করা হয়েছে।

লিচেইট ধারণ পুকুর | বৃষ্টির পানি ধারণ পুকুর | টাওয়ারভিত্তিক লাইট ব্যবস্থা

- ঢাল ব্যবস্থাপনা

  অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের আওতায় বিভিন্ন অংগের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১০৫৩.৬০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৯৫২.৬৮ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯০.৪২%।

  ⇨ *পর্যবেক্ষণ*

  বৃষ্টির পানি নিস্কাশন এবং লিচেইট পাইপ এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩৮৬২ মিটার এবং ৩৫১০ মিটার এর পরিবর্তে ৪৩৫ মিটার এবং ৩২১০ মিটার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গেও প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিপিপিতে ভুল প্রাক্কলন উল্লেখ করা হয়েছিল।

  ⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

  অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০ ইউনিট পোলভিত্তিক ফ্লাডলাইট স্থাপনের সংস্থান থাকলেও পরিদর্শনকালে দেখা যায় এর পরিবর্তে ২টি টাওয়ার স্থাপন করে টাওয়ারভিত্তিক ফ্লাডলাইট স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে একই কারণে এক্ষেত্রেও মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের আদলে টাওয়ারভিত্তিক ফ্লাডলাইট স্থাপন করা হয়েছে। এতে আলোর মোট ঔজ্জ্বল্য অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্য অনুযায়ী এ পরিবর্তনের ফলে কাজের সুবিধা সৃষ্টি হলেও কাজটি অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী হয় নি।

- ট্রাক স্কেল এবং নিয়ন্ত্রণ ভবন

  অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের আওতায় ০২টি ট্রাক স্কেল, ০১টি নিয়ন্ত্রণ ভবন, ০২ ইউনিট গাড়ি ধোয়ার ব্যবস্থা, ০১ ইউনিট পানি সরবরাহ (গভীর নলকূপ) ব্যবস্থা, ০১ ইউনিট গ্যারেজ ও গেট স্থাপনের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৩৭০.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে ৩৫.৩৯৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ে মোট ৪০৫.৩৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ট্রাক স্কেল স্থাপন, গাড়ি ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপন এবং পানি সরবরাহ সুবিধা স্থাপনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ, ৪০ লক্ষ, এবং ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ১০৯.৫৬%, বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

  ⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

  পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য কাজসমূহ সম্পাদন করা হয়েছে। একটি একতলা নিয়ন্ত্রণ ভবন, একটি একতলা গার্ডরুম-কাম কম্পিউটার রুম, একটি একতলা সিকিউরিটি ব্যারাক, দুইটি ট্রাক স্কেল, ০২টি গাড়ি ধোয়ার ব্যবস্থা, পানি সরবরাহের জন্য একটি গভীর নলকূপ ও পাম্প হাইস, দুইটি ২০০০ লিটার পানি ধারণক্ষম গাজী প্লাস্টিক পানির ট্যাংক স্থাপন এবং গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে।

☞ *<u>লক্ষণীয়</u>*

আলোচ্য খাতে অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ৩৫.৩৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয় কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনুমোদিত বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী। কিসের ভিত্তিতে এ অনুমোদনহীন অতিরিক্ত ব্যয় করা হলো সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

গভীর নলকূপ ব্যবস্থা

দুই ইউনিট গাড়ি ধোওয়ার ব্যবস্থা

দুই ইউনিট ট্রাক-স্কেল ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

- <u>অবকাঠামো</u>

অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতের আওতায় বিভিন্ন অংগের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৯৯৩.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১১০২.৮৯৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ১১১%।

⇨ *<u>পর্যবেক্ষণ</u>*

দেখা যাচ্ছে যে, ব্লকের বাঁধ নির্মাণে নির্ধারিত পরিমাণের কম কাজ হয়েছে। লাইনার লেয়ারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণের অধিক কাজ এবং অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয় হয়েছে (১৭৩.৬৭১ লক্ষ)। প্রকল্প পরিচালক

জানান যে, ডিপিপিতে ভুল প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

☞ *লক্ষণীয়*

এক্ষেত্রেও আলোচ্য খাতে অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

৯.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে	পিসিআর অনুসারে উদ্দেশ্য অর্জন
০১	ঢাকা মহানগরীতে প্রতিনিয়ত উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার সলিড বর্জ্য পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারের আমিন বাজারে একটি স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ করা।	উন্মুক্ত ডাম্পিং-কে স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ল্যান্ডফিলটিতে ২০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বর্জ্য স্তুপ করা যাবে। কর্মপরিবেশ এবং চারপাশের পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে।

৯.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিষয়ে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ

(ক) আলোচ্য ল্যান্ডফিল সাইটটি সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে পিসিআর-এ উল্লিখিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সফলতার সাথে আইএমইডি দ্বিমত পোষণ করে। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল বলতে তাকেই বোঝায় যেখানে বর্জ্য চারপাশের পরিবেশ (ভূগর্ভস্থ পানি, বাতাস, বৃষ্টি) থেকে পৃথক থাকে। এজন্য একটি আদর্শ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিলের প্রধান কার্যক্রমের একটি হলো প্রতিদিনের বর্জ্যের উপর মাটির আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে দেয়া যেন বর্জ্যসমূহ বাতাস/পরিবেশ এর সংস্পর্শে না আসে এবং পাখি, ইঁদুর, পোকামাকড়, বা মশা/মাছি এতে প্রবেশ করতে না পারে। প্রতিদিনের মাটির আচ্ছাদন দেয়ার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণ করা। এ কাজগুলো করা না হলে উন্মুক্ত ডাম্পিং এবং স্যানিটারি/স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিলের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনা। কিন্তু আলোচ্য ল্যান্ডফিল সাইটটি পরিদর্শনে দেখা যায় যে, উন্মুক্ত ডাম্পিং হচ্ছে। মাটির আচ্ছাদন দেয়া হচ্ছেনা। প্রকল্প পরিচালক স্বীকার করেন যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছেনা তবে এক্ষেত্রে তিনি পর্যাপ্ত জনবল ও অর্থবরাদ্দের সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করেন। তিনি জানান যে প্রতিদিনের বর্জ্যের উপর মাটির আচ্ছাদন দেয়া উচিৎ হলেও জনবল ও অর্থের অপ্রতুলতার দরূণ প্রতিদিন তা করা যাচ্ছেনা, তবে ৪/৫ মাস পর পর একবার করে মাটির আচ্ছাদন দেয়া হয়ে থাকে। তবে তিনি বলেন যে, বর্জ্যসমূহ বুলডোজার দিয়ে কম্প্যাক্ট করা হয়ে থাকে, এতে ক্ষতিকর প্রভাব অনেকটা হ্রাস পায়। তবে বাস্তব চিত্র হলো একটি মাটির আচ্ছাদনের পূর্বে প্রায় ৪/৫ মাস ধরে প্রতিদিনকার বর্জ্য উন্মুক্তভাবে ডাম্পিং করা হচ্ছে, এতে এটি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল কীভাবে হতে পারে তা বোধগম্য নয়।

(খ) এছাড়া পুরো সাইটটি ঘুরে দেখার সময় যত্রতত্র বর্জ্য পড়ে থাকতে দেখা যায়। চারটি প্ল্যাটফর্মের একটি বর্জ্যে একেবারে ঢাকা পড়েছে দেখা যায়। মাটির আচ্ছাদন না থাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক থেকে ল্যান্ডফিলে প্রবেশের সংযোগ সড়কের দুই পাশেই যত্রতত্র বর্জ্য পড়ে থাকতে দেখা যায়। সাইটের ভিতরে কিছু কিছু স্থানে এবং সাইটে প্রবেশের সংযোগ সড়কের দুই পাশের বর্জ্যসমূহ গড়িয়ে পার্শ্ববর্তী জমিতে পড়ছে। তাছাড়া বৃষ্টির পানি প্রবাহের নর্দমায় পানি বা লিচেইট বা বর্জ্য জমা হয়ে থাকতে দেখা গেছে। নর্দমায় বর্জ্য পড়ে থাকায় বৃষ্টির পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। লিচেইট ধারণ পুকুরেও আবর্জনা দেখা যায়। ফলে বর্জ্যের লিচেইট পূর্ণমাত্রায় পুকুরে প্রবাহিত হচ্ছে কি-না তা বোঝা যায় নি। অনুমোদিত প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনকাজ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপনকাজ, যানবাহন ক্রয়, নিয়ন্ত্রণ ভবন, গ্যারেজ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, গাড়ি ধোয়া ব্যবস্থা, ট্রাক-স্কেল স্থাপন এবং অন্যান্য অবকাঠামো/স্থাপনা নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলেও একটি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিলের মূল উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সাধিত হচ্ছেনা বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

(গ) তাছাড়া, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নিয়ন্ত্রণ ভবনের দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে মেরামত করা হয়েছে দেখা যায়। এতে বোঝা যায় যে সিভিল ওয়ার্ক মানসম্মত হয়নি। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় বুয়েট কর্তৃক পানি, বাতাস, লিচেইট, শব্দমাত্রা ইত্যাদির মান পরীক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু এরপর আর এ সকল পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়নি বলে জানা যায়। কিন্তু এ সকল পরীক্ষা নিয়মিত করা প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ করা অতি জরুরি।

আবর্জনা সংবলিত লিচেইট ধারণ পুকুর

আবর্জনার স্তুপে ঢেকে যাওয়া একটি প্ল্যাটফর্ম

যত্রতত্র আবর্জনা গড়িয়ে পার্শ্ববর্তী জমিতে পড়ছে

বৃষ্টির পানি প্রবাহের নর্দমায় বর্জ্য

ল্যান্ডফিল সাইটে প্রবেশের সংযোগ সড়কের দুই পাশে বর্জ্য পড়ে আছে

১০.০ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন, বাস্তবায়নোত্তর এবং অন্যান্য সমস্যা

১০.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যা

১০.১.১ প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয়

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে অর্থ বিভাগের 'জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি'র সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত নেই। উক্ত কমিটি'র সুপারিশ ব্যতিরেকে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় বলে প্রতীয়মান হয়।

১০.১.২ প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি

প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন বাস্তবতার কারণের প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে তিন দফা বৃদ্ধি করা হয়।

১০.১.৩ অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয়/আন্তঃখাত সমন্বয়ে পরিপত্রের ব্যত্যয়

'ট্রাক-স্কেল এবং নিয়ন্ত্রণ ভবন' এবং 'অবকাঠামো' খাতদ্বয়ে অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। অনুমোদিত বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রকল্প সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল যা অনুসরণ করা হয়নি। এছাড়া 'পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ', 'বিভিন্ন ধরনের পূর্ত কাজ' এবং 'ফ্যাসিলিটি সাইটের ব্যবস্থাপনা' খাতত্রয়ে সংশ্লিষ্ট পরিপত্র অনুসরণ ব্যতিরেকে আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে অনুমোদিত ডিপিপিতে কাজের ক্ষেত্রে ১০% কস্ট এস্কেলেশন (Cost Escalation 10% for Works) বরাদ্দ থাকলেও পরিচালনা-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ে এ অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি বোধগম্য নয়।

১০.১.৪ অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুসারে কাজ না করা

অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ১২০ ইউনিট পোলভিত্তিক ফ্লাডলাইট স্থাপনের সংস্থান থাকলেও পরিদর্শনকালে দেখা যায় এর পরিবর্তে ৪টি টাওয়ার স্থাপন করে টাওয়ারভিত্তিক ফ্লাডলাইট স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে বর্জ্য সর্বোচ্চ ২০ মিটার পর্যন্ত স্তুপ করার পর তা চূড়ান্তভাবে ঢেকে দেয়া হবে। এছাড়াও চুরি

প্রতিরোধে এবং রাত্রিকালীন কাজের সুবিধার্থে মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের আদলে টাওয়ারভিত্তিক ফ্লাডলাইট স্থাপন করা হয়েছে। এতে আলোর মোট ঔজ্জ্বল্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রকল্প পরিচালকের বক্তব্য অনুযায়ী এ পরিবর্তনের ফলে কাজের সুবিধা সৃষ্টি হলেও কাজটি অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী হয়নি, যা প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূত এবং পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী।

১০.২ প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর সমস্যা

১০.২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়া

আলোচ্য প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাভারের আমিন বাজারে একটি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল নির্মাণ করা। কিন্তু আলোচ্য ল্যান্ডফিল সাইটটি পরিদর্শনে দেখা যায় যে, উন্মুক্ত ডাম্পিং হচ্ছে। মাটির আচ্ছাদন দেয়া হচ্ছেনা। প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য প্রকৌশলীর বক্তব্য অনুযায়ী অপর্যাপ্ত জনবল ও অর্থবরাদ্দের দরূণ প্রতিদিনের বর্জ্যের উপর মাটির আচ্ছাদন দেয়া উচিৎ হলেও তা করা যাচ্ছেনা, তবে ৪/৫ মাস পর পর একবার করে মাটির আচ্ছাদন দেয়া হয়ে থাকে। তবে এতে স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছেনা। মাটির আচ্ছাদন না থাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সাইটের ভিতরে কিছু কিছু স্থানে এবং সাইটে প্রবেশের সংযোগ সড়কের দুই পাশের বর্জ্যসমূহ গড়িয়ে পার্শ্ববর্তী জমিতে পড়ছে। তাছাড়া বৃষ্টির পানি প্রবাহের নর্দমায় পানি বা লিচেইট বা বর্জ্য জমা হয়ে থাকতে দেখা গেছে। নর্দমায় বর্জ্য পড়ে থাকায় বৃষ্টির পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। লিচেইট ধারণ পুকুরেও আবর্জনা দেখা যায়। অনুমোদিত প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত অবকাঠামো/স্থাপনা এবং অন্যান্য সুবিধা স্থাপিত হলেও একটি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিলের মূল উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সাধিত হচ্ছেনা বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১০.২.২ জনবলের অপ্রতুলতা

ল্যান্ডফিলটির মূল উদ্দেশ্য অর্জনকল্পে এটি আদর্শভাবে পরিচালনার জন্য সাইট ম্যানেজার, সহকারী সাইট ম্যানেজার, ফোরম্যান, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, লিচেইট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অপারেটর, নিরাপত্তা ও ক্লিনিং স্টাফ, কম্পিউটার অপারেটর, ট্রাক-স্কেল কন্ট্রোলার, ডাম্পিং প্ল্যাটফর্ম ইন্সট্রাক্টর, ভারি যন্ত্রপাতি অপারেটরসহ মোট ৮০ জনবল প্রয়োজন থাকলেও বর্তমানে সাইটটিতে নিয়োজিত আছে মাত্র ২০ জনবল, যা একেবারেই অপ্রতুল। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তথা সাইটটি একটি কার্যকর ও আদর্শ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল হিসেবে ব্যবহারোপযোগী রাখতে হলে এবং সর্বোপরি দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে এর সার্বক্ষণিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে বাস্তবভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া জরুরি, অন্যথায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

১০.২.৩ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন এবং অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীত যানবাহন, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, নির্মিত ভবন এবং অন্যান্য অবকাঠামো যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরি।

১০.৩ অন্যান্য সমস্যা/ত্রুটি

১০.৩.১ আসবাবপত্রসমূহের গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন না থাকা

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্রসমূহের গায়ে কোন সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে সেগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন্ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে তা বোঝা যায় না।

১০.৩.২ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করা

প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২ তারিখে সমাপ্ত হলেও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া যায় গত ১৬-০১-২০১৪ তারিখে। প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করার বিধান আছে, কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় দেড় বছর বিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

১০.৩.৩ বিবিধ

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত সমাপ্তি প্রতিবেদনটি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের পরিবর্তে মহাপরিচালক এর স্বাক্ষর সংবলিত এবং নির্ধারিত স্থানে তাঁর কোন মন্তব্য ছাড়াই প্রেরণ করা হয়েছে।

১১.০ সুপারিশ/মতামত

১১.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামোগত সুবিধাদির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা স্পষ্ট। এ দুর্বলতা দূর করে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১১.২ ল্যান্ডফিল সাইটটি যেন আশেপাশের পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব বিস্তার না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন অন্যথায় এটিকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যান্ডফিল নামে অভিহিত করা যাবেনা। প্রকল্পের আওতায় বুয়েট কর্তৃক পানি, বাতাস, লিচেইট, শব্দমাত্রা ইত্যাদির মান পরীক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু এ সকল পরীক্ষা নিয়মিত করা প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে এবং এ সকল পরীক্ষা নিয়মিতভাবে করতে হবে;

১১.৩ 'ট্রাক-স্কেল এবং নিয়ন্ত্রণ ভবন' এবং 'অবকাঠামো' খাতদ্বয়ে অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রকল্প সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল যা অনুসরণ করা হয়নি। এছাড়া 'পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ', 'বিভিন্ন ধরনের পূর্ত কাজ' এবং 'ফ্যাসিলিটি সাইটের ব্যবস্থাপনা' খাতত্রয়ে সংশ্লিষ্ট পরিপত্র অনুসরণ ব্যতিরেকে আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে অনুমোদিত ডিপিপিতে কাজের ক্ষেত্রে ১০% কস্ট এস্কেলেশন (Cost Escalation 10% for Works) বরাদ্দ থাকলেও পরিচালনা-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ে এ অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি বোধগম্য নয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক এ সকল বিষয় খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে;

১১.৪ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে অর্থ বিভাগের 'জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি'র সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত নেই। উক্ত কমিটি'র সুপারিশ ব্যতিরেকে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে, যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় বলে প্রতীয়মান হয়;

১১.৫ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তথা স্থাপিত স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সাইটটি কার্যতই একটি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সাইট হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এবং সর্বোপরি দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে এর সার্বক্ষণিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে সংস্থার রাজস্ব বাজেটে বাস্তবভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করার বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ-কে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১১.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, যানবাহন, আসবাবপত্রসমূহ এবং নির্মিত ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো/স্থাপনার সুষ্ঠু ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকর রাখার স্বার্থে সেগুলো সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে;

১১.৭ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এবং দ্বৈততা পরিহারের স্বার্থে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম, এবং আসবাবপত্রসমূহের গায়ে অনতিবিলম্বে প্রকল্পের নাম নির্দেশক সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১১.৮ বর্জ্যসমূহের কম্প্যাকশনের ফলে গ্যাস উৎপন্ন হয়ে থাকে যার প্রায় ৫০% মিথেন এবং ৫০% কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এ গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দেয়ার জন্য ব্লকের জায়গায় জায়গায় গ্যাস নিঃসরণ পাইপ স্থাপন করা হয়েছে। তবে এ মিথেন-কে কাজে লাগানো যেতে পারে। যেহেতু মিথেন শক্তির অন্যতম উৎস, তাই এ গ্যাসকে সংগ্রহ করে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তা গবেষণার মাধ্যমে সমাধান বের করতে পারে;

১১.৯ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দেড় বছর পর প্রকল্পের 'সমাপ্তি প্রতিবেদন' আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা প্রয়োজন;

১১.১০ প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে সেগুলো নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১১.১১ প্রকল্পের আওতায় সকল কাজের দরপত্র-সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পারে; এবং

১১.১২ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

"Construction & Improvement of Road from Airport Road (Zia Colony) to Mirpur Cantonment Link road"

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯৭৪.১০	১৩৬০০.০০	১৩৫৫০.০০	জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০০৮	জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২	৯৪%	১৩৩%

৫। **প্রশিক্ষণঃ** প্রযোজ্য নয়।

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুসারে):**

	Items of Work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
	1	2	3	4	5	6
1	Removal of garbage & public infrastructure	Sqm	50.00	L.S	90.00 (180%)	L.S
2.	Removal of sludge & garbage	Cum	45.00	45730	45.00 (100%)	45731.70 (100%)
3.	Sand Drain (sand Wick/pipe)	Nos	804.06	54000	152.12 (18.91%)	10216 (18.91%)
4.	Sand layer ()Sand with higher FM direction engr in charge.	Cum	420.24	54861	420.24 (100%)	54861 (100%)
5.	Sifting of Utility services (T&T, Water, Electricity etc.)		50.00	LS	100.00 (200%)	L.S
	laying Duct cable fir telephone from Dhaka Cantt to Mirpur Cantt.	M	50.00	6300	50.00 (100%)	L.S
6.	Ground engineering/Sub soil improvement (PVD)	M	186.00	120000	45.97 (24.71)	29658 (24.71%)
7.	Ground engineering/Sub soil improvement (Geo-textile)	Sqm	248.03	291800	30.65 (12.35%)	36058 (12.35%)
8.	Ground engineering/Sub soil improvement (Geo-grid)	Sqm	311.85	138600	38.25 (12.26)	17000 (12.26%)
9.	Sand filling (Including hiring of plants)	Cum	3483.63	837412	3523.63 (101.14%)	1329672 (158.78%)
10.	Earth filling (Including hiring of plants)	Cum	468.66	185975	538.71 (114.94%)	304356 (163.65%)

11.	Selltement plate & observation	M	19.00	500	19.00 (100%)	500 (100%)
12.	Pavement plate	Sqm	2667.68	108885	3492.38 (130.91%)	161460.60 (148.28%)
13.	a. RCC Pipe	M	128.10	10000	270.00 (210.77%)	100000 (1000%)
	b. Drainage inspection pit	Nos	113.74	1034	155.04 (136.31%)	1034 (100%)
	c. Protection works	Km	75.60	27000	175.60 (232.27%)	62049 (229.81%)
14.	Median & Traffic sing	Km	160.50	6.3	248.50 (154.82%)	6.3 (100%)
15.	Foot path	Sqm	136.11	12374	172.80 (126.95%)	1570.90 (12.69%)
16.	Pipe culvert	Nos	60.24	6	75.24 (124.90%)	13 (216.66%)
17.	PC Girder bridge	Nos	577.20	1	700.00 (121.27%)	01 (100%)
18.	Road electrification	Nos	120.40	301	171.50 (142.44%)	301 (100%)
19.	Turfing	Sqm	50.60	510000	50.60 (100%)	510000 (100%)
20.	plantation with maintenance	Km	13.20	6.3	13.20 (100%)	6.3 (100%)
21.	Repair and maintenance during construction period	Km	50.00	6.3	120.00 (240%)	6.3 (100%)
22.	Operation and maintenance	LS	145.00	-	225.00 (155.17%)	-
23.	Price Escalation (5% of physical works)	-	521.74	-	-	-
24.	Detailed design, recommendation and supervision consultant	LS	100.00	-	180.00 (180%)	-
25.	Land Acquisition	Acre	2272.76	16.89	2272.76 (100%)	16.932 (100%)
26.	Contingency (2.00%)		270.66	-	173.81 (64.21%)	-
	Grand Total=	**-**		**13600.00**		**13550.00**

৭। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	কর্মকাল
১	২	৩	৪
1	Eng.Abdur Razzaque Superintending Engineering	খন্ডকালীন	-

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা শহরের মিরপুর এলাকার সড়ক নেটওয়ার্ক এবং যানবাহন চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে যানজট দূর করা।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

৯। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১০। **অনুমোদন ও সংশোধন:** প্রকল্পটি ১৬/১২/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৬৯৮৪.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৫-২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরিবর্তিতে সিডিউল রেট পরিবর্তন এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মূল অনুমোদিত ব্যয়ের ৯৪.৭২% বৃদ্ধি করে মোট ১৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ০১/০৩/২০০৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তিতে গত ১৮/০৬/২০১০ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ** প্রকল্পটির মূল অঙ্গ ৬.৩০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ/উন্নয়ন বাবদ ১১৩২৭.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এয়ারপোর্ট রোড (জিয়া কলোনী পয়েন্ট) হতে মিরপুর সেনানিবাসের এমআইএসটি এর আবাসিক ভবন পর্যন্ত প্রায় ৬.৩০ কিঃমিঃ দীর্ঘ এবং ১৮.৩০ মিটার প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তা নির্মাণ কাজের আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমি অধিগ্রহণ, ভুমি উন্নয়ন, সড়ক বাঁধ নির্মাণ, সড়ক নির্মাণ, বিভিন্ন স্থানে ফুটপাত নির্মাণ (আংশিক), রাস্তার মাঝখানে রোড ডিভাইডার নির্মাণ, রোড ডিভাইডারে বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন ও লাইট সংযোজন, জনবসতিপূর্ণ স্থানে রাস্তার উভয় পার্শ্বে ফুটপাতের প্রান্ত বরাবর ফেন্সিং স্থাপন, রাস্তার মোট দৈর্ঘ্যের মাঝামাঝি স্থানে বাউনিয়া খালের উপরে প্রায় ৪০ মিটার দীর্ঘ এবং ৮.৩০ মিটার প্রশস্ত একটি পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া রাস্তার জনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং সেনানিবাস এলাকায় রাস্তার উভয় পার্শ্বে ২ মিটার প্রশস্ত করে ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। সেনানিবাস এর অভ্যন্তর অংশে রাস্তার উত্তর পাশে নির্মিত ফুটপাত অপসারণ করে এবং পার্শ্ববর্তি স্থানের জমি অধিগ্রহণ করে সেনানিবাস হতে এয়ারপোর্ট রোড পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ করা হয়েছে।

১২। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১২.১ **ভুমি অধিগ্রহণে জটিলতাঃ** এ প্রকল্পটি ২০০৫ সালে শুরু হয়ে ২০১২ সালে শেষ হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যলোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ভুমি অধিগ্রহণ জটিলতার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালের একটি এল এ মামলার বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট এর আদেশের ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয় ও প্রকল্পটির সিডিউল রেট পরিবর্তনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এই প্রকল্পের টাইম ওভার রান ১৩৩% ও কস্ট ওভার রান ৯৪%।

১২.২ **প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের চেয়ে বেশী ব্যয় করাঃ** “Construction & Improvement of Road from Airport Road (Zia Colony) to Mirpur Cantonment Link road” শীর্ষক প্রকল্পের ৬.৩০ কি:মি: সড়কের বিভিন্ন অঙ্গে ডিপিপির মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে অধিক/কম ব্যয় করা হয়েছে। এ ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে ১৬ ECB সামরিক বাহিনীর ব্যাটালিয়ন কর্তৃক দাখিলকৃত প্রথম সংশোধনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে প্রকল্প শূরুর আগে যথাযথ প্রকল্প সমীক্ষা ও মাটির অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে বিভিন্ন অঙ্গে ব্যয়ের ক্ষেত্রে তারতম্য হয়েছে। কিন্তু প্রাপ্ত সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যলোচনায় দেখা যায় যে ১ম সংশোধন এর পরও বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয় সংশোধিত ডিপিপির চেয়ে বেশী/কম হয়েছে। তবে সর্বমোট ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন অঙ্গের এই হ্রাস-বৃদ্ধির হার ১৫% এর চেয়ে বেশী যা পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্রের পরিপন্থি। মূলত সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে মর্মে বাস্তবায়নকারী সামরিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের অস্বাভাবিক হ্রাস বৃদ্ধির কারণ এই প্রকল্পের ডিজাইন যথাযথ হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিপত্র সম্পর্কে আরো বেশী অবগত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

১২.৩ ক্রয় সংক্রান্ত “Construction & Improvement of Road from Airport Road (Zia Colony) to Mirpur Cantonment Link road” শীর্ষক প্রকল্পটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হলেও এর ভৌত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে ১৬ ই.সি.বি ব্যাটালিয়ন কর্তৃক। প্রকল্পটির ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সামরিক কর্মকর্তাদের কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা জানান যে প্রকল্পটি তাদের নিজস্ব প্রকল্প বাস্তবায়ন বিধি (PIP) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা শাখা-২ এর স্মারক নং এলজি/এসি-২/ডিসিসি-৩/২০০৬-১০৩, তারিখ ১৫/০৩/২০০৬ জারীকৃত স্মারকে প্রকল্পের সকল প্রকার ক্রয় (তৎকালীন পিপিআর-২০০৩) অনুযায়ী সম্পন্ন করার নির্দেশনা ছিল যা প্রতি পালন করা হয়নি।

১৩। **মতামত/সুপারিশঃ**

১৩.১ সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুঃ ১৫.২) ;

১৩.২ স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা শাখা-২ এর স্মারক নং এলজি/এসি-২/ডিসিসি-৩/২০০৬-১০৩, তারিখ ১৫/০৩/২০০৬ জারীকৃত স্মারকে প্রকল্পের সকল প্রকার ক্রয় (তৎকালীন পিপিআর-২০০৩) অনুযায়ী সম্পন্ন করার নির্দেশনা ছিল কিন্তু সে নির্দেশনা অনুযায়ী কেন করা হয়নি তা খতিয়ে দেখে স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিভাগকে অবহিত করবে (অনুঃ ১৫.৩)।

"Local Government Institutions Capacity Building Project for Water Supply & Sanitation Sector"

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর,২০১১)

০১। প্রকল্পের অবস্থান : জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (এনআইএলজি), ২৯, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এনআইএলজি

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (সমাপ্ত পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়ন কালের %)
মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫০৫.৮০ ৭.০০ ৪৯৮.৮০	৬২৪.৩১ ৫.১৫ ৬১৯.১৬	৪৯১.৫৫ ৫.১৫ ৪৮৬.৪০	জানুয়ারী,২০০৬ হতে ডিসেম্বর,২০১০	জানুয়ারী,২০০৬ হতে ডিসেম্বর,২০১১	জানুয়ারী,২০০৬ হতে ডিসেম্বর,২০১১	-	২০%

০৫। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৫.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

Danish International Development Agency (DANIDA) এর সহায়তায় WSSPS (Water and Sanitation Sector Programme Support) এর আওতায় ৮টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়; যার মধ্যে অন্যতম একটি প্রকল্প "লোকাল গর্ভনমেন্ট ইন্সটিটিউশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প"। এনআইএলজি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৫.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যবলীঃ**

(১) পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে দায়িত্বশীল এবং কার্যকরী ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা) সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ;

(২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে দায়িত্বশীল ও কার্যকরী ভূমিকা পালনে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।

৫.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থায়ন অবস্থাঃ**

"Local Government Institutions Capacity Building Project for Water Supply & Sanitation Sector" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২১/০৬/২০০৬ তারিখে মোট ৫০৫.৮০ লক্ষ (জিওবি ০৭.০০ লক্ষ এবং ড্যানিশ অনুদান ৪৯৮.৮০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ বাস্তবায়ন মেয়াদে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ১৩/০৭/২০০৮ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত টিপিপি মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ড্যানিশ ক্রোনার এবং টাকার বিনিময় হারের সামঞ্জস্যতা বিধান, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পৌরসভাসমূহের অন্তর্ভুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং Exposure Visit বাবদ অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি ২য় সংশোধিত মোট ৬২৪.৩১ লক্ষ টাকা (এর মধ্যে জিওবি ০৫.১৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (ড্যানিশ অনুদান ৬১৯.১৬ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে গত ২৫/১১/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৫.৪। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:** নথি পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপি'তে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক পিপিআর-২০০৮ ও ডানিডা গাইড লাইন্স অনুসারে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমে পিপিআর অনুসারে Tender Opening

Committee (TOC) এবং Tender Emulation Committee (TEC) গঠন করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক TEC-তে দুই জন করে ক্রয়কারীর নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সি বহির্ভূত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া TOC-তে TEC কমিটির একজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ TOC ও TEC কমিটি সঠিকভাবে গঠন পূর্বক টেন্ডার উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন করে মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

এছাড়া এ প্রকল্পে ০৩ জন ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগের জন্য প্রথম ToR বাজেট ও EoI এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ToR, বাজেট ও EoI অনুমোদনের পর EoI টি দৈনিক পত্রিকায় PPR এর নিয়ম অনুযায়ী দরপত্র আহবান করা হয়। EoI দাখিলের সময়সীমা অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে EoI সমূহ opening কমিটি কর্তৃক open করা হয়। পরবর্তীতে EoI গুলো মূল্যায়নের জন্য PPR অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক টেকনিকেল বিষয় মূল্যায়নের পর নির্বাচিত দরদাতাগণকে RFP বিতরণ করা হয়। Proposal Opening কমিটি কর্তৃক RFP গুলো উন্মুক্ত করার পর PEC কর্তৃক RFP গুলো মূল্যায়ন করে RFP এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী দরদাতাগণের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ মার্ক অর্জনকারীকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। তবে পিসিআর মতে এক্সটার্নাল অডিট প্রতিবেদনে পরামর্শকের কন্ট্রাকটর্স এন্ড সাপ্লাইয়ারর্স বিল হতে চুক্তি মোতাবেক ট্যাক্স ও ভ্যাট বাবদ ১২৮০০৯.০০ টাকা কর্তন না করার ফলে রেভিনিউ লস হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া পরামর্শকের বিল হতে ৩৩৫১১ টাকা ইনকাম ট্যাক্স বাবদ কর্তন না করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

০৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর,২০১১ পর্যন্ত)		মন্তব্য
		বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব/পরিমাণ	আর্থিক	
১	২	৪	৫	৬	৭	
(১)	প্রকল্পের জনবলের বেতন	৩ জন	৯৯.২০	৩	৭৫.২৪৯	
(২)	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	২.০০	থোক	০.৩৪৬	
(৩)	টেলিফোন/ফ্যাক্স/ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	৩.৫০৫	
(৪)	জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট	১ যানবাহন	৬.০০	১ যানবাহন	৩.৫৫০	
(৫)	ইন্স্যুরেন্স	থোক	০.৫৫	থোক	০.২৬৭	
(৬)	মুদ্রন ও প্রকাশনা	থোক	১২.৪০	১১ ডকুমেন্টস	১২.৩৮৪	
(৭)	স্টেশনারীজ	থোক	৫.০০	থোক	২.২৩১	
(৮)	পত্রিকা, জার্নাল, বই	থোক	০.৭০	থোক	০.৩২৩	
(৯)	প্রশিক্ষণ, শিক্ষাসফর (দেশ ও বিদেশে)	এফটি ৯ কোর্স ইভি ১১ টিম (এফ-৪ ও এল-৭) এলটি-থোক, এনজিআই ট্রেইনিং-থোক	২৪৫.১৪	এফটি ৬ কোর্স, এফইভি ৪ টিম, এলইভি ৫ টিম, এলটি ৩৫কোর্স, এলজিআই ট্রেনিং ১৪ কোর্স	২১৪.৯৩৭	এফটি -ফরেন ট্যুর, এফইভি- ফরেন এক্সপোজার ভিজিট, এলটি-লোকাল ট্রেনিং, এলজিআই ট্রেনিং
(১০)	সেমিনার, ওয়ার্কশপ	২৩ টি	৩৭.৫০	১৩ টি	১৬.০৩৩	
(১১)	ম্যানেজমেন্ট চার্জ	থোক	৩৭.৫০	থোক	১৬.০৩৩	
(১২)	মেডিক্যাল	থোক	২.২৩	থোক	০.৭৫৫	
(১৩)	কনসালটেন্সী	থোক	৬৯.৬৫	৩ জন ব্যক্তি পরামর্শক	৪৩.৫৪৩	
(১৪)	সম্মানী/ফি/রিমিউনারেশন	থোক	০.৫০	থোক	০.৩৯৯	
(১৫)	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	১.৫০	থোক	০.৮২১	
(১৬)	অন্যান্য	থোক	১.০০	-	০	
(১৭)	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৪.০০	থোক	৩.৩৩৬	
(১৮)	উৎসব ভাতা, গ্র্যাচুইটি	৩ জন	২১.৪০	৩ জন	১৬.৮৭৪	

(১৯)	গাড়ী (মাইক্রোবাস)	মাইক্রোবাস-১	১৬.২৮	মাইক্রোবাস-১	১৬.২৮	
(২০)	মেশিনারীজ এবং যন্ত্রপাতি	এসি-১৪ আইপিএস-৩	৮.০৯	এসি-১৪ আইপিএস-৩	৭.৯৫৬	
(২১)	কম্পিউটার, গ্রন্থাগার অটোমেশন	কম্পিউটার-২২ ল্যাপটপ-৭ অটোমেশন-১	২৮.৪৫	কম্পিউটার-২২ ল্যাপটপ-৫ অটোমেশন-১	২৩.৯১৮	
(২২)	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১৫.২৩	থোক	১৩.২৯	
(২৩)	ফার্নিচার	থোক	১৯.৩৯	থোক	১৬.৮২৬	
(২৪)	টেলিফোন সরঞ্জামাদি	১টি লাইন ৪টি ফ্যাক্স লাইন	০.৯১	১টি লাইন ১টি ফ্যাক্স লাইন	০.৪৯৭	
(২৫)	বই, সাময়িকী, সফটওয়ার ইত্যাদি	থোক	৫.৫০	থোক	৩.৯৮৩	
(২৬)	সিডি/ভ্যাট	-	৫.১৫	-	৫.১৫	
	সর্বমোট =	-	**৬২৪.৩১**	-	**৪৯১.৫৪১**	

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি - ৮০% এবং বাস্তব অগ্রগতি- **বেশির ভাগ আইটেমের কাজ থোক বরাদ্দের ভিত্তিতে হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি শতাংশে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

৭। **প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যবেক্ষণঃ** পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত “লোকাল গভর্ণমেন্ট ইন্সটিটিউশনস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট ফর ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন সেক্টর” শীর্ষক সমাপ্ত কারিগরি প্রকল্পটির বাস্তবায়িত কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প স্থান National Institute of Local Government (NILG), আগারগাঁও পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের জন্য ৩৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে NILG এর ৭৪৮ জন অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । কর্মকর্তাগণ জানান যে, এ সকল প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কমিশনারদেরকে কার্যকরভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলার, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কমিশনার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ কমিউনিটিকে পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনা বৃদ্ধিতে কাজ করতে পূর্বের তুলনায় অধিকতর সক্ষম হয়েছেন মর্মে এনআইএলজি’র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মূল্যায়নের নিমিত্তে নিয়োগকৃত পরামর্শক তার প্রতিবেদনে মত দিয়েছেন।

এছাড়া, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা সেক্টরে দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য NILG, LGD-সহ সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কাজ করে এমন কর্মকর্তাদেরকে ১১টি ব্যাচে মোট ৩০ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৪টি দলে ২৯ জন ফরেন এক্সপোজার ভিজিট ও ০৫টি দলে ২১ জন স্থানীয় এক্সপোজার ভিজিটে অংশগ্রহণ করেছেন মর্মে জানা যায়। NILG-তে কর্মরত একজন কর্মকর্তার সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এ সকল প্রশিক্ষণ ও এক্সপোজার ভিজিটের মাধ্যমে তারা স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম মূলত: পানি সরবরাহ কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে এ সকল বিষয়ে কাজের সময় তারা অধিকতর দক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন । স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ ২০৭৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৮৪টি কোর্সে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং পৌরসভায় নিয়োজিত নির্বাচিত জন প্রতিনিধিসহ ২২১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ১০টি কোর্সে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে বেশির ভাগ প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ৩দিন; যা যথেষ্ট ছিল না মর্মে প্রশিক্ষণার্থীগণ মতামত দেন।

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউশনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্য ০৩ জন পরামর্শক কতৃক ০৩টি বিষয়ে যথা- ১)নিরাপদ পানি সরবরাহ, উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে কেস স্টাডি, ২)এনআইএলজি কতৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য একটি সূচক নির্ণয়ের লক্ষ্যে স্টাডি; ৩) এনআইএলজি এর সার্বিক কার্যক্রমের সফলতা মূল্যায়ন করা। এসব কেস স্টাডি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ নিরাপদ পানি সরবরাহ, উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য

সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে কমিউনিটিকে পূর্বের তুলনায় কার্যকরভাবে মোটিভেট করতে পারছেন। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, NILG এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে দূর্বল এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মোটামুটি সফল ।

এছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে এনআইএলজি'র গ্রন্থাগার অটোমেশন, গ্রন্থাগারের জন্য বই ক্রয়, বাঁধাই সামগ্রি ক্রয়, ফার্নিচার ক্রয়, শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ইন্টারনেট সেবা প্রদান ও গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রন্থাগারিক বলেন যে, উক্ত কার্যক্রমের ফলে লাইব্রেরীটি আগের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া অটোমেশনের ফলে পাঠকদের জন্য বই খোঁজ করা সহজ হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
১। পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে দায়িত্বশীল এবং কার্যকরী ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা) দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ;	(১) ইউনিয়ন পরিষদের কর্মরত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ ২০৭৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং পৌরসভায় নিয়োজিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ ২০২১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপরিউক্ত কার্যক্রমের ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিগণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে দায়িত্বশীল এবং কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছেন।
২। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে দায়িত্বশীল ও কার্যকরী ভূমিকা পালনে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।	(২) প্রকল্পের অধীনে এনআইএলজি'র ৮জন অনুষদ সদস্য ডেনমার্ক হতে, ১০জন অনুষদ সদস্য শ্রীলংকা হতে এবং ২০জন কর্মকর্তা ফিলিপাইন হতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এনআইএলজি'র অনুষদ সদস্যগণ ৩০টি অভ্যন্তরীণ কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া এনআইএলজি'র ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মাইক্রোবাস, ২২টি কম্পিউটার, ১৪টি এয়ার কন্ডিশনারসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফার্নিচার ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত ক্রয় কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের ফলে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট শক্তিশালী হয়েছে মর্মে বলা যায়।

০৯। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ**

এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ০৫ বছরে ৩ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিচে প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	জনাব মো: আহসান আলী, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), এনআইএলজি	২২-১০-২০০৬ থেকে ০২-০৩-২০০৮	খন্ডকালীন
২।	জনাব মো: নাজিবুর রহমান, মহাপরিচাল(ভারপ্রাপ্ত) (যুগ্ম-সচিব), এনআইএলজি	০২-০৩-২০০৮ থেকে ৩০-০৪-২০০৮	খন্ডকালীন
৩।	জনাব কবির এম আশরাফ আলম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), এনআইএলজি,	৩০-০৪-২০০৮ থেকে ৩১-১২-২০১১	খন্ডকালীন

১০। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১০.১। এনআইএলজি এবং আলোচ্য প্রকল্পের "সফলতা মূল্যায়ন" ও "মনিটরিং ট্রেনিং কোয়ালিটি এন্ড কন্ডাক্টস ক্লাইন্টস সেটিসফেকশন সার্ভে" এর জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও সময় উপযোগী ছিল না। এছাড়া উক্ত প্রতিবেদনে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী দূর্বল মর্মে চিহ্নিত করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৭)।

১০.২। প্রকল্পের আওতায় ৩জন ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। পিসিআর এর পৃষ্ঠা- ৭ অনুচ্ছেদ- ৮.২ এ ইউজ অফ প্রজেক্ট কন্সালটেন্ট এর ঘরে Not Applicable উল্লেখ করা হয়েছে ।

১০.৩। এক্সটার্নাল অডিট প্রতিবেদনে পরামর্শকের কন্ট্রাকটর্স এন্ড সাপ্লাইয়ারর্স বিল হতে চুক্তি মোতাবেক ট্যাক্স ও ভ্যাট বাবদ ১২৮০০৯.০০ টাকা কর্তন না করার ফলে রেভিনিউ লস হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া পরামর্শকের বিল হতে ৩৩৫১১ টাকা ইনকাম ট্যাক্স বাবদ কর্তন না করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

১১। **সুপারিশঃ**

১১.১। পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুসারে NILG'কে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান উন্নত করতে হবে। এছাড়া ভবিষ্যতে NILG'র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিষয় বিবেচনা করে মেয়াদ ও সময়ের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করতে পারে;

১১.২। ভবিষ্যতে PCR প্রণয়নকালে NILG/স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যাতে PCR এর ছক অনুসারে উপস্থাপিত হয়; সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১১.৩। NILG/স্থানীয় সরকার বিভাগ যত দ্রুত সম্ভব এক্সটার্নাল অডিট আপত্তি মীমাংসা করবে। এক্ষেত্রে TAX/VAT/Incom TAX বাবদ প্রদত্ত বিল (১২৮০০৯.০০ টাকা + ৩৩৫১১.০০ টাকা=১৬১৫২০ টাকা) সংশ্লিষ্ট পরামশর্ক, অপারগতায় বিল অনুমোদন/প্রদানকারী কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তা আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে । সেই সাথে ভবিষ্যৎ পরার্শকের বিল প্রদানে ইনকাম ট্যাক্স ও পরামর্শকের কন্ট্রাক্ট এন্ড সাপ্লাইয়ারর্স বিল হতে ট্যাক্স ও ভ্যাট যথাযথ আইন অনুসারে কর্তন করার বিষয়ে সজাগ থাকবে ।

"মোহরা ও কালুঘাট পানি শোধনাগার পুনর্বাসন"
(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা।
২। **নির্বাহী সংস্থা** : চট্টগ্রাম ওয়াসা।
৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রকল্প সাহায্য)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৮২৩০.০০ -	৮৬৭৬.৩২ -	৮৬৬৩.৫৭ -	জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০০৮	জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১২	৪৩৩.৫৭ (৫.২৭%)	৪৮ মাস (২০০%)

৫। **অংগভিত্তিক অগ্রগতি:** মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	ডিপিপি অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব/পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব	আর্থিক
ক.	**রাজস্ব**				
১.	পরামর্শক (বৈদেশিক)	৩১ জনমাস	২২৬.৪০	৩০.৭২ জনমাস	
২.	পরামর্শক (স্থানীয়)	১২৩ জনমাস	১৭৮.৪০	১২২.৪১ জনমাস	৪০৪.৫৫
৩.	পেট্রল ও লুবরিকেন্ট	থোক	২.৪০	থোক	২.৩০
৪.	সম্মানী	থোক	১.০০	থোক	.৯২
৫.	কমিটির সভা	থোক	২.৫০	থোক	২.২০
	উপ মোট		**৪১০.৭০**		**৪০৯.৯৭**
খ.	**মূলধন**				
১.	ডাবল কেবিন পিক আপ	১ টি	১৫.০০	১ টি	১৪.৬৩
	মোহরা পানি শোধনাগার পুনর্বাসন				
২.	পানির পাম্প	২ সেট	৫২৭.৫০	২ সেট	৭৩৭৮.১৯
৩.	ফিনিশ পানির পাম্প	৬ সেট	৬৫২.১০	৬ সেট	
৪.	রাসায়নিক দ্রব্য ডিকিং এবং ডোজিং	২ সেট	২৫৬.৭০	২ সেট	
৫.	ফিল্টার	৮ টি	৫৪১.২০	৮ টি	
৬.	পাওয়ার এবং সাবস্টেশন	১ সেট	১০১১.৯০	১ সেট	
	কালুর ঘাট পানি শোধনাগার পুনর্বাসন				
১৪.	ফিল্টার	১২ টি	১৫৮.৯০	১২ টি	
১৫.	পরিবহন পাম্প	৪ সেট	৩৪৫.৩০	৪ সেট	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	ডিপিপি অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব/পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব	আর্থিক
১৬.	রাসায়নিক দ্রব্য ডিকিং ও ডোজিং	২ সেট	১২৩.৬০	২ সেট	
১৭.	জেনারেটর ও সাব-ষ্টেশন	২ সেট	৮৬৭.৯০	১ সেট	
১৮.	জলাধার নির্মাণ	১ টি	২৭৭৩.০০	১ টি	
১৯.	পাওয়ার হাউজ নির্মাণ	১ টি	১২৭.৬০	১ টি	
২০.	সিডি ভ্যাট	থোক	৮০৯.৯২	থোক	৮০৫.৯৮
২১.	বিবিধ	থোক	৫৫.০০	থোক	৫৪.৮০
	উপ-মোট		**৮২৬৫.৬২**		**৮২৫৩.৬০**
	সর্বোমোট :		**৮৬৭৬.৩২**	১০০%	**৮৬৬৩.৫৭ (৯৯.৮৫%)**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

৭.১। **প্রকল্পের পটভূমি** :

চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় দৈনিক ৯০ মিলিয়ন লিটার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে মোহরা সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। দৈনিক ৬৮ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন কালুরঘাট আয়রন রিমুভাল প্লান্ট ও বুষ্টার স্টেশনটি ১৯78 সালে স্থাপন করা হয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে উভয় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টই বর্তমানে জরাজীর্ণ ও অনেক সমস্যা জর্জরিত হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম ওয়াসার "কর্ণফুলী পানি সরবরাহ" প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয় ২০০৫ সালে জেবিআইসি এপ্রাইজাল মিশন বাংলাদেশ সফর করে। এ মিশন মোহরা ও কালুরঘাট পানি শোধনাগার পুনর্বাসনে অর্থায়নের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) চট্টগ্রাম ওয়াসার মোহরা এবং কালুরঘাট পানি পরিশোধনাগার পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে পানি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(খ) ১৯৭৭ সালে স্থাপিত ৬৮ এমএলডি ক্ষমতার কালুরঘাট আয়রণ রিমুভাল প্লান্ট ও বুষ্টার কেন্দ্র এবং ১৯৮৭ সালে স্থাপিত ৯০ এমএলডি ক্ষমতার মোহরা সারফেজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন প্লান্ট পরিচালন নিশ্চিত করা।

(গ) ৯১০০ ঘঃমিঃ ধারণক্ষম ভূগর্ভসহ জলাধার নির্মাণ ও অধিক ক্ষমতার পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে কালুরঘাট প্লান্টের পাম্পিং ক্ষমতা ৬৮ থেকে ৯৮ এমএলডিতে উন্নীত করা।

৭.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থায়ন:

মূল প্রকল্পটি গত ০৩/০৩/২০০৭ তারিখে একনেক কর্তৃক মোট ৮২৩০.০০ লক্ষ (সম্পূর্ণ জেডিসিএফ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০০৮ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ডিপিপি গত ৩১-০৫-২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ৮৬৭৬.৩২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জেডিসিএফ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদিত হয়।

৭.৪। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ

নথি পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপি'তে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক পিপিআর-২০০৮ ও ডানিডা গাইড লাইন অনুসারে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমে পিপিআর অনুসারে Tender Opening Committee (TOC) এবং Tender Evaluation Committee (TEC) গঠন করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক TEC-তে দুই জন করে ক্রয়কারীর নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সি বহির্ভূত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া TOC-তে TEC কমিটির একজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ TOC ও TEC কমিটি সঠিকভাবে গঠন পূর্বক টেন্ডার উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন করে মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

দৈব চয়ন ভিত্তিতে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির কয়েকটি যাচাই করে দেখা যায় যে, তা স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী ঠিক আছে। যেমন:

ক) Stand-by Generator(W06GEN01)

স্পেশিফিকেশনে ছিল FG Wilson/P1750, UK, Manufacture Year:2010; বাস্তবেও তাই পাওয়া গেছে।

খ) Distribution Pump Complete (W06HP05-08)
স্পেশিফিকেশনে ছিল Hyosung-Ebara, Korea, Manufacture Date: April, 2010 HDR300-500A, 18m^3/min, 72m, 1485rpm, 315kw, n=80%; বাস্তবেও তাই পাওয়া গেছে।

গ) Raw Water Pump (A) & Motor Complete (W01RP01/04)
স্পেশিফিকেশনে ছিল Hyosung-Ebara, Korea, Manufacture Date: June, 2010 VMF500-555A, 47m^3/min, 14m, 750rpm, n=80%;
Motor Hyundai, Korea, Manufacture Date: June, 2010
HLA7560-80Y, 160kw, 750rpm, 8 pole; বাস্তবেও তাই পাওয়া গেছে।

ঘ) High Lift Pump Complete (W03HP01-05)
স্পেশিফিকেশনে ছিল Hyosung-Ebara, Korea, Manufacture Date: June, 2010 HDR-V 250-500, 16m^3/min, 83m, 1488rpm, n=80%; বাস্তবেও তাই পাওয়া গেছে।

ঙ) Sump Drainage Pump Complete (W03DP01)
স্পেশিফিকেশনে ছিল Duckchang Submersible Pump, Korea
Type 50DWSO 0.75, 0.15m^3/min, 9m, 0.75kw, Casing & Impeller FC250; বাস্তবেও তাই পাওয়া গেছে।

৭.৫। <u>পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থাঃ</u>

গত ০২/০৩/২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা (চট্টগ্রাম মহানগরী) পরিদর্শন করা হয়; যার পর্যবেক্ষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(ক) **প্রকল্প অফিস পরিদর্শনঃ** প্রকল্পের মূল কাজ ছিল চট্টগ্রাম শহরে কালুরঘাট ও মোহরা এ দুইটি পানি শোধনাগার আধুনিকায়ন করা। প্রকল্পটি জুন, ২০১২-তে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট (পিসিআর) প্রদানের বিধান থাকলেও সময়মত পিসিআর প্রদান করা হয়নি।

ক্র: নং	১২/১১/২০১২ তারিখের পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ	১৯/১০/২০১৩ তারিখের ফলো আপ সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা	০৯/১০/২০১৩ তারিখের ফলোআপ সভায় সিদ্ধান্ত	০২/০৩/২০১৪ তারিখের পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ
১।	প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পটির কাজ অসামপ্ত রেখেই প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করেছেন। এহেন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের শৃংঙ্খলা পরিপন্থী এবং গুরুতর অনিয়ম। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডি-কে অবগত করবে।	ডিজাইনগত ত্রুটি ছিল না মর্মে উল্লেখপূর্বক প্রকল্প পরিচালক সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন লিখার জন্য অনুরোধ জানান।	মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রণয়ন পূর্বক সংস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি-তে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করবে।	প্রাপ্ত পিসিআর এবং সরেজমিনে পরিদর্শনের আলোকে দেখা যায় যে, এ প্রকল্পের আওতায় সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
২।	প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার পরও কালুরঘাট শোধনাগারে ১টি পানি সরবরাহ পাম্প মেশিন ও মোহরা শোধনাগারে ১টি পানি সরবরাহ পাম্প মেশিন স্থাপন না করা এবং নতুন	সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন লিখার জন্য প্রকল্প পরিচালক অনুরোধ জানান।		প্রাপ্ত পিসিআর এবং সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে দেখা যায় যে, পানি সরবাহ পাম্প মেশিন স্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলো ঠিকমত কাজ করছে। প্রয়োজনে

ক্র: নং	১২/১১/২০১২ তারিখের পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ	১৯/১০/২০১৩ তারিখের ফলো আপ সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা	০৯/১০/২০১৩ তারিখের ফলোআপ সভায় সিদ্ধান্ত	০২/০৩/২০১৪ তারিখের পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ
	স্থাপনকৃত পানি উত্তোলন পাম্প মেশিন ১টি অকেজো ও ১টি ক্রুটিপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি অনাকাংখিত। বিষয়টি কারিগরী বিশেষজ্ঞ দিয়ে মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং যে কোন ধরণের অনিয়মের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আইএমইডি'কে অবহিত করবে।			কারিগরি বিশেষজ্ঞ দিয়ে তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
৩।	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৬৭৬.৩২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটি সমাপ্তি শেষে ব্যয় দেখানো হয়েছে ৮৬৭৬.৩২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১০০%। বরাদ্দ এবং ব্যয় পুরাপুরি মিলে যাবার বিষয়টি আশ্চর্যজনক। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অতিরিক্ত ব্যয় চট্টগ্রাম ওয়াসার নিজস্ব অর্থ হতে ব্যয় করা হয়েছে। এ বিষয়টি উন্নয়ন প্রকল্পের নিয়ম বহির্ভূত। এ বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে ব্যবস্হা নিবে	ব্যাংক হিসাব বিবরণী (Bank Statement) ও FAPAD অডিট অনুসারে প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে সেমতে সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮৬,৬৩,৫৬,৭০৭.৭৫ টাকা। প্রকল্পের বিপরীতে অর্থ ছাড় হয় সর্বমোট ৮৬,৭৫,৯৬,০৯৭.০০ টাকা। ফলে ১২,৩৯,৩৮৯.২৫ টাকা সমর্পণ করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ২৪.০৫.২০১৩ থেকে ০৩.০৬.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত FAPAD কর্তৃক প্রকল্পের অডিটকালে তা যাচাই করা হয়েছে।		সমর্পণকৃত টাকার চালানের কপি পিসিআর-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
৪।	৬টি পানি সরবরাহ মেশিন (পাম্প) এর মধ্যে ৫টি মেশিন (পাম্প) স্থাপন করা হয়েছে বাকী ১টি মেশিন (পাম্প) এখনও স্হাপন করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, মেশিনটি পোর্টে আছে। মেশিনটি স্থাপন না করেই কিভাবে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হলো তা বিস্ময়কর। এহেন কার্যক্রমের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন ।	অবশিষ্ট মেশিনটি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ৬টি পাম্প মেশিন চালু অবস্থায় আছে বলে জানানো হয়।	মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রণয়ন পূর্বক সংস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি'তে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করবে।	৬টি পাম্প মেশিন চালু অবস্থায় আছে।

ক্র: নং	১২/১১/২০১২ তারিখের পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ	১৯/১০/২০১৩ তারিখের ফলো আপ সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা	০৯/১০/২০১৩ তারিখের ফলোআপ সভায় সিদ্ধান্ত	০২/০৩/২০১৪ তারিখের পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণ
	মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।			
৫।	প্রকল্পের সিডি ভ্যাট খাতের বরাদ্দ হতে আর্থিক নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়েছে। সিডি ভ্যাট খাতের বরাদ্দ হতে অন্য কোন খাতের বিপরীতে ব্যয় করার কোন বিধান নেই। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আইএমইডি-কে অবহিত করবে।	প্রকল্পের সিডি ভ্যাট খাতের অব্যয়িত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অপর অংগে ব্যয় করা হয়েছে এবং প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সকল ব্যয় সমন্বয় করা হয়েছে।		অনুমোদিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি-তে সিডি ভ্যাট খাতে বরাদ্দ ৮০৯.৯২ লক্ষ টাকা এবং প্রাপ্ত পিসিআর-এ সিডি ভ্যাট খাতে ব্যয় ৮০৯.৯২ লক্ষ টাকা।
৬।	প্রকল্পটির যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন করা হলেও বিদ্যুত ব্যয় পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্পষ্টতই অনুমিত হয় যে প্রকল্পের ড্রইং/ডিজাইন ক্রটি রয়েছে অথবা সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি কাংখিত মানের নয়। এ বিষয়টি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা/নিরীক্ষা করা প্রয়োজন	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ইলেক্টো মেকানিক্যাল যন্ত্রাদির ক্যাপাসিট বৃদ্ধি, ম্যানুয়াল প্লান্ট পরিচালনা ব্যবস্থার পরিবর্তে অটোমেশন সংযোজন, ষ্টেন্ডবাই বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি কারণে বিদ্যুৎ খরচ পূর্বের তুলনায় কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে।		পরিদর্শনান্তে ফলো-আপ সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বক্তব্য যৌক্তিক বলে মনে হয়েছে।

৭.৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১২) ০৩ জন প্রকল্প পরিচালক পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য দেওয়া হল :

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পুর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ সফিউল্লাহ	খন্ডকালীন	০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৯/২০০৭ পর্যন্ত
২।	জনাব মোঃ মোস্তাক উদ্দিন আখতার	খন্ডকালীন	০১/১০/২০০৭ হতে ০৮/১০/২০০৭ পর্যন্ত
৩।	জনাব আব্দুল করিম চৌধুরী	খন্ডকালীন	০৯/১০/২০০৭ হতে ২৪/০১/২০০৯ পর্যন্ত
৪।	জনাব নেওয়াজুর রহমান খান	খন্ডকালীন	২৫/০১/২০০৯ হতে ২১/০৭/২০১০ পর্যন্ত
৫।	জনাব আব্দুল করিম চৌধুরী	খন্ডকালীন	২২/০৭/২০১০ হতে ২৬/০২/২০১১ পর্যন্ত
৬।	জনাব জানে আলম ভুইয়া	খন্ডকালীন	২৭/০২/২০১১ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) চট্টগ্রাম ওয়াসার মোহরা এবং কালুরঘাট পানি পরিশোধনাগার পুনর্বাসন ও আধুনিকায়ন	অর্জিত
(খ) ১৯৭৭ সালে স্থাপিত ৬৮ এমএলডি ক্ষমতার কালুরঘাট আয়রণ রিমুভাল প্লান্ট ও বুষ্টার কেন্দ্র এবং ১৯৮৭ সালে স্থাপিত ৯০ এমএলডি ক্ষমতার মোহরা সারফেজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন প্লান্ট পরিচালন নিশ্চিত করা।	চট্টগ্রাম ওয়াসার অপর একটি প্রকল্প “মোহরা এক্সটেনশন ওয়াটার সাপ্লাই” এর মাধ্যমে মোহরা পানি পরিশোধনাগারে সারফেজ পানি সরবরাহ করা হবে বলে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু উক্ত প্রকল্পটি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে মোহরা পানি পরিশোধনাগারে পর্যাপ্ত সারফেজ পানি সরবরাহ করার অভাবে ৯০ এমএলডি পানি পরিশোধন সম্ভব হচ্ছে না। তবে স্থাপিত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সেটআপ দেখে দৃশ্যত মনে হয় যে মোহরা পানি পরিশোধনাগার উক্ত পরিমান পানি দৈনিক পরিশোধন করার মত সক্ষমতা অর্জন করেছে।
(গ) ৯১০০ ঘঃমিঃ ধারণক্ষম ভূগর্ভসহ জলাধার নির্মাণ ও অধিক ক্ষমতার পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে কালুরঘাট প্লান্টের পাম্পিং ক্ষমতা ৬৮ থেকে ৯৮ এমএলডিতে উন্নীত করা।	অর্জিত

৯। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ** :

স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত পিসিআর এবং সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। **সুপারিশঃ**

১০.১। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন এমনভাবে করতে হবে যেন এত বেশী (২০০%) টাইম ওভার রান না হয়।

১০.২। ভবিষ্যতে যেন সময়মত পিসিআর প্রেরণ করা হয়।

১০.৩। “মোহরা এক্সটেনশন ওয়াটার সাপ্লাই” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়নের ওপর এ প্রকল্পের সাফল্য নির্ভরশীল। কিন্তু ঐ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না করেই এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে এ প্রকল্পের পূর্ণ সুফল এখন-ই পাওয়া যাচ্ছে না। এ ধরনের বিষয় ভবিষ্যতে যেন না ঘটে সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

১০.৪। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খরচ পূর্বের তুলনায় কম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা না হয়ে বিদ্যুৎ খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের বিষয় ভবিষ্যতে যেন না ঘটে সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৩ টি	০১ টি	০২ টি	০০ টি	০২ টি	০১ টি	২০% - ৭৫%	০০ টি	৬.৭০% - ৯.৪৩%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৩ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১। সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১৫০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন	৪৫২৩.০৩ (সম্পূর্ণ জিওবি)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২
২। "Improving Food Safety, Quality and Food Control in Bangladesh"	৪৯১৮.১১ (সম্পূর্ণ জিওবি)	জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২
৩। "সাপোর্ট ফর পলিসি প্লানিং এন্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ ফর পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট"	৪৪২.১৩ (সম্পূর্ণ পিএ)	জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১১

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
দাতা সংস্থার অর্থায়নে প্রকল্পটি গৃহীত হলেও সরকার কর্তৃক কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করার বিষয়টি নজিরবিহীন। এতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে সরকারের সরাসরি কর্তৃত্ব ও সুষ্ঠু সমন্বয় বিঘ্নিত হওয়াটাই স্বাভাবিক	প্রায় ৭১.০০ কোটি টাকার প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করার ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত করে আইএমই বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
অনুমোদিত মেয়াদের অতিরিক্ত দেড় বছর অর্থাৎ জুন ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন কোন পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে পিসিআর-এ কোন উল্লেখ নেই এবং এ সংক্রান্ত কোন ডকুমেন্ট পরিকল্পনা কমিশন কিংবা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়াদ বৃদ্ধি না করে দেড় বছর অতিরিক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয়, যা মোটেই কাম্য-নয়।	মেয়াদ উর্ত্তীর্ণের পরেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কিভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে সে বিষয়ে তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট মতামত আইএমই বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে।
প্রকল্প সমাপ্তির পর সচিব পর্যায়ে ডি.ও পত্রসহ ডেস্ক পর্যায়ের পুনঃ পুনঃ পত্রের মাধ্যমে পিসিআর প্রেরণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে গত ১০ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অর্থাৎ ১ বছর ৯ মাস পর পিসিআর পাওয়া গেছে। প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ২ বছর পরে মূল্যায়ন করা হলে এ ধরণের মূল্যায়নের গুরুত্ব হারিয়ে যায়।	প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ৯ মাস পর অসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত এ ধরণের পিসিআর প্রেরণ কোনভাবেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সময়মত সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণে তৎপর হতে হবে।

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
সংশ্লিষ্ট সকলকে Sharing এর লক্ষ্যে সকল রিপোর্ট এর Soft কপি এবং ঐ Report গুলির প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার নিপোর্টের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়নি। প্রসংগত যে, গত ২৯/০৬/২০১১ তারিখে প্রকল্পের RTTP এর উপর অনুষ্ঠিত DSPEC সভায় ওয়েবসাইট তৈরী এবং সম্পাদিত গবেষণা কার্য ও ট্রেনিং সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল, যা পরিপালন করা হয়নি।	বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণা/সার্ভে কাজসমূহের প্রতিবেদন নিপোর্ট-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য ২৯/০৬/২০১১ তারিখে এ প্রকল্পের RTPP এর উপর অনুষ্ঠিত DSPEC সভায় সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে। নিপোর্ট এর ওয়েবসাইটে আলোচ্য প্রকল্প প্রসূত সকল গবেষণা, সার্ভে, কৌশলপত্র, কর্ম-পরিকল্পনা ইত্যাদি সংরক্ষণপূর্বক আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাভোগীদের অবহিতকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

“সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১৫০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন”

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪২৩৯.২০ ৪২৩৯.২০ (-)	৪৬৭৬.৪৩ ৪৬৭৬.৪৩ (-)	৪৫২৩.০৭ ৪৫২৩.০৭ (-)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	২৮৩.৮৭ (৬.৭০%)	২৪ মাস (৬৬.৬৬%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
			আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব
			জিওবি	সংস্থা	মোট	(সংখ্যা)	জিওবি	সংস্থা	মোট	(সংখ্যা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
	(ক) রাজস্ব									
১।	পিওএল রেজিস্ট্রেশন	থোক	৬.০০	-	৬.০০	-	-	-		
২।	কন্টিনজেন্সী ও ষ্টেশনারী	থোক	১৮.০০	-	১৮.০০	-	১৮.০০	-	১৮.০০	
৩।	এমএসআর	থোক	২৪.০০	-	২৪.০০	-	২৩.৪৪	-	২৩.৪৪	
৪।	কন্টিনজেন্ট স্টাফ	৬মাস	--	-	--	-	--	-	--	
৫।	ড্রাগ	৬মাস	২০.০০	-	২০.০০	-	২০.০০	-	২০.০০	
৬।	ডায়েট	৬মাস	১০.০০	-	১০.০০	-	--	-	--	
৭।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৫.০০	-	৫.০০	-	--	-	--	
৮।	ডিজিটালাইজেশন	থোক	২২৭.৩৩	-	২২৭.৩৩	-	১৯১.৮৫	-	১৯১.৮৫	
	উপ-মোটঃ রাজস্ব ব্যয়		**৩১০.৩৩**	-	**৩১০.৩৩**	-	**২৫৩.২৯**	-	**২৫৩.২৯**	**-**
	(খ) মূলধন							-		
১।	নির্মাণ ব্যয়	-	২৮৭৩.০০	-	২৮৭৩.০০	-	২৮৪৫.০০	-	২৮৪৫.০০	
২।	যানবাহন (১টি এ্যাম্বুলেন্স ও ১টি পিক-আপ)	২টি	৬০.০০	-	৬০.০০	-	৪৯.২০	-	৪৯.২০	
৩।	যন্ত্রপাতি		১১৭১.৮৪	-	১১৭১.৮৪	-	১১৫৬.৬৩	-	১১৫৬.৬৩	
৪।	আসবাবপত্র		১০৯.৭০	-	১০৯.৭০	-	১০৯.৭০	-	১০৯.৭০	
৫।	টেলিকমিউনিকেশন		১০.০০	-	১০.০০	-	৯.২৪	-	৯.২৪	

ক্রম: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
			আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব
			জিওবি	সংস্থা	মোট	(সংখ্যা)	জিওবি	সংস্থা	মোট	(সংখ্যা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
	যন্ত্রপাতি									
৬।	সিডি/ভ্যাট		১০০.০০	-	১০০.০০	-	১০০.০০	-	১০০.০০	
৭।	২%প্রাইস কন্টিজেন্সী		৪১.৫৬	-	৪১.৫৬	-	--	-	--	
	উপ-মোটঃ **মূলধন ব্যয়**		৪৩৬৬.১০	-	৪৩২৪.৫৪	-	৪২৬৯.৭৮	-	৪২৬৯.৭৮	
	সর্বমোট (ক+খ)		**৪৬৭৬.৪৩**	-	**৪৬৭৬.৪৩**	-	**৪৫২৩.০৭**	-	**৪৫২৩.০৭**	

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি'র আওতায় অনুমোদিত অংগভিত্তিক সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ পটভূমিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য দেশব্যাপী নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পূর্বের রেলওয়ে হাসপাতালটি ০৮ নভেম্বর, ১৯৭৮ হতে “সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল” হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। শুধু ঢাকা শহরে বর্তমানে সরকারি কাজে নিয়োজিত প্রায় ৩ (তিন) লক্ষাধিক কর্মকর্তা-কর্মাচারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল ১০ (দশ) লক্ষাধিক সদস্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য সীমিত জনবল ও শয্যা সম্বলিত বিদ্যমান হাসপাতালটি নিতান্তই অপ্রতুল। ফলশ্রুতিতে সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত আলাদা হাসপাতালের চিকিৎসা সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, পুলিশ, বিজিবি, সেনাবাহিনী এবং রেলওয়ের সদস্যগণ ও তাদের পরিবারবর্গের সুচিকিৎসার জন্য পৃথক হাসপাতাল বহু পূর্ব হতেই বিদ্যমান। অথচ বেসামরিক/সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ সুযোগ না থাকায় তাদের সীমিত আয়ের মধ্যে নিজের এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সুচিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা প্রায় অসম্ভব। ফলে সরকারি কর্মচারীগণ অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বল্প ব্যয়ের হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন এবং সুস্থ হবার পরিবর্তে নানারুপ জটিলতায় ভোগেন। যার ফলে সরকারি কর্মকান্ডে তাদের দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারেন না এবং এতে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাধারণ রোগীর চাপ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বেসরকারি হাসপাতালের শরণাপন্ন হতে হয় এবং ঐ সকল হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যয় সর্বদাই আর্থিক সংগতির বাইরে চলে যায়। এসব বিবেচনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সুলভে উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ০৭/০৭/২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি আধুনিক মানের হাসপাতাল স্থাপনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪২৩৯.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৮/০৮/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৭.২৩ লক্ষ টাকা (১০.৩১%) বৃদ্ধি করে মোট ৪৬৭৬.৪৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে গত ৯.১১.২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির সংশোধন অনুমোদিত হয়।

৭.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল- পূর্ত কাজ (প্রধান হাসপাতাল ভবন, ডাক্তারদের ডরমেটরী, নার্সেস হোস্টেল এবং ইমার্জেন্সী স্টাফ ডরমেটরী নির্মাণ), মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, যানবাহন সংগ্রহ ২টি, ৬ মাসের ঔষধ ক্রয়, পথ্য (৬ মাসের) এবং অন্যান্য রাজস্ব ব্যয়।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** মূল প্রকল্পটি ২৮/০৮/২০০৭ তারিখে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে ৪২৩৯.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর গত ০৯.১১.২০১১ তারিখে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে মোট ৪৬৭৬.৪৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির সংশোধন অনুমোদিত হয়।

৭.৪ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

ক) সরকারি কর্মচারী ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান ;

খ) আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত জীবন-যাপন;

গ) বিশেষায়িত সেবা প্রদানের মাধ্যমে Cost-effective স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা; এবং

ঘ) সরকারি কর্মচারী ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের নিয়মিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে অসুস্থতা ও মৃত্যুহার কমানো।

৭.৫ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৮-০৯	৫৬২.৪৬	৫৬২.৪৬	-	৫৬২.৪৬	৫৬২.৪৬	৫৬২.৪৬	-
২০০৯-১০	১০০৪.৯১	১০০৪.৯১	-	১০০৪.৯১	১০০৪.৯১	১০০৪.৯১	-
২০১০-১১	৯৮৯.৭৫	৯৮৯.৭৫	-	৯৮৯.৭৫	৯৮৩.৯৩	৯৮৩.৯৩	-
২০১১-১২	২০৫৩.৫৭	২০৫৩.৫৭	-	২০৫৩.৫৭	১৯৭১.৭৭	১৯৭১.৭৭	-
মোটঃ	**৪৬১০.৬৯**	**৪৬১০.৬৯**	**-**	**৪৬১০.৬৯**	**৪৫২৩.০৭**	**৪৫২৩.০৭**	**-**

৭.৬ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ১৮.০৭.২০১৩ তারিখে ঢাকা মহানগরস্থ ফুলবাড়িয়ায় বাস্তবায়িত প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক, বিদ্যমান হাসপাতালের সার্জারী বিশেষজ্ঞ, গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পূর্ত), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ইএম) এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নির্মিত ৪ তলা ভবনের সকল তলা ও কক্ষে এবং অনুরুপভাবে ডাক্তার/নার্স/ইমার্জেন্সী স্টাফদের জন্য নির্মিত ডরমেটরীগুলোর সকল কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরবর্তী মূল্যায়নের সুবিধার্থে নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস্ সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষা করা হয়।

৮.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১।	ডা: সাজেদা বেগম মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট	৩০-১০-২০০৭	১২-০২-২০০৮
০২।	ডা: বেলায়েত হোসেন মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট	১৭-০৪-২০০৮	১৪-০১-২০১০
০৩।	ডা: ইফফাত আরা বেগম মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট	১৫-০৪-২০১০	৩০.০৬.২০১২

৯.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক কাজের অগ্রগতিঃ

৯.১ নির্মাণ খাতঃ সর্বমোট ১৩,০৬৯.৬৭ বর্গমিটার নির্মাণ কাজ বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৭৩.৪০ লক্ষ টাকা হতে ২৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা (প্রায় ৯৯%) ব্যয় হয়েছে। মোট ২.০০ একর জমিতে ১৬ তলা ফাউন্ডেশনে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৪ তলা মূল হাসপাতাল ভবন (১১,০৮৩.২৪ বঃমিঃ), ডাক্তার ডরমেটরীর জন্য ৬ তলা ভিত্তিসহ ৬ তলা বাসভবন (৭৯৮.৯৬ ব.মি.), নার্সদের হোস্টেলের জন্য ৬ তলা ফাউন্ডেশনে ৬ তলা ভবন (৬৮৭.৪৫ ব.মি.), অত্যাবশ্যকীয় স্টাফদের জন্য ৬ তলা ভিত্তিসহ ৬ তলা ডরমেটরী ভবন (৬০০ বর্গমিটার) এবং ১ তলা ভিতসহ ১ তলা বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ভবন (১৬৭.২২ বর্গমিটার) নির্মাণ করা হয়েছে। মূল হাসপাতাল ভবনে ইমার্জেন্সী, ডায়াগনস্টিক, অপারেশন থিয়েটার, পোষ্ট-অপারেটিভ, আইসিইউ ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ২৭টি সাধারণ কেবিন এবং ২টি ভিআইপি কেবিন রাখা রয়েছে। এছাড়া, একটি অডিটোরিয়াম, ক্যাফেটেরিয়া ও প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সার্ভিসেস সুবিধাদি রয়েছে। তবে কমন স্পেসসহ মেঝের বিভিন্ন স্থানে টাইলসের মাঝে পুডিংসহ ফিনিসিং এর কাজ ভাল হয়নি। হাসপাতালের ভিতরে সকল দেয়ালের ৭ ফুট উচ্চতায় টাইলস লাগানো সৌন্দর্য বর্ধন করেছে এবং যা দেয়াল পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়ক হবে। ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস সন্তোষজনক। বাহ্যিকভাবে সকল নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র-১ হাসপাতালের বহির্দৃশ্য

চিত্র-২ নিচ তলায় রোগী অপেক্ষাগার

(গ) প্রকল্পটির আওতায় মূল হাসপাতাল ভবন নির্মাণের জন্য ২৯.১১.২০০৭ তারিখে নির্মাণ কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে একবার দরপত্র সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়, যা দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ২৯.১২.২০০৭ তারিখ এবং দি ডেইলী অবজারভার পত্রিকায় ২৮.১২.২০০৭ তারিখে প্রকাশিত হয়। মূল দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটেই দেয়া হয়। দরপত্র গ্রহণের সর্বশেষ তারিখ ছিল ১০.১.২০০৮ ইং। এ কাজের জন্য ১১ (এগারটি) দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৭টি দরপত্র শর্তানুসারে যোগ্য (Responsive) বিবেচিত হয়। Financial offer মূল্যায়ন শেষে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়ন লিমিটেড, ইষ্টার্ন ট্রেড সেন্টার, নয়াপল্টন, ঢাকা-কে মূল্যায়নকৃত দর অনুসারে ১৫৭২.৭১ লক্ষ টাকায় কার্যাদেশ দেয়া হয়, যা Engineers' estimate এর চেয়ে ৮.৭২% কম।

৯.২ <u>যানবাহন সংগ্রহঃ</u> প্রকল্পের আওতায় ১টি এ্যাম্বুলেন্স (Mitsubishi L300)) এবং ১টি ডাবল-কেবিন পিক-আপ কেরিবয়সহ (Mitsubishi L200) ক্রয় করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর ডিপোট (সিএমএসডি) যানবাহন ক্রয় করেছে। NYS. Kokusai Link Co.Ltd, Japan, (L/A NYS Rangs limited, 215 TejgoanI/A Bir Uttam Mir Shawkat Sarak, Dhaka) গাড়ী সরবরাহ করেছে। ২টি গাড়ী বাবদ মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০.০০ লক্ষ ঢাকা হতে ৪৯.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৯.৩ **<u>যন্ত্রপাতি সংগ্রহঃ</u>** এ খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৭১.৮৪ লক্ষ টাকা হতে ১১৫৬.৬৩ লক্ষ টাকা (৯৮%) ব্যয় হয়েছে। ৯টি প্যাকেজের আওতায় ছোট-বড় মোট ২,৪৫৭ টি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মেডিকেল সিটি স্ক্যান (CR with Dry Direct Digital Printer) এবং একটি Hitachi 1000ma Double tube Digital X-ray machine ক্রয় করা হয়েছে। X-ray মেশিন ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। CT Scan মেশিন বসানো হয়নি। এছাড়া "Office Equipment, Refrigerator and other" উপখাত এর আওতায় ৪টি কম্পিউটার, ৩টি প্রিন্টার, ১টি টেলিভিশনসহ মোট ২৩টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। সকল মেডিকেল ও অফিস যন্ত্রপাতি সিএমএসডি'র মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

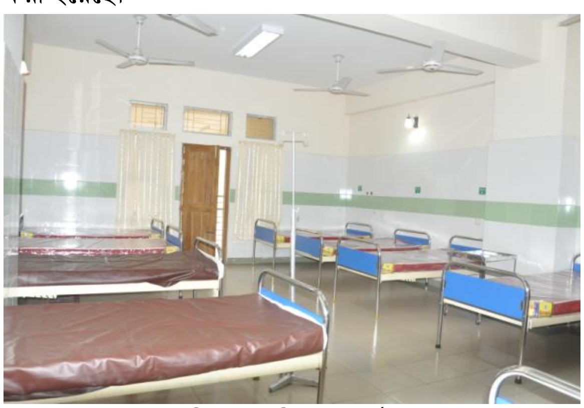
চিত্র-৩ মহিলা ওয়ার্ড

চিত্র-৪ আইসিইউ

৯.৪ **আসবাবপত্র ক্রয়ঃ** প্রকল্পের ডিপিপিতে ১,৭৫১টি হাসপাতাল ও অফিস আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১০৯.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। যা হতে হাসপাতাল আসবাবপত্র বাবদ ১০৮.৭০ লক্ষ টাকা এবং অফিস আসবাবপত্র বাবদ ১.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রকল্পের এ খাতে পুরোটা অর্থই ব্যয় হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাঠের কারখানা হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে কাঠ ও স্টিলের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এ সকল আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। সংগৃহীত আসবাবপত্রের কাঠের মান, রং, বার্নিশ, ডিজাইন/গঠন, টেকসই ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই মানসম্পন্ন হয়নি। ।

৯.৫ **ডিজিটালাইজেশনঃ** হাসপাতালের সকল কার্যক্রম অটোমেশন করার লক্ষ্যে প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৭.৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৯১.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ লক্ষ্যে সার্ভার (৪টি), কম্পিউটার (৫৫টি), সফটওয়্যার এবং আনুষঙ্গিক সকল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। হাসপাতাল ভবন রোগীদের জন্য পুরোপুরি চালু করা হলে ডিজিটালাইজেশন এর কাজ শুরু করা হবে মর্মে জানানো হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ৬/২/২০১২ তারিখে টেন্ডার আহ্বান করা হলে ৪টি দরদাতা দরপত্র পেশ করে। ৪টি দরপত্র-ই রেসপনসিভ হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে M/S Crystal Technology, Bangladesh-কে কার্যাদেশ দেয়া হয়।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) সরকারি কর্মচারী ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান ;	(ক)হাসপাতাল ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি বসানো সংক্রান্ত প্রায় সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হাসপাতাল পরিচালনার জন্য সকল ধরনের জনবল যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সরকারি কর্মচারী ও তাদের উপর নির্ভরশীল আত্মীয়-স্বজনদের চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মিত হলো এবং সংগৃহীত যন্ত্রপাতি আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিবেচনায় নির্মিত ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ জনবল পদায়ন ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সংগ্রহসহ চালু করা হলে আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;
(খ) আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত জীবন-যাপন;	(খ) আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হলে কালক্রমে মানুষের জীবন-যাপন উন্নততর হবে মর্মে আশা করা যায়;
(গ) বিশেষায়িত সেবা প্রদানের মাধ্যমে Cost-effective স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা; এবং	(গ) হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করা হলে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় Cost-effectiveness নির্ণয় করতে পারে। এ পর্যায়ে এ উদ্দেশ্যটি অর্জন বিষয়ে কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয় মর্মে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন; এবং
(ঘ) সরকারি কর্মচারী ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের নিয়মিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে অসুস্থতা ও মৃত্যুহার কমানো।	(ঘ) হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হলে সরকারি কর্মচারী ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের নিয়মিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে অসুস্থতা হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়।

১১.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকৃতপক্ষে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, এমএসআর সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ বিবেচনায় প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ১ম টি (অনুচ্ছেদ-১০-এর ক) সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। অপর ৩টি উদ্দেশ্য (অনুচ্ছেদ ১০-এর খ, গ ও ঘ) হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গরূপে চালুর পর কেবল দীর্ঘ মেয়াদে অর্জন সম্ভব। অর্থাৎ মানুষের উন্নততর জীবন-যাপন, স্বাস্থ্য সেবায় Cost-effective নির্ণয় এবং মৃত্যুহার কমানো ইত্যাদি দীর্ঘ মেয়াদী বিষয়। এ উদ্দেশ্যগুলি প্রভাব (Impact) সংক্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যগুলো এ পর্যায়ে অর্জন সম্ভব নয়।

১২.০ **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

নির্মাণ কাজঃ

১২.১ নির্মাণ কাজের মান দৃশ্যত সন্তোষজনক। তবে রোগীদের জন্য নির্মিত ওয়ার্ড সংলগ্ন ও কেবিনগুলোর টয়লেটে স্থাপিত টয়লেট পেপার হোল্ডার, পানির টেপ এবং পাইপ এর মান নিম্নমানের দেখা গেছে;

১২.২ ৩য় তলায় পোষ্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডের নার্সিং স্টেশনে বাধাইকৃত টেবিলসদৃশ ডেক্সটিতে সরাসরি ঢোকার জন্য কোন ফাঁকা/গেট রাখা হয়নি। পিছন দিকের একটি রুম দিয়ে নার্সিং ষ্টেশনে ঢুকতে হয়। পোষ্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডের নার্সিং স্টেশনে এ ধরনের Access সঠিক নয়;

১২.৩ মূল হাসপাতাল ভবনের নিচতলায় রোগী অপেক্ষাগার-এ কোন হেল্প ডেস্ক নেই। আনুমানিক দেড়শ থেকে দু'শো লোকের বসার স্থানে রোগীদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন প্রয়োজন;

১২.৪ নির্মিত অডিটরিয়ামে প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তার বসার সুযোগ থাকবে। তবে অডিটরিয়ামে কোন স্টেজ নেই। অডিটরিয়ামে ছোট স্টেজ করার মত স্পেস রয়েছে; এবং

১২.৫ চারতলার কেবিন ব্লকের উত্তর পাশের খোলা বারান্দায় বৃষ্টির পানি জমে থাকে এবং বৃষ্টির পানি হাসপাতাল ভবনের উক্ত ফ্লোরে জমা হয়।

যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ/স্থাপনঃ

১২.৬ প্রকল্পটির আওতায় কাঠ ও ষ্টীলের আসবাবপত্র সংগ্রহের কাজ ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সম্পাদন করা হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ এ কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। জুন, ২০১২ সালে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত এ হাসপাতালের জন্য আগাম ২০০৯-১০ সালে আসবাবপত্র সংগ্রহ করায় সংগৃহীত আসবাবপত্র দীর্ঘদিন ব্যবহৃত না হওয়ায় অনেক আসবাবপত্র যেমন- টেবিল চেয়ার, খাট ময়লা হয়ে পুরাতন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এছাড়া আসবাবপত্রের কাঠের মান, কাজের ফিনিসিং নিম্নমান মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

১২.৭ প্রকল্পের আওতায় ২৯টি বিভিন্ন ধরনের এসি সংগ্রহ করা হলেও আইসিইউ, কেবিন, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, অডিটোরিয়াম– এ স্থাপনের জন্য এসির সংখ্যা কম হওয়ায় পোষ্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডে কোন এসি লাগানো সম্ভব হয়নি; এবং

১২.৮ জুন, ২০১২-এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এখনও হাসপাতাল ভবন উদ্বোধন করা হয়নি।

অন্যান্যঃ

১২.৯ বিদ্যমান পূর্বেকার হাসপাতাল ভবনটি অতি পুরাতন, যা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এ হাসপাতালটিতে বিদ্যমান আসবাবপত্র , যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে যেগুলো ব্যবহারযোগ্য মনে হয় তা মেরামত করে নতুন হাসপাতালে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে; এবং

১২.১০ প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৩.০ **সুপারিশমালাঃ**

১৩.১ নতুন হাসপাতাল ভবনে বিশেষজ্ঞসহ অন্যান্য জনবল পদায়ন এবং যন্ত্রপাতি স্থাপনপূর্বক শীঘ্র উদ্বোধন করা আবশ্যক;

১৩.২ জুন, ২০১২ সালে নির্মাণকাজ সমাপ্ত হাসপাতাল ভবনের জন্য আগাম ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে আসবাবপত্র সংগ্রহের কারণ এবং নিম্নমানের আসবাবপত্র সংগ্রহের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৩.৩ পোষ্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডে নার্সিং স্টেশনে নির্মিত ডেক্সটিতে সরাসরি আসা-যাওয়ার লক্ষ্যে ডেক্সটির একপ্রান্ত কেটে নার্সদের যাতায়াতের জন্য গেটের সুযোগ করতে হবে;

১৩.৪ পোষ্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডে এসি লাগানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়;

১৩.৫ মূল হাসপাতাল ভবনের নিচ তলায় রোগী অপেক্ষাগারে একটি Help Desk স্থাপন করা আবশ্যক; এবং

১৩.৬ হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

"Improving Food Safety, Quality and Food Control in Bangladesh"

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান ঃ ঢাকা, বাংলাদেশ।

২.০। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৭৯৭৭.১৩ ৯১৪.৪০ ৭০৬২.৭৩	-- -- --	৪৯১৮.১১ -- ৪৯১৮.১১	জানুয়ারী,২০০৯ হতে ডিসেম্বর,২০১০	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১২	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১২	-	১ বছর ৬ মাস (৭৫%)

৫.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম. নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
			আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব
			জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	(সংখ্যা)	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	(সংখ্যা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	ইন্টারন্যাশনাল ষ্টাফ	জন		৯৩৬.৩৩	৯৩৬.৩৩	৫	-	৯৭৯.৯২	৯৭৯.৯২	৫
২।	ন্যাশনাল প্রফেশনাল ষ্টাফ	জন		২৪৮.৪০	২৪৮.৪০	৫	-	২৬৫.২২	২৬৫.২২	৬
৩।	ন্যাশনাল সাপোর্ট ষ্টাফ	জন		৮৬.৬৬	৮৬.৬৬	৮	-	১১৩.১২	১১৩.১২	১২
৪।	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	জন		৩৯১.২৩	৩৯১.২৩	৪২	-	২৫৫.৭৯	২৫৫.৭৯	৩৩
৫।	দেশীয় পরামর্শক	জনমাস		১৫০.৫৯	১৫০.৫৯	৪৮.৫	-	৪১.১৮	৪১.১৮	২৬.৩৫
৬।	চুক্তি	থোক		৭১৯.৬৭	৭১৯.৬৭	থোক	-	৪৮৩.৮৯	৪৮৩.৮৯	থোক
৭।	ভ্রমণ ব্যয়	থোক		৫৬০.২৪	৫৬০.২৪	থোক	-	২৮১.৯৯	২৮১.৯৯	থোক
৮।	প্রশিক্ষণ			৩০৯.৮১	৩০৯.৮১		-	৭৩.১১	৭৩.১১	
৯।	এক্সপানডেবল ইকুইপমেন্ট	থোক		৩১০.৫০	৩১০.৫০	থোক	-	২৫২.৩১	২৫২.৩১	থোক
১০।	নন-এক্সপানডেবল ইকুইপমেন্ট	থোক		২৩৪৭.৭৩	২৩৪৭.৭৩	থোক	-	১৫৪০.৬০	১৫৪০.৬০	থোক
১১।	টেকনিক্যাল সাপোর্ট কস্ট	থোক	-	১৯৪.৫৮	১৯৪.৫৮	থোক	-	৪৩.৭৯	৪৩.৭৯	থোক
১২।	জেন্যারেল অপারেটিং এক্সপেনস	থোক	-	১৮১.৯৯	১৮১.৯৯	থোক	-	৯৪.৭৫	৯৪.৭৫	থোক
১৩।	ফাও প্রতিনিধির দপ্তরের সরাসরি নির্বাহ ব্যয়	থোক	-	১৬২.৯৫	১৬২.৯৫	থোক	-	১৭০.৭০	১৭০.৭০	থোক
১৪।	প্রজেক্ট সাপোর্ট কস্ট	থোক	-	৪৬২.০৫	৪৬২.০৫	থোক	-	৩২১.৭৫	৩২১.৭৫	থোক
১৫।	সিডি ভ্যাট	থোক	৯০০.০০	--	৯০০.০০	থোক	-	০.০	০.০	থোক
১৬।	ইন-কাইন্ড	থোক	১৪.৪০	--	১৪.৪০	থোক	-	০.০	০.০	থোক
	সর্বমোট	-	৯১৪.৪০	৭০৬২.৭৩	৭৯৭৭.১৩	-	-	৪৯১৮.১১	৪৯১৮.১১	-

৬.০। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পরিকল্পনা মাফিক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। দাতা সংস্থা (FAO) কর্তৃক গাড়ী সংগ্রহ করা হয়েছে বিধায় সিডিভ্যাট বাবদ কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** গত ২৩/১১/২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় কমিশনের মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP)-এর EC সহায়তা সংক্রান্ত সংশোধিত Financing Agreement স্বাক্ষরিত হয়। সংশোধিত Agreement অনুযায়ী ইউরোপীয় কমিশন বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত "Improving Food Safety, Quality and Food Control in Bangladesh" শীর্ষক আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে EC এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উভয়ের সাথে FAO এর ২টি আলাদা Project Agreemnt স্বাক্ষরিত হয়। ইউরোপীয় কমিশনের অনুদানের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০/১২/২০০৮ তারিখে প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

৭.২। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির উপর গত ২৩/১২/২০০৮ তারিখে বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (এসপিইসি)সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং ৩১/১২/২০০৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।

৭.৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের মধ্যে খাদ্যবাহিত রোগ হ্রাস করা এবং এর মাধ্যমে জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন সাধন।

৭.৪। **বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৮-০৯	১০০.০০	--	১০০.০০	১০০.০০	--	--	--
২০০৯-১০	১০০০.০০	--	১০০০.০০	১০০০.০০	--	--	--
২০১০-১১	১২০০.০০	--	১২০০.০০	১২০০.০০	--	--	--
২০১১-১২	১০০০.০০	--	১০০০.০০	১০০০.০০	--	--	--
মোটঃ	৩৩০০.০০	--	৩৩০০.০০	৩৩০০.০০	৪৯১৮.১১	--	৪৯১৮.১১

৭.৫। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ২১-০৪-২০১৪ তারিখে মহাখালীস্থ ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ-এ প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। বিবেচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গৃহীত বর্তমানে চলমান কার্যক্রমের CTA Mr. John Ryder, Food Safety Officer Mr. Sridhar Dharmapuri, Senior National Advisor Prof. Shah Monir Hossain সহ প্রকল্পের আওতায় ইতঃপূর্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ফুড ল্যাবরেটরি পরিদর্শন এবং ফুড সেফটি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, গাইড লাইন, প্রতিবেদন ইত্যাদি ডকুমেন্টস পরীক্ষা করা হয়।

৮.০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত হয়েছে। ফাও কর্তৃক নিয়োগকৃত Chief Technical Advisor (CTA) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্পটির আওতায় সরকার হতে কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক এবং যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। মূলতঃ টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।

৯.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

৯.১ ইন্টারন্যাশনাল ষ্টাফঃ প্রকল্পটির আওতায় দীর্ঘ মেয়াদে ও স্বল্প মেয়াদে আন্তর্জাতিক ষ্টাফ কাজ করেছেন। Chief Technical Adviser ১৭ জুন ২০০৯ হতে ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া আরও ৪ জন বৈদেশিক পরামর্শক দীর্ঘ মেয়াদে (১ থেকে ২ বছর) প্রকল্পের আওতায় কাজ করেছেন।

৯.২ ন্যাশনাল প্রফেশনাল ও সাপোর্ট ষ্টাফঃ ৬ জন দেশীয় পরামর্শক ৭ মাস হতে পুরো প্রকল্প মেয়াদে পূর্ণকালীন হিসেবে জাতীয় পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। ৮ জন অফিস ব্যবস্থাপনা, ১ জন আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ২ জন কম্পিউটার টাইপিষ্ট, ৫ জন ড্রাইভার এবং ১ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী প্রকল্পের পূর্ণকালীন ষ্টাফ হিসেবে কাজ করেছেন।

৯.৩ আন্তর্জাতিক পরামর্শকঃ ৩১ জন স্বল্প মেয়াদী বৈদেশিক উপদেষ্টা (১ সপ্তাহ থেকে ৬ মাসের নীচে) প্রকল্পের আওতায় Operations & Managment, Surveillance, Curriculum for Food Inspectors, Food Inspection guideline, Laboratory Commissioning ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছেন।

৯.৪ স্বল্প মেয়াদী স্থানীয় পরামর্শকঃ ১৮ জন স্বল্প মেয়াদী ন্যাশনাল (৬ মাসের কম) কনসালট্যান্ট প্রকল্পের আওতায় কাজ করেছেন।

৯.৫ নন-এক্সপেনডেবল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহঃ বিবেচ্য কারিগরি প্রকল্পের আওতায় খাদ্যে রাসায়নিক ও অনুজীব সংক্রান্ত এ্যানালাইসসি কাজের জন্য ৯.৫৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার সমপরিমাণে প্রায় ৭৪৬৪.০০ লক্ষ টাকায় ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, এ অংগের আওতায় প্রকল্পের জন্য অফিস যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

৯.৬ **শিক্ষা সফর (স্টাডি ট্যুর):** ভারতের বিভিন্ন খাদ্য ল্যাবরেটরী পরিদর্শনের নিমিত্ত ৯ দিন মেয়াদে ১৫ জনের একটি দল, মালয়েশিয়ায় Risk Based Food Inspection কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য ৬ দিন মেয়াদে ১৩ জনের একটি ব্যাচ, ইতালিতে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে সম্যক ধরণা লাভের জন্য ৬ দিন মেয়াদে একটি উচ্চ পর্যায়ের দল এবং ব্যাংককে ২ দিনের আঞ্চলিক সেমিনারে ১ সদস্য বিশিষ্ট ১ জন কর্মকর্তা স্টাডি ট্যুরে অংশগ্রহণ করেছেন।

৯.৭ টেকনিক্যাল সাপোর্ট কস্টঃ এ অংগের আওতায় আন্তর্জাতিক কারিগরি সহায়তা/ব্যাকস্টপিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৯.৮ এক্সপেনডেবল ইকুইপমেন্টঃ এ অংগের আওতায় ফুড ল্যাবরেটরির জন্য বিভিন্ন রিএজেন্ট, কম্পিউটারের টোনার, ষ্টেশনারী ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

৯.৯ কন্ট্রাক্টঃ জাতীয় জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ৩ তলায় বিদ্যমান ল্যাবরেটরী-কে রিনোভেশন, প্রকল্প অফিসের রিফারভিসমেন্ট, ফুড সেফটি সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তিকা, সচেতনতামূলক পোষ্টার, লিফলেট এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আউটসোর্সিং এর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, আইসিডিডিআরবি এবং সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনের মাধ্যমে লেটার অফ এগ্রিমেন্টের আওতায় ২টি গবেষণা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

৯.১০ জেনারেল অপারেটিং কস্টঃ এ অংগের আওতায় প্রকল্প কার্যালয়ের ইউটিলিটি সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

৯.১১ ফাও প্রতিনিধির দপ্তরের সরাসরি নির্বাহ ব্যয় এবং প্রজেক্ট সাপোর্ট কস্টঃ প্রকল্প ব্যয়ের ১৩% জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও)-এর বাংলাদেশ কার্যালয়ে এবং ৭% হেডকোয়ার্টার/আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরাসরি ব্যয় করা হয়েছে।

১০.০। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যঃ ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ-এর দোতলায় অবস্থিত প্রকল্পের অফিস এবং তিনতলায় ন্যাশনাল ফুড ল্যাবরেটরি অবস্থিত। ফুড ল্যাবরেটরিটি মেরামতের মাধ্যমে আধুনিক সুবিধা সৃষ্টিসহ নতুন অবয়বে আন্তর্জাতিক মানে তৈরী করা হয়েছে। ফুড চেইনের সর্বশেষ পয়েন্ট অর্থাৎ খাবার গ্রহণ পর্যায়ে খাদ্যের ক্যামিক্যাল, মাইক্রোবায়োলজিক্যালসহ প্রায় সকল প্যারামিটার পরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অবহিত করেন যে, এটি খাদ্য নিরাপদতা পরীক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় রেফারেল ল্যাবরেটরি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানদন্ড রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় Accreditation/Certification প্রাপ্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় প্রণীত গাইড লাইন, নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা-২০১৩, খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পোষ্টার, লিফলেট, কনসালটেন্টদের প্রতিবেদন দেখানো হয়েছে। যা সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১১.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের মধ্যে খাদ্যবাহিত রোগ হ্রাস করা এবং এর মাধ্যমে জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে খাদ্য নিরাপদতা জনস্বাস্থ্যের মূল স্রোতধারায় এসেছে। জাতীয় খাদ্য নিরাপদতা ও মান সংক্রান্ত নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বিতভাবে খাদ্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়নে চাহিদা নিরুপণ, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ল্যাবরেটরির দক্ষতার উন্নয়ন, সুবিধাভোগীদের খাদ্য নিরাপদতা ক্যাম্পেইন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ে KAP সার্ভে, নিরাপদ খাদ্য ক্যাম্পেইন কৌশল প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোষ্টার তৈরী, বাংলাদেশ ফুড সেফটি নেটওয়ার্ক তৈরী, খাদ্য কারখানায় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে TOT প্রশিক্ষণ, স্ট্রিট ফুড ও রান্নাঘরে হাইজিন কোডেক্স চালুসহ খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩০০ রিক্সা ফুড কার্ট বিতরণ করা হয়েছে। স্যানিটারী ইন্সপেক্টরদের গাইডলাইন,

	প্রোটোকল, কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেখা যায় যে, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের প্রাথমিক কাজগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে খাদ্যবাহিত রোগ হ্রাসের জন্য এখনও কোন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়নি। তবে খাদ্যবাহিত অসুস্থতার জন্য সার্ভিলেন্স চালু করা হবে মর্মে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। খাদ্যবাহিত অসুস্থতা হ্রাস পেলে দীর্ঘ মেয়াদে জনগণের পুষ্টিমানের উন্নয়ন ঘটবে।

১২.০। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যবাহিত রোগ হ্রাস করা। উদ্দেশ্যটি পূরণের লক্ষ্যে প্রারম্ভিক সকল কাজসমূহ যেমনঃ নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন, ন্যাশনাল ফুড ল্যাবরেটরি স্থাপন, খাদ্য পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ, স্ট্রিট ফুড সেফটি বিষয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ফুড ভেন্ডরসদের রিক্সা ফুড কার্ট সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় একই উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যেমনঃ ফুড সার্ভিলেন্সসহ খাদ্যের বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করা হলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে খাদ্য বাহিত রোগ হ্রাস পাবে।

১৩.০। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৩.১। পিসিআর প্রেরণে অস্বাভাবিক বিলম্ব এবং পিসিআর-এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদ অপূরণকৃত থাকাঃ আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১২ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্প সমাপ্তির পর সচিব পর্যায়ে ডি.ও পত্রসহ ডেস্ক পর্যায়ের পুনঃ পুনঃ পত্রের মাধ্যমে পিসিআর প্রেরণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে গত ১০ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অর্থাৎ ১ বছর ৯ মাস পর পিসিআর পাওয়া গেছে। প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ২ বছর পরে মূল্যায়ন করা হলে এ ধরণের মূল্যায়নের গুরুত্ব হারিয়ে যায়। এছাড়া, FAO কর্তৃক প্রণীত এ পিসিআর-এর বি-৫,৭,৮.২, সি(১)বি অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন- কম্পোনেন্টের বাস্তব একক, বছর ভিত্তিক খরচ, গাড়ী ক্রয়ের তারিখসহ সংশ্লিষ্ট তথ্য পিসিআর এ দেয়া হয়নি। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ে সিডিভ্যাট খাতে জিওবি অর্থ বাবদ ৯১৪.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রাপ্ত পিসিআর-এ জিওবি খাতে কোন ব্যয় প্রাক্কলন দেখানো হয়নি। প্রাপ্ত পিসিআর-টির বিভিন্ন তথ্য বিন্যাস, FAO-এর পত্র দেখে প্রতীয়মান হয় যে, এটি দাতা সংস্থা FAO কর্তৃক প্রণীত এবং পিসিআরটি মন্ত্রণালয় পর্যায় কোনরুপ পরীক্ষা করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ২ বছর পর এ ধরণের পিসিআর প্রেরণ কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না;

১৩.২। সঠিকভাবে টিপিপি প্রণয়ন না করাঃ আলোচ্য টিপিপির কম্পোনেন্টগুলো বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান অর্থনৈতিক কোড, সাব-কোড সংশ্লিষ্ট নয়। অর্থাৎ টিপিপি'র অংগগুলো সরকারের প্রচলিত Activity সদৃশ নয়। এতে করে বাংলাদেশ সরকারের একাউন্টিং সিস্টেম কিভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে, তা বোধগম্য নয়;

১৩.৩। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করাঃ ৭০৬২.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রাক্কলিত এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সরকারের পক্ষে কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। অথচ ৫০.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বের সকল ধরনের প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা রয়েছে। টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে Chief Technical Advisor প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। দাতা সংস্থার অর্থায়নে প্রকল্পটি গৃহীত হলেও সরকার কর্তৃক কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করার বিষয়টি নজিরবিহীন। এতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে সরকারের সরাসরি কর্তৃত্ব ও সুষ্ঠু সমন্বয় বিঘ্নিত হওয়াটাই স্বাভাবিক; এবং

১৩.৪। টিপিপি'র মেয়াদবৃদ্ধি না করেই ১ বছর ৬ মাস অতিরিক্ত বাস্তবায়নঃ মূলত টিপিপিতে অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত। অথচ জুন ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। অনুমোদিত মেয়াদের অতিরিক্ত দেড় বছর অর্থাৎ জুন ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন কোন পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে পিসিআর-এ কোন উল্লেখ নেই এবং এ সংক্রান্ত কোন ডকুমেন্ট পরিকল্পনা কমিশন কিংবা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়াদ বৃদ্ধি না করে দেড় বছর অতিরিক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয়, যা মোটেই কাম্য-নয়।

১৪.০। **সুপারিশঃ**

১৪.১ প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ৯ মাস পর অসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত এ ধরণের পিসিআর প্রেরণ কোনভাবেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সময়মত সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণে তৎপর হতে হবে;

১৪.২ বাংলাদেশ সরকারের নির্ধারিত ছকে এবং যথাযথভাবে কোড, সাব-কোড অনুসরণে **Code Description** সহ টিপিপি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন;

১৪.৩ প্রায় ৭১.০০ কোটি টাকার প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করার ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত করে আইএমই বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অবহিত করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালক ব্যতিরেকে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে চিহ্নিতব্য সমস্যাসমূহ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে; এবং

১৪.৪ আলোচ্য টিপিপি'র অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত। অথচ উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পরেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কিভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে সে বিষয়ে তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট মতামত আইএমই বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

“সাপোর্ট ফর পলিসি প্লানিং এন্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ ফর পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট”

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : আজিমপুর, ঢাকা।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা প্রঃসাঃ (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪০৪.০১ - ৪০৪.০১ (-)	৪৫৯.০৮ - ৪৫৯.০৮ (-)	৪৪২.১৩ - ৪৪২.১৩ (-)	জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১০	জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১১	জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১১	-	১ বছর (২০%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আরটিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
			আর্থিক			বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক			বাস্তব
			জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	ডাটাবেজ স্থাপন	সংখ্যা	-	৮.১১	৮.১১	১	-	৪.০৫	৪.০৫	১
২।	রিসার্স এন্ড এনালাইসিস	থোক		১৬৪.৪২	১৬৪.৪২			১৬৩.৪০	১৬৩.৪০	
৩।	সার্ভে	সংখ্যা		২৫.৬৭	২৫.৬৭	১		২৫.৩৭	২৫.৩৭	১
৪।	প্রকাশনা	সংখ্যা		৭০.৬৩	৭০.৬৩	২		৭০.১৩	৭০.১৩	২
৫।	প্রিন্টিং	থোক		৫.২৬	৫.২৬			৫.০৫	৫.০৫	
৬।	কমিটি মিটিং	থোক		৩.০৭	৩.০৭			৩.০৫	৩.০৫	
৭।	কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট	থোক		২.৩৪	২.৩৪			২.৩০	২.৩০	
৮।	কম্পিউটার সফ্‌টওয়ার	থোক		০.২৮	০.২৮			-	-	
৯।	স্টেশনারী	থোক		৪.১৮	৪.১৮			৪.০৫	৪.০৫	
১০।	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক		৪১.৬৪	৪১.৬৪			৩৮.৪০	৩৮.৪০	
১১।	স্থানীয় প্রশিক্ষণ (UFPOs P & D training)	ব্যাচ		৩৫.২১	৩৫.২১	৩		৩৫.১১	৩৫.১১	৩
১২।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (Int’l P & D training)	ব্যাচ		৬২.৯৩	৬২.৯৩	৩		৬০.৮৭	৬০.৮৭	৩
১৩।	ভ্রমণ ব্যয় (কর্মকর্তাদের দৈনিক ও যাতায়াত ভাতা)	থোক		৩৫.৩৪	৩৫.৩৪			৩০.৩৫	৩০.৩৫	
	সর্বমোট			**৪৫৯.০৮**	**৪৫৯.০৮**	-		**৪৪২.১৩**	**৪৪২.১৩**	-

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে এর কারণঃ সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পরিকল্পনা মাফিক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যার জন্মহার ছিল ৬.৩%, যা ২০০৪ সালে ৩.০% এ নেমে এসেছে। মূলত নব্বই দশকের পূর্বে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাফল্যের কারণে জনসংখ্যর জন্মহার দ্রুততার সাথে হ্রাস পায়। নব্বই দশকে এসে টোটাল ফার্টিলিটি রেট (টিএফআর) ৩.৩%-এ এসে স্থিতিশীল হয়। গবেষণা, প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাফল্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে এ সাফল্য সত্ত্বেও জেন্ডার এবং অধিকারভিত্তিক প্রজননস্বাস্থ্য কার্যক্রম বিষয়ে এখনও জাতীয় পর্যায়ে কোন নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন করা হয়নি। এ সকল বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টিরও সুযোগ রয়েছে। UNFPA 7th Country Program-এর আওতায় বিবেচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি ফার্টিলিটি হ্রাসের লক্ষ্যে নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে জনমিতিক ক্রমধারা ও ফার্টিলিটি বিশ্লেষণসহ সামাজিক ক্ষতিকর প্রচলিত প্রথা (যথাঃ বাল্য বিবাহ, যৌতুক, লিঙ্গ বৈষম্য) সম্পর্কে তথ্য আহরণ করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি প্রণীত হয়েছে। প্রকল্পটিতে UNFPA ও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় 7th Country Program Action Plan (CPAP) 2006-2010-এর আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য Population and Development সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে Discriminatory provisions towards women and girls বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করা হবে এবং ফলাফল disseminate করা হবে। UNFPA-এর 7th CPAP-র বাস্তবায়নাধীন দুইটি জেলায় (চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার এবং সিলেট বিভাগের সিলেট জেলা) এ প্রকল্পের মাধ্যমে বেইজ লাইন ও এন্ড লাইন জরিপ সম্পন্ন করা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া একটি Maternal Health and Morbidity Audit কার্যক্রম সম্পন্ন করে মাতৃমৃত্যুর কারণসমূহ চিহ্নিত করে ফলাফল সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণের প্রস্তাব করা হয়। Capacity building of GOB Officials এর আওতায় উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (UFPO)-দের Training Needs বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত Modules প্রণয়নপূর্বক তিনটি কোর্স পরিচালনা করা হবে। সর্বোপরি প্রকল্পটির মাধ্যমে গবেষণালব্দ জ্ঞান স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে।

৭.২ প্রকল্পের অনুমোদনঃ প্রকল্পটি ২৫/০৫/২০০৬ তারিখে জানুয়ারি, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে ৪০৪.০১ লক্ষ টাকা (পুরোটাই UNFPA-এর অর্থায়ন) প্রাক্কলিত ব্যয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৮/১২/২০১১ তারিখে ১ বছর মেয়াদবৃদ্ধিসহ অর্থাৎ জানুয়ারি, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪৫৯.০৮ লক্ষ টাকা (পুরোটাই UNFPA-এর অর্থায়ন) প্রাক্কলিত ব্যয়ে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে টিপিপি'র সংশোধন অনুমোদিত হয়।

৭.৩ উদ্দেশ্যঃ

(ক) মূল উদ্দেশ্যঃ দেশের জনগণের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাসহ পরিবার পরিকল্পনার উন্নয়নে অবদান রাখা।

(খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহঃ (১) জনমিতিক ধারাসহ টিএফআর নির্দেশকের সাথে প্রজনন স্বাস্থ্য ও দারিদ্র সূচকের যোগসূত্রতার বিষয়ে উন্নততর জ্ঞান আহরণ; এবং

(২) বাল্য বিবাহ, যৌতুক, জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স ইত্যাদি বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ।

৭.৪ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৫-০৬	২৭.৪৮		২৭.৪৮	-	২১.৭২		২১.৭২
২০০৬-০৭	১৩০.০৫		১৩০.০৫	-	৬৪.৪৯		৬৪.৪৯
২০০৭-০৮	৮৪.২৭		৮৪.২৭	-	৬৮.৭১		৬৮.৭১
২০০৮-০৯	৭৬.৫৭		৭৬.৫৭	-	৪৩.৬৮		৪৩.৬৮
২০০৯-১০	৪২.৮১		৪২.৮১	-	৩৯.২৩		৩৯.২৩
২০১০-১১	৪০.০০		৪০.০০	-	৯৮.৩৯		৯৮.৩৯
২০১১-১২	১০৬.০০		১০৬.০০	-	১০৫.৯১		১০৫.৯১
মোটঃ	৫০৭.১৮		৫০৭.১৮	-	৪৪২.১৩		৪৪২.১৩

৭.৫ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ২২/১২/২০১৩ তারিখে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে প্রকল্পের মূল কার্যালয় নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকায় পরিদর্শন করা হয় এবং পরিচালক (গবেষণা)-সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৮.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ নিপোর্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষাবধি খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১।	জনাব ড. আহমেদ আল সাবির	৩০-০১-২০০৬	২৫-০৫-২০০৯
০২।	কে সি মন্ডল	২৬-০৫-২০০৯	১৪-০৪-২০১০
০৩।	ডা .এ এম এম আনিসুল আউয়াল	১৫-০৪-২০১০	১৬-১০-২০১১
০৪।	ড. আহমেদ আল সাবির	১৭-১০-২০১১	০৮-১২-২০১১
০৫।	ড. সেলিনা আফরোজ	০৯-১২-২০১১	৩১-১২-২০১১

৯.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ

৯.১ **গবেষণা কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপঃ

গবেষণার বিষয়	গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাকাল
Gender-based violence and discrimination towards women and girls	Eusuf and Associates, June-2008
Dowry and discrimination towards women and girls;	Research Evaluation Associates For Development Ltd (READ), June-2007
Maternal health & morbidly audit;	Centre for Woman and Child Health, June-2008
Study Report on Reproductive Health Care needs of Garment workers	NIPORT June-2009
Unmet Needs of Family planning and its Impact on Growth Rate in Bangladesh,	NIPORT Individual Consultant
Why East and West Divide Exists in Family Planning Program Outcome in Bangladesh: What needs to be done to Further Strengthen the Family Planning Program,	NIPORT Individual Consultant
পরিবার পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ এবং ফার্টিলিটি হ্রাসে স্টেকহোল্ডারদের করণীয়	NIPORT
Effectiveness of Family Planning Programs in Bangladesh	Partners in Social Sector Management Research Training & Development (PSSMRTD), December-2011
Formation of Strategy and Action Plan on Delayed Marriage	New Track Firm
Identification of Management Approaches for Reproductive Health (RH) Programmes in Bangladesh	Bureau of Economic Research, University of Dhaka

বাস্তবায়িত সকল গবেষণা কাজের ফলাফল ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়েছে।

৯.২ **সার্ভে ও প্রকাশনাঃ** প্রকল্পের আওতায় Bangladesh Population Profile 2006 এবং Bangladsh Population Profile 2009 প্রণীত হয়েছে। মূলত সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এ প্রোফাইল দুটি সংকলন করা হয়েছে।

৯.৩ **প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের আওতায় (ক) ২৬৮ জন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, জেন্ডার, জনসংখ্যা ও উন্নয়ন, এইচআইভি/এইড্স্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পূর্বাহ্নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপনসহ প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরী করা হয়েছে; (খ) জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৩টি Regional Training প্রশিক্ষণে নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ইআরডি, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'র কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

৯.৪ **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নঃ** প্রকল্পের আওতায় ৩টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছেঃ (ক) Action plan for Gender Strategy on Reduction of Harmful practice, (খ) Action plan for Bangladesh Population Policy; এবং (গ) Formulation Strategy and action plan on Delayed Marriage. এগুলো সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের ওয়ার্কশপের মাধ্যমে অবহিতকরণ করা হয়েছে।

৯.৫ **ইউএনএফপিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজঃ** প্রকল্পটি পুরোপুরি ডিপিএ অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে। ইউএনএফপিএ বেজলাইন এন্ড লাইন সার্ভেসহ ওয়েব পোর্টাল তৈরী করেছে। এছাড়া কম্পিউটার সংগ্রহ, স্টেশনারী ক্রয় ইত্যাদি কাজ ইউএনএফপিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।

৯.৬ **পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যঃ** সম্পূর্ণ ডিপিএ অর্থে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নিপোর্টের একজন গবেষণা সহযোগী প্রকল্পটির ডেস্ক পর্যায়ে কাজ করেছেন। প্রকল্পে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালকগণের একজনও বর্তমানে নিপোর্টে কাজ করছেন না। প্রকল্পের আওতায় ইউএনএফপিএ কর্তৃক সংগৃহীত কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, এয়ার কন্ডিশনার, আইপিএস ইত্যাদি উক্ত ডেস্ক কর্মকর্তার রুমে অগোছালো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। মূলতঃ প্রকল্পের অংশ হিসেবে UNFPA কার্যালয়ে এ অফিস যন্ত্রপাতি কিনেছিল। প্রকল্প শেষে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্রগুলো নিপোর্টকে ফেরত দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত গবেষণা, কর্মপরিকল্পনা, প্রোফাইল প্রণয়ন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে দেখা গেছে ।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) জনমিতিক ধারাসহ টিএফআর নির্দেশকের সাথে প্রজনন স্বাস্থ্য ও দারিদ্রের সূচকসমূহের যোগসূত্রতা বিষয়ে উন্নততর জ্ঞান আহরণ; এবং	(ক) প্রকল্পের আওতায় জনসংখ্যা ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর গবেষণা/সার্ভে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ৩টি এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত সরাসরি কোন স্টাডি করা হয়নি। তবে জনসংখ্যা ও প্রজনন স্বাস্থ্য Pro-poor এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা/স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে বিধায় উদ্দেশ্যটি সাধিত হয়েছে মর্মে বিবেচনা করা যায়।
(খ) বাল্য বিবাহ, যৌতুক, জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স ইত্যাদি বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।	(খ) বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রোফাইল ২০০৬/২০০৯ প্রকাশিত হয়েছে। যা জনসংখ্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যকে সমৃদ্ধ করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১১.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১২.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১ জানুয়ারি, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে মোট ৪৫৯.০৮ লক্ষ টাকা ডিপিএ অর্থে এ ধরণের প্রকল্প চলমান থাকলে তা সংশ্লিষ্ট সেক্টর তথা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধিসহ লজিস্টিক ও সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধি পায়। মন্ত্রণালয়ের সেক্টর কর্মসূচির আওতায় নিপোর্টের Training, Research and Development অপারেশনাল প্লানে এ ধরণের গবেষণা কার্য পরিচালনা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কাজের দ্বৈততার সম্ভাবনা থেকে যায়। এছাড়া এ ধরণের ছোট প্রকল্পের তদারকি/পরিবীক্ষণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেক্টর কর্মসূচির আওতায় এ প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ বাস্তবায়ন করার সুযোগ ছিল;

১২.২ বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় যে সকল গবেষণা/সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে, সেগুলো সংশ্লিষ্ট সকলকে Sharing এর লক্ষ্যে সকল রিপোর্ট এর Soft কপি এবং ঐ Report গুলির প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার নিপোর্টের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়নি। প্রসংগত যে গত ২৯/০৬/২০১১ তারিখে প্রকল্পের RTTP এর উপর অনুষ্ঠিত DSPEC সভায় ওয়েবসাইট তৈরী এবং

সম্পাদিত গবেষণা কার্য ও ট্রেনিং সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল, যা পরিপালন করা হয়নি;

১২.৩ প্রকল্পের আওতায় ৩টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সেক্টর কর্মসূচি কিংবা ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি;

১২.৪ বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং এর জন্য কম্পোনেন্ট রাখার আবশ্যকতা সুস্পষ্ট নয়; এবং

১২.৫ প্রকল্পের আওতায় UNFPA কর্তৃক সংগৃহীত এবং ব্যবহার শেষে ফেরৎ দেয়া লজিস্টিকস ডেস্ক কর্মকর্তার রুমে অব্যবহৃত ও অগোছালো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে ।

১৩.০ <u>সুপারিশমালাঃ</u>

১৩.১ বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণা/সার্ভে কাজসমূহের প্রতিবেদন নিপোর্ট-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য ২৯/০৬/২০১১ তারিখে এ প্রকল্পের RTPP এর উপর অনুষ্ঠিত DSPEC সভায় সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে। নিপোর্ট এর ওয়েবসাইটে আলোচ্য প্রকল্প প্রসূত সকল গবেষণা, সার্ভে, কৌশলপত্র, কর্ম-পরিকল্পনা ইত্যাদি সংরক্ষণপূর্বক আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাভোগীদের অবহিতকরণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৩.২ বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামাল TOE ভুক্তকরণসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে;

১৩.৩ প্রকল্পের আওতায় প্রণীত কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

১৩.৪ প্রকল্পের কাজের দ্বৈততা পরিহারের স্বার্থে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে স্বল্প বরাদ্দ সম্পন্ন প্রকল্প প্রস্তাব সেক্টর কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট অপারেশনাল প্লানের আওতায় বাস্তবায়ন করতে পারে।

পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ

(সমাপ্তঃ জুন,২০১২)

১.০। প্রকল্পের নামঃ ''টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট'' শীর্ষক প্রকল্প।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩.০। প্রকল্পের অবস্থানঃ সমগ্র বাংলাদেশ

৪.০। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়):**

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট জিওবি প্রঃ সাঃ	মোট জিওবি প্রঃ সাঃ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৬৩০১৮.৭৪ জিওবিঃ১২৬০৯.৭৮ প্রঃসাঃ ৫০৪০৮.৯৬ (এডিবি, সিডা)	মোটঃ ৫৪৩১৫.০৬ জিওবিঃ ৫৫৬২.২৯ প্রঃসাঃ ৪৮৭৫২.৭৭ (এডিবি, সিডা)	মোটঃ ৫০৩৭৯.৩২ জিওবিঃ ৫৩৩৫.২১ প্রঃসাঃ ৪৫০৪৪.১১ (এডিবি, সিডা)	এপ্রিল,০৫ হতে সেপ্টেম্বর,১১	এপ্রিল,০৫ হতে জুন,২০১২	এপ্রিল,০৫ হতে জুন,২০১২	প্রযোজ্য নয়	৪ মাস (৫%)

৫.০। **উদ্দেশ্যঃ** মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও এতদসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও জনবলের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং কানাডিয়ান সিডার আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.০। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** বিগত ২৭-০২-২০০৫ তারিখে একনেক সভায় পিসিপি অনুমোদিত হয়। গত ০৪-০৩-২০০৫ তারিখে ডিপিইসি সভায় পিপি চূড়ান্ত এবং মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭-০৩-২০০৫ তারিখে প্রকল্পটি এপ্রিল,২০০৫ হতে সেপ্টেম্বর,২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে মোট ৬৩০১৮.৭৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন,২০১২ পর্যন্ত বর্ধিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭-০৩-২০১১ তারিখে প্রকল্পটি ৫৪৩১৫.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সংশোধন করা হয়।

৭.০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি সুষ্টুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	মোঃ নজরুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব)	২৭-০২-২০০৫	০৭-১১-২০১১	পূর্ণকালীন
২।	স্বপন কুমার সরকার (অতিরিক্ত সচিব)	১১-১২-২০১১	৩০-০৬-২০১২ (প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত)	পূর্ণকালীন

০৮। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

৮.১ প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ০৭-০৭-২০১৩ এবং ০৮-০৭-২০১৩ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে নিম্নলিখিত সমস্যাবলী পরিলক্ষিত হয়েছেঃ

সমস্যাঃ

৮.১.১। প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করায় কোন কোন শিক্ষকের অনীহা দেখা যায়, এমনকী কোন কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণও এ বিষয়ে আগ্রহী থাকেন না। ফলে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়;

৮.১.২। গতানুগতিক পাঠদানে সবাই দীর্ঘদিন যাবৎ অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় নতুন পদ্ধতি গ্রহণে অনেক শিক্ষকই গড়িমসি করেন;

৮.১.৩। Group Work এর মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতি অনেকের কাছে পরিশ্রম সাপেক্ষ বলে তারা করতে চান না;

৮.১.৪। প্রতিটি ক্লাসের সময়সীমা পূর্বে ৪০ মিনিট নির্ধারিত ছিল যা উল্লিখিত পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে শিক্ষকগণ উল্লেখ করেছেন, বর্তমানে প্রতিটি ক্লাসের সময়সীমা ৫০-৫৫ মিনিটে পরিবর্তন করতে Participatory Approach এর মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতি সহজতর হয়েছে;

৮.১.৫। কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পাঠদানে কোন ধরনের গাফিলতি দেখতে পেলে তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নেয়ার কোন ক্ষমতা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নেই।

৮.২। এছাড়া গত ১৫-০৪-২০১২ এবং ১৭-০৪-২০১২ তারিখে প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের ক্রয় সংক্রান্ত নথিসমূহ পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনের আলোকে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

সুপারিশঃ

৮.২.১। টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (টিকিউআই) প্রকল্পের ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফার্নিচার এবং অফিস ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের জন্য RFQ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেও পিপিআর-০৮ অনুযায়ী সঠিকভাবে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়নি। এক্ষেত্রে পিপিআর,২০০৮-এর ব্যত্যয় ঘটানোর জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং মহাপরিচালক, মাউশি (HOPE) এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.২.২। স্থানীয় প্রশিক্ষণে প্রার্থী নির্বাচনে যেহেতু উপজেলা/জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক দ্বারা যথেচ্ছভাবে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে, সেজন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্প অফিস হতে তদারকি করার প্রয়োজন ছিল। পিসিআর না পাওয়ায় প্রকল্পের তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

৯। ৫০৩৭৯.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রকল্প সমাপ্তির ১ বৎসর ৬ মাস অতিক্রান্ত হবার পরও না দেয়ার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অস্পষ্ট রয়ে গেছেঃ

৯.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কতভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

৯.২। প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেট ওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

৯.৩। প্রকল্পের ব্যয়িত প্রায় ৫০৪ কোটি টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা বা এ ব্যয়ে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা তা মূল্যায়ন/নিরূপন করা সম্ভব হয়নি;

৯.৪। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPR এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা যায়নি;

৯.৫। মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সেই সাথে মন্ত্রণালয় কেন এ সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন করেনি বা আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি তার কারণও অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

১০। আইএমইডি'র সচিব কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ২টি ডিও পত্র প্রেরণ, কয়েকবার সাধারণ চিঠি প্রেরণ, এডিপি পর্যালোচনা সভায় বিষয়টি বহুবার উত্থাপন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে মহাপরিচালক কর্তৃক যুগ্ম-প্রধান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে বহুবার যোগাযোগ / অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি) এর সমাপ্তি মূল্যায়নের প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সংক্ষিপ্ত-সার।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত ''Local Governance Support Project (LGSP)'' শীর্ষক প্রকল্পের পিসিআর PCR (Project Completion Report) আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়নি। ফলে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন করাও সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১। **প্রকল্পের নাম** : Local Governance Support Project (LGSP) ।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : স্থানীয় সরকার বিভাগ ।

৩। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ।

৪। **প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)** :

মোট	: ১৪২১৪৬.৯০
টাকা	: ৫৪০৯৬.০০
প্রকল্প সাহায্য	: ৮৮০৫০.৯০

৫। **বাস্তবায়নকাল** : জুলাই ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত

৬। **প্রকল্প এলাকা** : সমগ্র বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন।

৭। **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো- যথাযথ প্রক্রিয়ায় সমতার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ (থোক বরাদ্দের ভিত্তিতে); স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষ করে থোক বরাদ্দের আওতায় গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহের ব্যয় নির্বাহ পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা; স্থানীয় সুশাসন, প্রদত্ত সেবা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল জোরদারকরণ; স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দক্ষতার বৃদ্ধির মাধ্যমে ইউনিয়নের রাজস্ব আয় বাড়ানোর একটি সুসংহত কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন, যা স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সক্ষম করে তুলবে। এ উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে (স্থানীয় সরকার বিভাগ) নীতি বিশ্লেষণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, যা সরকারের বিকেন্দ্রীয়করণ ও কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনের নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে।

৮। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্মত সেবা প্রদান এবং দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ((MDGs) অর্জনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণকে প্রধানতম কর্মপন্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়া পিআরএসপিতেও সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরকে Technical Necessity বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য থোক বরাদ্দের সংস্থান করছে। সরকার কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল-এর আওতায় বিভিন্ন অর্থ বছরে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ থোক হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিষ্ঠানিকভাবে সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর সুশৃঙ্খল গণমুখী ও গণসম্পৃক্ত করে তোলার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯। **প্রকল্পের অর্থায়ন ও প্রকল্প সাহায্যঃ** এ প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আইডিএ এবং ইউএনডিপি অর্থ সহায়তা করেছে।

১০। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ** প্রকল্পটি অনুমোদিত। এর মূল ডিপিপি গত ১০/০৫/২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং ২৯/০৫/২০০৬ তারিখে একনেক শাখা হতে এর অনুমোদন আদেশ জারী করা হয় ।

১১। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালকঃ** এ প্রকল্পের পৃথক কোন প্রকল্প পরিচালক নেই। স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর মহাপরিচালক জনাব স্বপন কুমার সরকার তার নিজ দায়িত্বে অতিরিক্ত হিসেবে এ প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১-এ শেষ হয়েছে এবং তিনি গত ০৪/০১/২০১৪ তারিখে চাকুরী হতে অবসরে গেছেন।

১২। মোট ১৪২১৪৬.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রকল্প সমাপ্তির ২ বৎসর ৬ মাস অতিক্রান্ত হবার পরও না দেয়ার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অস্পষ্ট রয়ে গেছে :

১২.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কতভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১২.২। প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেট ওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

১২.৩। প্রকল্পের ব্যয়িত প্রায় ১৪২১.৪৭ কোটি টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা, বা এ ব্যয়ে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা তা মূল্যায়ন/নিরূপন করা সম্ভব হয়নি;

১২.৪। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPR এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা যায়নি;

১২.৫। স্থানীয় সরকার বিভাগ কেন এ সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন করেনি বা আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি, তার কারণও অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

১৩। আলোচ্য প্রকল্পটি সমাপ্তির পর পিসিআর প্রেরণের নিমিত্তে অত্র সেক্টরের মহাপরিচালক কর্তৃক স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক বরাবর গত ১৭/০৬/২০১৩ তারিখে অনুরোধ করা হয়। অত:পর অত্র বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক ১৪/০৮/২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবকে ডি.ও পত্রের মাধ্যমে পুনরায় পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। এরপর পুনরায় গত ০৬/০১১/২০১৩ তারিখে অত্র বিভাগ হতে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এ তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে গত ০২/০১/২০১৪, ১৬/০৪/২০১৪ এবং সর্বশেষ গত ১৭/০৭/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণের জন্য পুনরায় তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আইএমইডি'র সচিব কর্তৃক স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বরাবরে ডিও পত্র প্রেরণ, কয়েকবার সাধারণ চিঠি প্রেরণ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে মহাপরিচালক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে বহুবার যোগাযোগ/অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।